ভূগোল বিবরণ।

শ্রীতারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

একাদশ বার মুদ্রিত।

CALCUTTA:

MIRZAPUR, UPPER CIRCULAR ROAD, NO. 58—5.

VIDYARATNA PRESS.

1865.

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

সম্প্রতি স্থানে স্থানে যে সকল বাঙ্গলা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে, তত্রত্য ছাত্রগণের পাঠের নিমিত্ত এই পুস্তক সঙ্কলিত হইল। ইহাতে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে, বিবিধ ইঙ্গরেজী গ্রন্থ হইতে তৎসমুদায় সংগৃহীত হইয়াছে; কোন এক পুস্তকবিশেষ হইতে গৃহীত হয় নাই।

এই পুস্তকের সঙ্কলন বিষয়ে পরিশ্রম করিতে ক্রটি করি নাই; তথাপি সহসা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে আমার সাহস হয় নাই। পুস্তক বালকদিগের পাঠোপযোগী হইবে কি না, বিবেচনা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত, সংস্কৃত কালেজের ছাত্র শ্রীযুত মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সংস্কৃত কালেজের ইঙ্গরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীকে দেখিতে দিয়াছিলাম। তাঁহারা উভয়ে পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সাহস প্রদান করাতে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখাইলাম। তিনি পুস্তক মুদ্রিত করিতে পরামর্শ দিলেন এবং মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইলে ক্রমে ক্রমে সমুদায় সংশোধন করিতে লাগিলেন। সংশোধন সময়ে অনেক স্থানে পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও স্থানে স্থানে নূতন নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এক্ষণে পুস্তক যেরূপ দৃষ্ট হইতেছে কেবল তাঁহারই যত্নে ও পরিশ্রমে সেইরূপ হই-

য়াছে, নতুবা কেবল আমার দ্বারা কখনই ওরূপ হইত না।

শ্রীতারিণীচরণ শর্ম্মা।

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ।
১২ই শ্রাবণ। সংবৎ ১৯১৩।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

ভূগোল বিবরণ দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হইল। প্রথম বার যেরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল এবারে অবিকল সেরূপ নাই। প্রথম বারে আসিয়া আদি চারি মহাদেশের দেশ প্রভৃতির উল্লেখ সমাপন করিয়া পরে ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিবরণ করা গিয়াছিল। কিন্তু দেশাদির নীরস নামমালা ক্রমাগত পাঠ করিতে বালকদিগের কষ্ট হয়, এজন্য এবার চারি মহাদেশের দেশাদির নামমালা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া প্রত্যেক মহাদেশের দেশাদির বিবরণের পূর্ব্বে সন্নিবেশিত হইল।

সূত্রনের মধ্যে এবারে পৃথিবীর গোলত্বের তিনটী অধিক প্রমাণ এবং ভারতবর্ষের কতিপয় নগরের বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের জেলার অবস্থান বিভাগ পাঠ করা বালকদিগের কষ্টকর বোধ হওয়াতে এবারে জেলা সকলের ও তাহাদের প্রধান নগরের নাম মাত্র রাখিয়া অবস্থান বিভাগ পরিত্যাগ করা গিয়াছে।

শ্রীতারিণীচরণ শর্ম্মা।

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ।
২৬এ চৈত্র। সংবৎ ১৯১৩।

ভূগোল বিবরণ।

—000—

পৃথিবীর আকার।

পৃথিবী গোলাকার। পৃথিবীর আকার গোল ইহা ভূগোলবেত্তা পণ্ডিতেরা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

যখন কোন জাহাজ কোন স্থান হইতে স্থানান্তরে যায়, তখন প্রথমতঃ তাহার নিম্ন ভাগ অদৃষ্ট হইতে থাকে; পরে ক্রমে ক্রমে সমুদায় জাহাজ দৃষ্টিপথের অতীত হয়। কিন্তু জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে মাস্তুল অদৃষ্ট হয় না। অনেক দূর পর্য্যন্ত মাস্তুলের উপরিভাগ দৃষ্ট হইতে থাকে। আর যখন কোন জাহাজ আমাদের নিকটবর্ত্তী হইতে আরম্ভ হয়, আমরা প্রথমতঃ তাহার মাস্তুলের উপরিভাগ মাত্র দেখিতে পাই। ক্রমে ক্রমে অধিক নিকটবর্ত্তী না হইলে আর কোন অংশই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দুই প্রত্যক্ষ ব্যাপার দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, দর্শক ও দূর পদার্থের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ এরূপ উচ্চ যে তাহা অতিক্রম করিয়া দৃষ্টি চলে না। পৃথিবীর কোন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে এইরূপ ঘটে এমন নহে; যে কোন স্থান হইতে দূরবর্ত্তী পদার্থ নিরীক্ষণ করা যায়, সেই স্থানেই মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ দর্শকের দৃষ্টিপথ প্রতিরোধ করে। পৃথিবী গোল না হইলে এরূপ হওয়া অসম্ভব।

নাবিকেরা কোন স্থান হইতে যাত্রা করিয়া, ক্রমাগত

পশ্চিমাভিমুখে যাইয়া, অবশেষে যে স্থান হইতে যাত্রা করিয়াছিল সেই স্থানেই উত্তীর্ণ হয়। ইহাতে বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে যে পৃথিবী অন্ততঃ পূর্ব্ব-পশ্চিমে গোলাকার। পৃথিবীর অন্য কোন আকার হইলে নাবিকেরা ইহার প্রান্ত ভাগে উপস্থিত হইত, এবং সেখানে দিক্ পরিবর্ত্তন না করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাগমন করিতে পারিত না।

রাত্রিকালে নভোমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যে, আমরা যেস্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছি তাহার উত্তরের ও দক্ষিণের নক্ষত্র সকল ক্রমশই ভূতলের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। আর যে সকল নক্ষত্র আমাদের মস্তকের উপরিভাগে রহিয়াছে তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। কিন্তু যদি কিছু দিন ক্রমাগত উত্তর মুখে যাওয়া যায় তাহা হইলে উদীচ্য নক্ষত্রসকল ক্রমশই অধিক উচ্চ দেখায়, দাক্ষিণাত্য নক্ষত্রবৃন্দ পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তর নিম্ন বোধ হয়, এবং অবশেষে একবারেই অদৃশ্য হইয়া যায়। আর যে সকল নক্ষত্র আমরা পূর্ব্বে অতি উচ্চ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলাম, তাহারা ক্রমশই নিম্ন হইতে থাকে, এবং আরও উত্তরে গেলে একবারেই অদৃশ্য হইয়া পড়ে। দক্ষিণমুখে গমন করিলেও এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ হয়। ইহাতে বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে যে, পৃথিবী উত্তর দক্ষিণেও গোলাকার। সমাকার হইলে দর্শকের অবস্থান ভেদে নক্ষত্র সকলের উচ্চতার হ্রাস বৃদ্ধি ও অন্তর্দ্ধান হওয়া সম্ভব হয় না। অতএব পূর্ব্বে যখন সপ্রমাণ করা গিয়াছে যে পৃথিবী পূর্ব্ব পশ্চিমে গোল এবং এক্ষণে ইহার উত্তর দক্ষিণের গোলত্বও প্রতিপন্ন

হইল, তখন ইহা একটী প্রকাণ্ড বর্ত্তুল ভিন্ন আর কি আকারের হইতে পারে ?

জ্যোতির্ব্বিদেরা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, চন্দ্র নিজে জ্যোতির্ম্ময় নহে, কেবল সূর্য্যকিরণের অনুপ্রবেশ হেতু আলোকময় দেখায় ; যখন পৃথিবীর ছায়া পড়িয়া সূর্য্যকিরণের সেই অনুপ্রবেশ রোধ করে, তখনই চন্দ্র-গ্রহণের উৎপত্তি হয়। সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন গ্রহণ সময়ে পৃথিবীর ছায়া দ্বারা চন্দ্রের যত দূর আচ্ছন্ন হয়, সেই অংশ সর্ব্বদাই গোলাকার। পৃথিবী গোলাকার না হইলে ঐ অংশ সর্ব্বদা গোলাকার দেখাইত না। কারণ গোল ভিন্ন অন্য আকারের বস্তুর ছায়া সর্ব্বদা গোলাকার হয় না।

ভূতলের যে কোন স্থল হইতে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর চতুর্দ্দিক গোলাকার দেখায়, পৃথিবীর গোলত্বই এরূপ গোলাকার দেখাইবার একমাত্র কারণ। কেননা কোন বর্ত্তুলাকার বস্তু যত্রেচ্ছা কাটিয়া দুই খণ্ড করিলে উভয় খণ্ডেরই ছেদমুখ নিয়ত মণ্ডলাকার হয়। বর্ত্তুল ভিন্ন অন্য আকারের বস্তু যত্রেচ্ছা দ্বিধা ছেদ করিলে নিয়ত সেরূপ মণ্ডলাকার খণ্ড পাওয়া যায় না। ভূতলের যেখানে আমাদের দৃষ্টিরোধ হইতেছে, সেই খানেই যে পৃথিবী শেষ হইয়াছে এমন কেহই মনে করেন না, পৃথিবী তাহার অপর দিকেও অসীমবৎ বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিব্যাপিকা রেখা চতুর্দ্দিকে সেই সকল স্থানকে আমাদের হইতে বিচ্ছেদ করিতেছে। ফলতঃ দৃষ্টিব্যাপিকা রেখা পৃথিবীকে দ্বিধা ছেদ করিতেছে ; তন্মধ্যে যে খণ্ড আমাদের দৃষ্ট হয়,

উহার ছেদমুখ সর্ব্বদাই গোলাকার। অতএব পৃথিবীও অবশ্যই গোলাকার হইবে।

পৃথিবীর আকার গোল বটে কিন্তু সম্পূর্ণ গোল নহে; উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তভাগ কিঞ্চিৎ চাপা। পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৩,৫২০ ক্রোশ, এবং পরিধি প্রায় ১১,০০০ ক্রোশ।

পৃথিবীর গতি।

পৃথিবী স্থির নহে; অনবরতই একটি নির্দ্দিষ্ট মণ্ডলাকার পথে ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই পথকে কক্ষ বলে।

যদি একটি ভাঁটা অনবরতই মণ্ডলাকার পথে ঘোরে তাহা হইলে ভাঁটা যতক্ষণে আপনি একবার ঘোরে, ততক্ষণে ঐ মণ্ডলাকার পথের কিয়দ্দর গমন করে। দ্বিতীয় বার যতক্ষণে আর এক বার ঘোরে, ততক্ষণে ঐ মণ্ডলাকার পথের আর কিয়দ্দর যায়। এইরূপ বারম্বার ঘুরিয়া মণ্ডলাকার পথটী সমুদায় ভ্রমণ করে, এবং পরিশেষে যে স্থান হইতে ঘূরিতে আরম্ভ করিয়াছিল, পুনর্ব্বার সেই স্থানে উপস্থিত হয়। পৃথিবীও সেইরূপ ঘুরিতেছে। বৎসরের প্রথম দিনে এক বার ঘুরিয়া আপন কক্ষের কিয়দ্দূর গমন করে। দ্বিতীয় দিনে আর একবার ঘুরিয়া আর কিয়দ্দূর যায়। এইরূপে ক্রমাগত ঘুরিয়া প্রথম দিবস যে স্থান হইতে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছিল ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ডে পুনর্ব্বার সেই স্থানে উপস্থিত হয়, এবং সেখান হইতে আবার ঘুরিতে আরম্ভ করে। পৃথিবীর এই কক্ষ-পরিভ্রমণকে উহার বার্ষিক গতি কহে।

আর পৃথিবী ষাটি দণ্ডের মধ্যে এক বার আপনার সমুদায় অবয়ব আবর্ত্তন করে। তাহাতে এক বার দিন ও এক বার রাত্রি হয়। এই নিমিত্ত ঐ আবর্ত্তনকে উহার আহ্নিক গতি বলে।

স্থল ও জলের বিবরণ।

পৃথিবীর পৃষ্ঠে স্থল ও জল আছে; স্থলের ভাগ অপেক্ষা জলের ভাগ প্রায় তিন গুণ অধিক।

আকারের বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত এই দুই ভাগের বিশেষ বিশেষ নাম আছে; তাহা এই,

স্থল।

মহাদেশ	অন্তরীপ
দেশ	যোজক
দ্বীপ	উপকূল
উপদ্বীপ	

অনেক রাজ্যাদি বিশিষ্ট নানা জাতি লোকের বাসস্থান অতি বিস্তীর্ণ ভূভাগকে মহাদেশ বলে।

মহাদেশের এক এক ভিন্ন ভিন্ন ভাগকে দেশ বলে।

চতুর্দ্দিকে জলবেষ্টিত ভূভাগকে দ্বীপ বলে। দ্বীপ অতি বৃহৎ হইলে তাহাকে মহাদ্বীপ বলা যায়।

যে ভূমির প্রায় চতুর্দ্দিকে জল তাহাকে উপদ্বীপ বলে।

যে ভূভাগ ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া জলের মধ্যে গিয়াছে, তাহার অগ্রভাগকে অন্তরীপ বলে।

যে সঙ্কীর্ণ ভূভাগ, দুই বৃহৎ ভূভাগকে পরস্পর সংযুক্ত করে তাহাকে যোজক বলে।

সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানকে উপকূল বলে।

জল।

মহাসাগর	প্রণালী
সাগর	হ্রদ
উপসাগর	নদী
সাগরশাখা	

যে অতি বিস্তীর্ণ লবণময় জলভাগ পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে তাহাকে মহাসাগর বলে।

মহাসাগর অপেক্ষা ক্ষুদ্র জলভাগকে সাগর বলে।

যে সাগরাংশের প্রায় চতুর্দ্দিকে স্থল তাহাকে উপসাগর বলে।

সঙ্কীর্ণ সাগরাংশ স্থলভাগে প্রবেশ করিলে তাহাকে সাগরশাখা বলে।

যে সঙ্কীর্ণ জলভাগ দুই বৃহৎ জলভাগকে পরস্পর সংযুক্ত করে তাহাকে প্রণালী বলে।

চতুর্দ্দিকে স্থলবেষ্টিত জলকে হ্রদ বলে।

যে জলভাগ পর্ব্বত, হ্রদ প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া স্রোত বহিয়া বহুদূর যায় তাহাকে নদী বলে।

ধর্ম্মপ্রণালী।

ভূমণ্ডলে নানাপ্রকার ধর্ম্মপ্রণালী প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, য়িহুদি, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্ম প্রধান; অর্থাৎ এই সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকই অধিক। সকলেই আপন আপন ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি অনুসারে চলিয়া থাকেন। যাঁহারা ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা অথবা প্রচার করিয়াছেন সেই সেই ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা

তাঁহাদিগকে অভ্রান্ত, সর্ব্বজ্ঞ ও ঈশ্বরানুগৃহীত পুরুষ বলিয়া স্বীকার করেন। প্রায় সকলেই আপন আপন শাস্ত্রকে পরম পবিত্র ও অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করেন এবং আর আর শাস্ত্রকে নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তিসঙ্কুল ও অপবিত্র বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। আত্মমতাবলম্বী লোকদিগকে চরমে নির্ব্বাণ মুক্তির আশা প্রদান করেন এবং বিরুদ্ধমতাবলম্বী লোকদিগকে ঈশ্বরবিরোধী বলিয়া অনন্তকাল নরকভোগের বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

হিন্দুধর্ম্ম।

হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীরা চরমে একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বর স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহার অংশ এই জ্ঞানে অসঙ্খ্য সাকার দেব দেবীরই আরাধনা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সাকার উপাসনাই তাঁহাদের মুখ্য ধর্ম্ম। তাঁহারা কহেন সাকার উপাসনা দ্বারা জ্ঞানযোগ হয়, সেই জ্ঞানযোগ ব্যতিরেকে মনুষ্য নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার যোগ্য হইতে পারে না। ইহাঁরা মনুষ্যদিগকে নানা জাতিতে বিভক্ত করিয়া থাকেন; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ জাতিকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করেন। তাঁহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির অন্নগ্রহণ অতিশয় দূষ্য। তাঁহারা কোন কোন জাতিকে এত নিকৃষ্ট বোধ করিয়া থাকেন যে, তজ্জাতীয় লোকের ছায়া স্পর্শ করিলেও আপনাদিগকে অশুচি জ্ঞান করেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রধান শাস্ত্র বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র। দেবার্চ্চনা, গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণভোজন, তীর্থদর্শন ইত্যাদি

অনুষ্ঠান এই ধর্ম্মের সার কর্ম্ম। হিন্দুদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। তন্মধ্যে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব এই তিন মতই প্রধান।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

বৌদ্ধেরা অহিংসাকেই পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করেন। ইহাঁদের মতে পরলোক নাই; ইহলোকেই যে কিছু সুখ দুঃখ হয়, তদ্ব্যতিরেকে জীবদিগকে আর কিছুই ভোগ করিতে হয় না। ইহাঁদের মধ্যেও বিস্তর মত-ভেদ আছে। কোন মতে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কোন মতে বলে যদিও পরমেশ্বর থাকেন তাঁহার আরাধনার কোন প্রয়োজন নাই। কোন কোন মতে কতিপয় মহাপুরুষকে ঈশ্বরের ন্যায় জ্ঞান করিয়া আরাধনা করে। এই সকল মহাপুরুষেরা লামা প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধদিগের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র দয়ারত্ন, বৃহস্পতিসূত্র, অঙ্গ, চরিত্র ইত্যাদি।

য়িহুদিধর্ম্ম।

য়িহুদিরা একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন; কিন্তু উপাসনার সময় বিস্তর আড়ম্বর করেন। তাঁহাদের পুরোহিতেরা যাবজ্জীবন বিবাহ করিতে পারেন না। এই ধর্ম্মের প্রধান শাস্ত্রের নাম বাইবল। পূর্ব্বকালে য়িহুদিরা আসিয়ার অন্তর্গত তুরুষ্ক নামক দেশে বসতি করিতেন; কিন্তু এক্ষণে ইহাঁরা নানাস্থানী হইয়াছেন, কোন একটী স্বতন্ত্র দেশ ইহাঁদের বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট নাই।

খৃষ্টীয় ধর্ম্ম।

খৃষ্টানেরা য়িহুদিদিগের মত এক পরমেশ্বর মানেন। অধিকন্তু বলিয়া থাকেন যে পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তাহার নিরাকরণ করিয়া মর্ত্যলোকে সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিবার নিমিত্ত পরমেশ্বর আপন পুত্র য়িশু খৃষ্টকে অবনীমণ্ডলে প্রেরণ করেন। খৃষ্টানেরা কহেন য়িশু বহুবিধ অলৌকিক কার্য্যদ্বারা আপন ঐশী শক্তি সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। তদবধি মর্ত্যলোকে তাঁহার অর্চ্চনার আরম্ভ হয়, এবং তাঁহার অর্চ্চনা ও তৎপ্রণীত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য তাঁহার শিষ্যেরা খৃষ্টান নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। যে পুস্তকে য়িশুর বৃত্তান্ত বর্ণিত ও তাঁহার মত সঙ্কলিত আছে, তাহার নাম নূতন বাইবল। খৃষ্টানেরা য়িহুদিদিগের বাইবলকে পুরাতন বাইবল এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। পুরাতন বাইবল ও নূতন বাইবল এই দুই গ্রন্থ খৃষ্টানদের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র। এ উভয়ের মধ্যে নূতন বাইবল অধিক মান্য। খৃষ্টানদিগের মধ্যে অনেক প্রকার সম্প্রদায় আছে। তন্মধ্যে রোমানকাথলিক ও প্রটেষ্টান্ট এই দুই সম্প্রদায় প্রধান। রোমানকাথলিক সম্প্রদায়ের পুরোহিতেরা যাবজ্জীবন বিবাহ করিতে পান না। ১৮৬৫ বৎসর হইল য়িশুখৃষ্ট ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মুসলমান ধর্ম্ম।

প্রায় ১২৯৭ বৎসর গত হইল আসিয়ার অন্তর্বর্ত্তী আরব নামক দেশে মহম্মদ নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ

করেন। তৎকালে আরবেরা সাকার দেব দেবীর আরাধনা করিত। মহম্মদ ক্রমে ক্রমে প্রচার করিলেন যে এ দেশের ধর্ম্মপ্রণালী নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তিজালে আচ্ছন্ন। সেই ভ্রমময় ধর্ম্মের উচ্ছেদ করিয়া সত্যধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত পরমেশ্বর আমাকে অবনীমণ্ডলে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং একখানি গ্রন্থও প্রদান করিয়াছেন; তাহাতে সমুদায় ধর্ম্মের সার সঙ্কলিত আছে।

এই গ্রন্থের নাম কোরান। আরবেরা ক্রমে ক্রমে কোরানের মত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল, এবং তদবধি মহম্মদ-প্রণীত ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই ধর্ম্মকে মুসলমান ধর্ম্ম বলে। মুসলমানেরা একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বর মানেন। সাকারবাদীদিগের প্রতি তাঁহাদের অতিশয় দ্বেষ। তাঁহারা মুসলমান ভিন্ন আর সকলকেই কাফর অর্থাৎ ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া থাকেন। ইহাঁদেরও মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। তন্মধ্যে সিয়া ও সুন্নি এই দুই মত প্রধান।

হিন্দুধর্ম্ম প্রভৃতি পাঁচ প্রকার ধর্ম্ম ব্যতিরেকে পৃথিবীতে আরও অনেক প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে কোন কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোক এত মূর্খ ও অজ্ঞান যে সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্বকর্ত্তা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞাত নহে। বৃক্ষ, বায়ু, অগ্নি, জল প্রভৃতি যে কোন পদার্থের কোন বিশেষ ক্ষমতা দেখে, তাহাকেই ঈশ্বরজ্ঞানে অর্চ্চনা করে। তাহারা দেখিতে পায় অগ্নি নিমেষমধ্যে গৃহাদি দগ্ধ করিয়া ফেলে, প্রবল বায়ু উপস্থিত হইলে ঘোর প্রলয় উপস্থিত হয়, মেঘ ভীমনাদে গর্জ্জন করে

এবং তাহা হইতে অগ্নিশিখা নিঃসৃত হয়। এই সকল ব্যাপার কি নিমিত্ত ঘটে তাহারা ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারে না। সুতরাং এই সকল জড় পদার্থকে অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন জ্ঞান করিয়া দেবতা বোধে পূজা করিয়া থাকে। এই প্রকার লোকদিগকে জড়োপাসক ও ইহাদের ধর্ম্মকে জড়োপাসনা কহা যায়।

শাসন প্রণালী।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজকার্য্য ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ। কোন কোন দেশের রাজা কোন প্রকার নিয়ম বিধির অধীন না হইয়া এবং রাজকার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ে কাহারও পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া আপন ইচ্ছামত প্রজা শাসন করিয়া থাকেন। ইচ্ছা হইলে নিতান্ত নিরপরাধী প্রজারও সর্ব্বস্বান্ত ও প্রাণদণ্ড করিতে পারেন এবং ইচ্ছা হইলে সহস্রদোষ-দূষিত ঘোর অপরাধীকেও মার্জ্জনা করিয়া থাকেন। এরূপ প্রভূত ক্ষমতাবিশিষ্ট রাজাকে স্বেচ্ছাচারী রাজা বলা যায়, এবং এরূপ রাজত্বকে যথেচ্ছাচার রাজত্ব বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ। কোন কোন দেশের রাজা পূর্ব্বোল্লিখিত রাজার ন্যায় আপন রাজ্য মধ্যে অপরিমিত ক্ষমতাশালী বটেন, কিন্তু তাঁহাকে কতিপয় নির্দ্ধারিত নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়। এবম্প্রকার রাজাকে নিয়মতন্ত্র রাজা বলা যায়, এবং এইরূপ রাজত্বকে নিয়মতন্ত্র রাজত্ব বলে।

তৃতীয়তঃ। কোন কোন দেশের রাজা রাজ্যশাসন বিষয়ে স্বতন্ত্র হইয়া চলিতে পারেন না। তাঁহাকে নির্দ্ধারিত নিয়মসমূহের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হয়। অধিকন্তু রাজ্যমধ্যে প্রজাদের দুই একটী সভা সংস্থাপিত থাকে। সভায় যাহা বৈধ বলিয়া ধার্য্য হয়, তিনি কোন রূপেই তাহার উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন না। এই প্রকার রাজাকে প্রজাতন্ত্র রাজা বলা যায়, এবং এইরূপ রাজত্বকে প্রজাতন্ত্র রাজত্ব বলা যাইতে পারে।

চতুর্থতঃ। কোন কোন দেশে রাজা বা রাজার তুল্য সর্ব্বপ্রধান কোন এক ব্যক্তিই নাই। তত্রত্য লোকেরা কিছু দিনের নিমিত্ত কোন এক অভিমত ব্যক্তির হস্তে রাজকার্য্যের ভার সমর্পণ করে, এবং তাঁহার সময় অতীত হইলেই অপর কোন ব্যক্তিকে তাঁহার পদে নিযুক্ত করে। ইহাদের সচরাচর এক একটী সভা সংস্থাপিত থাকে, এবং যাঁহাকে লোকে রাজকার্য্য সমাধা করিতে মনোনীত করে, তাঁহাকে ঐ সভার সঙ্গে একমত হইয়া কার্য্য করিতে হয়; এই প্রকার শাসন-প্রণালীকে সাধারণ-তন্ত্র বলে।

মহাদ্বীপ ও মহাসাগর।

পৃথিবীতে দুই মহাদ্বীপ আছে। প্রাচীন মহাদ্বীপ ও নূতন মহাদ্বীপ। যে মহাদ্বীপে আসিয়া, ইয়ুরোপ ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশ আছে, তাহাকে প্রাচীন মহাদ্বীপ বলে, আর যাহাতে কেবল আমেরিকা আছে তাহাকে নূতন মহাদ্বীপ বলে।

পৃথিবীতে এক মহাসাগর আছে; মহাসাগর পৃথক্ পাঁচ স্থানে পৃথক্ পাঁচ নামে প্রসিদ্ধ। যথা; আটলান্টিক মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, উত্তর মহাসাগর, দক্ষিণ মহাসাগর।

আসিয়া।

এই মহাদেশের উত্তরসীমা উত্তর মহাসাগর; পূর্ব্বসীমা প্রশান্ত মহাসাগর; দক্ষিণসীমা ভারত মহাসাগর; পশ্চিম সীমা লোহিত সাগর, সুয়েজ যোজক, ভূমধ্যসাগর, মর্ম্মর সাগর, কৃষ্ণসাগর, ককেসস্ পর্ব্বত, কাস্পিয়ান সাগর, ইয়ুরাল নদী ও ইয়ুরাল পর্ব্বত। আসিয়ার পরিমাণফল প্রায় ৪০,০০,০০০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৬০,০০,০০,০০০।

আসিয়ায় নিম্ন লিখিত কয়েকটী দেশ আছে।

ভারতবর্ষ	তিব্বত
পূর্ব্বউপদ্বীপ	আফগানিস্থান
চীন	পারস্য
তাতার	আরব
রুসিয়া	তুরুষ্ক

আসিয়ার প্রধান প্রধান দ্বীপ।

ভারতমহাসাগরে—সিংহল, মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ, আণ্ডেমানপুঞ্জ, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ্।

ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থলে যে সমুদায় দ্বীপ আছে তাহাদিগকে ভারতসাগরীয় দ্বীপশ্রেণী বলে। ইহাদের মধ্যে বোর্ণিয়ো, সুমাত্রা, জাবা, ফিলিপাইনপুঞ্জ ও মলক্কসপুঞ্জ এই কয়েকটী প্রধান।

প্রশান্তমহাসাগরে—হেনান, ফর্ম্মোজা, জাপান, নগেনিয়ন।

বেরিং প্রণালীতে—কক্সপুঞ্জ।

ভূমধ্যসাগরে—সাইপ্রস ও রোড্স।

আসিয়ার প্রধান প্রধান পর্ব্বত।

হিমালয়—ভারতবর্ষের উত্তর। এই পর্ব্বত পৃথিবীর অন্যান্য সমুদায় পর্ব্বত অপেক্ষা উচ্চ।

ঘাট—দক্ষিণ ভারতবর্ষের অন্তর্গত।

হিন্দুকুস—ইহার এক দিকে আফগানিস্তান ও অন্য দিকে তাতার।

এলবর্জ—কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ।

আল্টই—রুসিয়ার দক্ষিণ।

ককেসস—কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যস্থিত।

টরস—ইহার এক দিকে মর্ম্মর সাগর, অন্য দিকে পারস্য দেশ।

কিয়ুন্লন—ইহার এক দিকে তিব্বত দেশ, অন্য দিকে তাতার।

সিনাই ও হোরেব—আরবের উত্তর।
আরারট ও লিবেনন—তুরুষ্কের অন্তর্গত।

আসিয়ার প্রধান প্রধান উপদ্বীপ।

দক্ষিণ উপদ্বীপ অর্থাৎ ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগ।
পূর্ব্বউপদ্বীপ।
আরব।
কোরিয়া—তাতারের পূর্ব্ব।
আসিয়া মাইনর—তুরুষ্কের পশ্চিম ভাগ।
কামস্কটকা—রুসিয়ার উত্তরপূর্ব্ব।

যোজক।

সুয়েজ—ইহার এক দিকে আসিয়া, অন্য দিকে আফ্রিকা।
ক্রা—ইহার এক দিকে শ্যাম, অন্য দিকে মলয়।

অন্তরীপ।

পূর্ব্বঅন্তরীপ—রুসিয়ার উত্তরপূর্ব্ব।
লোপটকা—কামস্কটকার দক্ষিণ।
বোজাডর—ফিলিপাইনপুঞ্জের অন্তর্গত লুজনের উত্তর।
রোমানিয়—মলয়ের দক্ষিণ।
কুমারিকা—ভারতবর্ষের দক্ষিণ।
রাসলহাদ—আরবের পূর্ব্ব।

সাগর ও উপসাগর।

ওখটস্কসাগর—তাতার ও কামস্কট্‌কার মধ্যস্থিত।
জাপানসাগর—জাপান ও তাতারের মধ্যস্থিত।
পীতসাগর—কোরিয়া ও চীনের মধ্যস্থিত।
চীনসাগর—ইহার পূর্ব্বদিকে ফর্মোজা, ফিলিপাইন পুঞ্জ ও বোর্ণিয়া; পশ্চিম দিকে চীন ও পূর্ব্ব-উপদ্বীপ।
বঙ্গসাগর—ভারতবর্ষ ও পূর্ব্বউপদ্বীপের মধ্যস্থিত।
আরবসাগর—ভারতবর্ষ ও আরবের মধ্যস্থিত।
লোহিতসাগর—আরব ও আফ্রিকার মধ্যস্থিত।
লিবান্টসাগর—ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বভাগ, তুরুস্কের পশ্চিম।
ওবি উপসাগর—রুসিয়ার উত্তর।
আনেডার উপসাগর—পূর্ব্বঅন্তরীপের নিকটবর্ত্তী।
টক্কিনউপসাগর—চীনের দক্ষিণ।
শ্যামউপসাগর—পূর্ব্বউপদ্বীপের পূর্ব্বদক্ষিণ।
মান্নারউপসাগর—ভারতবর্ষের দক্ষিণ।
খাম্বাজ ও কচ্ছ উপসাগর—ভারতবর্ষের পশ্চিম।
পারস উপসাগর—পারস্য ও আরবের মধ্যস্থিত।

প্রণালী।

বেরিংপ্রণালী—আমেরিকা ও আসিয়ার মধ্যস্থিত।
কোরিয়া প্রণালী—কোরিয়া উপদ্বীপ ও জাপানের মধ্যস্থিত।

মাকাসর প্রণালী—বোর্ণিয়ো ও সেলিবিস দ্বীপপুঞ্জের মধ্যস্থিত।

মান্নার প্রণালী—ভারতবর্ষ ও সিংহলদ্বীপের মধ্যস্থিত।

বাবেলমাণ্ডেব প্রণালী—আরব ও আফ্রিকার মধ্যস্থিত। ইহার দ্বারা লোহিত ও আরব সাগর সংযুক্ত।

অর্ম্মস প্রণালী—পারস উপসাগর ও আরব সাগরের মধ্যস্থিত।

আসিয়ার প্রধান প্রধান নদী।

নদীর নাম।	যে দেশ দিয়া বহিতেছে।	যে সাগরে মিলিয়াছে।
ওবি ইনিসি লেনা	রুসিয়া	উত্তর মহাসাগর।
আমুর	তাতার	ওখটস্ক সাগর।
জৈহুন সৈহুন	তাতার	আরল হ্রদ।
হোয়াংহো ইয়ংসিকিয়াং	চীন	প্রশান্ত মহাসাগর।
মেকিয়াং	পূর্ব্বউপদ্বীপ	চীনসাগর।
ইরাবর্ত্তী	পূর্ব্ব উপদ্বীপ	বঙ্গসাগর।
ব্রহ্মপুত্র	তিব্বত ও ভারতবর্ষ	বঙ্গসাগর।
গঙ্গা	ভারতবর্ষ	বঙ্গসাগর।
সিন্ধু	ভারতবর্ষ	আরবসাগর।
টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস	তুরুস্ক	পারস উপসাগর।

হ্রদ।

কাস্পিয়ান হ্রদ, অথবা কাস্পিয়ান সাগর—রুসিয়া, তাতার ও পারস্য দেশে পরিবেষ্টিত।

আরল হ্রদ—তাতারের অন্তর্গত।

বৈকাল হ্রদ—রুসিয়ার অন্তর্গত।

পল্টি, রাবণহ্রদ ও মানস সরোবর—তিব্বত দেশের অন্তর্গত।

মরুসাগর*—তুরুষ্কের অন্তর্গত।

আসিয়ার প্রধান প্রধান ধর্ম্ম।

ধর্ম্মের নাম। যে দেশে প্রচলিত তাহার নাম।

হিন্দুধর্ম্ম ভারতবর্ষ।

বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বত, চীন, জাপান, পূর্ব্বউপদ্বীপ, সিংহল এবং ভারতবর্ষের ও তাতারের কোন কোন অংশ।

মুসলমানধর্ম্ম—আরব, তুরুষ্ক, পারস্য ও আফগানিস্তান

শাসন প্রণালী।

আসিয়ার প্রায় সর্ব্বত্রই যথেচ্ছাচার প্রণালীতে রাজকার্য্য সম্পন্ন হয়।

---

* এই হ্রদে কোন মৎস্যাদি বাস করিতে পারে না এবং ইহার তীরে বৃক্ষাদি জন্মে না এই নিমিত্ত ইহাকে মরুসাগর কহে।

দেশের বিবরণ।

ভারতবর্ষ।

ভারতবর্ষের উত্তরসীমা হিমালয় পর্ব্বত; পূর্ব্বসীমা মণিপুরপাহাড় ও বঙ্গসাগর; দক্ষিণ সীমা ভারত মহাসাগর; পশ্চিম সীমা আরব সাগর ও সিন্ধু নদী। গ্রীকেরা ভারতবর্ষকে ইণ্ডিয়া ও মুসলমানেরা হিন্দুস্তান বলিত, তদনুসারে ইঙ্গরেজেরা ইহাকে কখন ইণ্ডিয়া ও কখন হিন্দুস্তান বলেন। এই দেশ দীর্ঘে প্রায় ৮০০ ক্রোশ, ও প্রস্থে প্রায় ৬৫০ ক্রোশ। ইহাতে প্রায় অষ্টাদশ কোটি লোকের বাস।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে প্রায় চারি শত পঞ্চাশ ক্রোশ উত্তরে একটী পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতের নাম বিন্ধ্য। বিন্ধ্যাচল ভারতবর্ষকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে। উত্তরের ভাগকে আর্য্যাবর্ত্ত এবং দক্ষিণের ভাগকে দাক্ষিণাত্য বলে।

আর্য্যাবর্ত্ত দুই ভাগে বিভক্ত; হিমালয়প্রদেশ ও মধ্যদেশ। কাশ্মীর, সমুর, গড়োয়াল, কমায়ুন, নেপাল ও ভোট এই ছয়টী হিমালয়ের সন্নিহিত দেশকে হিমালয় প্রদেশ বলে; আর লাহোর, দিল্লী, অযোধ্যা, বিহার, বাঙ্গলা, মুলতান, রাজপুতানা, আগরা, এলাহাবাদ, সিন্ধু, কচ্ছ, গুজরাট ও মালব এই তেরটী দেশ দাক্ষিণাত্য ও হিমালয় প্রদেশ এই উভয়ের মধ্যস্থিত এই নিমিত্ত ইহাদিগকে মধ্যদেশ বলে।

দাক্ষিণাত্যও দুই ভাগে বিভক্ত; নর্ম্মদা প্রদেশ ও

কৃষ্ণাপ্রদেশ। খান্দেশ, গোন্দোয়ানা, উড়িষ্যা, বরার, আরাঙ্গাবাদ, বিদর, হায়দরাবাদ, উত্তর সরকার ও বিজাপুর এই নয়টী নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণবর্ত্তী দেশকে নর্ম্মদা-প্রদেশ বলে। দোআব, বালাঘাট, কর্ণাট, তুলব, মহীসুর, কানাড়া, মলবার, কোঙ্কী, দ্রাবিড় ও ত্রিবাঙ্কোড় এই কয়েকটী কৃষ্ণানদীর দক্ষিণবর্ত্তী দেশকে কৃষ্ণাপ্রদেশ কহে।

ভারতবর্ষ অতি বৃহৎ দেশ। ইহাতে বসুমতীর নানা প্রকার ভিন্ন ভিন্ন আকার দৃষ্ট হয়। উত্তরে তুষারমণ্ডিত হিমালয় পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে; দক্ষিণে দুই ঘাটগিরি দুর্ভেদ্য দুর্গের ন্যায় দুই উপকূলে সংস্থাপিত আছে। মধ্যস্থলে বিন্ধ্যাচল ভারতবর্ষকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে। পশ্চিম দিকে অর্বলী নামে আর একটী গিরি বিন্ধ্যাচল হইতে প্রায় দিল্লী পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ আছে। সিন্ধু প্রদেশ নিরবচ্ছিন্ন বালুকাময় মরুভূমিতে আচ্ছন্ন। সেই সকল মরুভূমি হইতে মধ্যে মধ্যে উত্তপ্ত বালুকারাশি উড্ডীন হইয়া সন্নিহিত শস্যক্ষেত্র ও গৃহাদি আচ্ছন্ন করে। দিল্লীপ্রদেশে আর একটী দশ ক্রোশ বিস্তীর্ণ মরুভূমি আছে। বৃক্ষাদি শূন্য কদর্য্যতৃণাবৃত ক্ষেত্রও আর্য্যাবর্ত্তের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিলে বহুদূর বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি, শ্যামল শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র, পল্লব-পুষ্প-ফলে সুশোভিত তরুমণ্ডলী এবং দূরবাহিনী নদী এই সকলই প্রায় সর্ব্বত্র দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জল বায়ু এরূপ বিভিন্ন

যে তজ্জন্য কোন কোন গ্রন্থকারেরা ইহাকে সমুদায় পৃথিবীর অনুকৃতিস্বরূপ বর্ণনা করেন। অতি প্রচণ্ড রৌদ্র ও দুরন্ত শীত, স্থানভেদে উভয়ই অনুভূত হয়। এবং কাশ্মীরের তুল্য মনোহর জল বায়ু, বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন স্থানেই নাই।

কাশ্মীর, কমায়ুন ও নেপাল ভিন্ন ভারতবর্ষের আর সকল প্রদেশে গ্রীষ্ম ও বর্ষাই প্রধান ঋতু। বায়ু সর্ব্বদাই প্রায় উত্তরপূর্ব্ব অথবা দক্ষিণপশ্চিম এই দুই দিকের এক দিক হইতে বহিতে থাকে। চৈত্র মাসে গ্রীষ্মের আরম্ভ হয় এবং আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত অতিশয় প্রবল থাকে। এই কয়েক মাস রৌদ্রের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। তদ্দ্বারা বায়ু অতিশয় উত্তপ্ত হয়, পৃথিবী নীরস ও শুষ্ক হওয়াতে রাশি রাশি ধূলি উড়িতে থাকে; বিল খাল সমুদায় শুকাইয়া যায়, এবং বৃহৎ বৃহৎ নদী সকলও এরূপ সঙ্কীর্ণ হয় যে অনেক দূর পর্য্যন্ত বালুকা অতিক্রম না করিলে জল পাওয়া যায় না। আষাঢ় মাসে বর্ষার সঞ্চার হইয়া প্রায় আশ্বিন পর্য্যন্ত প্রবল থাকে। অগ্রহায়ণাদি তিন মাস শীত। বর্ষাকালে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সকল স্থানে স্থানে প্লাবিত হইয়া যায়। নদ নদী সমুদায় স্ফীত হইয়া উভয় পার্শ্বে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত জলমগ্ন করে; তদ্দ্বারা কৃষিকর্ম্মের যথেষ্ট উপকার হয়। অনেক স্থানের ভূমি স্বভাবতই এরূপ উর্ব্বরা যে, তাহাতে এরূপ জলপ্লাবন ব্যতিরেকেও অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন হইতে পারে।

ভারতবর্ষে বৃক্ষ লতাদি যেরূপ সতেজ সেরূপ প্রায় ভূমণ্ডলে আর কুত্রাপি জন্মে না। এখানকার অরণ্য

তরুর মধ্যে সেগুণ, সাল, আবলুস ও শিশু অতিশয় প্রসিদ্ধ। চন্দন কাষ্ঠও এখানে যথেষ্ট জন্মে। এ সমুদায় ভিন্ন তাল, তেঁতুল, আম, কাঁটাল, নারিকেল প্রভৃতি নানাপ্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। তণ্ডুল ও গোধূম ভারতবর্ষীয়দিগের প্রধান আহার, এজন্য কৃষকেরা এই দুই শস্যের চাষে অধিক যত্ন করে। আর আর প্রকার দ্রব্যও বিস্তর জন্মে। তন্মধ্যে নীল, চিনি ও আফিঙ অন্যান্য অনেক দেশে নীত হয়। সম্প্রতি এদেশে চা ও কাফিও উৎপন্ন হইতেছে। ভারতবর্ষের নানা প্রকার সুরস ফল সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

গো, মেষ, মহিষ, ছাগল ও বরাহ ভারতবর্ষের প্রধান গ্রাম্য জন্তু। আরণ্য জন্তুর মধ্যে হস্তী, সিংহ, দ্বীপী, ব্যাঘ্র, ভল্লূক, গণ্ডার প্রভৃতি প্রধান।

ভারতবর্ষের আকরে অনেক প্রকার বহুমূল্য ধাতু উৎপন্ন হয়। এদেশের হীরক অতি উৎকৃষ্ট। গোলকুণ্ডা, সম্বলপুর, বুন্দেলখণ্ড ও কৃষ্ণানদীর নিকটবর্ত্তী কালূর প্রভৃতি স্থানে হীরকের খনি আছে। এদেশে লৌহও অধিক; প্রস্তরও নানাপ্রকার পাওয়া যায়। আর্য্যাবর্ত্তে রাণীগঞ্জ প্রভৃতি অনেক স্থানে পাথরিয়া কয়লা উত্তোলিত হয়। লবণও অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কোন কোন শিল্পকর্ম্মে হিন্দুরা অতিশয় নিপুণ। তাহাদের নির্ম্মিত কাশ্মীরি শাল ও ঢাকাই কাপড় সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ এবং স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতুর গঠনে অদ্যাপি কেহই ইহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারে নাই।

অধুনা ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান ইহারাই প্রধান অধিবাসী অর্থাৎ ইহাদেরই সংখ্যা অধিক। এই উভয়ের

মধ্যে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর ভাগ প্রায় সাত গুণ অধিক ; ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অরণ্যে ও পর্ব্বতে যে সমুদায় লোক বসতি করে তাহারা হিন্দু ও মুসলমান এই দুয়ের কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী নহে। তাহাদের অধিকাংশই নিতান্ত অসভ্য এবং জঙ্গলাজাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

হিন্দু, মুসলমান ও জঙ্গলাজাতি ভিন্ন ইদানীং ভারতবর্ষে এক আধুনিক সম্প্রদায় দিন দিন বদ্ধমূল হইতেছে। এই সম্প্রদায়ের লোককে ফিরিঙ্গী বলে। উপরি উক্ত চারি প্রকার অধিবাসী ব্যতিরেকে ইঙ্গরেজ ফরাসি, দিনেমার, আমেরিক, য়িহুদি, পারসীক, চীন, আর্মানি, মগ প্রভৃতি নানা দিগ্‌দেশীয় লোক বাণিজ্য বা বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে আসিয়া ভারতবর্ষে অবস্থিতি করেন; কিন্তু ইহাঁরা অনেকেই আপন আপন কার্য্য সম্পন্ন হইলেই স্ব স্ব দেশে প্রতিগমন করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষবাসী যাবতীয় হিন্দুর এক ভাষা নহে, বাসস্থান ভেদে তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথাবার্ত্তা কহেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রায় সকল ভাষাই সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন অথবা সংস্কৃত শব্দের সাহায্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই সমুদায় ভাষার মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তে বাঙ্গালা ও হিন্দী এই দুইটাই প্রধান। বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে শুনিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা হইতে যতদূর যাওয়া যায় বাঙ্গালা ভাষা ক্রমেই তত কদর্য্য। শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানের ভাষা এরূপ অপরিস্কৃত ও কদর্য্য যে সহসা বোধগম্য হয় না। আসাম ও উড়িষ্যায় বাঙ্গালা ভাষার

বিস্তর রূপান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ উড়ে-রা যেরূপ উচ্চারণ করে তাহাতে আপাততঃ বোধ হয় যে, তাহাদের ভাষা বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তাহারা হলন্ত শব্দ ব্যবহার করে না। যে শব্দটী বাঙ্গালা ভাষায় হলন্ত ব্যবহৃত, তাহারা সেইটীকে স্বরান্ত করিয়া উচ্চারণ করে, এবং সকল কথাই অতি শীঘ্র শীঘ্র বলিয়া যায়, এই নিমিত্তই বুঝা যায় না। কিছুকাল উড়েদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেই বোধ হয় যদিও উড়ে ও বাঙ্গালা এ উভয় ভাষাই ঠিক এক না হউক অন্ততঃ ইহাদের পরস্পর অনেক ঐক্য আছে। উড়েরা অনেকে লিখিবার সময় কাগজ বা কলম ব্যবহার করে না। তালপত্রের উপরে খুন্তির মত লৌহ-লেখনী দ্বারা সমুদায় লিখিয়া থাকে। যেরূপ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী প্রদেশে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শ্রুত হয় সেইরূপ বারাণসী প্রভৃতি স্থানে বিশুদ্ধ হিন্দী শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তথা হইতে দূরে গমন করিলে আর সেইরূপ সুশ্রাব্য হিন্দী শুনিতে পাওয়া যায় না। ক্রমেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকার কর্ণগোচর হয়। কাশ্মীর পাঞ্জাব ও সিন্ধু দেশের ভাষা হিন্দী হইতে স্বতন্ত্র নহে কিন্তু ঐ সকল ভাষায় মধ্যে মধ্যে হিন্দী শব্দের এরূপ উচ্চারণ হয় যে সহসা তাহাদিগকে হিন্দী বলিয়াই বোধ হয় না। ঐ সকল ভাষায় হিন্দী ভিন্ন অপর শব্দও অনেক মিশ্রিত হইয়াছে তথাপি তাহাদিগকে হিন্দী ভাষারই প্রকারান্তর বলিয়া গণনা করিতে হয়। ঐ সকল ভাষার নাম কাশ্মীরী, পঞ্জাবী বা গুরুমুখী, ও সিন্ধী। গুজরাটের ভাষা নিরবচ্ছিন্ন হিন্দীমূলক নহে। এই জন্য

উহাকে একটী স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। ঐ ভাষাকে গুর্জ্জর ভাষা বলে।

দাক্ষিণাত্যবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে যে সমুদায় ভাষা প্রচলিত তন্মধ্যে তৈলঙ্গী, দ্রাবিড়ী, কর্ণাটী ও মহারাষ্ট্রী এই চারিটী প্রধান।

উত্তরে উড়িষ্যা, দক্ষিণে পলিকট হ্রদ, পশ্চিমে মহারাষ্ট্রদেশ এবং পূর্ব্বে বঙ্গসাগর এই চতুঃসীমান্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশে তৈলঙ্গী ভাষা প্রচলিত। পলিকট হ্রদ হইতে কুমারিকা বেষ্টন করিয়া মলবার পর্য্যন্ত সমুদায় প্রদেশে দ্রাবিড়ী ভাষা*। উত্তরে বিদর, দক্ষিণে কোইম্বাটুর, পশ্চিমে পশ্চিমঘাট গিরি এবং পূর্ব্বে পূর্ব্বঘাট এই চতুঃসীমান্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশ কর্ণাটী ভাষার প্রকৃত স্থান। মলবারের উত্তর হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত সমুদায় উপকূলে এবং পূর্ব্বে হায়দরাবাদ, উত্তরে নাগপুর ও দক্ষিণে সোলাপুর, ইহার মধ্যবর্ত্তী দেশে মহারাষ্ট্রী ভাষা প্রচলিত।

আর্য্যাবর্ত্তের ভাষাতে সংস্কৃত শব্দ সকল যে অর্থে ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায় দাক্ষিণাত্যের ভাষাতেও প্রায় সেই সকল সংস্কৃত শব্দ সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর্য্যাবর্ত্তের ভাষায় কতকগুলি অসংস্কৃত শব্দ যে অর্থে প্রযুক্ত দৃষ্ট হয় দাক্ষিণাত্যের ভাষাতেও সেই সকল অসংস্কৃত শব্দ প্রায় সেই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং ইংরেজী ও বাঙ্গালা এই দুই ভাষা পরস্পর যত বিভিন্ন আর্য্যাবর্ত্তের ও দাক্ষিণাত্যের ভাষা

---

* এই ভাষাকে কখন কখন তামিল ভাষাও বলে।

সকল পরস্পর তত বিভিন্ন নহে। বস্তুতঃ এই দুই খণ্ডের ভাষা সমূহের পরস্পর বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে।

ভারতবর্ষীয় মুসলমানদিগের কোন একটী স্বতন্ত্র ভাষা নাই। ইহারা যে যেখানে বসতি করে সে সেই-খানকার চলিত ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে।

কেহ কেহ বলেন মুসলমানদিগের ভাষা উর্দ্দু, কিন্তু সমুদায় বিবেচনা করিয়া দেখিলে উর্দ্দুকে স্বতন্ত্র ভাষা বলা যায় না; উহা হিন্দীর রূপান্তর মাত্র। হিন্দীতে সংস্কৃত শব্দের ভাগ অধিক এবং উহা নাগরী অক্ষরে লিখিত হয়। আর উর্দ্দুতে পারসী ও আরবী শব্দের ভাগ অধিক এবং উহা পারসী অথবা আরবী অক্ষরে লিখিত হয় এই মাত্র বিশেষ।

জঙ্গলা জাতিদিগের ভাষা বাসস্থান ভেদে পরস্পর স্বতন্ত্র। দুই এক স্থলে তাহারা তাহাদের নিকটবর্ত্তী হিন্দুদিগের ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকে। এই সকল জঙ্গলা জাতির মধ্যে বাঙ্গালার সান্নিধ্যে সাঁওতাল গারো, ভোট ও কুকি; বিন্ধ্যাচলবাসী ভীল, কুলী ও রামুসী; উড়িষ্যা-বাসী পুলিন্দ এবং নীলগিরি-নিবাসী টুড়া প্রভৃতি প্রধান।

ফিরিঙ্গিরা দুই ভাগে বিভক্ত; এক ভাগ ইঙ্গরেজী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে, অপর ভাগ অতি কদর্য্য বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করে।

ভারতবর্ষের এক এক প্রদেশে এক এক প্রকার লোক বসতি করে। তন্মধ্যে পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী প্রদেশ এবং তথাকার অধিবাসী লোকেরা অপেক্ষাকৃত অধিক প্রসিদ্ধ।

কাশ্মীর—কাশ্মীরে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মাক্রান্ত লোকই বসতি করে। ইহারা সকলেই সুশ্রী, সবলশরীর, প্রফুল্লচিত্ত ও কাব্যশাস্ত্রের আলোচনায় সাতিশয় রত। কাশ্মীরের মহিলাগণের মনোহর রূপ লাবণ্য অতিশয় প্রসিদ্ধ।

নেপাল—নেপালে অন্যূন ছয় সাত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন লোক বসতি করে। তন্মধ্যে নেওয়ার জাতি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই জাতির অধিকাংশই বৌদ্ধমতাবলম্বী শৈব ও তান্ত্রিকও অনেক। ইহারা জাতিভেদ স্বীকার করে; কিন্তু ইহাদের জাতিভেদ-প্রণালীর সহিত ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশীয় লোকের জাতিভেদ প্রণালীর ঐক্য হয় না। মাংসভোজনে ইহাদের অতিশয় স্পৃহা। ইহারা সংগ্রামে নিপুণ। ইহাদের বাসগৃহ সতত মলিন ও অপরিচ্ছন্ন থাকে। নেওয়ারেরা দেখিতে অনেকাংশে চীনদিগের মত। ইহাদের বক্ষঃস্থল বিস্তৃত, বাহু স্থূল, চক্ষু ক্ষুদ্র, নাসিকা চাপা, মুখ গোলাকার, এবং সমুদায় অঙ্গ বিলক্ষণ দৃঢ়।

লাহোর—লাহোরবাসীদিগকে শিখ বলে। শিখেরা অদ্বৈতবাদী। ইহারা জাতিভেদ স্বীকার করে না। ইহাদের ধর্ম্মকে নানকপন্থী ধর্ম্ম বলে। নানক নামে এক ব্যক্তি এই ধর্ম্ম প্রচার করেন। শিখেরা দীর্ঘকায়, বলবান্, সাহসী এবং যুদ্ধকার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ। তাহারা সুরাপান তাদৃশ দোষাবহ জ্ঞান করে না, কিন্তু তামাককে অতিশয় ঘৃণা করিয়া থাকে।

দিল্লী—দিল্লীতে নানা জাতীয় হিন্দু ও মুসলমানের অধিবাস। মুসলমানদিগের এক সম্প্রদায়কে রোহিলা

বলে এবং তাহারা যে প্রদেশে বসতি করে সেই স্থানকে রোহিলাখণ্ড কহে। রোহিলারা দীর্ঘকায়, সুশ্রী, চতুর ও তেজীয়ান্ ; কিন্তু অনেকেই মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক ও যথেচ্ছাচারী। রোহিলাদিগের ভদ্র লোকেরা অনেকেই নিঃসম্বল এবং এরূপ অলস ও অভিমানী যে প্রাণান্তেও কোন প্রকার শ্রমসাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় না।

অযোধ্যা—অযোধ্যাবাসীরা প্রায় সকলেই অতিশয় সাহসী, সুবুদ্ধি ও বলবান। বিশেষতঃ এখানকার রজঃপুতেরা সচরাচর ইয়ুরোপীয়দিগের অপেক্ষাও উন্নতশরীর ও দেখিতে সুশ্রী। এই দেশে মুসলমানও অনেক বসতি করে।

বাঙ্গালা—এই প্রদেশে নানা জাতীয় হিন্দু ও মুসলমান বসতি করে ; তাহাদের সকলকে বাঙ্গালি বলে। বাঙ্গালিরা শান্ত ও সুবুদ্ধি, কিন্তু দুর্ব্বলশরীর ও হীনসাহস।

বাঙ্গলার সন্নিহিত অরণ্যে ও পর্ব্বতে কয়েক জাতি জঙ্গলা লোক বসতি করে। ইহাদের মধ্যে গারো, খসিয়া, কুকি ও সাঁওতাল এই চারি জাতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টের নিকটবর্ত্তী সমুদায় পর্ব্বত গারোদিগের বাসস্থান। ইহাদের আকার ও গঠন কোন অংশেই বাঙ্গালিদিগের সদৃশ নহে ; বরং অনেকাংশে চীনদিগের মত। ইহারা নিরবচ্ছিন্ন পশুর ন্যায় অসভ্য ও মূর্খ এবং এরূপ বৈরনির্যাতক যে শত্রুকে নিপাত করিয়া তাহার মুণ্ড ভক্ষণ করিয়া থাকে। সেই ভুক্তাবশিষ্ট নর-কপাল গারোদিগের ব্যাঙ্কনোটের স্বরূপ এবং মৃত ব্যক্তির পদ ও মর্য্যাদা অনুসারে উহার মূল্যের

তারতম্য হইয়া থাকে। ইহারা কুক্কুর-পিষ্টককে পরম সুখাদ্য জ্ঞান করে। একটা কুক্কুরকে আকণ্ঠ তণ্ডুল খাওয়াইয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে এবং তাহার উদরস্থ তণ্ডুল অগ্নিদ্বারা পরিপক্ক হইলে অনেকে একত্র হইয়া মহা আমোদে সেই কুক্কুরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভোজন করে।

খসিয়েরা শ্রীহট্টের পূর্ব্বদিকস্থ পর্ব্বতে বাস করে। তাহাদের আকৃতি গারোদিগের হইতে ভিন্ন এবং তাহারা অপেক্ষাকৃত অধিক সভ্য। তাহারা হিন্দুমতাবলম্বী, কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্মের বিধি নাই, এরূপ অনেক ক্রিয়ারও অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের সন্নিহিত পর্ব্বতবাসীদিগকে কুকি বলে। কুকিরা বহুসঙ্খ্যক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ঐ সকল সম্প্রদায় নিরন্তর পরস্পর বিবাদ করে। অনেকেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকে এবং গৃহাদির অভাবে বৃক্ষকোটরে বসতি করে। ইহারা অতিশয় বৈরনির্য্যাতক, এবং মনে করে, যে যত শত্রু নিপাত করিতে পারে পরমেশ্বর তাহাকে তত অনুগ্রহ করেন। কুকিরা বাঙ্গালিদিগের অপেক্ষা গৌরাঙ্গ; ইহাদের মুখের গঠন চীনদিগের মত।

বীরভূম, মেদিনীপুর, রাজমহল ইত্যাদি স্থানের পাহাড়ে যে সমুদায় জঙ্গলা লোক বাস করে তাহাদিগকে সাঁওতাল বলে। সাঁওতালেরা অসভ্য ও মূর্খ, কিন্তু সাহসী, পরিশ্রমী ও সত্যবাদী। ইহারা সুরাপানে অতিশয় রত এবং আপনাদের উপাস্য দেবতার নিকট নর বলি প্রদান করিয়া থাকে।

রাজপুতানা—রাজপুতানায় যে যে জাতি বসতি করে তন্মধ্যে রজঃপূত ও ভাটী এই দুই জাতি অপেক্ষাকৃত অধিক প্রসিদ্ধ। রজঃপূতেরা উন্নত-শরীর, সবল ও গৌরাঙ্গ। তাহাদের নাসিকার অগ্রভাগ ঈষৎ বক্র, ভ্রূ ধনু-কের ন্যায় গোল। তাহারা অতিশয় সাহসী ও যুদ্ধকুশল।

তস্করতা ভাটীদিগের সিদ্ধবিদ্যা। তাহারা পুরু-ষানুক্রমে ঐ কার্য্য করিয়া আসিতেছে। বাস্তবিক তস্করতাই তাহাদিগের একমাত্র ব্যবসায়। তাহারা এরূপ শীঘ্র ও এত দূর পর্য্যটন করিয়া চুরি করে যে, শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

গুজরাট—গুজরাটনিবাসীরা দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত, রজঃপূত ও কাটি। গুজরাটনিবাসী রজঃপূতেরা অতিশয় আতিথেয়, অতিথির কোন বিপদ ঘটিলে জীবনসর্ব্বস্ব দিয়াও তাহাকে উদ্ধার করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। যতক্ষণ কেহ কোনরূপে তাহাদের অনিষ্ট না করে, ততক্ষণ তাহারা কাহাকেই কিছু বলে না। কিন্তু কোন প্রকারে অনিষ্ট বা অবজ্ঞা করিলে সহ্য করিতে পারে না। তাহাদের মানের ভয় এরূপ প্রবল যে তাহারা কোন প্রকার লজ্জাকর কর্ম্মের ছন্দাংশেও থাকে না। দোষের মধ্যে ইহারা অতিশয় অলস এবং শত্রুর প্রতি ক্রূরাচার করিয়া থাকে। ইহাদের শরীর দীর্ঘ, বর্ণ শুভ্র, চক্ষু বৃহৎ, নাসিকা ঈষৎ বক্র এবং মুখ অতি রমণীয়।

কাটিরা সর্ব্বাংশে রজঃপূতদিগের মত নহে। ইহারা তাহাদের অপেক্ষা অধিক সাহসী, অধিক উদ্যোগী ও অধিক নিষ্ঠুর।

রজঃপূত ও কাটি উভয় জাতিই ছাগ, মেষ ও বন্য বরাহের মাংস ভোজন করিয়া থাকে। সুরাপানেও ইহাদের আপত্তি নাই। অন্যান্য হিন্দুদিগের মত ইহারা অতি শৈশবাবস্থায় কন্যাদিগের বিবাহ দেয় না। কন্যার অন্ততঃ ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম না হইলে বিবাহ দিবার রীতি নাই।

উড়িষ্যা—উড়িষ্যাবাসীদিগকে উড়িয়া বলে। উড়িয়ারা প্রায়ই কৃশ, দুর্ব্বল, মূর্খ ও বর্ব্বর। তাহাদের মনে ঘৃণা বা অভিমান কিছুমাত্র আছে এমন বোধ হয় না। তাহাদের অধিকাংশই শঠ ও প্রতারক। ভ্রাতার প্রাণবিয়োগ হইলে ভ্রাতৃজায়ার পাণিগ্রহণের প্রথা নিকৃষ্ট বর্ণের মধ্যে প্রচলিত আছে।

আরঙ্গাবাদ—এই প্রদেশ মহারাষ্ট্রীয়দিগের আদিম স্থান। ব্রাহ্মণ জাতি ভিন্ন আর সকল মহারাষ্ট্রীয়েরাই খর্ব্বকায় ও কদাকার; তাহাদের মানসিক বৃত্তিও শরীর অপেক্ষা অধিক সুন্দর নহে। ব্রাহ্মণ জাতি গৌরাঙ্গ ও পরম সুন্দর; অপরাপর জাতি কৃষ্ণ অথবা তাম্রবর্ণ এবং প্রায়ই দুর্ব্বল শরীর। তাহারা প্রায় সকলেই প্রতারক, নিষ্ঠুর, বিশ্বাসঘাতক ও পরস্বাপহারক।

মলবার—মলবারের সামাজিক ব্যবস্থা অতি আশ্চর্য্য। তাহার কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বর্ণনা করা আবশ্যক। ঐ দেশের কোন কোন সামাজিক নিয়ম দেখিলে, চিরাগত আচার ব্যবহারের কত দুর প্রভাব তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবেক।

মলবারের সমুদায় অধিবাসী পশ্চাল্লিখিত কয়েক সম্প্রদায়ে বিভক্ত।

১ নাম্বুরি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ।
২ নায়র " রাজা ও ভূম্যধিকারী।
৩ টায়র " কৃষক।
৪ মলায়র " গায়ক ও বাজীকর।
৫ পলিয়র " ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসের সন্ততি।
৬ পরিয়া " চণ্ডাল।

নায়রেরা নাম্বুরিদিগের নিকটে যাইতে পারে, কিন্তু কোন ক্রমেই স্পর্শ করিতে পারে না। টায়রেরা নাম্বুরি হইতে ষট্‌ত্রিংশৎ ও নায়র হইতে দ্বাদশ পদ ভূমি অন্তরে থাকে। এইরূপে অন্যান্য জাতিও যথানিয়মে উপর উপর শ্রেষ্ঠ জাতি হইতে অন্তরে থাকে। নাম্বুরিরা পলিয়রদিগকে যেরূপ অস্পৃশ্য জ্ঞান করে, পলিয়রেরাও পরিয়াদিগকে সেইরূপ অস্পৃশ্য জ্ঞান করিয়া থাকে। বিশেষতঃ পরিয়াদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় এরূপ নিকৃষ্ট আছে যে তাহারা ভ্রমণ করিতে করিতে উৎকৃষ্ট জাতীয় কোন ব্যক্তিকে দেখিলে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকে "সাবধান মহাশয় সাবধান, অধমদিগের নিকটে আসিবেন না, অশুচি হইবেন, অশুচি হইবেন"।

নায়রদিগের বৈবাহিক নিয়ম অতি অদ্ভুতকাণ্ড। ইহারা দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বিবাহ করে, কিন্তু বিবাহের পর স্ত্রীর সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না। স্ত্রী সর্ব্বদাই আপন পিত্রালয়ে বাস করে এবং সমান মর্য্যাদাপন্ন সজাতীয় পুরুষকে অবলম্বন করিয়া থাকে; তাহাতে কিছুমাত্র দোষ বোধ করে না এবং তজ্জন্য দেশেও কলঙ্ক হয় না। তাহাদের গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মে তাহারা

বিবাহকর্ত্তার অপত্য নহে, সুতরাং তাহার সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। তাহারা আপন আপন মাতুলের উত্তরাধিকারী হয়। মাতুলেরা ভাগিনেয়-দিগকেই আপন সন্তানের ন্যায় জ্ঞান করে।

দাক্ষিণাত্যবাসী জঙ্গলা লোকদিগের মধ্যে নীলগিরি নিবাসী দুইটী সম্প্রদায় ব্যতিরেকে আর সকলেই অসভ্য মুর্খ, দেখিতে কদাকার, কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্বাকার ও কৌপীন-ধারী। ইহারা দুই একটী হিন্দুদেবতার অর্চ্চনা করিয়া থাকে; তদ্ব্যতিরেকে ইহাদের স্বকপোলকল্পিত আরও অনেক দেবতা আছে। শীতলা দেবীকে ইহারা প্রগাঢ় ভক্তি করে। এই সকল দেবতার নিকট পশু পক্ষী বলি দেয়। ইহাদের পুরোহিতেরা বলে "ঠাকুর তাহাদিগকে স্বয়ং উপদেশ দিয়া থাকেন।" ইহারা সকলেই সুরা-পান এবং অনেকেই গোহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণ করে।

ইহাদের মধ্যে বিন্ধ্যাচলবাসী ভীল, গোন্দয়ানা নিবাসী গোন্দ এবং উড়িষ্যার পর্ব্বতবাসী পুলিন্দ এই কয় সম্প্রদায় অধিক প্রসিদ্ধ; বোধ হয় সাঁওতালেরাও ইহাদেরই বংশ। ভীলেরা নিরন্তর দস্যুবৃত্তি করে। গোন্দেরা বন্য পশুর অপেক্ষা অধিক সভ্য নহে। ইহাদের মধ্যে বিন্দরবর নামে সম্প্রদায় এরূপ অসভ্য যে তাহাদের কোন আত্মীয় ব্যক্তি বৃদ্ধ বা উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলে তাহারা ঐ হতভাগ্যকে বিনাশ করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করে। কহে, এরূপ করিলে ভগবতী কালী প্রসন্না হন। পুলিন্দেরাও নিতান্ত অসভ্য। তাহারা বসুমতীর তুষ্টির নিমিত্ত নরবলি প্রদান করিয়া থাকে। যাহাকে নিপাত করিবে অগ্রে তাহাকে মদ্য

পান করায়, পরে একটা কূপে নিক্ষেপ করিয়া জীবিত থাকিতে থাকিতেই সমাহিত করে। তাহারা কহে বলি গ্রহণ করিয়া বসুমতী প্রসন্না হন এবং প্রসাদ স্বরূপ অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপাদন করেন।

অধুনা ভারতবর্ষে বিদ্যাভ্যাসের প্রণালী দিন দিন উৎকৃষ্ট হইতেছে এবং নানা স্থানে স্কুল ও কালেজ সংস্থাপিত হইতেছে। পূর্ব্বে এদেশীয় লোকের এই সংস্কার ছিল যে অর্থ উপার্জ্জন করাই বিদ্যাশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, তদনুসারে যাঁহার যে ব্যবসায় তিনি তদুপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করিয়াই আপনাকে কৃতবিদ্য জ্ঞান করিতেন। কেহ যৎকিঞ্চিৎ সংস্কৃত, কেহ দেশীয় ভাষা ও যৎকিঞ্চিৎ পারসী ও আরবী এবং কেহ অঙ্ককশা ও পত্রলিখনপ্রণালী মাত্র অভ্যাস করিতেন। পুরাবৃত্ত, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি প্রকৃত বিদ্যার কিছুই আলোচনা হইত না। অধুনা রাজপুরুষেরা প্রজাবর্গের মঙ্গলার্থে স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া বিদ্যানুশীলনের প্রকৃত পথ প্রদর্শন করিতেছেন। দিন দিন বিদ্যার নির্ম্মল জ্যোতিঃ দেশমধ্যে বিকীর্ণ হইতেছে। "বিদ্যারত্নং মহাধনম্" এই প্রাচীন কথা পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে প্রতিধ্বনিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

এক্ষণে ভারতবর্ষের অধিকাংশই ইঙ্গরেজদিগের অধিকৃত এবং ইঙ্গরেজের মুলুক বলিয়া প্রসিদ্ধ। অবশিষ্ট কতকগুলি রাজ্য স্বাধীন। কতকগুলি ইঙ্গরেজদের অধিকৃত নহে; কিন্তু কোন না কোনরূপে তাহাদের বশতাপন্ন আছে, ইহাদিগকে ইঙ্গরেজেরা করদ এবং মিত্ররাজ্য বলিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষে ইঙ্গরেজদিগের অধিকার তিনটী প্রধান ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগকে এক একটী প্রেসিডেন্সি বলে। ১ বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সি, ২ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি, ৩ বোম্বাই প্রেসিডেন্সি। নাগপুর ও অযোধ্যা অদ্যাপি কোন প্রেসিডেন্সির মধ্যে সন্নিবেশিত হয় নাই, ইহারা অল্প দিন হইল ইঙ্গরেজদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছে।

বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সি।

এই প্রেসিডেন্সিতে তিনটী গবর্ণমেণ্ট আছে, বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট, আগরাগবর্ণমেণ্ট ও পঞ্জাবগবর্ণমেণ্ট। বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, ও আসাম এই কয়েকটী বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অন্তর্গত প্রধান প্রদেশ। এলাহাবাদ, আগরা, গড়োয়াল ও কমায়ুন এই কয়েকটী আগরা গবর্ণমেণ্টের অন্তর্গত প্রধান প্রদেশ। দিল্লী, লাহোর ও মুলতান পঞ্জাবগবর্ণমেণ্টের অন্তর্গত প্রধান প্রদেশ।

বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সি পশ্চাল্লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ভাগকে এক এক জেলা অথবা প্রদেশ বলে। শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ ও কর সংগ্রহের সুবিধার জন্য সেই সকল জেলা বা প্রদেশ কতিপয় বিভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

নদীয়া বিভাগ।

চব্বিশ পরগণা। কলিকাতা।

এই নগর ভারতবর্ষীয় ইঙ্গরেজ রাজ্যের রাজধানী। এখানে গবর্ণমেন্ট প্রাসাদ আছে। ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরেল তথায় আসিয়া বাস করেন। ইহাতে ও ইহার নিকটবর্ত্তী সমুদায় গ্রামে প্রায় দ্বাদশ লক্ষ লোক বসতি করে। ইহাতে ফোর্ট উইলিয়ম নামে দুর্গ আছে। সেই দুর্গের নামানুসারে এই নগরকে ইঙ্গরেজেরা কখন কখন ফোর্ট উইলিয়মও বলিয়া থাকেন। ইহার প্রায় দুই ক্রোশ দক্ষিণে আলিপুর নামে নগর আছে। সেই নগরে চব্বিশ পরগণার সমুদায় আদালত ও বাঙ্গালার লেফ্‌টেনন্ট গবর্ণরের প্রাসাদ আছে।

নদীয়া। কৃষ্ণনগর।

এই জেলার বায়ুকোণে ভাগীরথীতীরে মুরসিদাবাদের প্রায় ১৫ ক্রোশ দক্ষিণে পলাসী গ্রাম। তথায় ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে ইঙ্গরেজেরা মুসলমানদিগকে পরাস্ত করিয়া ভারতবর্ষে আপনাদিগের সাম্রাজ্যের সূত্রপাত করেন।

যশোর। যশোর।

ঢাকা বিভাগ।

বরিশাল বা বাখরগঞ্জ। বরিশাল।
ফরিদপুর। ফরিদপুর।
ময়মনসিংহ। নসীরাবাদ।
ঢাকা। ঢাকা।

এই নগর উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্প কার্য্যের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ।

সিলট। শ্রীহট্ট।

বাঙ্গালা দেশের মধ্যে কেবল এই জেলার ভূমিতেই কমলা লেবু জন্মে এবং এখান হইতেই সর্ব্বত্র নীত হইয়া থাকে।

চাটিগাঁ বিভাগ।

নওয়াখালী।	ভুলো।
ত্রিপুরা।	কমিল্লা।
চাটিগাঁ।	চট্টগ্রাম।

এই নগরের প্রায় নয় ক্রোশ উত্তরে একটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। সেই প্রস্রবণ হিন্দুদিগের এক মহা-তীর্থ, উহাকে চন্দ্রনাথ তীর্থ কহে।

আসাম বিভাগ। (*)

*গোয়ালপাড়া।	গোয়ালপাড়া।
কামরূপ।	গোহাটী।
জোরহাট।	শিবসাগর।
লক্ষ্মীপুর।	লক্ষ্মীপুর।

---

* যে সমুদায় বিভাগ বা প্রদেশের রাজকার্য্য দেশের সাধারণ আইন ও রীতি অনুসারে না হইয়া স্বতন্ত্র প্রকারে সম্পন্ন হয় তাহাদিগকে বেবন্দবস্তী মহল বলে। সমুদায় বেবন্দবস্তী মহলের উপরে এই * চিহ্ন দেওয়া গিয়াছে।

নওগাঁ।	নওগাঁ।
তুরগু।	তেজপুর।

এই বিভাগে সম্প্রতি চার চাস আরম্ভ হইয়াছে। তাহাতে বিস্তর লভ্য হইতেছে।

রাজসাহী বিভাগ।

রাজসাহী।	রাজসাহী।
বগুড়া।	বগুড়া।
রংপুর।	রঙ্গপুর।
দিনাজপুর।	দিনাজপুর।
মালদহ।	মালদহ।

পূর্ব্বকালে এই নগরের সান্নিধ্যে গৌড় নামে এক নগর ছিল। সেই নগর সমুদায় বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। তাহা হইতেই সমুদায় বঙ্গদেশকে কখন কখন গৌড়দেশ কহিয়া থাকে। অধুনা গৌড়ের কতক গুলি ভগ্নাবশেষ মাত্র পতিত রহিয়াছে। এই জেলায় অতি উৎকৃষ্ট আম্র জন্মে।

মুরশিদাবাদ	মুরশিদাবাদ ও বহরমপুর

পূর্ব্বে বঙ্গদেশে মুরশিদকুলী খাঁ নামে নবাব ছিলেন, ১৭০৪ খৃঃঅব্দে তিনি আপন নামানুসারে মুরশিদাবাদের নামকরণ করেন। তদবধি মুসলমান রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত এই স্থানে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। মুরশিদাবাদের উপকণ্ঠ্য নগর সকলের মধ্যে বালুচর পট্টবস্ত্র ও খাগড়া কাঁশার বাসনের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ।

বৰ্দ্ধমান বিভাগ।

বীরভূম	সিউড়ি।

এই নগরে তোয়ালে, বিছানার চাদর প্রভৃতি কার্পাস বস্ত্র ও তসর কাপড় উত্তম প্রস্তুত হয়। এই জেলার অন্তর্গত রাণিগঞ্জ নগরে পাথরিয়া কয়লা প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থানে স্থানে লৌহও পাওয়া গিয়া থাকে।

বৰ্দ্ধমান।	বৰ্দ্ধমান।
হুগলি।	হুগলি।
মেদিনীপুর।	মেদিনীপুর।

কটক বিভাগ।

বলেশ্বর।	বলেশ্বর।
কটক।	কটক।
খুরদা।	পুরী।

এই নগরে জগন্নাথ দেবের মন্দির আছে। তথায় দোল ও রথযাত্রার সময়ে বিস্তর যাত্রী উপস্থিত হয়।

ছোট নাগপুর বিভাগ। (*)

সিংহভূম।	চৈবাছা।
মানভূম।	পুরুলিয়া।
লোহার্ডাগা।	লোহার্ডাগা।
হাজারিবাগ বা রামগড়।	হাজারিবাগ।

সাঁওতাল পরগণা বিভাগ (*)।

দেবগড।	দেবগড়।
নয়াহুম্‌কা।	নয়াহুম্‌কা।
পাকোড়।	হিরণাপুর।
রাজমহল।	রাজমহল।
সাহেবগঞ্জ।	গড়া।

ভাগলপুর বিভাগ।

পূর্ণিয়া।	পূর্ণিয়া।
ভাগলপুর।	ভাগলপুর।
মুঙ্গের।	মুঙ্গের।

এই নগরের প্রায় তিন ক্রোশ পূর্ব্বে সীতাকুণ্ড নামে একটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। এই বিভাগে হিন্দি ভাষার আরম্ভ।

পাটনা বিভাগ।

বিহার।	গয়া।

এই নগর হিন্দুদিগের এক মহা তীর্থ। বৌদ্ধেরাও ইহাকে অতি পবিত্র স্থান জ্ঞান করিয়া থাকেন।

পাটনা।	পাটনা ও দানাপুর।
ত্রিহুত।	মুজঃফরপুর।
সাহাবাদ।	আরা।
শারন।	ছাপরা।
চম্পারণ।	চম্পারণ।

উপরি উক্ত কয়েকটী বিভাগ ভিন্ন বাঙ্গালা গবর্ণ-

মেন্টের অধীনে আর চারিটী প্রদেশ আছে। সেই চারি প্রদেশের সমুদায় গুলি অদ্যাপি চিরস্থায়ী রূপে কোন বিভাগের অন্তর্নিবেশিত হয় নাই। তাহাদের

নাম।	প্রধান নগর।
সুন্দরবন।	
কচার।	সিলচর।
খসপাহাড়।	চিরাপুঞ্জি।
দার্জিলিঙ।	দার্জিলিঙ।

এই নগর সিকিম দেশের অন্তর্গত এবং পর্ব্বতোপরি নির্ম্মিত; এবং কলিকাতা হইতে ১৫০ ক্রোশ উত্তর। ইহার জলবায়ু অতি উৎকৃষ্ট। গ্রীষ্মকালেও এখানে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব হয় না। ইঙ্গরেজেরা বায়ু পরিবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত সচরাচর দার্জিলিঙে গমন করিয়া থাকেন। এই নগর ভাগলপুর বিভাগে সন্নিবেশিত হইবার আজ্ঞা হইয়াছে।

আগরা গবর্ণমেণ্টের অধীন জেলা ও প্রদেশ।

গোরখপুর বিভাগ।

গোরখপুর	গোরখপুর।

বনারস বিভাগ।

আজিমগড়	আজিমগড়।
গাজিপুর	গাজিপুর।

এই জেলায় অত্যুৎকৃষ্ট গোলাব ও আতর প্রস্তুত হয়।

জৌনপুর	জৌনপুর।

এখানে অতি উত্তম ফুলেল তেল প্রস্তুত হয়।

বনারস	বনারস।

এই নগর হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান তীর্থ। ইহার বাণিজ্যও অত্যন্ত বিস্তৃত।

মির্জাপুর	মির্জাপুর ও চুনার।

এলাহাবাদ বিভাগ।

এলাহাবাদ	প্রয়াগ।

এই নগরে গঙ্গা ও যমুনা উভয়ে একত্র মিলিত হইয়াছে। হিন্দুরা ইহাকে এক মহাতীর্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন। সম্প্রতি এই নগরে আগরা গবর্ণমেন্টের রাজধানী হইয়াছে।

বান্দা	বান্দা।
ফতেপুর	ফতেপুর।
কানপুর	কানপুর।

এই নগর বিদ্রোহপ্রবৃত্ত সিপাইদিগের অত্যাচারের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ।

হমিরপুর	হমিরপুর ও কুল্পি।

আগরা বিভাগ।

ইটোয়া	ইটোয়া।
ইটা	ইটা।

ফরেক্কাবাদ	ফরেক্কাবাদ।
মৈনপুরী	মৈনপুরী।
আগরা	আগরা।

এই নগরে তাজমহল নামে একটী অতি উৎকৃষ্ট সমাধিমঠ নির্ম্মিত আছে। ধরাতলে তাহার সদৃশ সুদৃশ্য সৌধ আর দেখা যায় না। অতি অল্প দিন হইল এখানে আগরা গবর্ণমেন্টের রাজধানী ছিল।

মথুরা	মথুরা ও বৃন্দাবন।

এই দুই নগর হিন্দুদিগের মহাতীর্থ। যৎকালে গজ্‌নিপতি মহম্মদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তৎকালে মথুরার অত্যন্ত সমৃদ্ধি ছিল।

মিরট বিভাগ।

অলিগড়	কোয়ল।
বুলন্দসহর	বুলন্দসহর।
মিরট	মিরট।
মুজঃফরনগর	মুজঃফরনগর।
রুরকি	রুরকি।
সহারনপুর	শহারনপুর।
দেহরাদুন	দেহরা।

কমাউন বিভাগ।

কমাউনগড়োয়াল	আলমোরা।

রোহিলখণ্ড বিভাগ।

বিজনৌর	বিজনৌর।
মুরাদাবাদ	মুরাদাবাদ।
বদাউন	বদাউন।
বরেলী	বরেলী।
শাজিহানপুর	শাজিহানপুর।

ঝান্সি বিভাগ।

ঝালৌন	ঝালৌন।
ঝান্সি	ঝান্সি।
চন্দেরী	চন্দেরী।

অজমীর বিভাগ।

অজমীর।	অজমীর।

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট।

পঞ্জাবের রাজকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত তত্রত্য লেফ্‌টেনন্ট গবর্ণরের অধীন কতকগুলি কমিসনর ও সহকারী কমিসনর নিযুক্ত আছেন। পঞ্জাবগবর্ণমেন্টে পশ্চাল্লিখিত বিভাগ ও জেলা আছে।

দিল্লী বিভাগ।

দিল্লী	দিল্লী।

এই নগর ভারতবর্ষীয় মুসলমান সম্রাটদিগের রাজধানী ছিল। আরঞ্জিব সম্রাটের সময়ে ইহার

বিস্তার অন্যূন পাঁচ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা অনুমান ২০,০০,০০০ ছিল। তখন ইহার অত্যন্ত শোভা ও সমৃদ্ধি ছিল। এক্ষণে সেই প্রাচীন দিল্লীর রাশি রাশি ভগ্নাবশেষ মাত্র পতিত রহিয়াছে। অধুনা যাহাকে দিল্লী কহে তথায়ও অনেক সুদৃশ্য হর্ম্ম্য দেখিতে পাওয়া যায়।

গুড়গাবান	গুড়গাবান।
কর্ণাল বা পানীপথ	কর্ণাল ও পানীপথ।

পানীপথ নগরে ১৫২৬ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষীয় মোগলসম্রাটদিগের আদিপুরুষ বাবর ভারতবর্ষের তদানীন্তন সম্রাট ইব্রাহিম লোদীকে সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন।

হিসার বিভাগ।

রোহতক	রোহতক।
হিসার বা হরিয়ানা	হিসার।
সিরসা	সিরসা।

অম্বালা বিভাগ।

অম্বালা	অম্বালা।
লুধিয়ানা	লুধিয়ানা।
শিমলা	শিমলা।

এই নগর হিমালয় পর্ব্বতোপরি সংস্থাপিত। এই স্থানের জল বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। এজন্য পীড়িত

হইলে ভারতবর্ষবাসী ইঙ্গরেজেরা অনেকে এখানে আসিয়া থাকেন।

জলন্দর বিভাগ।

জলন্দর	জলন্দর।
হুশিয়ারপুর	হুশিয়ারপুর।
কাঙ্গাড়া	কাঙ্গাড়া।

কাঙ্গাড়ার প্রায় তের ক্রোশ ঈশান কোণে মণিকর্ণ নামে উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। তাহার জল এরূপ উত্তপ্ত যে তাহার মধ্যে তণ্ডুল নিক্ষেপ করিলে দেখিতে দেখিতে অন্ন হইয়া উঠে। কাঙ্গড়ার প্রায় বার ক্রোশ অন্তরে ব্যাস নদীর অপর পারে সুপ্রসিদ্ধ জ্বালামুখী তীর্থ। তথায় এক কুণ্ডে ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অজস্র অগ্নি জ্বলিতেছে।

অমৃতসর বিভাগ।

অমৃতসর	অমৃতসর।
বটালা	গুরুদাসপুর।
শ্যালকোট	শ্যালকোট।

লাহোর বিভাগ।

লাহোর	লাহোর।

এই নগর ইরাবতী নদীর পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত; কলিকাতা হইতে প্রায় ৫২৫ ক্রোশ অন্তর। ইহাতে

প্রায় এক লক্ষ লোকের বসতি। পঞ্জাবের লেফ্‌টে-নন্ট গবর্ণর এই স্থানে অবস্থিতি করেন।

শৈখপুরা	গুজরাম্বালা।
ফিরোজপুর	ফিরোজপুর।

রাউলপিণ্ডী বিভাগ।

গুজ্জরাট	গুজরাট।
শাহপুর	শাহপুর।
ঝিলম	ঝিলম।
রাউলপিণ্ডী	রাউলপিণ্ডী।

মূলতান বিভাগ।

পাকপট্টন বা গুগেরা	ফতেপুর গুগেরা।
মুলতান	মুলতান।
ঝঙ্গ	ঝঙ্গ।
মুজঃফরগড়	মুজঃফরগড়।

লৈয়া বা দেরাজাত বিভাগ।

বন্নু	বন্নু।
দেরাগাজিখা	দেরাগাজিখাঁ।
দেরাস্মাইলখাঁ	দেরাস্মাইলখাঁ।

পিশোর বিভাগ।

হজারা	হজারা।

পিশোর	পিশোর।
কোহাট	কোহাট।

অযোধ্যা গবর্ণমেণ্ট।

অযোধ্যার রাজকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত এক জন প্রধান কমিসনর ও তাঁহার অধীনে কতকগুলি ডেপুটি কমিসনর নিযুক্ত আছেন। উনাও, গোঁড়া, দরিয়াবাদ, পর্ত্তাপগড়, ফয়জাবাদ, ব্যারেচ্, মহম্মদি, রায়বেরিলি, লক্ষ্ণৌ, সীতাপুর, সুলতাঁপুর, ও হর্দ্দুয়ি অযোধ্যা এই দ্বাদশ জেলায় বিভক্ত হইয়াছে।

অযোধ্যার প্রধান নগর লক্ষ্ণৌ, গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। ইহাতে প্রায় ৫,০০,০০০ লোকের বসতি। অযোধ্যার আর একটী প্রধান নগরের নাম ফয়জাবাদ, এই নগর ঘর্ঘরা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। ফয়জাবাদের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সরযূতটে প্রাচীন অযোধ্যা নগর। পূর্ব্বকালে অযোধ্যা সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী ছিল। ঐকালে এই নগরের সমৃদ্ধি ও সমারোহের সীমা ছিল না। কিন্তু এক্ষণে নাম মাত্র রহিয়াছে।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি।

দক্ষিণ উপদ্বীপের অধিকাংশ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত। চিল্কা হ্রদ হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত পূর্ব্বউপকূলবর্ত্তী সমুদায় স্থান এবং পশ্চিম উপকূলে মলবার ও কানাড়া এই প্রেসিডেন্সির

অধীন। এই প্রেসিডেন্সি পশ্চাল্লিখিত কয়েক জেলায় বিভক্ত।

গঞ্জাম	চত্তরপুর।
বিজিগাপটন	বিজিগাপটন।
রাজমহেন্দ্রী	রাজমহেন্দ্রী।
মছলীবন্দর	মছলীবন্দর।
নেল্লুরু	নেল্লুরু।
কড়প	কড়প।
কর্ণুল	কর্ণুল।
বল্লারী	বল্লারী।
প্রসিদ্ধ বিজয়নগর এই জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী।	
চিত্তুর বা উত্তর আর্কাড়ু	চিত্তুর।
আর্কাড়ু	কড্ডালুর।
চেঙ্গলপট্টু	মান্দ্রাজ।

এই নগর মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির রাজধানী; কলিকাতা হইতে প্রায় ৪০০ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে, সমুদ্রতটে অবস্থিত। ইহাতে একটী দুর্গ আছে। মান্দ্রাজের গবর্ণর এই নগরে অবস্থিতি করেন। ইহাতে প্রায় ৪,২০,০০০ লোকের বাস। মান্দ্রাজের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রভাগে সতত অতি প্রচণ্ড তরঙ্গ উঠিতেছে; এজন্য জাহাজাদি নিজ মান্দ্রাজে আসিতে পারে না, প্রায় এক ক্রোশ অন্তরে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মান্দ্রাজি নৌকা দ্বারা দ্রব্যাদি তীরে আনীত হয়। ইয়ুরোপীয় কোন নৌকা সেই তরঙ্গ কাটাইয়া আসিতে পারে না। প্রসিদ্ধ কাঞ্চীপুর নগর মান্দ্রাজের ২২ ক্রোশ নৈর্ঋত কোণে অবস্থিত।

শেলম	শেলম
ত্রিরুঞ্চিনাপল্লী	ত্রিরুঞ্চিনাপল্লী
তঞ্জোর	তঞ্জোর
মদুরা	মদুরা

মদুরা হইতে প্রায় ১৬ ক্রোশ অগ্নিকোণে সেতুবন্ধ-রামেশ্বর।

তিরুনেল্লুবলি	পালামকোট
কোইম্বাটুর	কোইম্বাটুর

কোইম্বাটুর হইতে ১৮ ক্রোশ বায়ুকোণে নীলগিরি পর্ব্বতের উপরে উতকমন্দ নগর। এই নগরে ইঙ্গ-রেজেরা সচরাচর বায়ুসেবন করিতে যাইয়া থাকে।

মলবার	কল্লিকট
তুলব বা দক্ষিণ কানাড়া	মঙ্গলুর
কুর্গ	মরকরা (বেবন্দবস্তী মহল)

বোম্বাই প্রেসিডেন্সি।

এই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত প্রদেশ সকল অবিচ্ছিন্ন নহে। মধ্যে মধ্যে ইঙ্গরেজদিগের অধিকার এবং মধ্যে মধ্যে অন্যান্য রাজাদিগের অধিকার আছে। সমগ্র সিন্ধুদেশ, আরঙ্গাবাদ, বিজয়পুর, খান্দেশ ও গুজরাটের কোন কোন অংশ এবং গোয়া নগর হইতে নর্ম্মদা নদীর মোহানা পর্য্যন্ত প্রদেশ সকল এই প্রেসিডেন্সির অন্তর্ব্বর্ত্তী। এই প্রেসিডেন্সিতে পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী জেলা আছে।

উত্তর কানাড়া	কানাড়া।
ধারাবার	ধারাবার।
বেলগাম্ব	বেলগাম্ব।
কোকন	রত্নগিরি।
টানা	টানা।
বোম্বাই দ্বীপ	বোম্বাই।

এই নগর বোম্বাই প্রেসিডেন্সির রাজধানী। ইহার চতুর্দ্দিক প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত, ঐ প্রাচীরের তিন দিকে সমুদ্র। ইহাতে একটী দুর্গ আছে। বোম্বায়ের গবর্ণর ও প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরা এই নগরে অবস্থিতি করেন। এখানে পারসীক লোক অনেক আছে, এবং ইহারাই এখানকার মধ্যে আঢ্য। সমুদায়ে এই নগরে ২,৩০,০০০ লোকের বাস। এই নগর কলিকাতা হইতে প্রায় ৪৭০ ক্রোশ।

বোম্বায়ের দুর্গ হইতে প্রায় ৩.০ ক্রোশ অন্তরে গোরাপুরী দ্বীপ। এই দ্বীপকে ইঙ্গরেজেরা এলিফান্টাইল বলেন। ইহাতে একটী অতি দীর্ঘকায় প্রস্তরের হস্তী ও নানা প্রকার দেবমূর্ত্তি আছে। ঐ সকল মূর্ত্তির শিল্পনৈপুণ্য অতি প্রশংসনীয়।

পুনা	পুনা।

বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিতে কাশী ও নবদ্বীপ সংস্কৃত বিদ্যার স্থান বলিয়া যেরূপ আদরণীয়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মধ্যে পুনাও সেইরূপ। এই নগরে পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজধানী ছিল।

সিতারা	সিতারা।
শোলাপুর	শোলাপুর।

অহম্মদনগর	অহম্মদনগর।
খান্দেশ	ধূলিয়া।
সুরাট	সুরাট।
খেড়া	খেড়া।
অহমদাবাদ	অহমদাবাদ।
সিন্ধু	হায়দরাবাদ

এই প্রদেশ সিন্ধু নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। ইহার শাসনের নিম্মিত্ত এক জন কমিসনর এবং তাঁহার অধীনে হায়দরাবাদ, করাঞ্চী ও শিকারপুর এই তিন স্থানে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত আছেন। করাঞ্চী নগর দিন দিন অতি বিস্তৃত বাণিজ্যের আলয় হইয়া উঠিতেছে।

নাগপুর গবর্ণমেণ্ট।

নাগপুর অথবা বরার, অল্প দিন হইল, ইঙ্গরেজদের অধিকৃত হইয়াছে। সম্প্রতি এই ভূভাগের ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটী প্রদেশের রাজকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত এক জন প্রধান কমিসনর নিযুক্ত হইয়াছেন। সেই কমিসনরের অধীন প্রদেশ সকল নাগপুর, রাইপুর, চন্দা, জব্বলপুর, সাগর, হোসেঙ্গাবাদ, নরসিংপুর ও নিমার এই কয়েক জেলায় বিভক্ত হইয়াছে। এই সকল জেলার ক্রমানুসারী প্রধান নগরের নাম নাগপুর, রাইপুর, চন্দা, জব্বলপুর, সাগর, হোসেঙ্গাবাদ, নরসিংপুর, নিমার।

ভারতবর্ষে যে সকল প্রদেশে ইঙ্গরেজদিগের সম্পূর্ণ প্রভুতা আছে সে সকল প্রদেশের স্থূল বিবরণ লিখিত হইল। অতঃপর স্বাধীন এবং করদ ও মিত্ররাজ্যের বিবরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

স্বাধীন রাজ্য।

১ নেপাল। ইহার প্রধান নগর কাটমণ্ড বা কাষ্ঠমণ্ডপ। এই নগর কলিকাতা হইতে প্রায় ১৮৫ ক্রোশ।

২ ভোট। ইহার রাজধানী তাসিসুদন।

করদ ও মিত্ররাজ্য।

করদ ও মিত্র রাজ্যের মধ্যে পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী অধিক প্রসিদ্ধ।

সিকিম—ভোট ও নেপালের মধ্যবর্ত্তী; বাঙ্গালার উত্তর। ইহার প্রধান নগর সিকিম।

কুচবিহার—জেলা রংপুর ও ভোটের মধ্যবর্ত্তী। ইহার প্রধান নগর বিহার। অধুনা এথানকার রাজকার্য্য ইঙ্গরেজদের নিযুক্ত এক জন কমিসনরের দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে।

বঘেলখণ্ড—এলাহাবাদের দক্ষিণ ও বুন্দেলখণ্ডের পূর্ব্ব। বিন্ধ্যপর্ব্বত এই রাজ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে। এই রাজ্যের রাজধানী রেওয়া।

বুন্দেলখণ্ড—এলাহাবাদের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম। এই প্রদেশে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা রাজত্ব করেন।

ভরতপুর—আগরার পশ্চিম। এই রাজ্যের আয়তন অধিক নহে। ইহার রাজধানী ভরতপুর। এখানকার দুর্গ অতিশয় দুরাক্রম্য। ১৮০৫ খৃঃ অব্দে ইঙ্গরেজেরা উহা আক্রমণ করিয়াছিল। তাহাতে তাহাদের অনেক সেনানাশ হয় কিন্তু দুর্গ অধিকার হয় নাই। পরে ১৮২৪ খৃঃ অব্দে তাহারা পুনর্ব্বার আক্রমণ করিয়া উহা অধিকার করিয়াছিল।

ধোলপুর—গোয়ালিয়রের উত্তর ও ভরতপুরের দক্ষিণ। প্রধান নগর ধোলপুর।

ভূপাল—মালবের অন্তর্গত। ইহার পূর্ব্বদিকে সাগর ও নর্ম্মদা প্রদেশ; অবশিষ্ট তিন দিক গোয়ালিয়র রাজ্যে বেষ্টিত। ইহার প্রধান নগর ভূপাল। মালব দেশে আরও কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আছে।

গোয়ালিয়র বা সেন্ধিয়ার রাজ্য—ইহার উত্তরে আকবরাবাদ ও ধোলপুর; পূর্ব্বে বুন্দেলখণ্ড, ভূপাল, সাগর ও নর্ম্মদা প্রদেশ; দক্ষিণে হুলকার রাজ্য ও তাপীনদী; পশ্চিমে জয়পুর, কোটা ও উদয়পুর। ইহার প্রধান নগর গোয়ালিয়র। উজ্জয়িনী ইহার আর একটী প্রধান নগর। এই নগর রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল।

রাজপুতানা—অধুনা এই দেশ উদয়পুর, জয়পুর, যোধপুর, কোটা, বুন্দি, আলবর, বীকেনিয়র, জসলমিয়র, কৃষ্ণগড, বানস্‌বড়া, প্রতাপগড়, ডুঙ্গরপুর, কেরৌলী ও সিরোহি এই চতুর্দ্দশ ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। উদয়পুর বা মেওয়ার অর্ব্বলী পর্ব্বতের পূর্ব্ব ও অজমীর জেলার দক্ষিণ; প্রধান নগর উদয়পুর। জয়পুর কৃষ্ণ-

গড়, কোটা, বুন্দি, কেরৌলী ও আলবর উদয়পুরের উত্তরপূর্ব্ব ও পূর্ব্ব। জয়পুর রাজ্যের রাজধানী জয়পুর। এই নগর দেখিতে অতিসুন্দর। যোধপুর অথবা মাড়োয়ার অর্ব্বলী পর্ব্বতের পশ্চিম; ইহার প্রধান নগর যোধপুর। জসলমিয়র রাজ্য মাড়োয়ারের পশ্চিম। ইহার প্রধান নগর জসলমিয়র। বীকেনিয়র রাজ্য জসলমিয়রের উত্তর; ইহার প্রধান নগর বীকেনিয়র। সিরোহী মাড়োয়ারের দক্ষিণে এবং অর্ব্বলী পর্ব্বতের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত।

বড়োদা বা গাইকবাড় রাজ্য—হুলকার ও সেন্ধিয়া রাজ্যের পশ্চিমে কচ্ছ উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ এবং উদয়পুর ও সিরোহির দক্ষিণে আরব সাগরের তীর পর্য্যন্ত। এই চতুঃসীমার মধ্যে অনেক স্থান ইঙ্গরেজদের অধিকার-ভুক্তও হইয়াছে। এই রাজ্যের রাজধানী বড়োদা। সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকা নগর এই রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে সমুদ্রতটে অবস্থিত। এই রাজ্যে গুজরাট উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে সোমনাথপট্টন; এই নগরে সুপ্রসিদ্ধ সোমনাথ দেবের মন্দির ছিল।

কচ্ছ—বড়োদার পশ্চিম। এই রাজ্য একটী দ্বীপের ন্যায়। পূর্ব্বে কচ্ছ উপসাগর ইহাকে গুজরাট হইতে পৃথক করিতেছে, পশ্চিমে সিন্ধু নদীর এক শাখা ইহাকে সিন্ধুদেশ হইতে পৃথক্ করিতেছে, দক্ষিণে সমুদ্র, উত্তর দিক্ লবণময় পঙ্কিল ভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই পঙ্কিল ভূমিকে রন্ বলিয়া থাকে। বর্ষাকালে সমুদ্রজলে ঐ রন্ প্লাবিত হয়। অদ্যান্য সময়ে কোন স্থানে ঝিল, কোন স্থানে বিস্তীর্ণ লবণক্ষেত্র এবং

কোথাও বা গো মহিষাদি সমাকীর্ণ তৃণক্ষেত্র নেত্রগোচর হয়। বোধ হয় পূর্ব্বে রন্ সমুদ্রের অংশ ছিল, পরে সমুদ্রের জল নামিয়া পড়িয়াছে। বর্ষে বর্ষে রনে অনেক টাকার লবণ উৎপন্ন হয়।

বহাবলপুর—জসলমিয়র ও বাঁকেনিয়রের উত্তর-পশ্চিম এবং শতদ্রুনদীর পূর্ব্ব। এই রাজ্যের রাজধানী বহাবলপুর।

পতিয়ালা—বহাবলপুরের উত্তরপূর্ব্ব। এই রাজ্যের প্রধান নগর পাতিয়ালা।

পাতিয়ালার উত্তর এবং শতদ্রু ও যমুনার মধ্যে কহলুর, হণ্ডুর সিরমৌর ও বিসহর এই চারিটী ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। এই সকল রাজ্যের পশ্চিমে সুকেত ও মণ্ডি নামে আর দুইটী ক্ষুদ্র রাজ্য। আরও পশ্চিমে, হিমালয়ের গর্ভে, ইরাবতী নদীর তটে চম্বা নামে আর একটী ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। বিসহর রাজ্যের পূর্ব্বদিকে গড়োয়াল রাজ্য। তাহার প্রধান নগর টীহরী।

কাশ্মীর—ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত, হিমালয়ের গর্ভস্থিত। এই রাজ্যের রাজধানী শ্রীনগর।

হুলকাররাজ্য—গোয়ালিয়র রাজ্যের দক্ষিণ ও পশ্চিম। এই রাজ্য নর্ম্মদা নদীর উভয় তীরে বিস্তীর্ণ। বিন্ধ্যগিরি ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে। ইহার রাজধানী ইন্দোর।

হায়দরাবাদ—এই রাজ্য অতিবৃহৎ, উত্তরে তাপীনদী হইতে দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণানদী পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ পূর্ব্বদিকে বরদা ও গোদাবরী নদী; পশ্চিমে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি। এই রাজ্য বহুসংখ্যক জায়গীরদারে

বিভক্ত হইয়াছে, অতি অল্প অংশ মাত্র রাজ্যেশ্বরের আপন হস্তে আছে। রাজ্যেশ্বরের উপাধি নিজাম। রাজধানী হায়দরাবাদ। এই নগরে প্রায় ৮০,০০০লোকের বসতি। তাহাদের অধিকাংশই ঘোর দুর্বৃত্ত।

মহীসুর—হায়দরাবাদের দক্ষিণ। ইহার চতুর্দ্দিকে ইঙ্গরেজদিগের অধিকার। ১৭৯৯খৃষ্টীয় অব্দে মহীসুর একটী স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। পরে মহীসুরাধিপতি রাজ্যশাসন বিষয়ে বিধিমতে অপারগ প্রমাণ হওয়াতে ১৮২৩ সালে ইঙ্গরেজেরা তাঁহাকে রাজ্যভার হইতে অবসৃত করিয়াছেন। তদবধি মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির রাজপুরুষেরা মহীসুরের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ কবিয়া আসিতেছেন।

কোচ্চী—এই রাজ্য ত্রিবাঙ্কোড়ের উত্তর। ইহার প্রধান নগর কোচ্চী।

ত্রিবাঙ্কোড়—কুমারিকা অন্তরীপ হইতে উত্তরে কোচ্চী পর্য্যন্ত প্রায় ৬০ ক্রোশ বিস্তীর্ণ। এই রাজ্যের রাজধানী ত্রিবিন্দ্রম।

কোলাপুর ও সাবন্তবাডী এই দুই রাজ্য মহারাষ্ট্রীয় রাজাদিগের হস্তগত। কোলাপুর বিজয়পুরের অন্তর্গত সিতারার দক্ষিণ; সাবন্তবাড়ী গোয়ার উত্তর।

ফরাসি ও পর্টুগীজদিগের অধিকার।

অদ্যাপি ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে ফরাসি ও পর্টুগীজদের অধিকার আছে।

ফরাসিদের অধিকার।

পটুণ্ডেরী—মান্দ্রাজ হইতে প্রায় ৩৮ ক্রোশ দক্ষিণ।

কারিকোল—কাবেরী নদীর মোহানাস্থিত; মান্দ্রাজ হইতে ৬৭ ক্রোশ দক্ষিণ।

ফরাসিডাঙ্গা—বাঙ্গালার অন্তর্গত; কলিকাতা হইতে ১০ ক্রোশ উত্তরে, গঙ্গার পশ্চিম পারে স্থিত।

পর্টুগীজদিগের অধিকার।

গোয়া—সাবন্ত বাড়ীর দক্ষিণ ও কানাড়ার উত্তর

ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী দ্বীপ।

ভারতবর্ষের দক্ষিণে লঙ্কাদ্বীপ। এই দ্বীপ দেখিতে অণ্ডাকার। ইহার ভূমি অতি উর্ব্বরা; ইহাতে অনেক বহুমূল্য ধাতুর আকর আছে। ইহার নিকটবর্ত্তী সমুদ্র-ভাগে বর্ষে বর্ষে অনেক টাকার মুক্তা উৎপন্ন হয়। এই দ্বীপ দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০৯ ক্রোশ এবং বিস্তারে ১০২ ক্রোশ। ইহার প্রধান নগর কাণ্ডী, ত্রিনকমলী ও কলম্ব। লঙ্কা ইংলণ্ডেশ্বরীর অধীন।

লঙ্কা ভিন্ন ভারতবর্ষের নিকটে আর যে সমুদায় দ্বীপ আছে, সে সকলই আয়তনে ক্ষুদ্র। এস্থলে তাহা-দের বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা গেল না। অধুনা ভারতবর্ষ হইতে রাজদণ্ডে নির্ব্বাসিত অপরাধীরা

অনেকে আণ্ডামান দ্বীপশ্রেণীতে প্রেরিত হইতেছে এখানকার প্রধান নগর পোর্টব্লেয়ার।

ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু ও সিন্ধুর পঞ্চশাখা শতদ্রু, বিপাশা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী ও বিতস্তা * ; নর্ম্মদা ও তাপী অথবা তাপতী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী এই কয়েকটী ভারতবর্ষের প্রধান নদী।

ভারতবর্ষের শাসন প্রণালী।

ভারতবর্ষে ইঙ্গরেজদিগের যাবতীয় অধিকারে এক জন প্রধান শাসনকর্ত্তা ও চারি জন অমাত্য সর্ব্বোপরি কর্ত্তৃত্ব করেন। প্রধান শাসনকর্ত্তাকে গবর্ণর জেনরল বা বাইসরয় ও অমাত্যদিগকে কৌন্সিলর কহে। গবর্ণর জেনরল ও কৌন্সিলরেরা একত্র হইয়া যে সভা হয় সেই সভাকে স্থপ্রিমকৌন্সিল অথবা গবর্ণর জেনরল ইন্ কৌন্সিল বলে। সন্ধি বিগ্রহাদি যাবতীয় বিষয় এই সভার আজ্ঞা ভিন্ন হয় না।

পূর্ব্বে এই সভা হইতেই ভারতবর্ষীয় অধিকার সংক্রান্ত যাবতীয় আইন প্রস্তুত হইত; পরে আইন প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত এক স্বতন্ত্র সভা সংস্থাপিত

---

* মুসলমানেরা এই পঞ্চ নদীকে যথাক্রমে সতলজ, বেয়া, চেনাব, রাবী ও জেলম বলিয়া থাকেন।

হইয়াছিল। এই সভাকে লেজিস্‌লেটিব কৌন্সিল বা ব্যবস্থাপক সমাজ বলিত। সম্প্রতি তাহা উঠিয়া গিয়াছে এবং তাহার পরিবর্ত্তে একটী সাধারণ ব্যবস্থাপক সমাজ এবং প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে এক একটী স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপক সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। সাধারণ সমাজ, সকল প্রেসিডেন্সির সাধারণ বিষয়-সকলের আইন প্রস্তুত করেন এবং এতদ্ভিন্ন যে সকল প্রদেশ কোন প্রেসিডেন্সির অন্তর্নিবেশিত হয় নাই তৎসমুদায়ের যাবতীয় আইনও প্রণয়ন করিয়া থাকেন। কিন্তু কোন এক প্রেসিডেন্সির অধিকারে মাত্র যে সমস্ত আইন আবশ্যক হয় তৎসমুদায়ের প্রণয়নবিষয়ে এ সভা হস্তক্ষেপ করেন না। সে সমস্ত সেই প্রেসিডেন্সির ব্যবস্থাপক সমাজ হইতেই প্রস্তুত হয়। সাধারণসমাজে গবর্ণর জেনরল এবং প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিব সমাজে তত্রত্য গবর্ণর সভাপতিত্ব করেন। প্রত্যেক সমাজই কয়েক জন গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারী আর গবর্ণমেন্টের বেতনভোগী নয় এমন কয়েক জন ইঙ্গরেজ ও এতদ্দেশীয় অবৈতনিক সভ্যে সঙ্ঘটিত হইয়াছে।

মান্দ্রাজ ও বোম্বাই এই দুই প্রেসিডেন্সিতে এক এক জন গবর্ণর ও দুই দুই জন কৌন্সিলর আছেন। আর বাঙ্গালা, আগরা ও পঞ্জাব গবর্ণমেন্টে কেবল এক এক জন শাসনকর্ত্তা আছেন; ইহাঁদিগকে লেফ্‌টেনেন্ট গবর্ণর বলে। ইঁহারা আপন আপন অধিকার মধ্যে কর্ত্তৃত্ব করেন। ইঁহারা সকলেই গবর্ণর জেনরল ইন্‌ কৌন্সিলের অধীন। গবর্ণর জেনরল ইন্‌ কৌন্সিল আবার কৌন্সিল্‌ অব্‌ ইণ্ডিয়া নামক এক সভার অধীন।

সেই সভা ইংলণ্ডে সংস্থাপিত। সেক্রেটরি অব্ ষ্টেট্ নামে ইংলণ্ডেশ্বরীর এক জন প্রধান অমাত্য সেই সভার অধ্যক্ষ; আর পঞ্চদশ জন সভ্যে সভা সজ্ঘটিত। ভারতবর্ষ সংক্রান্ত তাবৎ বিষয়ে যথাবিহিত কার্য্য না হইলে সেক্রেটরি অব্ ষ্টেটই, ইংলণ্ডীয় পার্লিমেণ্ট * ও ইংলণ্ডের রাজ্ঞীর নিকট, বিশেষ দায়ী। এজন্য তাঁহার এমন ক্ষমতাও আছে যে, তিনি নিজ কৌন্সিলের মত অতিক্রম করিয়াও অনেক স্থলে আপন বিবেচনানুসারে কার্য্য করিতে পারেন।

বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই এই তিন প্রেসিডেন্সির তিন রাজধানীতে ইংলণ্ডদেশের আইন প্রচলিত। এই তিন রাজধানীতে সুপ্রিম কোর্ট নামক এক একটী প্রধান বিচারালয় আছে। ইংলণ্ডেশ্বরী এই তিন প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতিকে নিযুক্ত করেন। কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই এই তিন নগর ভিন্ন আর আর সর্ব্বত্র হিন্দু ও মুসলমানদিগের ব্যবহার-শাস্ত্রানুযায়িক আইন প্রচলিত। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা ও পদ বিশিষ্ট রাজপুরুষেরা সেই সকল আইন অনুসারে প্রত্যেক জেলার শান্তিরক্ষণ, করগ্রহণ ও প্রজাগণের বিবাদ নিরাকরণ করিয়া থাকেন। কোন কোন স্থান উপরি উক্ত প্রকারে শাসিত হয় না। সেই সকল স্থানের আইন স্বতন্ত্র। কমিসনর বা এজেন্ট নামক এক এক জন প্রধান রাজপুরুষ ও তাঁহার অধীনে অন্যান্য বিচারপতি নিযুক্ত আছেন। সেই সকল স্থানকে কমিসনরী বা এজেন্সী বলে।

---

* ইংলণ্ড প্রকরণে পার্লিমেন্টের বৃত্তান্ত লিখিত হইবে।

ভারতবর্ষীয় স্বাধীন এবং করদ ও মিত্ররাজ্যের শাসন কার্য্য সুপ্রণালীতে সম্পন্ন হয় না। রাজা প্রায়ই যথেচ্ছাচারী; সুতরাং প্রজাগণকে নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে হয়। কিন্তু ইঙ্গরেজদের অধিকৃত ভারত-বর্ষ অপেক্ষা সেই সকল রাজ্যে শুল্কভার অনেক অল্প।

পূর্ব্ব উপদ্বীপ।

আসিয়ার ভূচিত্রে বঙ্গসাগরের পূর্ব্বতীরে যে উপ-দ্বীপ দৃষ্ট হয় তাহাকে পূর্ব্বউপদ্বীপ বলে। বর্ম্মা, স্যাম, মালয়, আনাম ও লেয়স এই পাঁচ প্রদেশ পূর্ব্ব-উপদ্বীপের অন্তর্ব্বর্ত্তী।

বর্ম্মা।

এই দেশের উত্তর সীমা আসাম ও চীন ; পূর্ব্ব সীমা লেয়স ও স্যাম ; দক্ষিণ সীমা বঙ্গসাগর ; পশ্চিম সীমা বঙ্গসাগর ও বাঙ্গালা দেশ। এই দেশের পরিমাণফল প্রায় ৫০,০০০ বর্গ ক্রোশ। ইহাতে প্রায় ৩০,০০,০০০ লোকের বসতি।

বর্ম্মার দক্ষিণ ভাগ সমতল ক্ষেত্র ; উত্তর ভাগ বন ও পর্ব্বতে আকীর্ণ। এদেশের ভূমি অতি উর্ব্বরা ; অপ-র্য্যাপ্ত ধান্য, গোধূম ও অন্যান্য প্রকার শস্য জন্মে। চা বৃক্ষও এদেশে জন্মিয়া থাকে ; কিন্তু তাহার পত্র চীন দেশীয় চার ন্যায় উৎকৃষ্ট নহে। এদেশে স্বর্ণ, রৌপ্য

লৌহ, সোরা ও পাথরিয়া কয়লার খনি আছে। নানাবিধ মণি ও অতি শুভ্র বর্ণের মার্ব্বল প্রস্তরও এখানকার খনিতে উৎপন্ন হয়। এদেশের ভূগর্ভে এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়; লোকে গভীর কূপ খনন করিয়া ঐ তৈল উত্তোলন করে এবং প্রদীপে জ্বালাইয়া থাকে। ভারতবর্ষে যে সকল আরণ্য তরু জন্মে এ দেশেও প্রায় সেই সকল আরণ্য তরু জন্মিয়া থাকে।

উষ্ট্র ভিন্ন ভারতবর্ষের প্রায় সমুদায় জন্তু এ দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশের অশ্ব খর্ব্বকায় কিন্তু কষ্টসহ ও দ্রুতগামী। পেগুর টাট্টু সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

এদেশে বিস্তর হস্তী জন্মে। তন্মধ্যে কতকগুলি শ্বেতবর্ণেরও দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ম্মাবাসীরা শ্বেত হস্তীর অতিশয় সমাদর করে। তাহারা ইহাকে রাজ্যের অত্যন্ত মঙ্গলকর জ্ঞান করিয়া থাকে। রাজপ্রাসাদের অতি সান্নিধ্যে শ্বেত হস্তীর একটী প্রাসাদ আছে। ঐ প্রাসাদ কোন অংশেই রাজপ্রাসাদের অপেক্ষা হীন নহে। উহাতে হস্তীর শয়নের নিমিত্ত একটী অতি সুন্দর মকমলের শয্যা বিস্তীর্ণ থাকে। হস্তীর সম্মুখের পদদ্বয় রজতশৃঙ্খলে বদ্ধ, এবং তাহার অঙ্গ নানাপ্রকার হীরক-খচিত স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত; তাহার পানদান, পীকদান ও ভোজনপাত্র সমুদায় সুবর্ণ নির্ম্মিত। তাহার সেবায় অন্যূন সহস্র লোক নিযুক্ত থাকে। রাজ্যমধ্যে শ্বেত হস্তীর তুল্য মহামান্য প্রজা আর দ্বিতীয় নাই। একটী শ্বেত হস্তীর মৃত্যু হইলে, যত দিন আর একটী শ্বেত হস্তী না পাওয়া যায়, তত দিন বর্ম্মার লোক রাজ্যের মহা অনিষ্ট আশঙ্কা করে।

বর্ম্মার লোক খর্ব্বকায়, তাম্রবর্ণ ও সবলশরীর। ইহারা হিন্দুদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে অসভ্য। কিন্তু কোন কোন ব্যবহারে ইহাদিগকে হিন্দুদের অপেক্ষা সভ্য বলিতে পারা যায়। ইহারা অত্যন্ত কুটিলহৃদয়, গর্ব্বিত ও সদা সন্দিগ্ধচিত্ত। জুয়াখেলায় ও আফিং খাওয়ায় ইহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরে নিবদ্ধ বা অবগুণ্ঠনে আবৃত থাকে না। তাহাদিগকে দাসীর ন্যায় সমুদায় গৃহকার্য্য এবং তদ্ব্যতিরিক্ত দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয়ও করিতে হয়। পুরুষেরা একের অধিক স্ত্রী বিবাহ করে না। তাহাও হিন্দুদিগের মত বাল্যকালে সম্পন্ন হয় না। ইহারা বৌদ্ধ-মতাবলম্বী, সুতরাং জাতিভেদ মানে না। ইহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র পালি ভাষায় রচিত। ইহারা সচরাচর তালপত্রে পুস্তকাদি লিখে; কিন্তু কোন বিশেষ পুস্তক হইলে সুবর্ণপত্রেও লিখিয়া থাকে। এখানকার সমুদায় শিক্ষা-কার্য্য যাজকমণ্ডলী দ্বারা সম্পন্ন হয়। যাজকেরা যাবজ্জীবন বিবাহ করেন না; কিন্তু ইচ্ছা হইলে যাজন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন ও দারপরিগ্রহ করিতে পারেন। শিল্প কর্ম্মের মধ্যে ইহারা শ্বেতমার্ব্বলের নানা প্রকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে, পট্টবস্ত্র ধাতুময় ও মৃণ্ময় পাত্র এবং জাহাজ নির্ম্মাণেও বিলক্ষণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে।

প্রবাদ আছে বর্ম্মার রাজবংশের আদিপুরুষ মগধদেশ* সম্ভূত ছিলেন। তাঁহার সময়াবধি এক্ষণে

---

* বিহার দেশ।

আড়াই হাজার বৎসর গত হইয়াছে। বর্ম্মার রাজা সম্পূর্ণরূপে যথেচ্ছাচারী; প্রজারা তাঁহার নামোচ্চারণ করিতে পায় না; করিলে তিনি তাহাদিগের প্রাণদণ্ড করেন। বিংশতিবর্ষ বয়সের পর সকল প্রজাকেই দুই বৎসর অন্তর এক বৎসর রাজসেবায় নিযুক্ত থাকিতে হয়। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে রাজ্যবাসী কর্ম্মক্ষম প্রজামাত্রকেই অস্ত্র ধারণ করিতে হয়। বর্ম্মার সমুদায় ভূমি দেবত্র, চাকরান ইত্যাদি রূপে বিভক্ত আছে; ভূম্যধিকারীরা কেহই রাজাকে রাজস্ব প্রদান করেন না এবং রাজাও তাঁহার কোন ভৃত্যকে বেতন দেন না।

বর্ম্মার রাজধানী রত্নপুর; এই নগরকে ইঙ্গরেজেরা আবা বলেন। প্রাচীন রাজধানী অমরাপুর। উভয় নগরই ইরাবতীতীরে অবস্থিত।

১৮২৪ ও ১৮৫২ খৃঃ অব্দে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে ইঙ্গরেজেরা বর্ম্মারাজ্যের পশ্চিম ভাগে, চাটীগাঁ হইতে মলয় পর্য্যন্ত, সমুদায় স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিন জন কমিসনরের দ্বারা ঐ সমুদায় স্থানের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

১ আরাকানের কমিসনর, আকায়েব নগরে অবস্থিতি করেন। আরাকানের অন্তর্গত তিনটী জেলা আছে; আকায়েব, রামড়ি, সান্তওয়ে। আরাকানের অধিবাসীদিগকে মগ বলে। বর্ম্মাবাসীরা মগদিগকে আপনাদিগের আদি পুরুষ বলিয়া স্বীকার করেন।

২ মৌলমীনের কমিসনর, মৌলমীন নগরে বসতি করেন। মৌলমীনের কমিসনরের অধীন ভূভাগকে

টেনাসরিম প্রদেশ বলে। এই প্রদেশ তিন জেলায় বিভক্ত; মৌলমীন, মর্গুই, টেবয়।

৩ পেগুর কমিসনর, পেগু নগরে অবস্থিতি করেন। পেগু নগরের প্রায় ২৭ ক্রোশ দক্ষিণে ইরাবর্ত্তী নদীর তীরে রঙ্গুন নগর। রঙ্গুনে একটী অতি উচ্চ অষ্টকোণ মন্দির আছে; ঐ মন্দিরে গৌতমদেবের পূজা হইয়া থাকে।

পেগুর কমিসনরের অধীনে ছয়টী জেলা আছে। মর্ত্তবান, বেসিন, রঙ্গুন, টঙউ, প্রোম, মিয়াণ্ড্।

বাঙ্গালা ও বর্ম্মার মধ্যে মণিপুর নামে এক ক্ষুদ্র দেশ আছে। মণিপুরের রাজা এপর্য্যন্তও স্বাধীন আছেন। তাঁহার রাজধানীর নাম মণিপুর। মণিপুরের লোক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। ইহারা কামান নির্ম্মাণ করিতে পারে। পূর্ব্বে তাহারাই বর্ম্মাপতির সমুদায় কামান প্রস্তুত করিত।

স্যাম।

এই দেশের উত্তর সীমা লেয়স; পূর্ব্বসীমা আনাম; দক্ষিণ সীমা স্যাম উপসাগর ও মালয়; পশ্চিমে সীমা বর্ম্মা। এই দেশের পরিমাণফল প্রায় ৫৫,০০০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২৮,৪৫,০০০।

এই দেশের মধ্যভাগ সমতল ক্ষেত্র; তথায় মীনাম নদী প্রবাহিত হইতেছে। আর আর ভাগ অরণ্য ও পর্ব্বতে আকীর্ণ। এখানে বাঙ্গালা দেশ-জাত সমুদায়

দ্রব্য ভিন্ন অগুরু, এলাইচ, তেজপাত, দারুচিনি ও মরীচ অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর আর সকল দেশ অপেক্ষা এখানে তণ্ডুলের মূল্য স্বল্প। এদেশে মঙ্গোষ্টীন নামে একপ্রকার ফল জন্মে, তাহার স্বাদ আম্রের অপেক্ষাও মধুর। এদেশে ভারতবর্ষীয় গ্রাম্য জন্তু প্রায় সকলই পাওয়া যায়। অরণ্যে ব্যাঘ্র, গণ্ডার ও হস্তী দৃষ্ট হইয়া থাকে। বর্ম্মার ন্যায় এ দেশেও শ্বেত হস্তীর অতিশয় সমাদর। এদেশে স্বর্ণ, তাম্র, লৌহ, রঙ্গ ও নানা প্রকার রত্ন পাওয়া যায়। সিসু, সেগুন প্রভৃতি অনেক প্রকার কাষ্ঠ এখান হইতে অন্যান্য দেশে নীত হইয়া থাকে।

এ দেশস্থ লোকের আচার ব্যবহার বর্ম্মানিবাসী-দিগের আচার ব্যবহারের মত। ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মা-বলম্বী; অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকের প্রতি ইহাদের দ্বেষ নাই। এ দেশের রাজাও বর্ম্মার রাজার ন্যায় যথে-চ্ছাচারী, যুদ্ধের সময় সকল প্রজাকেই রাজাজ্ঞানুসারে রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতে হয়। এ দেশের লোক গীত বাদ্যে অতিশয় অনুরক্ত। ইহারা বাণিজ্যার্থে চীন ও ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপশ্রেণীতে গতায়াত করে; ভারতবর্ষে ও সিংহল দ্বীপেও আসিয়া থাকে।

এ দেশের রাজধানী বঙ্কক, মীনাম নদীর তীরে অবস্থিত। এই নগরের প্রায় সমুদায় বাসগৃহ দারু-নির্ম্মিত। বর্ষায় জলমগ্ন হইবার আশঙ্কায় দীর্ঘাকার বাঁশের খোটার উপর সংস্থাপিত। অনেক গৃহ বাঁশের ভেলার উপর মীনামের জলে ভাসিয়া থাকে এবং ইচ্ছামত পরিচালিত হয়।

এ দেশবাসী লোকেরা আপনাদের দেশকে স্যাম বলে না। তাহারা ইহাকে টহে বলে। বর্ম্মাবাসীরা ইহাকে সান কহিয়া থাকে এবং তাহা হইতেই স্যাম এই নাম হইয়াছে।

মালয় দেশ।

ইহার উত্তর সীমা স্যাম; পূর্ব্ব সীমা স্যাম উপসাগর; দক্ষিণ সীমা ভারতমহাসাগর; পশ্চিম সীমা বঙ্গসাগর।

মালয়ের মধ্যভাগের, ক্রা যোজক হইতে রোমানিয় অন্তরীপ পর্য্যন্ত, সমুদায় স্থান পার্ব্বতময়। পর্ব্বতের দুই পার্শ্বের ভূমি ভঙ্গিমতী অর্থাৎ তরঙ্গের ন্যায় পর্য্যায়ক্রমে উচ্চ ও নিম্ন; তাহার অনেকাংশই অরণ্যে পরিপূর্ণ। জায়ফল, চন্দন, মরীচ, গুবাক, তণ্ডুল, বেত, নানাপ্রকার কাষ্ঠ, সুবর্ণ, রাং ও হস্তিদন্ত এ দেশের প্রধান উৎপন্ন। মেষ ও অশ্ব ব্যতিরেকে এখানে ভারতবর্ষীয় আর আর সকল জন্তুই আছে। মালয়ের জল বায়ু উৎকৃষ্ট; ভারতবর্ষস্থ ইয়ুরোপীয়েরা পীড়িত হইলে স্বাস্থ্য লাভের নিমিত্ত সচরাচর তথায় যাইয়া থাকেন।

মালয় দেশে দুই প্রকার লোক বসতি করে; আদিম লোক ও মালয়-জাতি। আদিম লোকেরা অতিশয় অসভ্য; ইহারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকে এবং অযত্ন-সম্ভূত ফল মূল ও মৃগয়ালব্ধ মাংসদ্বারা উদরপূর্ত্তি করে। ইহাদের শরীর খর্ব্ব ও কৃষ্ণবর্ণ, কেশ ঊর্ণার ন্যায়, ঠোঁঠ পুরু এবং নাক চেপ্টা। মালয়জাতীয় লোক প্রথমে সুমাত্রাদ্বীপে বসতি করিত, পরে খৃষ্টীয় দ্বাদশ

শতাব্দীতে তথা হইতে আসিয়া মালয় দেশে বসতি করিয়াছে। ইহারা অতি ভীষণপ্রকৃতি; দস্যুবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারা নিতান্ত মূর্খ নহে, লেখা পড়ার চর্চ্চা করিয়া থাকে এবং কোরানও পড়িতে পারে। কোন কোন শিল্প কর্ম্মেও ইহাদের নৈপুণ্য আছে এবং কেহ কেহ বাণিজ্যও করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের মত ধূর্ত্ত, ক্রূর, বিশ্বাসঘাতক ও বৈরনির্য্যাতক পৃথিবীতে অধিক নাই। কেহ ইহাদের কোনরূপ অনিষ্ট করিলে কোন কালেই বিস্মৃত হয় না। ছায়ার ন্যায় অনিষ্টকারীর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এবং তাহাকে সর্ব্ব-প্রকারে সতর্কতাশূন্য করিবার জন্য হাস্যমুখে তাহার সম্মুখীন হয়। কখন কখন ইহারা উন্মত্তপ্রায় হইয়া যাহাকে পায় তাহাকেই নিপাত করে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনি নিধন প্রাপ্ত না হয় ততক্ষণ ক্ষান্ত হয় না। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া মালয়ের সন্নিহিত সাগরে দস্যুবৃত্তি করে এবং সুযোগ পাইলে অকুতো-ভয়ে বড় বড় রণতরিও আক্রমণ করিয়া থাকে। ধরা পড়িবার উপক্রম দেখিলে এরূপ বেগে দাঁড় বাহিয়া যায় যে প্রায় কেহই উহাদিগকে ধরিতে পারে না।

ইহারা মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী; আফিং খাওয়ায় ও জুয়া খেলায় অত্যন্ত আসক্ত। মালয়েরা অনেক সম্প্র-দায়ে বিভক্ত, প্রত্যেক সম্প্রায়ের রাজা স্বতন্ত্র। কিন্তু মালয়রাজের মত দুর্দ্দশাপন্ন ভূপতি, বোধ হয়, আর কুত্রাপি নাই। তাঁহার প্রাসাদ সামান্য পর্ণকুটীর, সিংহাসন মোটা মাদুর এবং রাজবেশ কটিতটে কৌপীন মাত্র। রাজকার্য্যের মধ্যে সর্ব্বদা ফল মূল ও পশু পক্ষী

বিক্রয়। মালয়দিগের ভাষা সংস্কৃত ও আরবী উভয় মিশ্রিত এবং আরবী অক্ষরে ডাইন হইতে বাঁ দিকে লিখিত। মালয়ের লবঙ্গ, জায়ফল, মরীচ, মোম, সাগু ও হাতীর দাঁত অন্যান্য দেশে নীত হয়।

মালয়ের প্রধান নগর মলক্কা; এই নগর সমুদ্রতটে অবস্থিত এবং ইঙ্গরেজদিগের অধিকৃত।

প্রসিদ্ধ পুলোপিনাং* দ্বীপ মালয়ের পশ্চিম উপ-কূলের সান্নিধ্যে বঙ্গসাগরে অবস্থিত।

আনাম।

আনামের উত্তর সীমা চীন; পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমা চীনসাগর; পশ্চিম সীমা লেয়স ও স্যাম।

টঙ্কিন, কোচিন ও কাম্বোডিয়া এ দেশের প্রধান ভাগ। এই দেশের পূর্ব্ব পশ্চিম দুই দিকে উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত দুই পর্ব্বত আছে। তাহাদের সমুদায় অন্তর্দ্দেশ অতি দীর্ঘ। ঐ সকল অন্তর্দ্দেশের ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। অপর্য্যাপ্ত ধান্য, চিনি, তূলা, রেশম, পাট, তামাক, নীল, দারুচিনি, এলাইচ, মরীচ, নারিকেল এবং সেগুন, আবলুস প্রভৃতি কাষ্ঠ অনেক উৎপন্ন হয়। চা এ দেশে জন্মিয়া থাকে, কিন্তু চীন দেশের চার মত উৎকৃষ্ট হয় না। টঙ্কিন প্রদেশে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও লৌহ যথেষ্ট উৎখাত হয়। কোন কোন নদীর কর্দ্দম ধৌত করিলে স্বর্ণ পাওয়া যায়। সোরা ও লবণ অনেক উৎপন্ন হইয়া থাকে। মেষ, গর্দ্দভ ও উষ্ট্র ব্যতিরেকে ভারতবর্ষীয়

---

* পুলিপোলাও।

আর আর সমুদায় জন্তুই এ দেশে পাওয়া যায়। এ দেশের লোক হস্তীর মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে।

টঙ্কিন ও কোচিনের অধিবাসীরা দেখিতে প্রায় মালয়বাসীদিগের ন্যায়; কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা অনেক শান্তস্বভাব। কাম্বোডিয়া-বাসীদিগের স্যাম-নিবাসীদের সহিত অনেক সাদৃশ্য আছে। এ দেশের লোক মুসলমানদিগের পরিচ্ছদ পরে; কিন্তু কেহই পাদুকা ব্যবহার করে না। স্ত্রীলোকে মাথায় টুপি পরিয়া থাকে। মিসি ইহাদের অত্যন্ত প্রিয়; ইহারা কহে শুভ্রদন্ত কেবল কুকুরের পক্ষেই শোভা পায়। ইহারা অতিশয় অলস, কিন্তু জাহাজ ও কামান নির্ম্মাণে বিলক্ষণ নৈপুণ্য প্রকাশ করে। ইহারা সকলেই বৌদ্ধ-মতাবলম্বী। ইহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অতি অদ্ভুতরূপে সম্পন্ন হয়। মৃত্যুর পর শব দুই বৎসর সিন্দুকে বদ্ধ থাকে। তাহার সম্মুখে প্রত্যহ বিগ্রহের ন্যায় ভোগ ও নৃত্য গীত হইয়া থাকে। দুই বৎসর এইরূপে অতীত হইলে, সেই শব মহাসমারোহে ভূগর্ভে নিহিত হয়। ইহাদের ভাষা চীন ভাষা হইতে উৎপন্ন এবং চীন-দিগের অক্ষরে লিখিত। ইহারা কাষ্ঠফলকে পুস্ত-কাদি মুদ্রাঙ্কিত করিয়া থাকে, কিন্তু ইহাদের পুস্তকের সংখ্যা অধিক নহে। এ দেশের রাজা যথেচ্ছাচারী। তাঁহার রাজধানীর নাম হিউ। এই নগর সমুদ্রতট হইতে প্রায় চারি ক্রোশ অন্তর।

আনামের আর আর নগরের মধ্যে টঙ্কিনের রাজ-ধানী কেসো এবং কাম্বোডিয়ার রাজধানী সেইগন, এই দুইটী প্রধান।

লেয়স।

লেয়সের উত্তর সীমা চীন; পূর্ব্ব সীমা আনাম; দক্ষিণ সীমা স্যাম ও কাম্বোডিয়া; পশ্চিম সীমা বর্ম্মা। এই দেশ দেখিতে অতি সুন্দর। ইহার ভূমি উর্ব্বরা, কিন্তু জল বায়ু সকল সময়ে তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে। ইহাতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও লৌহের অনেক খনি আছে। প্রায় সমুদায় নদীর জলেই স্বর্ণরেণু ভাসিয়া আইসে। যদি এখানকার লোকে বিমিশ্র ধাতু পরিষ্কার করিবার কৌশল জানিত, তাহা হইলে ইহারা নিঃসন্দেহ বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিত। এই দেশে নানা প্রকার অতি দীর্ঘ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। এ দেশের লোক সুবুদ্ধি ও দয়াশীল। তাহারা বর্ম্মাবাসীদিগের অপেক্ষা অনেক সভ্য। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ হইতেই স্যাম ও আনামের বসতি হইয়াছে। এ দেশের রাজধানী জানি, বঙ্কক নগর হইতে প্রায় দেড় শত ক্রোশ উত্তর।

চীন।

চীনের উত্তর সীমা তাতার; পূর্ব্বসীমা পীত সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর; দক্ষিণসীমা টঙ্কিন উপসাগর ও পূর্ব্বউপদ্বীপ; পশ্চিম সীমা বর্ম্মা, তিব্বত ও তাতার। চীন, চীনতাতার * ও তিব্বত এই তিন দেশকে একত্র করিয়া চীন-সাম্রাজ্য কহিয়া থাকে। এই সাম্রাজ্যের পরিমাণ-ফল প্রায় ৭,৫০,০০০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সঙ্খ্যা প্রায় ৩০,০০,০০,০০০ ।

---

* তাতারের যে ভাগ চীনের অধীন তাহাকে চীন তাতার বলে।

এই সাম্রাজ্য অতি বৃহৎ বৃহৎ অষ্টাদশ জেলায় বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগের শাসনকর্ত্তা ও অন্যান্য রাজপুরুষ স্বতন্ত্র। চীনেরা আপনাদের দেশকে চংকুয়ো অর্থাৎ মধ্যরাজ্য বলিয়া থাকে এবং সরকারী কাগজপত্রে "টিনসান" অর্থাৎ স্বর্গীয় সাম্রাজ্য লিখে। চীন দেশের আকার সর্ব্বত্র সমান নহে, কোন স্থান পর্ব্বতময় ও কোন স্থান সমতল ; কি পর্ব্বত কি ক্ষেত্র সকল স্থানের ভূমিই সুচারুরূপে কৃষ্ট। চীনে বন বা অকর্ম্মণ্য উদ্ভিদ প্রায়ই দেখা যায় না। তথাকার সমুদায় রাজপথ অতি উৎকৃষ্ট ও দেশের সর্ব্বত্র বিস্তৃত। আর পথিকগণের সুবিধার নিমিত্ত প্রায় সর্ব্বত্রই দুই একটী পান্থনিবাস সংস্থাপিত আছে।

ভারতবর্ষের অপেক্ষা চীনে শীতের অধিক প্রাদুর্ভাব। কার্ত্তিক অবধি চারি মাস প্রায় সর্ব্বত্রই বরফ পড়িয়া থাকে। চীনের জল বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর।

চীনেরা কৃষিকর্ম্মে অত্যন্ত পরিশ্রম করে। ভারতবর্ষীয় প্রায় সমুদায় শস্যই চীনে উৎপন্ন হয়। তদ্ব্যতিরেকে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে তাহার বল্কলে কাগজ প্রস্তুত হয়। আর এক প্রকার বৃক্ষের নির্য্যাসে হরিদ্বর্ণ মোম জন্মে ; তাহাতে বাতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। কর্পূরবৃক্ষও অনেক পাওয়া যায়। চা প্রায় এই দেশ হইতেই পৃথিবীর আর আর সর্ব্বত্র নীত হয়।

চীনে বন্য জন্তুর মধ্যে হস্তী, গণ্ডার, কস্তূরিকামৃগ, বন্য-বরাহ ইত্যাদি জন্মিয়া থাকে। সাধারণ গ্রাম্য জন্তু প্রায় সকল প্রকারই পাওয়া যায়। এ দেশের কাঞ্চন ও রক্তবর্ণ মৎস্য অতি আশ্চর্য্য ; এই মৎস্য আয়তনে

পুঁঠী মাছের ন্যায়। চীনে এক প্রকার পক্ষী জন্মে, মৎস্য ধরায় তাহার অতিশয় নৈপুণ্য। ধীবরেরা সচরাচর এই পক্ষী পুষিয়া থাকে ও তাহার দ্বারা অনেক মৎস্য ধরাইয়া লয়। চীনেরা মাংস ভোজনে কিছুই বিচার করে না, যে মাংস পায় তাহাই খায়। কুক্কুর, বিড়াল, পেঁচা, বক প্রভৃতি সচরাচর বাজারে বিক্রীত হয়; এই সকল দুষ্প্রাপ্য হইলে ইন্দুর ও সর্পও খাইয়া থাকে। চীনে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, সীস প্রভৃতি ধাতু প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চীনেরা দেখিতে পীতবর্ণ, ক্ষুদ্রাক্ষ ও খর্ব্বনাসিক। তাহাদের মস্তক চতুরস্র। তাহারা সচরাচর দাড়ী গোঁপ রাখে না, মস্তকের অধিকাংশ কামাইয়া কেবল মধ্যস্থলে একটী মাত্র বেণী রাখে। ঐ বেণী পশ্চাদ্ভাগে ঝুলিতে থাকে। ইহারা স্থূলকায় পুরুষের আদর করে এবং কৃশ ব্যক্তিকে নির্ব্বোধ জ্ঞান করিয়া থাকে। যে স্ত্রীর পদদ্বয় অতি ক্ষুদ্র, ওষ্ঠদ্বয় বিলক্ষণ স্ফীত, কেশ সূক্ষ্ম ও কৃষ্ণবর্ণ এবং চক্ষু ক্ষুদ্র, চীনদের মতে সেই স্ত্রীই পরম রূপবতী। তাহারা ক্ষুদ্র পদকে এরূপ অসামান্য সৌন্দর্য্যের লক্ষণ জ্ঞান করে যে অনেক স্ত্রীলোক বাল্যাবধি লৌহপাদুকা প্রভৃতি পরিয়া পা সঙ্কোচ করিবার প্রয়াস পায়।

ভারতবর্ষের অপেক্ষাও চীনের স্ত্রীলোক অধিক রুদ্ধ থাকে। চরিত্র বিষয়ে চীনেরা শান্ত, পরিশ্রমী ও রাজাজ্ঞার অনুগত। তাহাদের দেশে অতি গর্হিত দুষ্কর্ম্ম অধিক হয় না; কিন্তু সামান্য দুষ্কর্ম্ম ও প্রতারণা সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। কেবল যষ্টিপ্রহারই প্রায় যাব-

তীয় দুষ্কর্ম্মের দণ্ড। শান্তিরক্ষকেরা দুষ্কর্ম্মের লাঘব গৌরব অনুসারে, কি ছোট কি বড়, সকলেরই পৃষ্ঠে দুই চারি বা তদধিক যষ্টি প্রহার করিয়া থাকেন। চীনেরা আত্মীয় স্বজনের প্রতি অতিশয় সদয় এবং পরম যত্নে বৃদ্ধগণের শুশ্রূষা করে। বিদেশীয় অথবা নিতান্ত নিঃসম্পর্কীয় লোকের প্রতি তাহাদের ব্যবহার অতিশয় নিষ্ঠুর; তাদৃশ লোক তাহাদের সম্মুখে আহারাভাবে প্রাণত্যাগ করিলেও তাহারা মুষ্টিভিক্ষা প্রদান করে না। তাহারা অল্প বয়সে বিবাহ করে ও সচরাচর তাহাদের অনেক সন্ততি হয়।

চীনে পুরুষানুক্রমে কুলীন বা মান্য এমন কোন সম্প্রদায় নাই। বিদ্যা সম্মানলাভের একমাত্র দ্বার। পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় না দিতে পারিলে কেহই রাজকর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না। চীনে গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় সংস্থাপিত আছে; তথায় বিদ্যার বিলক্ষণ চর্চা হইয়া থাকে। আক্ষেপের বিষয় এই যে, দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে তাহারা যেরূপ ছিল, অদ্যাপিও অবিকল সেইরূপ আছে। চীনেরা যে সময়ে কামান সৃষ্টি ও বারুদ প্রস্তুত করিয়াছিল, যে সময়ে তাহারা অয়স্কান্তের গুণ প্রকাশ ও তদ্দ্বারা দিগ্দর্শন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিল, যে সময়ে তাহারা কাষ্ঠফলকনির্ম্মিত অক্ষরে প্রথম পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছিল, সে সময়ে যে সকল ইয়ুরোপীয় জাতি পশু চর্ম্ম পরিধান, বন্য ফল ভোজন এবং পর্ণকুটীরে শয়ন করিয়া পশুর ন্যায় কালাতিপাত করিত, সেই সকল অসভ্য জাতি এক্ষণে ভূমণ্ডলের ভূষণ স্বরূপ হইয়াছে, চীনেরা যেমন ছিল অবিকল তেমনই আছে। যাহা

পূর্ব্বাবধি চলিয়া আসিতেছে তাহাই সর্ব্বাঙ্গ-বিশুদ্ধ, তাহার অপেক্ষা আর কিছুই উৎকৃষ্ট হইতে পারে না, এই কুসংস্কারই তাহাদের উন্নতির প্রতিরোধক।

চীনেরা নানাপ্রকার শিল্প-কর্ম্ম করিয়া থাকে। শিল্পকার্য্যে তাহাদিগের অসাধারণ নৈপুণ্য। তাহাদের এই এক অসাধারণ ক্ষমতা যে, যাহা দেখে তাহাই অবিকল নকল করিতে পারে।

চীন-ভাষায় এক এক অক্ষর এক এক শব্দের প্রতি-রূপ। এই ভাষায় অশীতি সহস্র অক্ষর, সুতরাং অশীতি সহস্র শব্দ আছে। কিন্তু সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে সমুদায়ে দুই শত চতুর্দ্দশটী মাত্র মূল অক্ষর; তাহাদের পরস্পর সংযোগ দ্বারা অশীতিসহস্র বর্ণ অথবা শব্দ নিষ্পন্ন হয়।

চীনেরা বৌদ্ধমতাবলম্বী; কিন্তু তাহাদের পণ্ডিতেরা প্রায়ই কঙ্ফুচের মত মানিয়া থাকেন। কঙ্ফুচের মতে একমাত্র ঈশ্বরই উপাস্য এবং দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানই প্রধান ধর্ম্ম।

চীনদেশে বিদেশীয় লোক প্রায়ই বাস করিতে পায় না। পূর্ব্বে বিদেশীয় বণিকেরা কেবল কান্টন নগরে যাইতে পারিতেন। সেখানেও আপনাদের পণ্য দ্রব্য, যাহাকে ইচ্ছা বিক্রয় করিতে পারিতেন না। চীন-সম্রাটের নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি বণিক ছিল, সমুদায় দ্রব্য তাহাদেরই নিকট বিক্রয় করিতে হইত। আর রাজার এরূপ আজ্ঞা ছিল না যে চীনের কেহ বিদেশে গমন করে। অধুনা চীনেশ্বর ইঙ্গরেজ ও ফরাসিদিগের নিকট সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া অগত্যা এই নিয়মে সন্ধি করি-য়াছেন যে বৈদেশিক বণিকেরা স্বেচ্ছাক্রমে চীনের

সকল নগরে প্রবেশ ও যাহাকে ইচ্ছা পণ্য বিক্রয় করিতে পারিবেন এবং চীনের অধিবাসীরাও স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে বিদেশ গমন করিতে পারিবেন। চীনের সন্নিহিত হঙ্‌কঙ্‌ দ্বীপ ইঙ্গরেজেরা অধিকার করিয়া লইয়াছেন।

চীনের রাজধানী পিকিন। এই নগর অতি বৃহৎ; ইহাতে প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোকের বসতি। নাঙ্কিন ও কান্টন চীনের আর দুইটী প্রধান নগর।

তাতার।

পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর; পূর্ব্বে জাপান সাগর; দক্ষিণে পারস্য, আফগানিস্তান, ভারতবর্ষ, তিব্বত ও চীন; উত্তরে রুসিয়া; এই চতুঃসীমার অন্তর্ব্বর্ত্তী সমুদায় দেশের সাধারণ নাম তাতার। তাতার দুই ভাগে বিভক্ত; এক ভাগ স্বাধীন, অন্য ভাগ চীনের অধীন। স্বাধীন ভাগকে ইঙ্গরেজেরা ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট টার্টারি অর্থাৎ স্বাধীন তাতার ও মুসলমানেরা তুরান কহে। চীনের অধীন ভাগকে ইঙ্গরেজেরা চাইনিজ টার্টারি অর্থাৎ চীন-তাতার বলিয়া থাকেন। এই দুই ভাগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিবরণ ক্রমে লিখিত হইতেছে।

স্বাধীন তাতার বা তুরান।

তুরানের উত্তর সীমা রুসিয়া; পূর্ব্বসীমা চীন-তাতার; দক্ষিণ সীমা আফগানিস্তান ও পারস্য দেশ; পশ্চিম সীমা কাস্পিয়ান সাগর * ও রুসিয়া। এই দেশ ছয়

---

* কাস্পিয়ান বাস্তবিক হ্রদ; অতি বৃহৎ বলিয়া ইহাকে ইঙ্গরেজেরা কাস্পিয়ান সী অর্থাৎ কাস্পিয়ান সাগর ও মুসলমানেরা বহরে খিজর অর্থাৎ খিজর সাগর বলেন।

ভাগে বিভক্ত; তুর্কিস্তান, খীবা, কোকন, বুখারা, তুর্কমানিয়া ও কুন্দজ।

তুরানের উত্তর ভাগের ভূমি সমতল ও অরণ্যাদি শূন্য। কৃষিকর্ম্মের শৈথিল্যে শস্যাদি অধিক জন্মে না। দক্ষিণ ভাগের অধিকাংশ ভূমি নিরবচ্ছিন্ন বালুকাময়; অবশিষ্ট অংশে স্থানে স্থানে শস্য ও বৃক্ষাদি জন্মিয়া থাকে।

তুরানের প্রধান উৎপন্ন ধান্য, গোধূম, যব ও নানা প্রকার ফল। অশ্ব, উষ্ট্র ও মেষ এদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই যথেষ্ট পাওয়া যায়। তুরানের উষ্ট্র অধিকাংশই দীর্ঘাকার ও দুই কুব্জ বিশিষ্ট। আরণ্য জন্তুর মধ্যে শার্দ্দূল, আরণ্য গর্দ্দভ, আরণ্য ঘোটক ও নেক্‌ড়ে বাঘ প্রধান। জৈহুন ও অন্যান্য নদীর বালুকাতে কিছু কিছু সোণা পাওয়া যায়। পার্ব্বতীয় প্রদেশে রূপা, তামা, লোহা ও তুঁতে উৎখাত হইয়া থাকে। এ দেশে মার্ব্বল ও নানা প্রকার বহুমূল্য প্রস্তরের খনি অনেক আছে।

তুরানে নানা-জাতীয় লোক বসতি করে। তন্মধ্যে তাজিক ও উজ্‌বেক নামে দুইটী সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত সভ্য ও পরিশ্রমী। তাহারা পারস্য, ভারতবর্ষ, তিব্বত, চীন ও রুসিয়ার লোকের সহিত বাণিজ্য করিয়া থাকে। তাহারা বুখারা, কোকন ও কুন্দজ প্রদেশে বসতি করে। অবশিষ্ট সমুদায় অধিবাসী নিতান্ত অসভ্য। পাশুপাল্যই ইহাদিগের একমাত্র জীবিকা; যখন যেখানে তৃণ ও জলের সুবিধা দেখে তখন সেইখানে গিয়া অবস্থিতি করে। সেখানকার সমুদায় নিঃশেষ হইলে স্থানান্তরে চলিয়া যায়। এইরূপে ইহাদিগকে সর্ব্বদাই স্থান ত্যাগ

করিতে হয়; সুতরাং ইহাদের নিয়মিত বাসস্থান নাই। মেষমাংস ইহাদের প্রধান আহার; অশ্বমাংস পরম সুখাদ্য। ইহারা সচরাচর গাভী, অশ্বী, ছাগী, হরিণী ও উষ্ট্রীর দুগ্ধ পান করে। ইহাদের কেহ কেহ অশ্ব, উষ্ট্র ও ঊর্ণা বিনিময় করিয়া অন্য দেশীয় লোকের নিকট হইতে অস্ত্র ও অন্যান্য প্রকার শিল্পজাত দ্রব্য লইয়া থাকে। দাসবিক্রয় ইহাদের এক প্রধান ব্যবসায়। রুসিয়া ও পারস্যের প্রান্তভাগে, কি স্ত্রী কি পুরুষ, যাহাকে দেখিতে পায় সুযোগ দেখিলে তাহাদিগকে ধরিয়া আনে। পরে ঐ হতভাগ্য ব্যক্তি-দিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিয়া থাকে। এ দেশের অধিকাংশ লোক মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী; অবশিষ্ট ভাগ বৌদ্ধ।

পুরাবৃত্তে তাতারেরা অতি প্রসিদ্ধ। ইহারা মধ্যে মধ্যে স্বদেশ হইতে নির্গত হইয়া নানা দিগ্দেশীয় রাজ্য উচ্ছিন্ন করিয়াছে। অদ্যাপি ইহাদের বংশ তুরুস্কের সিংহাসনে রাজত্ব করিতেছে। সুপ্রসিদ্ধ তৈমুর এবং ভারতবর্ষীয় মোগল রাজাদিগের আদিপুরুষ বাবর এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তুরানের প্রধান নগর বুখারা। এই নগর পূর্ব্বকালে অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। অদ্যাপি ইহাতে অন্যূন সার্দ্ধ লক্ষ লোকের বসতি। ইহাতে বহুসঙ্খ্যক মসিদ ও তিন শত পঞ্চাশেরও অধিক বিদ্যালয় আছে।

তুরানের আর একটী প্রধান নগর সমরকন্দ, বুখারা হইতে প্রায় চুয়ান্ন ক্রোশ পূর্ব্বে। এই নগর তৈমুর খার রাজধানী ছিল। বুখারার অগ্নিকোণে এক শত

দশ ক্রোশ অন্তরে বাল্‌খ নামে একটী নগর আছে। ঐ নগর বাক্‌ট্রিয়া রাজ্যের রাজধানী ছিল।

চীনতাতার।

এই দেশের উত্তর সীমা রুসিয়া; পূর্ব্ব সীমা জাপান সাগর; দক্ষিণ সীমা পীত সাগর, চীন ও তিব্বত; পশ্চিম সীমা তুরান।

এদেশের অনেক স্থান পর্ব্বতময়; কিন্তু বন অধিক নাই। ইহার দক্ষিণ ভাগে কিয়ুন্‌লন্‌ গিরি, মধ্যস্থলে তেঙ্গিস্তাগ, পশ্চিমে বেলুরতাগ ও উত্তরে আল্‌টাই। এই সকল পর্ব্বতের অধিত্যকা অতিশয় উচ্চ। পৃথিবীর অন্য কোন ভাগেই এরূপ উন্নত অধিত্যকা নাই। এদেশের অভ্যন্তরে গোবি বা সার্ণ নামে বিস্তীর্ণ মরুভূমি আছে। এদেশের লোক কৃষিকর্ম্মে মনোযোগ করে না, সুতরাং উদ্ভিদ অধিক জন্মে না। ইহারা সকলেই মেষাদি পশুর পালন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এজন্য ঐ সকল পশু এখানে অনেক জন্মে। অশ্ব ও গবাদিও অনেক পাওয়া যায়। ঊর্ণা এ দেশের প্রধান পণ্য। পূর্ব্বভাগের কোন কোন নদীতে মুক্তা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই দেশে তিন প্রকার লোক বসতি করে। পশ্চিম ভাগের অধিবাসীদিগের নাম কাল্মক; মধ্যভাগের * অধিবাসীদিগের নাম মোগল; পূর্ব্ব ভাগের অধিবাসীদিগকে মান্দসুর বলে। ইহারা সকলেই নিরন্তর বাসস্থান পরিবর্ত্তন করে, অধিক কাল এক স্থানে স্থির হই-

* মঙ্গলিয়ার।

য়া থাকে না। এজন্য এ দেশে অধিক বা বড নগর নাই। চীনতাতারে বৌদ্ধ ধর্ম্মই প্রবল। মুসলমানও ইহাতে অনেক আছে।

চীনের ও এই দেশের মধ্যস্থলে একটী প্রাচীর নির্ম্মিত আছে। তাতারদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণের নিমিত্ত চীনেরা, খ্রীষ্টীয় শকের দ্বিতীয় শতাব্দীতে, এই প্রাচীর প্রস্তুত করে। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় সাত শত ক্রোশ ব্যাপিয়া আছে; আর এরূপ বিস্তৃত যে, ছয় জন অশ্বারোহী, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া এককালে তাহার উপর দিয়া, স্বচ্ছন্দে যাইতে পারে।

রুসিয়া।

ইয়ুরোপের অন্তর্গত বাল্টিক সাগরের পূর্ব্বতীর হইতে ইয়ুরোপ ও আসিয়ার সমুদায় উত্তর ভাগের সাধারণ নাম রুসিয়া। এই সমুদায় ভূভাগ এক রাজার অধীন। তন্মধ্যে যে ভাগ ইয়ুরোপ মহাদেশের অন্তর্গত তাহাকে ইয়ুরোপীয় রুসিয়া, আর যে ভাগ আসিয়া মহাদেশের অন্তর্গত তাহাকে আসিয়িক রুসিয়া বলে। ইয়ুরোপের আর আর দেশের বর্ণন সময়ে ইয়ুরোপীয় রুসিয়ার বিবরণ লেখা যাইবেক। সম্প্রতি আসিয়িক রুসিয়ার বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে।

আসিয়িক রুসিয়ার উত্তর সীমা উত্তর মহাসাগর; পূর্ব্ব সীমা প্রশান্ত মহাসাগর; দক্ষিণ সীমা চীনতাতার, তুরান ও পারস্য; পশ্চিম সীমা ইয়ুরোপীয় রুসিয়া। রুসিয়ার পরিমাণফল প্রায় ১৩,৭৫,০০০ বর্গ ক্রোশ। ইহাতে প্রায় ৬০,০০,০০০ লোকের বাস।

ককেসস পর্ব্বতের দক্ষিণ ও পারস্যের বায়ুকোণবর্ত্তী কিয়দংশ ব্যতিরেকে আসিয়িক রুসিয়ার আর সমুদায় ভাগকে সাইবীরিয়া বলে। সাইবীরিয়া উত্তর মহাসাগরের গর্ভ হইতে নির্গত হইয়া ক্রমে উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। উত্তর ও পূর্ব্বভাগ অত্যন্ত শীতল দেশ, চিরকাল বরফে আচ্ছন্ন থাকে। তত্রত্য বৃহৎ বৃহৎ নদী সকল বরফের রাশির নিম্ন দিয়া ধীর বেগে ও নিঃশব্দে প্রবাহিত হইতেছে। মধ্যভাগেও শীতের এরূপ প্রাদুর্ভাব যে তথায় বৃক্ষাদি প্রায়ই উৎপন্ন হয় না। দক্ষিণ ভাগে বিস্তীর্ণ কানন ও শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। সাইবীরিয়ার উত্তর প্রান্তকে তন্দ্রা বলে। তথায় বৃক্ষ লতাদি কিছুই জন্মে না, কোন জীব জন্তুও থাকিতে পারে না, মধ্যে মধ্যে কেবল পক্ষিবিশেষের শব্দমাত্র, শুনিতে পাওয়া যায়। এই সকল পক্ষীও সেখানকার নিবাসী নহে। তাহারা এক প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তর গমন কালে ঐ ভয়ানক স্থান অতিক্রম করিয়া যায়। সাইবীরিয়ার উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তে কামস্কাট্কা উপদ্বীপে কতিপয় আগ্নেয় গিরি আছে।

আসিয়িক রুসিয়ার যে ভাগ পারস্যের উত্তরবর্ত্তী তাহাতে সিরবান নামে একটী প্রদেশ আছে। ঐ প্রদেশের পূর্ব্বপ্রান্ত অতি আশ্চর্য্য স্থান। তথাকার ভূগর্ভ হইতে অনবরত মেটে তেল বহির্গত হইতেছে। ঐ তৈল দুই প্রকার; কৃষ্ণবর্ণ ও শুভ্রবর্ণ। কৃষ্ণবর্ণ তৈল সূর্য্যকিরণ-সংযোগে ঈষৎ লোহিত বর্ণ হইয়া দীপ্তি পায়। লোকে তাহা দ্বারা প্রদীপ জ্বালাইয়া থাকে। শুভ্রবর্ণ তৈল বায়ুস্পর্শে অচির কাল মধ্যে জ্বলিয়া উঠে। জলে

নিক্ষেপ করিলেও জ্বলিতে থাকে। লোকে মধ্যে মধ্যে কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত ঐ তৈল সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করে; তৈল যত দূর ব্যাপ্ত হয় তত দূর পর্য্যন্ত জলময় সমুদ্র অগ্নিময় হইয়া উঠে। লোকে ঐ তৈলের আকর হইতে বাষ্প নির্গত করিয়া ঐ বাষ্প জ্বালাইয়া পাকাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে। উক্ত তৈলের আকরের প্রায় তিন ক্রোশ অন্তরে একটী আশ্চর্য্য অগ্নিক্ষেত্র আছে। ঐ ক্ষেত্রের কোন স্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, কোন স্থানে ধূম নির্গত হইতেছে এবং কোন স্থানে রাশি রাশি বাষ্প উত্থিত হইতেছে। এই অগ্নিক্ষেত্রের সান্নিধ্যে একটী আগ্নেয় সরোবরও আছে। এই অগ্নিসরোবর ও অগ্নিক্ষেত্র প্রজ্বলিত হইয়া মধ্যে মধ্যে সমুদায় স্থান অগ্নিময় করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সে অগ্নিতে হস্ত-ক্ষেপ করিলে কিছুমাত্র উত্তাপ পাওয়া যায় না। ফলতঃ তাহার দাহিকা-শক্তি বা উত্তাপ কিছুই নাই। পূর্ব্বে এই অগ্নিক্ষেত্র দেখিবার নিমিত্ত পারস্য প্রভৃতি নানা দিগ্দেশ হইতে সহস্র সহস্র যাত্রী আগমন করিত; অদ্যাপিও অনেক আসিয়া থাকে।

ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে সাইবীরিয়া অতিশয় শীতল দেশ; উদ্ভিদ অধিক জন্মে না। কেবল দক্ষিণ ও পশ্চিম ভাগের ভূমি উর্ব্বরা; তথায় শস্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাইবীরিয়ায় বলগাহরিণ* ও কুক্কুর; গো,

---

* এক প্রকার হরিণের নাম। লোকে তাহার মুখে বলগা অর্থাৎ লাগাম দিয়া শকটাদি টানায়, এজন্য ইঙ্গরেজী ভাষায় রেইন ডিয়ার বলে, বাঙ্গালা ভাষায় বলগা হরিণ বলিতে পারা যায়।

অশ্ব প্রভৃতি ধুর্য্যপশুর কার্য্য নির্ব্বাহ করে। সাইবীরিয়ীয় কুক্কুরের স্বভাব অতি আশ্চর্য্য। কুক্কুরস্বামীরা গ্রীষ্মকালে আপন আপন কুক্কুর বিদায় করিয়া দেয়। কুক্কুরেরা অরণ্যে প্রবেশ করে ও আপন আপন আহার অন্বেষণ করিয়া লয়। শীতের আগমনে সমুদায় কুক্কুর প্রত্যাগমন করে ও স্ব স্ব প্রভুর নিকটে উপস্থিত হয়। আরণ্য গর্দ্দভ ও আরণ্য ঘোটক সাইবীরিয়ার অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। কস্তূরিকামৃগ ও বন্যবরাহ বৈকাল হ্রদের তীরে চরিয়া বেড়ায়। বিসন ও পার্ব্বতীয় ছাগ ককেসস গিরির সন্নিকটে দেখিতে পাওয়া যায়। সাইবীরিয়ায় মৎস্য ও বীবর প্রভৃতি উর্ণাবিশিষ্ট জন্তু অনেক আছে। এখানকার খনিতে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ প্রভৃতি নানা প্রকার ধাতু উৎপন্ন হয়।

সাইবীরিয়ায় নানা জাতীয় লোক বসতি করে। যাহারা ইয়ুরোপীয় রুসিয়া হইতে রাজদণ্ডে নির্ব্বাসিত হয় তাহারা এই স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে। এস্থানে বাস করা অত্যন্ত ক্লেশকর, এজন্য এদেশের রাজকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত যে সকল লোক ইয়ুরোপীয় রুসিয়া হইতে প্রেরিত হয় তাহারা তিন বৎসরের পর অবাধে পুরস্কারস্বরূপ উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সাইবীরিয়ার আদিম নিবাসীরা অতি অসভ্য; কিন্তু এক্ষণে অনেকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সভ্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সাইবীরিয়ায় সাময়েদ নামে এক জাতি আছে। তাহাদের স্ত্রীলোকেরা ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ বর্ষে সন্তানবতী হয়। কিন্তু ত্রিংশৎ বৎসরের পরে কাহারই আর সন্তান জন্মে না। সাময়েদেরা স্ত্রীজাতিকে অতি ঘৃণার্হ জ্ঞান করে।

সাইবীরিয়ায় নানাজাতীয় লোকের বাস। প্রত্যেক জাতির ভাষা স্বতন্ত্র। তথায় খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ ও পৌত্তলিক, সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকই আছে।

আসিয়িক রুসিয়ার প্রধান নগর টোবলস্ক, ওমস্ক, ইর্খটস্ক ও ওখটস্ক। টেফ্লিস—জর্জ্জিয়ার রাজধানী।

তিব্বত।

তিব্বতের উত্তর সীমা চীনতাতার; পূর্ব্ব সীমা চীন; দক্ষিণ সীমা ভারতবর্ষ; পশ্চিম সীমা তুরান। এই দেশের পরিমাণফল প্রায় ১,৮৭,৫০০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সঙ্খ্যা প্রায় ৫০,০০,০০০।

তিব্বতবাসীরা আপনাদের দেশকে পিউ অর্থাৎ বরফস্থান বলে। তিব্বতের উত্তর ও দক্ষিণ দুই দিকে দুই অতি বিস্তীর্ণ পর্ব্বত আছে। উত্তরের পর্ব্বতকে চীনেরা কিয়ুন্‌লন ও হিন্দুরা কৈলাস বলে। দক্ষিণের পর্ব্বতের নাম হিমালয়। পূর্ব্ব পশ্চিম দুই দিকেও আর কতকগুলি পর্ব্বত আছে। এই সকল পর্ব্বত হইতে আসিয়ার অনেক প্রধান প্রধান নদী বহির্গত হইয়াছে। তিব্বত অতিশয় উন্নত দেশ; তথায় শীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। উদ্ভিদ অধিক জন্মে না, এজন্য জ্বালানি কাষ্ঠ অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। এখানে নানা প্রকার পশু পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। গো, মেষ, অশ্ব, অশ্বতর প্রায় সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়। হিমালয়ের দুর্গম বর্ত্মে শকট বা গবাদি পশু চলিতে পারে না। কেবল মেষ ও ছাগ ইহারাই এই পথে যাতায়াত করিতে পারে।

তিব্বত হইতে ভারতবর্ষে দ্রব্যাদি আনিতে হইলে ইহারাই বহিয়া আনে। তিব্বতে চমরী নামে এক প্রকার গাভী জন্মে; তাহার পুচ্ছে চামর প্রস্তুত হয়। কস্তূরিকামৃগও এথানে অনেক আছে। এই দেশোৎপন্ন ছাগের লোমে শাল প্রস্তুত হয়। এই ছাগল অন্য কোন দেশে জন্মে না। এ দেশের কুকুর অতি দীর্ঘাকার ও বলবান্। তিব্বতের আকরে সুবর্ণ, পারদ ও লবণ পাওয়া গিয়া থাকে।

তিব্বতবাসীরা দেখিতে কোন অংশেই ভারতবর্ষীয়দিগের মত নহে। তাতারদিগের সহিত ইহাদের অবয়বের অনেক ঐক্য আছে। ইহারা অতিশয় অলস, শান্তপ্রকৃতি ও সন্তুষ্টচিত্ত। শাল ও অন্যান্য রোমজ বস্ত্র বয়ন ইহাদের প্রধান শিল্প কর্ম্ম। চীনদিগের সহিত ইহারা সচরাচর বাণিজ্য করিয়া থাকে। শবের দাহ অথবা ভূগর্ভে নিধান এই দুয়ের কোন প্রকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এদেশে প্রচলিত নাই। এদেশবাসীরা মৃত ব্যক্তিকে শ্মশানে নিক্ষেপ করিয়া আইসে; সেখানে পশু পক্ষী ভক্ষণ করিয়া নিঃশেষ করে। কেবল যাজকের মৃত্যু হইলে তাহার শরীর দাহ করিয়া থাকে। মেষ-মাংস ইহাদিগের প্রধান আহার। অনেকে পাক না করিয়া আম মাংস ভক্ষণ করে। পাণ্ডবদিগের মত এদেশে সকল সহোদরে মিলিয়া এক স্ত্রী বিবাহ করে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঐ স্ত্রী মনোনীত করিবার অধিকারী। তিব্বতবাসীরা বৌদ্ধমতাবলম্বী। এ দেশের সমুদায় যাজককে লামা বলে, তন্মধ্যে ডালয় লামা অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান লামা ও টিসু লামা অর্থাৎ

দ্বিতীয় লামা, পরম পূজ্য। তিব্বতবাসীদের মতে ডালয় লামা স্বয়ং ঈশ্বর, মনুষ্যের বেশে অবনীতে অবস্থিতি করেন। তাঁহার মৃত্যু নাই; কিন্তু মধ্যে মধ্যে শরীর পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। ডালয় লামার মৃত্যু হইলে, বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত এক শিশুকে, ডালয় লামার অবতার জ্ঞান করিয়া, তাঁহার মন্দিরে বসাইয়া দেয়। ডালয় লামার মৃত দেহ সোণায় মুড়িয়া মন্দিরমধ্যে স্থাপন ও তাহার পূজা করিয়া থাকে। টিস্থু লামাকে বুদ্ধদেবের অংশ জ্ঞান করে। তিনি চীন সম্রাটের ধর্ম্মোপদেষ্টা ও ইষ্টদেবতা। তিব্বতের সমুদায় দেবমন্দিরে মহামুনি অর্থাৎ বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি আছে।

তিব্বতের ভাষার সহিত ভারতবর্ষীয় কোন ভাষার ঐক্য নাই। ঐ ভাষা লিখিবার সময় পারসীর মত দক্ষিণ হইতে বাম দিকে লিখিতে হয়, কিন্তু উহার বর্ণমালা পারসী বর্ণমালার মত নহে, দেবনাগরের সহিত তাহার অনেক সাদৃশ্য আছে। তিব্বতবাসীরা বহুকালাবধি কাষ্ঠফলক নির্ম্মিত অক্ষরে পুস্তকাদি মুদ্রিত করিয়া আসিতেছে।

লে, লাসা, ও টেস্থুলম্বূ তিব্বতের প্রধান নগর। কাশ্মীরের সন্নিহিত লাডক প্রদেশ ব্যতিরেকে অবশিষ্ট সমুদায় তিব্বত চীনের অধীন। চীন সম্রাটের একজন প্রতিনিধি সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। লাসা নগর তাঁহার অধিবাসস্থান। লাডকের রাজধানী লে।

আফ্‌গানিস্তান।

আফ্‌গানিস্তানের উত্তর সীমা তুরান; পূর্ব্ব সীমা ভারতবর্ষ; দক্ষিণ সীমা আরব সাগর; পশ্চিম সীমা পারস্য। আফ্‌গানিস্তানের দক্ষিণ ভাগকে বেলূচিস্তান বলে। কেহ্ কেহ্ এই দুই ভাগকে দুই স্বতন্ত্র দেশ কহিয়া থাকেন। আফ্‌গানিস্তানের পরিমাণফল প্রায় ১,০০,০০০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৭০,০০,০০০।

আফ্‌গানিস্তানে প্রদেশভেদে ভয়ঙ্কর হিমময় গিরি, বৃক্ষলতাদিবিহীন পরিশুষ্ক মরু দেশ এবং বহুজনসমাকীর্ণ লোকালয় ও শস্যক্ষেত্র নিরীক্ষিত হয়। এইরূপ প্রদেশভেদে শীতাতপেরও বিস্তর প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। পশ্চিম ভাগে হিরাত নগরের চতুর্দ্দিকে শীতকালে সমুদায় স্থান বরফে আচ্ছন্ন হয়। উত্তর ভাগেও শীতের অতিশয় প্রাদুর্ভাব; গজ্‌নি নগরের সমীপবর্ত্তী সমুদায় নদী বরফে আবৃত হইয়া যায়। মধ্যভাগে কান্দাহার * নগরের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ নাতিশীতোষ্ণ রমণীয় স্থান। পূর্ব্বভাগে পেশোয়ার নগরের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান অত্যন্ত উষ্ণ, কিন্তু তথা হইতে বেলূচিস্তানে প্রবেশ করিলে পুনরায় শীতের প্রাবল্য অনুভূত হয়।

এই দেশে যব, গোধূম, ধান্য প্রভৃতি শস্য, দাড়িম, আঙ্গুর, পেস্তা প্রভৃতি সুখাদ্য ফল; এবং তামাক, হিং, চিনি যথেষ্ট জন্মে। এখানে তর্মুজ এত বড় হয় যে

* গন্ধার।

একজন বলবান্ পুরুষ একটা উত্তোলন করিতে পারেন। ভূগর্ভে লৌহ, তাম্র, সীস, রসাঞ্জন, গন্ধক, সৈন্ধবলবণ, ফট্‌কিরি এবং অল্প পরিমাণে সুবর্ণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। হস্তী ব্যতিরেকে ভারতবর্ষীয় প্রায় সমুদায় জন্তু এদেশে পাওয়া যায়। এখানকার দুম্ব নামক মেষের লাঙ্গূল কখন কখন সাত সেরের অপেক্ষাও অধিক ভারী হইয়া থাকে। এখানকার কুক্কুর অতি-বলবান্। বিড়ালের পৃষ্ঠে অতিদীর্ঘ রোম জন্মে। হিরাতের অশ্ব অতিশয় প্রসিদ্ধ। সর্প ও বৃশ্চিক এখানে অনেক আছে। নেক্‌ড়ে বাঘ, বন্য গর্দ্দভ ও বন্য ছাগল অরণ্যে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

সচরাচর লোকে বায়ুঘরট্ট ও বারিঘরট্ট দ্বারা গোধূম চূর্ণ করে। পালকী বা গাড়ী এখানে কিছুই নাই। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিই উষ্ট্র অথবা অশ্ব-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করে।

পূর্ব্বকালে সল নামে য়িহুদিরাজ তুরুষ্ক দেশে রাজত্ব করিতেন। আফ্‌গান নামে তাঁহার এক পৌত্র ছিল। আফ্‌গানিস্তান-বাসীরা কহে তাহারা সেই আফ্‌গানের বংশ। য়িহুদিদিগের সহিত ইহাদের অনেক সাদৃশ্য আছে। তজ্জন্য এই জনশ্রুতি নিরবচ্ছিন্ন অমূলক বোধ হয় না। কিন্তু য়িহুদিশব্দ আফ্‌গানিস্তান-বাসীরা অবমানসূচক জ্ঞান করিয়া থাকে। ইহারা আপনা-দিগকে পুস্‌তন বলে। অনেকে বোধ করেন ঐ পুস্-তন শব্দ হইতেই ইহারা ভারতবর্ষে পাঠান নামে খ্যাত হইয়াছে। আফ্‌গানেরা বহুসংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এক এক জন ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তা আছেন। ঐ কর্ত্তার উপাধি খাঁ।

আফ্গানেরা দীর্ঘকায়, সুশ্রী, বলবান, পরিশ্রমী, আতিথেয় ও শরণাগত-প্রতিপালক কিন্তু অনেকেই দস্যুবৃত্তি করিয়া থাকে। বেলুচিস্তানের লোক দীর্ঘাকার ও বলবান্। দস্যুবৃত্তি ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। অনেকের বাসগৃহ নাই ; মাঠের মধ্যে কম্বলের তাম্বু ফেলিয়া তাহার মধ্যে বাস করে।

আফ্গানিস্তানের উত্তর প্রান্তে হিন্দুকুস পর্ব্বতে সিয়াপোস নামে এক জাতীয় লোক বসতি করে। মুসলমানেরা ইহাদিগকে কাফর বলে। ইহারা অতিশয় সুশ্রী, সাহসী ও বলবান। আফ্গানেরা কস্মিন্ কালেও ইহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। সংস্কৃত ভাষার সহিত ইহাদের ভাষার অনেক ঐক্য আছে। ইহারা নানা প্রকার হিন্দু দেব দেবীর পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু ইদানীন্তন কালের হিন্দুদিগের সহিত ইহাদের আচার ব্যবহারের অধিক ঐক্য নাই।

আফ্গানিস্তান ও বেলূচিস্তান এই উভয়কে আফ্গানিস্তান অথবা কাবুল সুল্তনৎ অর্থাৎ কাবুল রাজ্য বলে। ঐ সমুদায় স্থান কাবুলপতির অধীন, কিন্তু তাঁহার তাদৃশ আধিপত্য নাই। প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের অধিপতিই স্ব স্ব প্রধান।

আফগানিস্তানের চলিত ভাষার নাম পুষ্ত। ঐ ভাষা পারসী অক্ষরে লিখিত। প্রধান প্রধান লোকেরা পারসী অধ্যয়ন করেন ও অনেকে পারসী ভাষায় কথা বার্ত্তাও কহিয়া থাকেন। এদেশে কোরানের মতে সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হয়। বেলূচিস্তানে সম্প্রদায় ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে

কিন্তু তথায় লেখা পড়ার চর্চ্চা নাই, সুতরাং কোন প্রকার অক্ষর প্রচলিত নাই।

আফ্‌গানিস্তানের রাজধানী কাবুল। এই নগর অতিপ্রাচীন, কাবুল নদীর তীরে অবস্থিত। কান্দাহার, গজ্‌নি, হিরাত ও জেলালাবাদ এদেশের আর কয়েকটী প্রসিদ্ধ নগর। বেলুচিস্তানের প্রধান নগর খিলাত।

পারস্য।

পারস্যের উত্তর সীমা রুসিয়া, কাস্পিয়ান সাগর ও তুরান; পূর্ব্বসীমা আফ্‌গানিস্তান; দক্ষিণসীমা পারস্য উপসাগর; পশ্চিম সীমা তুরুষ্ক। পারস্যের পরিমাণফল প্রায় ১,১৬,৫০০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৯০,০০,০০০। পারস্যের অধিবাসীরা স্বদেশকে পারস্য বলে না; ইরান কহিয়া থাকে।

পারস্যের দক্ষিণ ও পশ্চিম ভাগ সমতল ক্ষেত্র তথাকার ভূমি নীরস; নদ নদী কিছুই নাই। মধ্যে মধ্যে কূপ ও তড়াগের সান্নিধ্যে দুই একটী খর্জ্জুর বৃক্ষ ও স্বল্পায়তন শস্যক্ষেত্র দৃষ্ট হয়; অবশিষ্ট সমুদায় স্থান বালুকায় আচ্ছন্ন। এই সমস্ত স্থানকে গরমসর অর্থাৎ উত্তপ্ত প্রদেশ বলে। তথায় চারি মাস গ্রীষ্মের এরূপ প্রাদুর্ভাব হয় যে, তত্রত্য অধিবাসীদিগের পক্ষেও অসহ্য হইয়া উঠে। বিদেশীয় লোক তৎকালে তথায় পীড়িত হইলে প্রায়ই আরোগ্য

প্রাপ্ত হয় না। উত্তর ভাগে কাস্পিয়ান সাগরের তীরে আর একটী সমতল ক্ষেত্র আছে। সেখানেও গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব বটে, কিন্তু শীতকাল অতি রমণীয়; তথাকার বায়ু সকল কালেই অতিশয় সজল থাকে। মনুষ্যের স্বাস্থ্যের পক্ষে এই স্থান অনুকুল নহে, কিন্তু তথায় বৃক্ষ লতাদি অতি সুন্দর জন্মে। প্রাগুক্ত দুই সমতল ক্ষেত্রের মধ্যস্থলের ভূমি অতিশয় উন্নত ও পরিশুষ্ক। এই ভূভাগ পর্ব্বতে আকীর্ণ; ঐ সকল পর্ব্বতের অন্তর্দ্দেশ পারসীকদিগের প্রকৃত বাসস্থান ও শস্যক্ষেত্র। কিন্তু উহারও অনেক ভাগ মরুভূমি। ঐ মরুকে সচরাচর কুবিরমরু বলে। কুবিরমরুর আকার অন্যান্য মরু হইতে ভিন্ন। উহার কোনস্থান পরিশুষ্ক ক্ষেত্র, কোন স্থান লবণময়, কোন স্থান জলা, কোন স্থানে বালুকারাশি সমুদ্র-লহরীর ন্যায় পর্য্যায়ক্রমে উন্নত ও নিম্ন হইয়া রহিয়াছে। ঐ বালুকারাশি বায়ুবেগে উড্ডীন হইয়া সচরাচর পথিকদিগকে আচ্ছন্ন করে।

পারস্যের ভূমি কৃষি কর্ম্মের পক্ষে বিশেষ অনুকুল নহে। অনেক স্থানেরই মৃত্তিকা অতিশয় কঠিন; জল সেচন ব্যতিরেকে কিছুই উৎপাদন করে না। কিন্তু সকল স্থানে জলের সুবিধা নাই। যে যে স্থানে জল পাওয়া যায় তথায় যথেষ্ট শস্য জন্মিয়া থাকে। পারস্যের উদ্যান সকল অতিশয় প্রসিদ্ধ। তথায় দাড়িম, বাদাম, পীচ, আকরট, পিণ্ডখেজুর, কমলালেবু, আঙ্গুর প্রভৃতি নানা প্রকার সুখাদ্য ফল জন্মে। পাট, তামাক, আফিং, তুলা, রাউচিনি, জাফ-

রান্, হিং প্রভৃতি দ্রব্যও পারস্যে যথেষ্ট পাওয়া যায় রেশমও এখানে অনেক জন্মে।

পারস্যে নানা প্রকার ঘোটক ও উষ্ট্র জন্মে। তন্মধ্যে কয়েক জাতীয় ঘোটক দেখিতে অতিশয় সুন্দর। এ দেশে অশ্ব ও উষ্ট্রের পরস্পর সংস্রবে এক জাতীয় অশ্বতর উৎপন্ন হয়, সামান্য অশ্বতর অপেক্ষা উহা অধিক বলবান্ ও কষ্টসহ। অশ্বতর, গর্দ্দভ, আরণ্য-গর্দ্দভ ও গবাদি পশু পারস্যে অনেক আছে। ছাগ ও মেষ পারস্যের নিরাশ্রম সম্প্রদায়ীদিগের প্রধান সম্পত্তি। অরণ্যে সিংহ, ভল্লূক, বন্যবরাহ, ক্ষুদ্র শার্দ্দূল, নানা জাতীয় হরিণ ও খরগস অনেক আছে।

পারস্যে আকরিক বস্তু অধিক পাওয়া যায় না। আকরিকের মধ্যে লৌহ, তাম্র, রৌপ্য ও গন্ধক উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেবল লবণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

পারস্যের অধিবাসীদিগকে পারসীক বলে। পারসীকেরা দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত, আশ্রমী, ও নিরা-শ্রমী। ইহারা সকলেই মধ্যমাকৃতি ও গৌরাঙ্গ। আশ্রমী পারসীকেরা সুবুদ্ধি, চতুর, শিষ্টাচারী ও প্রফুল্লচিত্ত; কিন্তু অমিতব্যয়ী ও পরস্বাপহারক। ই-হারা নানা প্রকার শিল্প কর্ম্ম করিয়া থাকে। ইহা-দের নির্ম্মিত দুলিচা, গালিচা, তলোয়ার, রেশমী কাপড়, কাঁসার ও তামার বাসন অতি প্রসিদ্ধ। ইহা-দের মধ্যে প্রধান লোকদিগকে মির্জা বলে। মির্জারা গুণবান কিন্তু অনেকেই প্রতারক ও যথেচ্ছাচারী। নিরাশ্রমী পারসীকেরা দীর্ঘকাল এক স্থানে বাস করে

না, অনবরতই স্থান ত্যাগ করে। ইহারা সরল, সাহসী ও আতিথেয়; কিন্তু উগ্রস্বভাব।

পঞ্চাশ ষাটি বৎসর হইল পারসীকেরা বিদ্যা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। নিতান্ত নিরন্ন ব্যক্তি ব্যতিরেকে আর সকলেই আপন আপন সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করে। বালিকারাও বিদ্যাশিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পারস্যে তিনটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তথায় সাহিত্যের সুন্দর আলোচনা হয়। কিন্তু পদার্থ-বিদ্যার আলোচনা প্রায় কিছুই হয় না।

পারস্যের রাজা অতীব যথেচ্ছাচারী। তিনি প্রজাদিগকে দাসের ন্যায় জ্ঞান করেন। শাসনপ্রণালী অতি জঘন্য; বিচারালয়ে সুবিচার প্রায়ই হয় না। বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে যে অধিক অর্থ ব্যয় করিতে পারে সেই জয়ী হয়।

পূর্ব্বকালে পারসীকেরা অগ্নির উপাসনা করিত। প্রাচীন হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের সহিত প্রাচীন পারসীকদিগের আচার ব্যবহারের অনেক ঐক্য ছিল, আর প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও পারস্যের প্রাচীন ভাষা এ উভয়েরও পরস্পর অনেক ঐক্য আছে। যাঁহারা উভয় দেশের পুরাবৃত্ত মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করেন তাঁহাদের নিঃসন্দেহই এই প্রতীতি জন্মে যে, হিন্দু ও পারসীক উভয়ই এক জাতীয় লোক; বিভিন্ন দেশে বাস করিয়া কালসহকারে বিভিন্ন জাতি হইয়া উঠিয়াছে।

অধুনা পারসীকেরা প্রায় সকলেই মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু সুফী অর্থাৎ পণ্ডিতেরা প্রচলিত ধর্ম্ম-

প্রণালীর অনুবর্ত্তী নহেন। তাঁহারা স্ব স্ব যুক্তি অনু-যায়িনী প্রণালী অবলম্বন করিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন।

পারস্যের রাজধানী তিহরান। ইহার আর আর প্রধান নগরের নাম ইস্পাহান, সিরাজ, রেশদ, আষ্ট্রাবাদ, বুসায়র, টাব্রিজ, ইয়েজদ্, মেসেদ ও হামদান।

আরব।

আরবের উত্তর সীমা তুরুষ্ক; পূর্ব্ব সীমা পারস উপসাগর ও আরব সাগর; দক্ষিণ সীমা ভারত মহাসাগর, পশ্চিম সীমা লোহিত সাগর ও সুয়েজ যোজক। আরবের পরিমাণফল প্রায় ২,৫০,০০০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১,০০,০০,০০০।

আরব একটী বিস্তীর্ণ উপদ্বীপ। ইহার উপকূলভাগ দেখিতে অতি সুন্দর; তথাকার ভূমি উর্ব্বরা। অভ্যন্তরভাগ নিরবচ্ছিন্ন বালুকাময় মরুভূমি; দেখিতে ভয়ানক। ঐ মরুর উপর দিয়া বিস্তর লোক গতায়াত করে; কিন্তু পদে পদে তাহাদের জীবন নাশের সম্ভাবনা। একে ত এ দেশে প্রচণ্ড রৌদ্র, তাহাতে আবার মরুভূমি, কোন স্থানে জলবিন্দু নাই, বৃক্ষও নাই, যে ক্লান্ত হইলে ক্ষণমাত্র তাহার তলে বিশ্রাম করে। বিশেষতঃ ঝটিকা উপস্থিত হইলে পর্ব্বতাকার বালুকারাশি উড্ডীন হইয়া দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করে এবং যে কোন পদার্থ সম্মুখে পড়ে তাহাকে একেবারেই আবৃত করিয়া ফেলে। এই

সকল মরুক্ষেত্রে দিবসে যেমন প্রচণ্ড রৌদ্র, রাত্রিকালে তেমনই দুরন্ত শীত। আরবের ভূমি সর্ব্বত্রই পরিশুষ্ক, নদনদী কিছু মাত্রই নাই; জল অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। কখন কখন ক্রমাগত দুই চারি বৎসর বিন্দুমাত্রও বৃষ্টি হয় না। আরবের বায়ু প্রায় সকল কালেই উত্তপ্ত থাকে। উত্তর ভাগে মধ্যে মধ্যে সমুম নামে এক প্রকার বায়ু প্রবাহিত হয়। তাহা মুখে লাগিবামাত্র নিশ্বাস বদ্ধ হইয়া প্রাণ বিয়োগ হয়। পরক্ষণেই মৃত দেহ স্ফীত, গলিত ও পূতিগন্ধময় হইয়া উঠে। আরবেরা বলে এই বায়ু বহিবার প্রাক্কালে গন্ধকের গন্ধ অনুভূত হয়; আর যে দিক্ হইতে আইসে সে দিক্ অতিশয় লোহিত বর্ণ হইয়া উঠে। কেবল একমাত্র উপায় দ্বারা এই বিষাক্ত বায়ু হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে। ইহা বহিতে আরম্ভ হইলেই ভূতলে শয়ন করিতে হয়; এবং যতক্ষণ বহিতে থাকে স্পন্দহীন হইয়া পড়িয়া থাকিলে কোন বিপদ ঘটে না। এ দেশের পশুরাও স্বভাবসিদ্ধ-সংস্কার-বলে এইরূপ করিয়া থাকে।

আরবের উপকূলভাগে তেঁতুল, পিণ্ডখেজুর, তুলা, কাফি, দাড়িম, কমলালেবু, বাদাম, আকরট প্রভৃতি অনেক দ্রব্য জন্মে। এই সকল উপকূলে নানা প্রকার সুগন্ধি বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। ঐ সকল বৃক্ষের সৌরভে সমুদ্রের অনেক দূর পর্য্যন্ত আমোদিত হইয়া থাকে। জন্তুর মধ্যে আরবের ঘোটক অতি প্রসিদ্ধ। উষ্ট্র এখানে অনেক। এই পশু আরবদিগের অনেক উপকারী; কেবল ইহারই পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আরবের মরুভূমিতে পর্য্যটন করা যাইতে পারে। আরবেরা

ইহার দুগ্ধ পান করে, লোম দ্বারা তাঁবু প্রস্তুত করে, ও মাংস পরম সুখাদ্য জ্ঞান করিয়া ভক্ষণ করে। গর্দ্দভ সকল দেশেই নির্ব্বোধ বলিয়া সিদ্ধান্ত আছে; কিন্তু আরবের অনেক গর্দ্দভ অতিশয় চতুর।

আরবে সুবর্ণ ও রৌপ্যের আকর নাই। লৌহ ও সৈন্ধব-লবণ অনেক স্থানে পাওয়া যায়। পারস উপসাগরের অন্তর্গত বিহিরন দ্বীপের সন্নিকটে মুক্তা জন্মে। লোহিত সাগর ও পারস উপসাগরে প্রবাল যথেষ্ট উৎপন্ন হয়।

আরবের অধিবাসীরা বদ্ধই অর্থাৎ মরুভূমি-নিবাসী, কৃষক ও নগরবাসী এই তিন প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত। কৃষক ও নগরবাসীদিগের চরিত্র অন্যান্য দেশীয় কৃষক ও নগরবাসীদিগের চরিত্র হইতে অধিক ভিন্ন নহে। ইহারা পাটলবর্ণ, দীর্ঘাকার, বলবান্ ও সুশ্রী; মুখ অণ্ডাকার ও তাম্রবর্ণ; ললাট উন্নত ও বিস্তীর্ণ, চক্ষু মগ্ন, কৃষ্ণবর্ণ ও চঞ্চল; ভ্রূ ঘন ও কৃষ্ণবর্ণ; নাসিকা মধ্যমাকার ও বাঁশীর ন্যায় সরল; ইহাদের দন্ত সুঘটিত ও মুক্তার ন্যায় শুভ্র। বদ্ধই আরবেরা বহুসঙ্খ্যক ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত। ইহারা মরুভূমির প্রান্তভাগে ও তন্মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ব্বর ভূমিখণ্ডে বাস করে। ঐ সকল ভূমিখণ্ড দেখিতে সমুদ্রস্থিত দ্বীপের ন্যায়। বদ্ধইয়েরা যাবজ্জীবন শিবিরে থাকে ও ইচ্ছামত এক স্থান হইতে উঠিয়া শিবির লইয়া স্থানান্তরে যায়। ইহারা দেখিতে প্রায়ই আগ্রেনী আরবদিগের মত, প্রভেদের মধ্যে ইহাদের চক্ষু অধিক উজ্জ্বল ও শরীর ঈষৎ খর্ব্ব। ইহারা অতিশয় বলবান্, গর্ব্বিত, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, সুবুদ্ধি, চতুর, নির্ভয়, সন্দিহান, কুটিল ও অস্থির। ইহারা অতিথির প্রতি

যথোচিত ভক্তি করে। পথিকদিগের দ্রব্যাদি লুঠ করিয়া লওয়াই ইহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান উপায়; কিন্তু যে ব্যক্তি একবার আতিথ্য গ্রহণ করে তাহার প্রতি কোন রূপ অত্যাচার করে না। ইহারা একাল পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও কোন বিদেশীয় লোকের অধীন হয় নাই। আরবেরা কোন প্রকার শিল্প কর্ম্ম করে না বলিলেই হয়। আরবের ভাষার নাম আরবী; ইহাতে অনেক উত্তম উত্তম গ্রন্থ আছে। এই ভাষা হইতে শব্দ লইয়া পারসী প্রভৃতি ভাষা সুসম্পন্ন হইয়াছে।

আরবের যে প্রদেশে মক্কা ও মদিনা আছে ঐ প্রদেশকে হিজাজ বলে। উহা তুরুষ্কের সুলতানের অধিকৃত। অবশিষ্ট ভাগ বহুসঙ্খ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিপতির অধীন। ঐ সকল অধিপতিরা শেখ, শরীফ, খলীফা, আমীর ও ইমাম নামে খ্যাত।

আরবের প্রধান নগর মক্কা, এই নগর মুসলমান-ধর্ম্মপ্রচারক মহম্মদের জন্মস্থান। ইহার চতুর্দ্দিকে মরুভূমি, কোন দিকে একটীমাত্রও বৃক্ষ নাই। এই নগর মুসলমানদিগের মহাতীর্থ। মহম্মদ কহিয়াছেন মুসলমান মাত্রেরই অন্ততঃ একবার মক্কা দর্শন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ঐ নগরে কাবা নামে মসিদ আছে। ঐ মসিদ মুসলমানদিগের পরম পবিত্র ধাম। কাবা মসিদে হজরুল অসবদ নামে একখানি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর আছে। ঐ প্রস্তর রৌপ্যে মণ্ডিত ও কৃষ্ণবর্ণ পট্টবস্ত্রে আবৃত থাকে। বৎসরের মধ্যে তিন দিন ঐ বস্ত্র উদ্ঘাটিত হয়। যাত্রীরা আসিয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে সাত বার কাবা প্রদক্ষিণ ও প্রতি প্রদক্ষিণে একবার

ঐ প্রস্তর চুম্বন করে। মুসলমানেরা বলে পরমেশ্বর পূর্ব্বকালে আপন দূত দ্বারা ঐ প্রস্তর অবনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা ঐ প্রস্তর খণ্ডকে আগ্নেয়গিরিজাত প্রস্তরবিশেষ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। মক্কায় জমজম নামে একটী কূপ আছে। মুসলমানেরা কহে এই কূপ স্বর্গ হইতে অবনীতে আসিয়াছে; ইহার পবিত্র জলে সমুদায় দুষ্কৃতি ধৌত হইয়া যায়। এজন্য যাত্রীরা বারংবার ঐ কূপের জল পান ও তাহাতে স্নান করে। মক্কার অনতিদূরে আরাফট্ নামে পর্ব্বত আছে, ঐ পর্ব্বতও মুসলমানদের মহাতীর্থ। যে হীরা পর্ব্বতের গুহায় আসীন হইয়া মহম্মদ ঈশ্বরের ধ্যান করিতেন তাহাও মক্কার অনতিদূরে অবস্থিত।

আরবের আর একটী প্রধান নগর মদিনা। ঐ নগরে মহম্মদের সমাধিমন্দির আছে। উহা দেখিবার নিমিত্ত অনেক যাত্রী যাইয়া থাকে। জিডা, সানা, মোক্কা ও মস্কট আরবের আর কয়েকটী প্রধান স্থান। আরবের নৈঋ তকোণবর্ত্তী এডেন নগর এক্ষণে ইঙ্গরেজদিগের অধিকৃত। ভারতবর্ষ হইতে ডাকযোগে যে সংবাদাদি ইংলণ্ডে যায় তাহা এই নগর দিয়া যাইয়া থাকে।

তুরুষ্ক।

যে ভূভাগ আসিয়িক রুসিয়ার ও পারস্যের পশ্চিম হইতে, ইয়ুরোপের অন্তর্গত অষ্ট্রিয়া দেশ ও আড্রিয়াটীয় সাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ সেই ভূভাগের সাধারণ নাম তুরুষ্ক। তুরুষ্ক দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ আসিয়ার, অন্য ভাগ ইয়ুরোপের অন্তর্গত। যে ভাগ আসিয়ার অন্তর্গত,

তাহাকে আসিয়িক তুরুষ্ক ও যে ভাগ ইয়ুরোপের অন্তর্গত তাহাকে ইয়ুরোপীয় তুরুষ্ক বলে। ইয়ুরোপ প্রকরণে ইয়ুরোপীয় তুরুষ্কের বিবরণ লিখিত হইবে। সম্প্রতি আসিয়িক তুরুষ্কের বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে।

আসিয়িক তুরুষ্কের উত্তর সীমা কৃষ্ণসাগর ও রুসিয়া; পূর্ব্ব সীমা রুসিয়া ও পারস্য দেশ; দক্ষিণ সীমা আরব; পশ্চিম সীমা ভূমধ্য সাগর। এই দেশের পরিমাণফল প্রায় ১,১২,০০০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সঙ্খ্যা প্রায় ১,২০,০০,০০০।

আসিয়িক তুরুষ্কের অধিকাংশ পর্ব্বতময়। তথাকার জল বায়ু উৎকৃষ্ট। ভূমি উর্ব্বরা, নানাবিধ সুরস ফল উৎপন্ন হয়। কিন্তু এখানকার লোকে কৃষিকর্ম্মে বিশেষ মনোযোগ করে না। মেষ পালনই তাহাদের প্রধান ব্যবসায়। এখানকার মেষের ও ছাগের লোমে অত্যুৎকৃষ্ট কাম্‌লট প্রস্তুত হয়। গালিচাও এখানে অনেক পাওয়া যায়। গ্রাম্য জন্তুর মধ্যে মেষ ও ছাগই অধিক। সিংহ, তরক্ষু, শৃগাল ও কৃষ্ণসারহরিণ এদেশের প্রধান আরণ্য জন্তু। কখন কখন এ দেশের দক্ষিণ ভাগে পতঙ্গপাল উড়িয়া গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করে এবং যে কিছু শস্যাদি সম্মুখে পায় একবারে গ্রাস করিয়া ফেলে। ইহারা উড়িলে এ দেশে নিশ্চয়ই দুর্ভিক্ষ হয়। কেবল দুই প্রকারে এই বিষম পতঙ্গীয় উপদ্রবের নিবারণ হইতে পারে। প্রথম এই যে, এ দেশে সমরমর নামে এক প্রকার পক্ষী আছে, উহারা, পতঙ্গপাল উড়িলে তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলে। অপর এই যে, বায়ু উত্থিত হইয়া পতঙ্গপাল-

দিগকে উড়াইয়া ভূমধ্যসাগরে নিক্ষেপ করে। তুরুষ্কে নানা প্রকার ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ী লোক বসতি করে। তাহাদের রীতি নীতি পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন। এ দেশে আরবী ভাষাই প্রবল।

আসিয়িক তুরুষ্ক পশ্চাল্লিখিত ছয় প্রধান ভাগে বিভক্ত।

১। আসিয়া মাইনর—তুরুষ্কের পশ্চিম ভাগ। ইহার প্রধান নগর স্মর্ণা। পূর্ব্বকালে এই প্রদেশে ট্রয় ও এফিসস নামে দুই বিখ্যাত নগর ছিল।

২। সিরিয়া—তুরুষ্কের দক্ষিণ ভাগ, ভূমধ্য সাগরের তীরবর্ত্তী। আলিপো, ট্রিপলি, আলেক্জানড্রেটা, ডামস্কস ও জরুজেলম ইহার প্রধান নগর। সিরিয়ার দক্ষিণ ভাগকে প্যালিষ্টিন বলে। এখানে য়ীশুখ্রীষ্টের জন্ম হয়। সিরিয়ার মধ্যভাগ মরুভূমি। কিন্তু ঐ মরুদেশ নিরবচ্ছিন্ন বালুকাময় নহে। তথাকার ভূমি কৃষ্ণবর্ণ। শীত কালে তথায় তৃণাদি জন্মে এবং গর্দ্দভ, কৃষ্ণসার ও শূকর অনেক অবস্থিতি করে। গ্রীষ্মকালে সমুদায় শুষ্ক হয়। গর্দ্দভ প্রভৃতিরা স্থানান্তরে চলিয়া যায়। পূর্ব্বকালে সিরিয়ায় বালবেক ও পামিরা নামে দুইটী সুদৃশ্য নগর ছিল। অদ্যাপিও তাহাদের ভগ্নাবশেষ সিরিয়ার মরুভূমি পরিশোভিত করিয়া আছে।

৩। অলজিজিরা—ইয়ুফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদীর মধ্যবর্ত্তী। পূর্ব্বে এই প্রদেশকে মেসোপটেমিয়া বলিত। ইহার প্রধান নগর ডায়রবেকর ও মোসল। এই দুই নগরের সান্নিধ্যে প্রাচীন নিনিবা নগরের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ পতিত রহিয়াছে।

৪। ইরাকআরবি—তুরুষ্কের অগ্নিকোণে। পূর্ব্বে এই

প্রদেশকে কাল্‌ডিয়া বলিত। বোগ্দাদ ও বস্রা ইহার দুই প্রধান নগর। উভয় নগরই বাণিজ্যের প্রসিদ্ধ স্থান।

৫। কুর্দিস্তান—আলজিজিরারার পূর্ব্ব। পূর্ব্বে এই প্রদেশকে আসিরিয়া বলিত। ইহার প্রধান নগর বান ও বেট্‌লিস।

৬। আর্মিনিয়া—ককেসস পর্ব্বতের দক্ষিণ ও কুর্দিস্তানের উত্তর। প্রধান নগর অর্জ্জরম। এই প্রদেশের লোকদিগকে আর্‌মানী বলে।

আসিয়িক তুরুস্কের নিকটবর্ত্তী সমুদ্র ভাগে কয়েকটী দ্বীপ আছে। তন্মধ্যে সাইপ্রস, রোডস, পাটমস, সিয়ো ও লেমনস প্রধান।

আসিয়ার সমীপবর্ত্তী দ্বীপ।

জাপান।

জাপান সাগরের পূর্ব্ব সীমাতে কতকগুলি দ্বীপ আছে; ঐ সকল দ্বীপের নাম জাপান। উহাদের মধ্যে নাইফন, কেয়ুছেয়ু, সিকক্‌ফ ও জেসো এই চারিটী প্রধান। জাপানের পরিমাণফল প্রায় ৬৫,০০০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সঙ্খ্যা প্রায় ২,৫০,০০,০০০।

এই সকল দ্বীপের অধিকাংশ পর্ব্বতময়। তন্মধ্যে অনেক পর্ব্বত আগ্নেয়। এখানে কৃষিকর্ম্ম অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ধান্য ও অন্যান্য প্রকার শস্য, কর্পূর, কার্পাস ও চা যথেষ্ট জন্মে। গ্রাম্য ও বন্য জন্তু অধিক নাই। সুবর্ণ যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। রৌপ্য, তাম্র, সীস, লৌহ, গন্ধক ও পাথরিয়া কয়লাও যথেষ্ট পাওয়া যায়।

জাপানের লোক দেখিতে চীনদিগের মত। ইহারা অতিশয় সুবুদ্ধি ও পরিশ্রমী এবং বিদ্যার বিলক্ষণ অনুশীলন ও নানা প্রকার শিল্প কর্ম্ম করিয়া থাকে; বিশেষতঃ তরবারি নির্ম্মাণ ও মৃণ্ময় পাত্রের গঠনে অতিশয় নৈপুণ্য প্রকাশ করে। ইহাদের তুল্য উৎকৃষ্ট বার্নিস আর কোন লোকেই করিতে পারে না। ইহারা বৌদ্ধমতাবলম্বী; অনেকে নানা দেব দেবীরও আরাধনা করে। জাপানের ভাষা চীনের ভাষা হইতে স্বতন্ত্র। তাহার বর্ণমালা সাতচল্লিশ অক্ষরে পরিগণিত; এই সকল অক্ষরের আকার চারি প্রকার। পুরুষ ও স্ত্রীলোকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকার অক্ষর ব্যবহার করিয়া থাকে।

জাপানের রাজধানী জেডো, নাইফন দ্বীপের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত। এই নগর অতি বৃহৎ। ইহার রাজপুরী এরূপ বিস্তৃত যে তাহাকেই একটী বৃহৎনগর বলিয়া বোধ হয়। জাপানের আর একটী প্রধান নগরের নাম মায়াকো। এই নগরও নাইফন দ্বীপের অন্তর্গত।

ভারতসাগরীয় দ্বীপশ্রেণী।

ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রভাগে যে সমুদায় দ্বীপ আছে তাহাদিগকে ভারতসাগরীয় দ্বীপশ্রেণী বলে। এই দ্বীপশ্রেণীর মধ্যে বর্ণিয়ো, সুমাত্রা, জাবা, নিগুনেয়, সিলিবিস ও লূজন এই কয়েকটী দ্বীপ প্রধান। এই সকল দ্বীপ পর্ব্বতময়; ঐ সকল পর্ব্বত প্রায়ই আগ্নেয়। এই সকল দ্বীপের ভূমি উর্ব্বরা; ধান্য, ইক্ষু, সাগু প্রভৃতি অনেক প্রকার দ্রব্য

উৎপন্ন হয়। লবঙ্গ, জায়ফল প্রভৃতি নানা প্রকার মসলা অপর্য্যাপ্ত জন্মে। বর্ণিয়ো দ্বীপে যথেষ্ট হীরক ও সুবর্ণ পাওয়া যায়। সুমাত্রা দ্বীপের নিকটবর্ত্তী বাঙ্কা দ্বীপে অপরিমিত দস্তা উৎখাত হয়।

এই সকল দ্বীপের লোক বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী; কিন্তু অনেকেই অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত। এই দ্বীপশ্রেণীর অধিকভাগ ওলন্দাজদিগের অধিকৃত।

এই সকল দ্বীপের প্রধান প্রধান নগর।

দ্বীপ	নগর।
বর্ণিয়ো	বর্ণিয়ো।
সুমাত্রা	আচেন ও বেঙ্কুলেন।
জাবা	বটেবিয়া।
লূজন	মানিলা।

অষ্ট্রেলেসিয়া ও পলিনেসিয়া।

আসিয়ার দক্ষিণপূর্ব্ব ও পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া আমেরিকার সমীপ পর্য্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরে যে সমুদায় দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ দৃষ্ট হয় তাহাদিগের সাধারণ নাম অষ্ট্রেলেসিয়া ও পলিনেসিয়া। কোন কোন ভূগোলবেত্তারা অষ্ট্রেলেসিয়া ও পলিনেসিয়াকে এক স্বতন্ত্র মহাদেশ বলিয়া গণনা করেন ও ইহাদিগকে ওসনিকা অর্থাৎ সামুদ্রিকা এই আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে পৃথিবী পাঁচ প্রধান খণ্ডে বিভক্ত; আসিয়া, ইয়ুরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও সামুদ্রিকা।

অষ্ট্রেলেসিয়া।

যে সকল দ্বীপ অষ্ট্রেলেসিয়া নামে পরিচিত তাহাদের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া, বাণ্ডিমানলণ্ড, নবগিনি, ও নবজিলণ্ড এই কয়েকটী প্রধান।

অষ্ট্রেলিয়া—এই দ্বীপ পৃথিবীর অন্যান্য সমুদায় দ্বীপ অপেক্ষা বড়। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১,২০০ ক্রোশ ও বিস্তার প্রায় ১,০০০ ক্রোশ। এই দ্বীপের উপকুলভাগ মাত্র পরিজ্ঞাত হইয়াছে, অভ্যন্তরভাগ অদ্যাপি অপরিজ্ঞাতই আছে। ইহার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর; ভূমি উর্ব্বরা। অধিবাসীরা অতি কদাকার, কৃষ্ণবর্ণ ও নির্ব্বোধ। তাহারা বৃক্ষমূল ও কীট পতঙ্গাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। এই দ্বীপে অপর্য্যাপ্ত সুবর্ণ উৎপন্ন হয়। আর আর ধাতুও এখানে বিস্তর পাওয়া যায়। এই দ্বীপজাত কোন কোন জন্তু অতি আশ্চর্য্য। এক প্রকার চতুষ্পদ জন্তু আছে তাহার ওষ্ঠ হংসের চঞ্চুর ন্যায়। কয়েক প্রকার পক্ষী আছে তাহাদের ডানা নাই। কঙ্গারু পশুও এই দ্বীপে অনেক।

এই দ্বীপের পূর্ব্বউপকূলে ইঙ্গরেজদের অতি বিস্তীর্ণ এক উপনিবেশ আছে। তাহার প্রধান নগর সিড্নি। পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকেও ইঙ্গরেজদের আর দুই উপনিবেশ আছে।

বাণ্ডিমন্‌লণ্ড—এই দ্বীপ অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ। ইহার ভূমি অতি উর্ব্বরা। ইহাতে অনেক ইঙ্গরেজ অবস্থিতি করে। যে সকল অপরাধীরা রাজদণ্ডে বৃটন

রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হয় তাহাদের অনেকেই এই দ্বীপে ও অষ্টেলিয়ার পূর্ব্বভাগে প্রেরিত হইয়া থাকে।

নবগিনি—এই দ্বীপ অষ্টেলিয়ার উত্তর। ইহার অধিবাসীরা অনেক অংশে অষ্টেলিয়ার লোকের মত। কিন্তু ইহাদের বুদ্ধি কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণ। ইহারা চীনদিগের সহিত বাণিজ্য করিয়া থাকে।

নবজিলণ্ড—কতকগুলি দ্বীপের সাধারণ নাম নবজিলণ্ড। নবজিলণ্ড অষ্টেলিয়া হইতে প্রায় ৫০০ ক্রোশ অগ্নিকোণে। নবজিলণ্ডের লোক সুশ্রী ও সুবুদ্ধি কিন্তু অসভ্য। তাহাদের মধ্যে অনেকেই নরমাংস ভক্ষণ করিত। অধুনা তাহারা এই রাক্ষসপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে এবং ইংরেজ মিসনরিদের যত্নে ও পরিশ্রমে তাহাদের চরিত্র ক্রমে ক্রমে সংশোধিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

পলিনেসিয়া।

যে সকল দ্বীপপুঞ্জ পলিনেসিয়া নামে পরিচিত তাহাদের মধ্যে পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী প্রধান।

পেলুপুঞ্জ, কারোলাইন্‌পুঞ্জ, মল্‌গ্রেবপুঞ্জ, সোসাইটীপুঞ্জ, লাড্রোনপুঞ্জ, সাণ্ডুইস্‌পুঞ্জ, মার্কোয়েসস্‌পুঞ্জ, ফ্রেণ্ডলিপুঞ্জ, নাবিগেটর্‌ পুঞ্জ।

এই সকল দ্বীপের অধিকাংশ প্রবালকীট দ্বারা নির্ম্মিত। ইহাদের ভূমি উর্ব্বরা ও জল বায়ু উৎকৃষ্ট। অধিবাসীরা নিতান্ত মূর্খ ও অসভ্য ছিল। অল্প দিন হইল মিসনরিদিগের যত্নে ইহারা পূর্ব্ব অপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে।

ইয়ুরোপ।

এই মহাদেশের উত্তর সীমা উত্তর মহাসাগর; পূর্ব্ব সীমা কাস্পিয়ান সাগর, ইয়ুরাল নদী ও ইয়ুরাল পর্ব্বত; দক্ষিণ সীমা আজব সাগর, কৃষ্ণ সাগর, মর্ম্মর সাগর ও ভূমধ্য সাগর; পশ্চিম সীমা আটলান্টিক মহাসাগর। ইয়ুরোপের পরিমাণফল প্রায় ৯,৩০,০০০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২৪,৪০,০০,০০০।

ইয়ুরোপে নিম্ন লিখিত কয়েকটী দেশ আছে।

গ্রীস, তুরুষ্ক, রুসিয়া, সুইডেন ও নরওয়ে, ডেন্মার্ক, হলণ্ড, বেলজিয়ম, জর্ম্মনি, প্রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া, ইটালি, সুইজর্লণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন ও পর্টুগাল।

ইয়ুরোপের অন্তর্গত প্রধান প্রধান দ্বীপ।

উত্তর মহাসাগরে—নবজম্লা, স্পিটজবর্জ্জন। আটলান্টিক মহাসাগরে—আইস্লণ্ড, বৃটন, আয়র্লণ্ড। কাটিগাট উপসাগরে—জিলণ্ড, ফিয়ুনেন। বাল্টিক সাগরে—ওলণ্ড, গথলণ্ড। ভূমধ্য সাগরে—মাজরকা, মাইনরকা, ইবিকা, কর্সিকা, সার্ডিনিয়া, সিসিলি, মাল্টা, ইয়োনিয়ন দ্বীপশ্রেণী, গ্রীসান দ্বীপশ্রেণী।

ইয়ুরোপের প্রধান প্রধান উপদ্বীপ।

স্পেন ও পর্টুগাল; ইটালি; নরওয়ে ও সুইডেন; ডেন্মার্কের অন্তর্গত জটলণ্ড; গ্রীসের অন্তর্গত মোরিয়া; রুসিয়ার দক্ষিণ ক্রিমিয়া।

ইয়ুরোপের প্রধান প্রধান যোজক।

করিস্থ—উত্তর গ্রীস ও মোরিয়া উপদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী। পেরিকপ—রুসিয়া ও ক্রিমিয়া উপদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী।

ইয়ুরোপের প্রধান প্রধান অন্তরীপ।

উত্তর অন্তরীপ—নরওয়ের উত্তর। নেজ—নরওয়ের দক্ষিণ। স্কাউ—ডেন্মার্কের উত্তর। ডনকানবেহেড—স্কটলণ্ডের উত্তর। ক্লিয়ার—আয়র্লণ্ডের দক্ষিণ। লাণ্ডস্‌-এণ্ড—ইংলণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিম। লাহোগ—ফ্রান্সের উত্তরপশ্চিম। আর্টিগল ও ফিনিষ্টর—স্পেনের উত্তর-পশ্চিম। সেন্টবিন্‌সেন্ট—পর্টুগালের দক্ষিণপশ্চিম। স্পার্টিবেন্ট—ইটালির দক্ষিণ। মাটাপান—গ্রীসের দক্ষিণ।

ইয়ুরোপের প্রধান প্রধান পর্ব্বত।

আল্পস্‌ পর্ব্বত—ইহার এক দিকে ইটালি; অন্য দিকে ফ্রান্স, সুইজর্লণ্ড ও জর্ম্মনি। এই পর্ব্বত ইয়ুরোপের সমুদায় পর্ব্বত অপেক্ষা উচ্চ। পিরিনিস—ইহার এক দিকে ফ্রান্স, অন্য দিকে স্পেন। আপিনাইন—ইটালির অন্তর্গত। বল্‌কান—তুরুস্কের অন্তর্গত। কার্পেথিয়ান—অষ্ট্রিয়ার অন্তর্গত। ডফ্রাইন—ইহার একদিকে নরওয়ে, অন্য দিকে সুইডেন। ইয়ুরাল—ইহার একদিকে ইয়ুরোপ, অন্য দিকে আসিয়া।

সাগর ও উপসাগর।

শ্বেতসাগর—রুসিয়ার উত্তর। স্কাগারাক—ইহার একদিকে ডেন্মার্ক, অন্যদিকে নরওয়ে। কাটিগাট—ইহার একদিকে ডেন্মার্ক, অন্যদিকে সুইডেন। বাল্টিক—ইহার একদিকে সুইডেন, অন্য দিকে জর্ম্মনি, প্রুসিয়া ও রুসিয়া।

ফিনলণ্ড ও রিগা উপসাগর—রুসিয়ার পশ্চিম। বোথনিয়া উপসাগর—সুইডেন ও রুসিয়ার মধ্যস্থিত। উত্তরসাগর বা জর্ম্মন মহাসাগর—ইহার এক দিকে বৃটন, অন্য দিকে ডেন্মার্ক, জর্ম্মনি ও হলণ্ড। সেন্ট-জর্জ্জ প্রণালী ও আইরিস সাগর—বৃটন ও আয়র্লণ্ডের মধ্যস্থিত। ইংলিস সাগর—বৃটন ও ফ্রান্সের মধ্যস্থিত। বিস্কে সাগর—ফ্রান্সের পশ্চিম ও স্পেনের উত্তর। ভূমধ্য সাগর—ইহার এক দিকে ইয়ুরোপ, অন্য দিকে আফ্রিকা। লিয়ো উপসাগর—ফ্রান্সের দক্ষিণ। টরেন্টো উপসাগর—ইটালির দক্ষিণ। আড্রীয় সাগর অথবা বিনিস উপসাগর—ইটালি ও তুরুষ্কের মধ্যস্থিত। মর্ম্মর-সাগর—ইয়ুরোপীয় ও আসিয়িক তুরুষ্কের মধ্য-স্থিত। কৃষ্ণসাগর—আসিয়িক তুরুষ্ক ও রুসিয়ার মধ্য-স্থিত। আজবসাগর—রুসিয়ার দক্ষিণ।

প্রণালী।

সাউণ্ড—সুইডেন ও জিলণ্ড দ্বীপের মধ্যস্থিত। বৃহৎ বেল্ট—জিলণ্ড ও ফিয়ুনেন দ্বীপের মধ্যস্থিত। লঘু বেল্ট—জটলণ্ড ও ফিয়ুনেন দ্বীপের মধ্যস্থিত। ডোবর—উত্তর সাগর ও ইংলিস সাগরের মধ্যস্থিত। জিবরাল্টর—আট্লান্টিক ও ভূমধ্য সাগরের মধ্য-স্থিত। বোনিফেসিয়ো—কর্সিকা ও সার্ডিনিয়া দ্বীপের মধ্যস্থিত। মেসিনা—ইটালি ও সিসিলি দ্বীপের মধ্য-স্থিত। ডার্ডনেলিস—ভূমধ্য ও মর্ম্মর সাগরের মধ্যস্থিত। কন্সটান্টিনোপল—মর্ম্মর ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যস্থিত। এনিকেল—কৃষ্ণ ও আজব সাগরের মধ্যস্থিত।

হ্রদ।

লাডোগা ও ওনেগা—রুসিয়ার অন্তর্গত। ওয়েনর ও ওয়েটর—সুইডেনের অন্তর্গত। কনষ্টান্স—সুইজর্লণ্ড ও জর্ম্মনির মধ্যস্থিত। জেনিবা—সুইজর্লণ্ডের অন্তর্গত।

ইয়ুরোপের প্রধান প্রধান নদী।

নদীর নাম।	যে সাগর দিয়া বহিতেছে।	যে সাগরে মিলিতেছে।
টেগস	স্পেন, পর্টুগাল	আটলান্টিক মহাসাগর।
ইব্রো	স্পেন	ভূমধ্যসাগর।
রোণ	ফ্রান্স	লিয়ো উপসাগর।
লয়ার	ফ্রান্স	বিস্কে সাগর।
সীন	ফ্রান্স	ইংলিস সাগর।
টেম্‌স	ইংলণ্ড	জর্ম্মন মহাসাগর।
রাইন	সুইজর্লণ্ড, জর্ম্মনি, হলণ্ড	জর্ম্মন মহাসাগর।
এল্‌ব	জর্ম্মনি	জর্ম্মন মহাসাগর।
ওডর	প্রুসিয়া	বাল্টিক সাগর।
বিষ্টুলা	পোলণ্ড, প্রুসিয়া	বাল্টিক সাগর।
নিপর	রুসিয়া	কৃষ্ণসাগর।
ডন	রুসিয়া	আজব সাগর।
বল্‌গা	রুসিয়া	কাস্পিয়ান সাগর।
পো	ইটালি	আড্রীয় সাগর।

ডানিয়ুব	জর্ম্মনি } অষ্ট্রিয়া } তুরুষ্ক }	কৃষ্ণসাগর।

ইয়ুরোপের প্রধান প্রধান ধর্ম্ম।

ধর্ম্মের নাম।	যে দেশে প্রচলিত তাহার নাম।
খৃষ্টীয় ধর্ম্ম	তুরুষ্ক ভিন্ন অবশিষ্ট তাবৎ দেশ।
মুসলমান ধর্ম্ম	তুরুষ্ক।

ইয়ুরোপের শাসন প্রণালী।

শাসন প্রণালীর নাম।	যে অধিকারে প্রচলিত তাহার নাম।
নিয়মতন্ত্র	রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া, প্রসিয়া ও সার্ডিনিয়া।
প্রজাতন্ত্র	বৃটন, ইটালি, স্পেন, পর্টুগাল, বেলজিয়ম, হলণ্ড, ডেন্মার্ক, সুইডেন, নরওয়ে ও গ্রীস।
সাধারণতন্ত্র	সুইজর্লণ্ড ও আর আর কতিপয় স্থান।

দেশের বিবরণ।

ইয়ুরোপ—গ্রীস।

গ্রীসের উত্তর সীমা ইয়ুরোপীয় তুরুষ্ক; পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমা ভূমধ্যসাগর। গ্রীসের পরিমাণফল প্রায় ৩,৭৫০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সঙ্খ্যা প্রায় ১০,০০,০০০।

গ্রীস দেশ আয়তনে ক্ষুদ্র কিন্তু পুরাবৃত্তে অতিশয় প্রসিদ্ধ। ইহার প্রাচীন অধিবাসীরা দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, কলা, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনার নিমিত্ত অতিশয় বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কত

দিন অন্তর্হিত হইয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের কীর্ত্তি অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

গ্রীস দেশ দেখিতে অতি মনোহর। ইহাতে পর্য্যায়-ক্রমে গিরি ও অন্তর্দ্দেশ নিরীক্ষিত হয়। সেই সকল গিরির কতগুলি অরণ্যময়, অবশিষ্ট ভাগ বৃক্ষাদি-শূন্য। এই দেশের উপকূল ভাগে অনেক উপসাগর ও সাগরশাখা প্রবিষ্ট হওয়াতে বাণিজ্য কার্য্যের বিলক্ষণ সুবিধা আছে। অভ্যন্তর ভাগে স্থানে স্থানে প্রাচীন কালের পরমরম্য হর্ম্ম্যসমূহের ভগ্নাবশেষ পতিত রহি-য়াছে। তৎসমুদায় দর্শন করিলে পূর্ব্বতন গ্রীকদিগের শিল্পনৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। গ্রীসের আকার যেরূপ মনোহর, জলবায়ুও তদনুরূপ উৎকৃষ্ট।

এদেশে কৃষিকর্ম্মের প্রণালী উৎকৃষ্ট নহে; তথাপি ভূমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতা গুণে যব, ধান্য, ভুট্টা, গোধূম প্রভৃতি শস্য; আঙ্গুর, বাদাম, দাড়িম, কমলালেবু, আকরট প্রভৃতি সুখাদ্য ফল; এবং তামাক, তূলা, রেশম প্রভৃতি দ্রব্য অনেক উৎপন্ন হয়। অরণ্যে ওক, কাক, দেবদারু প্রভৃতি অনেক প্রকার বৃক্ষ পাওয়া যায়। দ্বীপি, ভল্লূক, তরক্ষু, শূকর, হরিণ, খরগস ও শৃগাল এ দেশের প্রধান আরণ্য জন্তু। গ্রাম্য জন্তুর মধ্যে মেষ, ছাগ, গাভী ও মহিষ প্রধান।

ইদানীন্তন কালের গ্রীকেরা মূর্খ ও অসভ্য কিন্তু বুদ্ধি-মান্ ও অনলস। ইহারা বহুকালাবধি তুরুষ্কপতির অধীন ছিল। তুরুষ্কেরা ইহাদের উপর নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য করিত। সেই দৌরাত্ম্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার উদ্দেশে ইহারা ১৮২১ খৃঃ অব্দে রাজবিদ্রোহী হয়

এবং ঘোর সংগ্রাম করিয়া, পরিশেষে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুসিয়ার সাহায্যে, ১৮৩১ খৃঃ অব্দে, স্বাধীন হইয়াছে। তদবধি গ্রীসে প্রজাতন্ত্র প্রণালীতে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে।

গ্রীস যত দিন তুরুস্কের অধীন ছিল তত দিন তথায় লেখা পড়ার চর্চ্চা কিছুই হইত না। অধুনা লেখা পড়ার নিমিত্ত অনেক যত্ন হইতেছে; আথেন্স নগরে একটী বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য স্থানে আর আর বিদ্যালয় অনেক স্থাপিত হইয়াছে। দিন দিন বিদ্যোপার্জ্জনে লোকের অনুরাগ বৃদ্ধি হইতেছে; পূর্ব্বকালে গ্রীসদেশে যে ভাষা প্রচলিত ছিল অধুনা অবিকল তাহাই নাই, কিন্তু প্রাচীন ভাষার সহিত নব্য ভাষার অনেক সাদৃশ্য আছে। গ্রীসের প্রাচীন ভাষাকে গ্রীকভাষা কহে।

গ্রীসের রাজধানী আথেন্স। ইহার আর কয়েকটী প্রধান নগরের নাম লিবেডিয়া, মিসলঙ্গি, ট্রিপলিট্জা, পটারস, করিন্থ, লিপান্ট, আর্গস, থিব্‌স ও নাবেরিনো।

ইয়ুরোপীয় তুরুস্ক।

ইয়ুরোপীয় তুরুস্কের উত্তর সীমা রুসিয়া ও অষ্ট্রিয়া; পূর্ব্বসীমা কৃষ্ণসাগর, কন্সটান্টিনোপল প্রণালী, মর্ম্মর-সাগর ও ডার্ডনেলিস প্রণালী; দক্ষিণ সীমা ভূমধ্য সাগর ও গ্রীস; পশ্চিম সীমা বিনিস উপসাগর। ইয়ুরোপীয় তুরুস্কের পরিমাণফল প্রায় ৪৫,৭৫০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সঙ্খ্যা প্রায় ১,০০,০০,০০০।

তুরুস্কে অনেক পর্ব্বত নিরীক্ষিত হয়। ডানিয়ুব নদীর দক্ষিণ ভাগের ভূমি প্রায় সর্ব্বত্রই পর্ব্বতে আকীর্ণ। এ-

সকল পর্ব্বতের অন্তর্দ্দেশ ও অধিত্যকা বিলক্ষণ উন্নত। এই প্রদেশের কেবল উপকূল ভাগে নিম্ন ক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ডানিয়ুব নদীর উত্তরভাগের ভূমি সেরূপ উচ্চ নহে। ঐ নদীর উত্তর হইতে রুসিয়া ও কার্পেথিয়ান পর্ব্বতের সমীপ পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বত্রই নিম্ন ও সমতল ক্ষেত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে।

তুরুষ্কের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা। জল বায়ু উৎকৃষ্ট, বৃক্ষাদির পক্ষে বিলক্ষণ অনুকূল, কিন্তু অধিবাসীরা পরিশ্রমবিমুখ, এজন্য প্রকৃতির এই সকল প্রসাদ অফলদায়ক হইয়াছে। এ দেশে কৃষি বা বাণিজ্য অথবা শিল্প কার্য্য কিছুরই উন্নতি নাই। উত্তর ভাগে যব, গোম প্রভৃতি শস্য এবং আতা, পেয়ার, চেসনট প্রভৃতি ফল জন্মে। দক্ষিণ ভাগে ধান্য, ইক্ষু, ভুট্টা, তামাক, বাদাম, কমলালেবু প্রভৃতি দ্রব্য অনেক উৎপন্ন হয়। গো, মেষ, ছাগ, ঘোটক, মহিষ ইত্যাদি এ দেশের প্রধান গ্রাম্য জন্তু। আরণ্য জন্তুর মধ্যে ভল্লুক, উল্কামুখী, বন্যবরাহ ও নেকড়ে বাঘ প্রধান।

ইয়ুরোপীয় তুরুষ্কের অধিবাসীরা সুশ্রী, সাহসী, সবলশরীর, আতিথেয় ও গম্ভীর-প্রকৃতি; কিন্তু অধিকাংশই মূর্খ ও গর্ব্বিত।

এ দেশে সামান্য বিদ্যালয় অনেক আছে। তথায় বর্ণপরিচয়, বানান, ব্যাকরণ প্রভৃতি প্রথম পাঠ্য বিষয় সকলের শিক্ষা হয়। এই সকল বিদ্যালয় ভিন্ন যেখানে যেখানে রাজার মসিদ আছে সেই সেই খানে এক এক মাদ্রাসা অর্থাৎ প্রধান বিদ্যালয় সংস্থাপিত আছে। মাদ্রাসায় যাজন ও ওকালতী কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী

ছাত্রেরা অধ্যয়ন করে। তাহারা প্রথমে আরবী ব্যাকরণ, পরে আরবী ও পারসী কাব্য ও অলঙ্কার পড়ে। আরবী ভাষায় বিলক্ষণ অধিকার জন্মিলে কোরান ও ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়ন করে। অবশেষে আরব দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণ-প্রণীত তর্ক, দর্শন ও মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র পড়িয়া পাঠ সমাপ্ত করে। ইহারা গণিতশাস্ত্র স্পর্শও করে না।

তুরুস্কের অধিপতি অতীব যথেচ্ছাচারী। তাঁহাকে সচরাচর সুল্‌তান কহে। স্বীয় রাজ্য মধ্যে তিনিই অদ্বিতীয় প্রধান, মুসলমান ধর্ম্ম সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে তাঁহারই সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব। তিনি প্রতিদিন চতুর্দ্দশ ব্যক্তির প্রাণ বধ করিতে পারেন; তাহাতে কিছুমাত্র দোষ বা পাতিত্য আছে এমন জ্ঞান করেন না। এইরূপে খুন করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া তাঁহার একটী উপাধি খুনকার। তাঁহার এক জন প্রধান অমাত্য থাকে। সেই অমাত্যকে উজির বলে। সন্ধি বিগ্রহাদি যাবতীয় রাজকার্য্যের ভার উজিরের হস্তে সমর্পিত। ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয় সকলের পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত এক জন রাজপুরুষ নিযুক্ত থাকেন। সেই রাজপুরুষকে মুফ্‌তি বলে।

ইয়ুরোপীয় ও আসিয়িক তুরুস্ক, আরবের কিয়দংশ এবং উত্তর আফ্রিকার অন্তর্গত বার্কা ও ট্রীপলি তুরুস্কপতির অধীন। তাঁহার সাম্রাজ্যকে সচরাচর তুরুস্ক বা অটমান সাম্রাজ্য কহে। এই সাম্রাজ্য অনেক প্রদেশে বিভক্ত। প্রধান প্রধান প্রদেশে এক এক জন প্রধান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত আছেন। শাসনকর্ত্তাদিগকে পাসা

বলে। পাসারা আপন আপন অধিকার মধ্যে অদ্বিতীয় প্রধান এবং যত দিন পর্য্যন্ত সুল্‌তান ও তদীয় মন্ত্রিগণের মন যোগাইয়া চলেন অথবা আপন বিক্রম প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে ত্রস্ত রাখিতে পারেন, তত দিন পর্য্যন্ত আপন অধিকার মধ্যে যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করেন; কোন কর্ম্মের নিমিত্ত কাহারও নিকট দায়ী হইতে হয় না। কর্ম্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত পাসারা রাজমন্ত্রিগণকে অনেক উৎকোচ দিয়া থাকেন। কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া সেই উৎকোচের শোধ তুলিয়া লন।

এ দেশের রাজধানী কন্সটান্টিনোপল। তুরুস্কেরা ইহাকে ইস্তাম্বল কহে। এই নগর কন্সটান্টিনোপল প্রণালীর উপকূলে অবস্থিত। এদেশের আর কয়েকটী প্রধান নগরের নাম বেল্‌গ্রেড, স্যালোনিকা, বিয়ুকরেষ্ট ও আড্রিয়নোপল।

ইয়ুরোপীয় রুসিয়া।

ইয়ুরোপীয় রুসিয়ার উত্তর সীমা উত্তর মহাসাগর; পূর্ব্বসীমা ইয়ুরাল পর্ব্বত, ইয়ুরাল নদী ও কাস্পিয়ান সাগর; দক্ষিণ সীমা ককেসস পর্ব্বত, আজব সাগর, কৃষ্ণসাগর ও তুরুস্ক; পশ্চিম সীমা অষ্ট্রিয়া, প্রসিয়া, বাল্‌টিক সাগর ও সুইডেন। রুসিয়ার পরিমাণফল প্রায় ৫,৫০,০০০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সঙ্খ্যা প্রায় ৬,০০,০০০।

ইয়ুরোপীয় রুসিয়ার ভূমি প্রায় সর্ব্বত্রই সমতল।

কেবল লাপলণ্ডে *, ফিন্‌লণ্ডে † ও ক্রিমিয়ায় কতকগুলি পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়। ফিন্‌লণ্ড উপসাগরের কিয়দ্দূর দক্ষিণ ও পূর্ব্বেও কতিপয় অনতি উচ্চ পাহাড় নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ সকল পাহাড়কে বলডই পাহাড় বলে। এদেশের উত্তর ভাগে জলা ও জঙ্গল অনেক আছে। দক্ষিণ ভাগে ষ্টেপ নামক প্রসিদ্ধ মরুভূমি। নীপর নদীর পশ্চিমে এই মরুভূমির আরম্ভ; তথা হইতে কৃষ্ণ ও কাস্পিয়ান সাগরের তীর হইয়া আসিয়া খণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই মরুভূমি সতেজ ও সমদৈর্ঘ্য তৃণপরম্পরায় নিবিড় আচ্ছন্ন; ইহাতে বৃক্ষ লতাদি কিছুই নাই; ভূমিও কোন স্থানে চুল পরিমাণে উচ্চাবচ দেখা যায় না। ইহার আকার সর্ব্বত্রই সমান। এই বহুবিস্তৃত মরুদেশের যে দিকে চাও সেই দিকেই অশ্ব গবাদি সমাকীর্ণ একমাত্র তৃণাচ্ছন্ন সমতল ক্ষেত্র নিরীক্ষিত হয়। কিন্তু শীতকালে সমুদায় স্থান অতি শুভ্র নিষ্কলঙ্ক বরফে আচ্ছন্ন হয়; অশ্ব গবাদি জন্তুগণ পলায়ন করে; ভয়ঙ্কর ঝটিকা উত্থিত হইয়া প্রচণ্ডবেগে তুষার কণা বর্ষণ করিতে থাকে; কি মনুষ্য কি পশু কোন জীবই সেই বিষম উপদ্রবে পড়িলে প্রাণ বাঁচাইতে পারে না। ঝটিকা নিবৃত্ত হইলে অনতিকাল মধ্যে সমুদায় স্থান পূর্ব্ববৎ তৃণপূর্ণ হইয়া উঠে। এখানে শীতকাল যেরূপ ভয়ঙ্কর, গ্রীষ্মকালও তদনুরূপ প্রচণ্ড। আষাঢ় মাসে সমুদায় স্থান সূর্য্যাতপে দগ্ধবৎ হইয়া উঠে। সমুদায়

---

* লাপলণ্ড প্রদেশ রুসিয়ার উত্তর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত।

† ফিন্‌লণ্ড স্বনামখ্যাত উপসাগরের সমীপবর্ত্তী।

জলাশয় শুকাইয়া যায়, আকাশ হইতে বিন্দুমাত্রও বৃষ্টি বা শিশির পতিত হয় না, উদয় ও অস্তকালে সূর্য্যকে অগ্নিময় বোধ হয়, দিবাভাগে রাশি রাশি বাষ্প উত্থিত হইয়া সূর্য্যকে কুজ্ঝটিকা জালে আচ্ছন্ন করে। এই সময় সহস্র সহস্র পশু নিধন প্রাপ্ত হয়, তৃণ সকল প্রখর আতপে দগ্ধ হইয়া যায়। ফলতঃ তৎ কালে এই মরুদেশ অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া উঠে।

পৃথিবীর মধ্যস্থল হইতে রুসিয়ার সহিত সমান দূর-বর্ত্তী ইয়ুরোপের আর যে সকল দেশ আছে তৎসমুদায় অপেক্ষা এখানে শীত আতপ উভয়েরই অধিক প্রাদুর্ভাব। লাপলণ্ডের অত্যন্ত উত্তর প্রান্তে শীত-গ্রীষ্মের পর্য্যায় এরূপ আশ্চর্য্য যে, শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এই অংশে গ্রীষ্মকালে ছয় মাসের মধ্যে সূর্য্য একবারও অস্ত যায় না, শীতকালে ছয়মাসের মধ্যে একবারও উদিত হয় না। সুতরাং এই সকল ভূভাগে সম্বৎসরে একবার দিন ও একবার রাত্রি হয়। দিবাভাগে রাশি রাশি বাষ্প উত্থিত হইয়া সূর্য্যকে মলিন ও কখন কখন আচ্ছন্ন করে। কিন্তু রাত্রিকালে চন্দ্র অতি নির্ম্মল জ্যোতিঃ বর্ষণ করে এবং অরোরা নামক আলোক পদার্থ হইতেও অনেক আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রুসিয়ার উত্তরভাগে রাই, যব ও ওট এই তিন প্রকার শস্যই প্রধান। মধ্যস্থলে ও দক্ষিণভাগে অপর্য্যাপ্ত গোধূম জন্মে। তামাক, পাট, ভূট্টা প্রভৃতিও অনেক উৎপন্ন হয়। ফলের মধ্যে প্রদেশ ভেদে আতা, কুল, চেরি, পীচ, বাদাম, দাড়িম ও তরমুজ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রুসিয়ার মধ্যভাগে অনেক বিস্তীর্ণ অরণ্য আছে। সেই

সমুদায় অরণ্য হইতে বর্ষে বর্ষে অনেক টাকার বাহাদুরী কাষ্ঠ নীত হইয়া থাকে। তদ্ব্যতিরেকে বৃক্ষবিশেষ হইতে আল্‌কাত্রা ও তার্পিনতৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল অরণ্যে বিস্তর বন্যমধু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আকরিকের মধ্যে ইয়ুরাল পর্ব্বত হইতে সোণা, রূপা, তামা, সীমা ও প্লাটিনা উৎখাত হইয়া থাকে; ফিন্‌লণ্ড প্রদেশে তামা ও দস্তা পাওয়া যায়; মধ্যস্থলে ও দক্ষিণ ভাগে লৌহ উৎপন্ন হয়; ষ্টেপ প্রদেশে অনেক টাকার লবণ পাওয়া গিয়া থাকে।

রুসিয়ায় নানাবিধ চতুষ্পদ জন্তু আছে। ষ্টেপ প্রদেশে গো, মহিষ প্রভৃতি শৃঙ্গী পশু ও অশ্ব অনেক দৃষ্ট হইয়া থাকে। মেষ ও ছাগ নানা স্থানে পাওয়া যায়। অধুনা এ দেশে মেরিনো মেষ ও তিব্বতী ছাগল আনীত ও পোষিত হইয়াছে। এই সকল ব্যতিরেকে উষ্ট্র, গর্দ্দভ ও শূকরও অনেক আছে। উত্তর ভাগে বল্‌গাহরিণ জন্মে। এই হরিণ লাপলণ্ডীয়দের সর্ব্বস্ব ধন; তাহারা ইহার মাংস ভক্ষণ, দুগ্ধ পান ও চর্ম্ম পরিধান করে এবং ইহা কর্ত্তৃক বাহ্য যানে আরোহণ করিয়া স্বদেশীয় বরফময় ভূমির উপর গতায়াত করিয়া থাকে। আরবদিগের পক্ষে উষ্ট্র যেরূপ উপকারী লাপলণ্ডীয়দের পক্ষে বল্‌গাহরিণও সেইরূপ। ভল্লুক, তরক্ষু, নেকড়েবাঘ, কস্তূরিকা ও কৃষ্ণসার প্রভৃতি হরিণ এবং বীবর আদি সুকোমল লোমশ চতুষ্পদ এদেশের প্রধান আরণ্য জন্তু। রুসিয়ার হ্রদ ও নদী সকলে অপর্য্যাপ্ত মৎস্য জন্মে।

বহুকালাবধি রুসিয়ার অধিবাসীরা সম্ভ্রান্ত লোক,

যাজক, নগরবাসী, কৃষক ও দাস এই পাঁচ প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত; রুসিয়ার অধিকাংশ ভূসম্পত্তি সম্ভ্রান্ত লোকদিগের হস্তগত। কিন্তু ইহাঁরা বড় লোক বলিয়া রুসিয়াপতি শাসনসংক্রান্ত কোন বিষয়ে ইহাঁ-দিগকে আপনার অন্যান্য প্রজা হইতে তাদৃশ বিশেষ করেন না। যাজকেরা শুল্ক প্রদান ও অপকর্ম্ম-নিবন্ধন শারীরিক দণ্ডগ্রহণ দুই নিয়মের অধীন নহে। অপরাপর সকল বিষয়ে তাহাদের পক্ষে আর কিছুই বিশেষ নাই। দাসদিগের অবস্থা অতিশয় মন্দ ছিল। সম্প্রতি সম্রাটের কৃপায় তাহারা সেই অনন্ত ক্লেশকর দুর্দ্দশা হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বাধীনতা-রূপ পরম ভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে।

রুসিয়ার সমুদায় বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের অধীন। শিক্ষাকার্য্য অবলোকন করিবার নিমিত্ত এক জন রাজ-পুরুষ নিযুক্ত আছেন। রুসিয়ার কোন ব্যক্তি আপন সন্তানদিগকে পড়াইবার নিমিত্ত যাহাকে ইচ্ছা শিক্ষক নিযুক্ত করিতে পারেন না। রাজার নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি শিক্ষক আছে; তাহাদেরই মধ্যে এক জনকে মনো-নীত করিতে হয়। রুসিয়ায় ছয়টী বিশ্ববিদ্যালয় ও আর আর সামান্য বিদ্যালয় অনেক আছে। বিশিষ্ট সন্তানেরা নানা বিদ্যায় পারদর্শী; ইতর লোকেরা অধিকাংশই নিতান্ত মূর্খ। কোন ব্যক্তি পুস্তক লিখিয়া আপন ইচ্ছায় ছাপাইতে পারেন না। রাজার নির্দ্দিষ্ট পুস্তক পরীক্ষকেরা অগ্রে সমুদায় পাণ্ডুলিপি অবলো-কন করেন। পুস্তক তাঁহাদের পরীক্ষায় দেশের অনিষ্ট কর বোধ না হইলে মুদ্রিত করিতে অনুমতি দেন।

পৃথিবীতে যত সাম্রাজ্য আছে সকলের অপেক্ষা রুসিয়াসাম্রাজ্য আয়তনে বড়। ইয়ুরোপীয় রুসিয়া, আসিয়িক রুসিয়া, উত্তর আমেরিকার বায়ুকোণবর্ত্তী কিয়দংশ, এই সমুদায় ভূভাগ ইহার অন্তর্গত। রুসিয়া সাম্রাজ্যের আয়তন সমুদায় পৃথিবীর যাবতীয় স্থলভাগের সপ্তমাংশের অপেক্ষাও অধিক। এক জন অপরিমিত ক্ষমতাশালী সম্রাট এই বিশাল সাম্রাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর। তাঁহার উপাধি জার। তাঁহার অধীনে কতিপয় সমাজ সংস্থাপিত আছে। সেই সকল সমাজের অধ্যক্ষেরা আপন আপন ক্ষমতা অনুসারে আইন প্রস্তুত ও সন্ধি বিগ্রহাদি যাবতীয় বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করেন।

প্রসিয়ার রাজধানী সেন্টপিটর্সবর্গ। এই নগর নিবা-নামক ক্ষুদ্র নদীর তটে, ফিন্‌লণ্ড উপসাগরের অনতিদূরে অবস্থিত। পূর্ব্বে মস্কো নগরে রাজধানী ছিল। ওয়ার্সা, প্রাচীন পোলণ্ড রাজ্যের * পূর্ব্ব রাজধানী। ওডেসা, রিগা, আষ্ট্রাকান, টুলা, ক্রন্সটাট্, আর্কেঞ্জল, সারেটব, কিব, খর্সন, ও নবগরড প্রসিয়ার আর কয়েকটী প্রধান নগর।

---

* উত্তরে বাল্টিক সাগর, দক্ষিণে তুরুক্ষ, পশ্চিমে জর্ম্মনি ও পূর্ব্বে রুসিয়া এই চতুঃসীমান্তর্ব্বর্ত্তী সমুদায় ভূভাগ পূর্ব্বকালে একটী স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। সেই রাজ্যের নাম পোলণ্ড। খৃ ১৭৭২ সাল হইতে রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া ও প্রসিয়ার অধিপতিরা ষড়যন্ত্র করিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদায় রাজ্য আপনারা বিভাগ করিয়া লইয়াছেন। এই রাজ্যের অধিকাংশই রুসিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছে।

সুইডেন ও নরওয়ে।

এই উভয় দেশ এক রাজার অধীন এবং উভয়ত্রই প্রায় একরূপ জন্তু, বৃক্ষ ও আকরিক দৃষ্ট হয়, কিন্তু অধিবাসীদিগের তাদৃশ সাদৃশ্য নাই; এজন্য এই উভয় দেশের আকার, জন্তুবর্গ ও উদ্ভিদাদি একত্র বর্ণনের পর অধিবাসীগের চরিত্রাদি কয়েক বিষয় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লিখিত হইবে।

সুইডেন ও নরওয়ের উত্তর সীমা উত্তর মহাসাগর; পূর্ব্ব সীমা রুসিয়ীয় লাপলণ্ড ও বাল্টিক সাগর; দক্ষিণ সীমা বাল্টিক সাগর ও উত্তর সাগর; পশ্চিম সীমা আট্‌লান্টিক মহাসাগর। এই দুই দেশের পরিমাণ-ফল প্রায় ৩১,০০০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সঙ্খ্যা প্রায় ৫০,০০,০০০।

সুইডেন ও নরওয়ে উভয়ে একটী বিস্তীর্ণ উপদ্বীপ। এই উপদ্বীপকে কখন কখন স্কাণ্ডিনেবিয়া বলে। কতক-গুলি উন্নত ও বন্ধুর গিরি পরম্পরা এই উপদ্বীপের ঈশান কোণহইতে, উভয় দেশের মধ্যস্থল দিয়া, নৈর্ঋত কোণের প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ আছে। নরওয়ে দেশে হ্রদ, পর্ব্বত, জলপ্রপাত, শিলোচ্চয় ও দূরবিস্তীর্ণ সরলা-রণ্য অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। নদীও এ দেশে অনেক। সেই সকল নদীর বেগ অতি প্রচণ্ড; বিশে-ষতঃ যখন সূর্য্যতাপে হিমসংহতি দ্রবীভূত হয় তখন সেই সকল নদী স্ফীত হইয়া তীরের অনেক দূর জলমগ্ন করে এবং শস্য ও গৃহাদি যে কিছু সম্মুখে পায় সমুদায় উৎপাটিত করিয়া যায়। নরওয়ের উপকূল ভাগে বহু-সঙ্খ্যক সাগরশাখা প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং তন্নিকটস্থ

সাগরভাগ অসঙ্খ্য ক্ষুদ্র দ্বীপে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। মালষ্ট্রুম নামক ভয়ানক আবর্ত্ত নরওয়ের উত্তরপশ্চিম উপকূল হইতে অনতিদূরে অবস্থিত। সুইডেন দেশ দৃশ্যে প্রায়ই নরওয়ের সদৃশ, কেবল উহাতে তত পর্ব্বত নাই। এই দেশের ভূমির অধিকাংশ অরণ্যে আচ্ছন্ন। হ্রদও ইহাতে অনেক আছে।

স্কাণ্ডিনেবিয়া উত্তর মহাসাগরের সমীপবর্ত্তী, সুতরাং এখানে অত্যন্ত শীত। এখানে বসন্ত শরদ্ আদি ঋতুর সঞ্চার হয় না। শীতাত্যয়ে সহসা গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব এবং গ্রীষ্ম বিগত হইলেই অবিলম্বে শীতের আধিক্য হইয়া উঠে। বৎসরে তিন মাস মাত্র গ্রীষ্ম, অবশিষ্ট নয় মাস শীত। গ্রীষ্মকালে দিনমান অতিশয় দীর্ঘ, সূর্য্য পাঁচ ঘন্টার অধিক কাল অদৃষ্ট থাকে না এবং অত্যন্ত উত্তর প্রান্তে মুহূর্ত্তমাত্রও অন্তর্হিত হয় না। গ্রীষ্মাগমে অনধিক কাল মধ্যে হৈমন্তিক হিমানীরাশি দ্রবীভূত ও কুজ্ঝটিকা অন্তর্হিত হয়; ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে অতি ত্বরায় অঙ্কুরিত, পল্লবিত, মুকুলিত ও অবশেষে ফলভরে অবনত হইয়া উঠে। শীতকালে রাত্রি অতিশয় দীর্ঘ; অত্যন্ত উত্তরভাগে কিছুকাল ক্রমাগত রাত্রি থাকে। তখন শীতের দুরন্ত প্রভাব; সমুদায় হ্রদ, নদী ও বোথনিয়া উপসাগরের অনেক দূর পর্য্যন্ত জমিয়া বরফময় হইয়া উঠে, স্থলভাগও সর্ব্বত্র বরফস্তরে আবৃত হইয়া যায়। কিন্তু সেই দীর্ঘ ও দুরন্ত শীতকালে লোকের অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয় না। বায়ু অতিশয় শীতল হয় বটে, কিন্তু শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর থাকে এবং কঠিন বরফস্তরে বন্ধুর ভূমি সমতলীকৃত

ও হ্রদ নদী সকল আচ্ছন্ন হওয়াতে গতায়াতের সুবিধা হইয়া উঠে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস অত্যন্ত অসুখের সময়। তখন বরফরাশি বিগলিত হইতে আরম্ভ হয়, এজন্য গতায়াত দুঃসাধ্য হইয়া উঠে এবং হ্রদ ও নদী সকল স্ফীত হইয়া অনেক দূর জলমগ্ন করে।

স্কাণ্ডিনেবিয়ার অনেক স্থান অরণ্যে আচ্ছন্ন। অবশিষ্ট ভাগের অধিকাংশ অনুর্ব্বর; বহু কষ্টে অত্যল্প শস্য উৎপন্ন হয়। যব, ওট, শণ ও পাট নরওয়ে দেশের প্রধান উৎপন্ন। সুইডেন দেশে সচরাচর যব, রাই, ওট ও গোলআলুর চাস হইয়া থাকে। ইহার দক্ষিণভাগে গোম জন্মে।

ছাগ, মেষ, অশ্ব, গাভী ও শূকর স্কাণ্ডিনেবিয়ার প্রধান গ্রাম্য জন্তু। কিন্তু আহার দিবার যথেষ্ট সামগ্রী না থাকাতে লোকে এই সকল জন্তু অধিক পুষিতে পারে না। নেকড়ে, লেমিঙ*, ভল্লুক, উল্‌বরিন্ †, হরিণ, উল্‌কামুখী এবং বৃহৎকায় ও ভয়ানকপ্রকৃতি ভল্লূক এ দেশের প্রধান আরণ্য জন্তু।

স্কাণ্ডিনেবিয়ায় নানা প্রকার আকরিক পাওয়া

---

* ইন্দুর জাতীয় জন্তু। ইহারা কখন কখন অগণ্য সংখ্যক একত্র হইয়া ইয়ুরোপের উদীচ্য ভাগ হইতে দক্ষিণাভিমুখে ভ্রমণ করিয়া থাকে।

† এই শ্বাপদ পরিমাণে দুই হস্ত। ইহার পদচয় ক্ষুদ্র, গতি মৃদু। আহার অত্যন্ত করিয়া থাকে। আপনার ভক্ষ্য পশু ধরিবার নিমিত্ত সচরাচর বৃক্ষে আরোহণ করে এবং তথা হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া লক্ষ্যের উপর পতিত হয়।

যায়। সুইডেন দেশে অপর্য্যাপ্ত ও অতি উৎকৃষ্ট লৌহ উৎখাত হয়; ভারতবর্ষে সেই লৌহ সুইলিস লৌহ নামে খ্যাত। দক্ষিণভাগে অল্প পরিমাণে পাথরিয়া কয়লা উৎপন্ন হয়। তাম্রও এ দেশে দুষ্প্রাপ্য নহে। নরওয়ের সমুদায় পর্ব্বতে, বিশেষতঃ দক্ষিণভাগান্তর্ব্বর্ত্তী গিরি সকলে, নানাপ্রকার ধাতুর ও অন্য আকরিকের খনি আছে। তন্মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, সীস এবং মার্ব্বল ও অন্যান্য প্রকার প্রস্তর প্রধান।

সুইডেন।

সুইডেনে সুইড ও লাপ নামক দুই জাতীয় লোকের বাস। সুইডেরা শুভ্রবর্ণ, দৃঢ়কায়, শান্তমূর্ত্তি ও মধ্যমাকৃতি। ইহাদের চিবুক দীর্ঘ, ললাট উন্নত, চক্ষু নীল ও মুখ ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ। ইহারা অতি সুবুদ্ধি, সাহসী বদান্য, কষ্টসহ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; কিন্তু সুনীতিবিষয়ে প্রশংসনীয় নহে; পানদোষ অতিশয় প্রবল; সুরায় উন্মত্ত হইয়া ইহারা সচরাচর নানা প্রকার দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত ও ক্লেশপঙ্কে পতিত হয়। কোন বিচক্ষণ পণ্ডিত গণনা করিয়াছেন, ইহারা যে সকল কষ্ট ও কলুষজালে জড়িত হয়, পানদোষ হইতেই তাহার তিন ভাগেরও অধিক উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্কাণ্ডিনেবিয়ার উত্তর ভাগে লাপদিগের বসতি। ইহারা ব্যক্তি বিশেষে কৃষ্ণ ও পীতবর্ণ, খর্ব্বাকৃতি ও দেখিতে বিশ্রী। ইহারা সতত প্রফুল্লচিত্ত ও এরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠ যে কোন প্রকার প্রলোভনে দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। নরহত্যা ও দস্যুবৃত্তি

কাহাকে বলে জানে না বলিলেই হয়। ইহাদের গৃহ-দ্বারে অর্গল বা তালক কিছুই থাকে না, অথচ কাহার কথন কোন বস্তু অপহৃত হয় না। ইহারা সচরাচর পরিশ্রমী ও মিতাচারী, কিন্তু অনায়াসে অপরিমিত মদ্য পাইলে কখন কখন মিতব্রত উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকে। লাপেরা দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত; আশ্রমী ও নিরাশ্রমী।

অধিকবয়স্ক অথচ বর্ণজ্ঞানশূন্য এমন লোক সুইডেনে সহস্রের মধ্যেও এক জন পাওয়া যায় না। সর্ব্বসাধারণ লোকেই অন্ততঃ লিখিতে পড়িতে পারে। সুইডেনে প্রতিগ্রামে স্কুল নাই, কিন্তু তজ্জন্য বিশেষ অনিষ্ট হয় না। সুইডেনবাসীরা শীত কালে শীতের দৌরাত্ম্যে চাস আদি কর্ম্মে ব্যাপৃত হইতে পারে না; নিষ্কর্ম্মা ঘরে বসিয়া থাকে। সেই সুদীর্ঘ অবকাশ কালে সন্তানদিগের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হয়। সুইডেনে দুই বিশ্ববিদ্যালয় ও সামান্য চতুষ্পাঠী অনেক আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি প্রাপ্ত হইতে না পারিলে কেহই চিকিৎসা, ব্যবহার ও যাজন ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। আর এরূপ অনেক রাজকর্ম্ম আছে যে, ঐ উপাধি প্রাপ্তি ব্যতিরেকে তাহাতে নিযুক্ত হইবার পথ নাই।

সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহল্ম্। এই নগর মেলার হ্রদ ও বাল্টিক সাগরের সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। এই দেশের আর আর প্রধান নগরের নাম অপ্সাল, গটেন্বর্গ, কার্লস্ক্রোন ও ডেনমোরা।

নরওয়ে।

নরওয়ে দেশে নরওয়েজন ও ফিন এই দুই জাতীয় লোকের বাস। নরওয়েজনেরা সুইডদিগের অপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি। ইহারা সাহসী, সরল, প্রফুল্লচিত্ত, তেজীয়ান ও নিরহঙ্কার। ইহাদেরও পানদোষ অতিশয় প্রবল। ফিনেরা অনেকে স্বদেশ ফিনলণ্ড হইতে আসিয়া নরওয়ের উত্তরভাগে উপনিবেশে বাস করিতেছে। ইহারা অতিশয় পরিশ্রমী ও বীরপ্রকৃতি।

বিদ্যাবিষয়ে নরওয়েজনেরা সুইডদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। এই দুই জাতির ভাষা পরস্পর অতিশয় বিভিন্ন নহে। এক ভাষার পুস্তক অন্য ভাষায় অনুবাদ করিতে হয় বটে; কিন্তু উভয় দেশের কৃষকদিগের চলিত ভাষা, বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার ভাষা পরস্পর যেরূপ, তদপেক্ষা অধিক বিভিন্ন নহে।

নরওয়ে দেশের শাসনের নিমিত্ত তথায় সুইডেনপতির একজন প্রতিনিধি অবস্থিতি করেন, কিন্তু আইন প্রস্তুত করণ বিষয়ে তাঁহার কিছুই ক্ষমতা নাই। নরওয়ের প্রধান সভায় ঐ কার্য্য সম্পন্ন হয়। ঐ সভার নাম ষ্টর্থিং। এই সভার সদস্যদিগকে নরওয়েবাসীরা আপনারা নিযুক্ত করে।

নরওয়ের প্রধান নগর ক্রিষ্টিয়ানা। এই নগর দেশের অগ্নিকোণে, সমুদ্রতটে, অবস্থিত।

ডেন্মার্ক।

ডেন্মার্কের উত্তর সীমা স্কাগারাক প্রণালী; পূর্ব্ব সীমা কাটিগাট ও সাউণ্ড প্রণালী এবং বাল্টিকসাগর;

দক্ষিণ সীমা এল্‌বনদী; পশ্চিম সীমা জর্ম্মন মহাসাগর। ডেন্মার্কের পরিমাণফল প্রায় ৫,৬৭০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২২,০০,০০০।

ডেন্মার্ক দেশ প্রায় সর্ব্বত্রই সমতল; ইহার পশ্চিম উপকূলের ভূমি পঙ্কিল, অভ্যন্তর ভাগ পরিশুষ্ক ও বালুকাময়। ডেন্মার্ক রাজ্য মহাদেশিক ও দ্বৈপিক এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত; মহাদেশিক ভাগ একটী বিস্তীর্ণ উপদ্বীপ, জর্ম্মনির উত্তর হইতে ধাবমান হইয়া ক্রমাগত উত্তর মুখে গমন পূর্ব্বক অবশেষে স্কাউ অন্তরীপে নিঃশেষ হইয়াছে। দ্বৈপিক ভাগ কতকগুলি দ্বীপে পরিগণিত। এই সকল দ্বীপ মহাদেশিক ডেন্মার্ক ও সুইডেনের মধ্যস্থলবর্ত্তী সাগর-ভাগে অবস্থিত। ডেন্মার্কের অভ্যন্তরে অসংখ্য ক্ষুদ্র হ্রদ দৃষ্ট হয়; আর উপকূল ভাগে ইতস্ততঃ নানাস্থানে সাগরশাখা প্রবিষ্ট হওয়াতে সমুদ্রতট হইতে দেশের কোন স্থান ঊনবিংশতি ক্রোশের অধিক অন্তরে নাই। এই দেশের ভূমির প্রায় ত্রিংশ অংশ অরণ্যে ও চতুর্থ ভাগ জল ও মরুদেশে আচ্ছন্ন।

ডেন্মার্ক পৃথিবীর যেরূপ উত্তরাংশে অবস্থিত ইহাতে শীতের তদনুরূপ প্রাদুর্ভাব নাই; ইহার নিকটবর্ত্তী সমুদ্র সকল শীতকালেও প্রায় তরল থাকে। গ্রীষ্মকাল ব্যতিরেকে আর সকল সময়েই ডেন্মার্কের বায়ু সজল ও নীহারময় দেখা যায়।

রাই, যব, ওট, মটর ও গোলআলু ডেন্মার্কের প্রধান উৎপন্ন। তামাকও এখানে যথেষ্ট ও অতি উৎকৃষ্ট জন্মে। এদেশে উদ্যান অধিক নাই।

গো, অশ্ব, মেষ, শূকর, মহিষ ও নানা প্রকার গৃহ-পালিত পক্ষী ডেন্মার্কের প্রধান গ্রাম্য জন্তু। ডেন্মার্কের কুক্কুর, বুদ্ধি ও সামর্থ্যের নিমিত্ত ইয়ুরোপে অতিশয় প্রসিদ্ধ। অরণ্যে ব্যাঘ্রাদি বৃহৎকায় বন্য পশু নাই: উল্‌কামুখী প্রভৃতি কয়েক প্রকার ক্ষুদ্র শ্বাপদ মাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ডেন্মার্কের অধিবাসীদিগকে দিনেমার বলে। দিনে-মারেরা গৌরবর্ণ ও মধ্যমাকৃতি। ইহারা সাহসী, শিষ্টা-চারী ও শান্তস্বভাব, কিন্তু সুরাপানে অতিশয় আসক্ত। ডেন্মার্কের নাবিকেরা জাহাজের কর্ম্মে বিলক্ষণ দক্ষ, অন্যান্য দেশীয় বণিকেরা পণ্যবহন কার্য্যে ইহাদিগকে সচরাচর নিযুক্ত করিয়া থাকে। দিনেমারেরা কৃষি ও শিল্প কর্ম্মের তাদৃশ চর্চ্চা করে না; পাশুপাল্যই ইহা-দের প্রধান ব্যবসায়। বাণিজ্য বিষয়ে ইহাদের অনু-রাগ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

ডেন্মার্কে দুইটী বিশ্ববিদ্যালয় ও আর আর বিদ্যালয় অনেক আছে। এখানকার রাজনিয়ম অনুসারে সকল-কেই আপন সন্তানদিগকে অন্ততঃ সপ্তম বর্ষ পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে নিযুক্ত রাখিতে হয়। ডেন্মার্কের প্রায় সকল লোকই লিখিতে পড়িতে পারে। কিন্তু শিক্ষাপ্রণালী কদর্য্য বলিয়া প্রকৃত বিদ্যার চর্চ্চা কিছুই হয় না।

ডেন্মার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন, জিলণ্ডদ্বীপের অন্তর্গত। এদেশের আর তিন প্রধান নগরের নাম রস্কিল্‌ড, এল্‌সিনর ও আল্টোনা। রস্কিল্‌ড নগরে পূর্ব্বে রাজধানী ছিল। এল্‌সিনর নগরে ডেন্মার্কপতির শুল্কঘর; যে সকল বণিক্‌পোত বাল্টিক সাগরে প্রবিষ্ট

অথবা তথা হইতে বহির্গত হয়, সকলকেই ঐ কুৎঘরে মাশুল দিয়া যাইতে হয়। কেবল ডেন্মার্কীয় ও সুইডেনিক পোত সকল মাশুল ভার হইতে বিনির্ম্মুক্ত।

আইস্লণ্ড দ্বীপ; গ্রীন্লণ্ড দ্বীপের পশ্চিম উপকূল; কারিব সাগরীয় দ্বীপশ্রেণীর মধ্যে সান্টাক্রুজ, সেন্টটামস ও সেন্টজান; এবং পশ্চিম আফ্রিকার অন্তর্গত, গিনিদেশের সন্নিহিত, কতিপয় ক্ষুদ্র দ্বীপ; এই সকল ভূভাগ ডেন্মার্কের প্রধান বিদেশীয় অধিকার

আইসলণ্ড—এই বৃহৎ দ্বীপ বাড়বানল-সম্ভূত। ইহার আকার অতিশয় বন্ধুর। ইহাতে অন্যূন ত্রিশ আগ্নেয় গিরি আছে। তন্মধ্যে হেক্লা নামকটী অতিশয় প্রসিদ্ধ। খৃঃ ১৮৪৬ অব্দে ঐ পর্ব্বতে একবার অগ্ন্যুৎপাত হয়; সেই অগ্নির ভস্ম আসিয়া অর্কনী দ্বীপশ্রেণীতে পতিত হইয়াছিল। অর্কনী দ্বীপশ্রেণী ও আইসলণ্ড অন্যূন দুই শত পঞ্চাশ ক্রোশ অন্তর। আইসলণ্ডে অনেক উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। সেই সকল প্রস্রবণ এখানকার ভৌমাগ্নির আর এক নিদর্শন স্বরূপ রহিয়াছে। এই দ্বীপের প্রধান নগর রেইকাবিক।

হলণ্ড।

হলণ্ডের উত্তর ও পশ্চিম সীমা জর্ম্মন মহাসাগর; দক্ষিণ সীমা বেলজিয়ম; পূর্ব্ব সীমা হানোবর ও রাইনিক প্রুসিয়া। হলণ্ডের পরিমাণফল প্রায় ৩,২৯৪ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা অন্যূন ৩০,০০,০০০।

হলণ্ড অতি নিম্ন ও সমতল দেশ। স্থানে স্থানে সমুদ্রনির্ঝর ইহার অভ্যন্তরে অনেক দূর প্রবেশ করি-

য়াছে। পূর্ব্বে সেই সকল নির্ঝরের জলোচ্ছ্বাসে দেশের অনেক ভাগ প্লাবিত হইত। এক্ষণে হলণ্ডবাসীরা অনেক বাঁধ প্রস্তুত করিয়া সেই জলীয় উপদ্রব নিবারণ করিয়াছে। আর ভূমি পঙ্কিল না থাকে এই উদ্দেশে দেশের অভ্যন্তরে অনেক কৃত্রিম নদীও নিখাত করিয়াছে। তদ্দ্বারা সমুদায় জল বাহির হইয়া পড়ে। বায়ুবেগে সমুদ্রতীর হইতে ক্রমাগত বালুকা উত্থিত হইয়া হলণ্ডের পশ্চিম উপকূলে পতিত হয়, এজন্য তথায় অতি উচ্চ বালুকারাশি নিরীক্ষিত হইয়া থাকে।

হলণ্ডে জল অধিক আছে, আর পর্ব্বতাদি না থাকায়, সমুদ্রবায়ু অপ্রতিহত প্রবেশ করে; এজন্য আকাশ সতত সজল ও কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন থাকে। শীতকালে সমুদায় স্থান হিমানীজালে জড়িত হয়।

হলণ্ডে দীর্ঘতৃণপূরিত গোষ্ঠ অনেক নিরীক্ষিত হয়। সেই সকল গোষ্ঠে অসঙ্খ্য তৃণজীবী জন্তু বিচরণ করে। ঐ সকল জন্তুই অত্রত্য কৃষকদিগের প্রধান সম্পত্তি। এ দেশে যে সকল দ্রব্যের চাস হয় তন্মধ্যে গোম, শণ পাট, মঞ্জিষ্ঠা ও তামাক প্রধান। হলণ্ডের জন্তুবর্গ তাহার সন্নিহিত আর আর দেশ সকলের জন্তুবর্গ হইতে অধিক ভিন্ন নহে। এজন্য বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা গেল না।

হলণ্ডবাসীদিগকে ওলোন্দাজ বলে। যত্ন ও পরিশ্রমের অসাধ্য কিছুই নাই, ওলোন্দাজেরা একথা বিলক্ষণ সার্থক করিয়াছে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে হলণ্ড মধ্যে মধ্যে সমুদ্রজলে নিমগ্ন হইত। ওলোন্দাজেরা অপরিসীম পরিশ্রম বলে সমুদ্রকে স্বদেশ হইতে দূরীকৃত করিয়া এক প্রকার কারারুদ্ধ করিয়া

রাখিয়াছে। ইহাদের পরিশ্রম স্বরূপ ইন্দ্রজালে সমুদ্রতটের বালুকারাশিও আত্মস্বভাব বিস্মৃত হইয়া শস্য প্রসব করিতেছে। ইহারা কৃষিকর্ম্মে যেরূপ পরিশ্রমী শিল্পকর্ম্মেও সেইরূপ। ইহাদের শিল্পকর্ম্ম বহু-বিস্তৃত; তন্মধ্যে বস্ত্র-বয়ন, জিননামক মদিরা প্রস্তুত করণের পারিপাট্য, মৃণ্ময় পাত্রের গঠন ও জাহাজাদি নির্ম্মাণের প্রকরণ সর্ব্বত্র প্রশংসনীয়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বাণিজ্যই ইহাদের শ্রীবৃদ্ধির প্রধান কারণ। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে স্পেনের দাসত্ব হইতে মুক্ত হওয়ার পর অবধি ইহারা পৃথিবীর প্রায় সকল ভাগেই বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছিল। মধ্যে বোনাপার্টির দৌরাত্ম্যে কিঞ্চিৎ ভগ্ন পড়ে। এক্ষণে সে দৌরাত্ম্য একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাদের পূর্ব্ব প্রাধান্য পুনঃপ্রাপ্তির শুভ সুযোগ উপস্থিত। ইয়ুরোপের মধ্যে ইংলণ্ড ভিন্ন হলণ্ডের তুল্য বিভবশালী দেশ আর নাই।

ওলোন্দাজেরা যেমন পরিশ্রমী তেমনি মিতব্যয়ী। ইহারা সৎস্বভাব কিন্তু আত্মম্ভরি ও অত্যন্ত অভিমানী। কোন বিচক্ষণ ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন ইহাদের বুদ্ধি প্রখর নহে, আর সজলানিল দেশে বাসজন্য ইহাদের প্রকৃতিও জড় প্রায়। ইহারা সাহসী নহে কিন্তু অতিশয় একগুঁয়ে।

হলণ্ডে বিদ্যার বিলক্ষণ চর্চ্চা হয়। লীডন, ইয়ুট্রেচট ও গ্রোনিঞ্জেনের বিশ্ববিদ্যালয়, বহুকাল হইতে ইয়ুরোপে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এদেশে আপামর সাধারণ সকল লোকেরই বিদ্যা শিখিবার বিলক্ষণ সুবিধা

আছে। ইয়ুরোপের অন্যান্য দেশের মত এখানে ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে ধর্ম্মপুস্তক অধ্যয়ন করে না। পাদ্রিরা আপন আপন যাজনাধিকারের বালকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া থাকেন।

হলণ্ডের রাজধানী আমষ্টর্ডম। এই নগর অতি বিস্তীর্ণ এবং ইহাতে অনেক বাণিজ্য ব্যবসায় সম্পন্ন হয়। হার্লেম, হেগ, রটর্ডম, লীড্ন, ইয়ুট্রেচট, নাইমোজিন, গ্রনিঙ্গেন, লক্সেম্বর্গ, ও ডেলফর্ট ইহার আর কয়েকটী প্রধান নগর।

হলণ্ডের প্রধান প্রধান বিদেশীয় অধিকার—ভারতসাগরীয় দ্বীপশ্রেণীর মধ্যে জাবা ও মলক্কস এবং সুমাত্রা দ্বীপের কিয়দংশ; আফ্রিকায়, গিনিউপকূলে অবস্থিত কতিপয় ক্ষুদ্র দুর্গ; দক্ষিণ আমেরিকায় সুরিনম অর্থাৎ ওলোন্দাজাধিকৃত গায়েনা; কারিবসাগরীয় দ্বীপশ্রেণীতে কিয়ুরেকোয়া, বিয়ুয়েনআইয়র, সেণ্টউষ্টেসস ও সেণ্টমার্টিনের কিয়দংশ।

বেল্জিয়ম।

বেল্জিয়মের উত্তর সীমা হলণ্ড; পূর্ব্ব সীমা রাইনিকপ্রুসিয়া; দক্ষিণ সীমা, ফ্রান্স; পশ্চিম সীমা জর্ম্মন মহাসাগর। বেল্জিয়মের পরিমাণ ফল প্রায় ১১,৩৫৬ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা অন্যূন ৪০,০০,০০০।

বেল্জিয়মের দক্ষিণ প্রান্ত উন্নত ও বন্ধুর, উত্তরভাগ সমতল ও সাগরপৃষ্ঠ হইতে অধিক উচ্চ নহে; এই ভাগের ভূমি সর্ব্বত্র নদী ও কৃত্রিম সরিতে পরিষিক্ত; গোষ্ঠ, বিপিন ও শস্যক্ষেত্রে বিভূষিত এবং অগণ্য জন-

পূর্ণ গ্রাম ও নগরে মণ্ডিত। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস হইতে রক্ষার নিমিত্ত, হলণ্ডের মত, এদেশের উত্তর ভাগেও অনেক সেতু সংঘটিত আছে।

বেল্‌জিয়মে হলণ্ডের অপেক্ষা শীতের অল্প প্রাদুর্ভাব, ইহার আকাশও তত সজল থাকে না। ভূমি-স্বভাবতঃ উর্ব্বরা নহে, কিন্তু কৃষিকর্ম্মের ঔৎকর্ষে এত শস্য প্রসব করে যে, লোকে ইহাকে ইয়ুরোপের উদ্যান বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছে। গোম, রাই, পাট, শণ, ওট, তামাক ও মঞ্জিষ্ঠা এ দেশের প্রধান উৎপন্ন। অরণ্যে ওক, ভূর্জ্জ ও আস প্রভৃতি অনেক প্রকার বৃক্ষ জন্মে, কিন্তু সুখাদ্য ফলের বৃক্ষ এদেশে অধিক নাই। এখানে সামান্য গ্রাম্য জন্তু প্রায় সকলই পাওয়া যায়। গোষ্ঠ সকলে অপর্য্যাপ্ত তৃণ জন্মে, এজন্য এখানকার তৃণভোজী পশুরা সচরাচর অতি হৃষ্টপুষ্ট হইয়া থাকে। আকরিকের মধ্যে পাথরিয়া কয়লা অতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়; লৌহ, তাম্র, সীস, গন্ধক ও ফট্‌কিরিও স্থানে স্থানে পাওয়া যায়।

বেল্‌জিয়মের অধিবাসীদিগকে বেল্‌জিয়ান বলে। বেল্‌জিয়ানেরা অতিশয় পরিশ্রমী ও শিল্পকুশল। জরি, পট্টবস্ত্র, ধাতুনির্ম্মিত বিবিধ দ্রব্য, ও নানা প্রকার কল এদেশে অতি উৎকৃষ্ট প্রস্তুত হয়। ইহাদের বাণিজ্য দিন দিন প্রচীয়মান হইতেছে। এদেশে প্রদেশ-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত, কিন্তু লোকে প্রায়ই ফরাসি ভাষায় কথা বার্ত্তা কহে, এবং সেই ভাষাই সমুদায় আদালতে ব্যবহৃত।

বেল্‌জিয়মে বিদ্যা শিক্ষার ভাল বন্দোবস্ত নাই;

অন্ততঃ তৃতীয় ভাগ লোক নিয়মিতরূপে শিক্ষা পায় না।

বেল্‌জিয়মের রাজধানী ব্রসেল্‌স, সেন নদীর তীরে অবস্থিত। এই নগর দেখিতে অতি সুন্দর। আন্টর্প, গেন্ট, মেসলিন, অষ্টেণ্ড, নামুর ও লিজ এদেশের আর কয়েকটী প্রধান নগর। ওডেনার্ড, ফন্টেনয়, রামিলিজ ও ওয়াটরলু এই চারি স্থানে প্রসিদ্ধ যুদ্ধঘটনা হইয়াছিল।

জর্ম্মনি।

জর্ম্মনির উত্তর সীমা জর্ম্মন মহাসাগর, ডেন্মার্ক ও বাল্টিকসাগর; পূর্ব্বসীমা প্রসিয়ীয় পোলণ্ড, অষ্ট্রিয়ীয় পোলণ্ড ও হঙ্গেরী; দক্ষিণ সীমা বিনিস উপসাগর, ইটালি ও সুইজর্লণ্ড; পশ্চিম সীমা ফ্রান্স, বেল্‌জিয়ম ও হলণ্ড। জর্ম্মনির পরিমাণফল প্রায় ৬১,৫০০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সঙ্খ্যা প্রায় ৩,৯০,০০০।

জর্ম্মনির মধ্যভাগে পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত একটী পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বত পশ্চিমে ওয়েষ্টফেলিয়া নামক প্রদেশ হইতে উত্থিত হইয়া, হেসিকাসলের অভ্যন্তর ও সাক্সনীর দক্ষিণ দিয়া আসিয়া, অবশেষে কার্পেথিয়ান পর্ব্বতের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা জর্ম্মনি উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। উত্তর ভাগ নিম্ন ও বালুকাময় সমতল ক্ষেত্র, দেখিলে বোধ হয় কিছুকাল পূর্ব্বে সমুদ্রজলে আচ্ছন্ন ছিল। দক্ষিণ ভাগ উন্নত ও স্থানে স্থানে পর্ব্বতে আকীর্ণ।

জর্ম্মনিতে প্রদেশ ভেদে শীতাতপের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব। উত্তর ভাগে বায়ু সজল ও ক্ষণে উষ্ণ ক্ষণে শীতল। মধ্যভাগের বায়ু স্বচ্ছ, তথায় নিয়মিতরূপে

ঋতুর পর্য্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর তথাকার ভূমি অত্যন্ত উন্নত বলিয়া শীতের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব। দক্ষিণ ভাগের বায়ু শুষ্ক ও নাতিশীতোষ্ণ।

জর্ম্মনির উদ্ভিদের মধ্যে আরণ্য তরু সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহাতে দেশের সমুদায় অট্টালিকা ও জাহাজাদি নির্ম্মাণ এবং জ্বালানি কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া এত উদ্বৃত্ত হয় যে বর্ষে বর্ষে বিক্রয়ার্থ অনেক টাকার কাষ্ঠ বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। যে যে প্রকার শস্যে রুটি প্রস্তুত হইতে পারে সেই সমুদায়ই জর্ম্মনিতে পাওয়া যায়। তদ্ব্যতিরেকে স্থানে স্থানে ভুট্টা জন্মে। সুখাদ্য ফলও এখানে অনেক আছে এবং শণ, পাট, পোস্ত, জিরে, তামাক, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, জাফরান প্রভৃতি অনেক দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

জর্ম্মনিতে সামান্য গ্রাম্যজন্তু প্রায় সকলই পাওয়া যায়। অরণ্যে হরিণ, নেকড়ে, ভল্লূক, বন্যবরাহ, উলকামুখী ও লিঙ্কিস * দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখানে মধুমক্ষিকা অনেক, তদ্দ্বারা যথেষ্ট মধু উৎপন্ন হয়। জর্ম্মনির ভূগর্ভে যত প্রকার ও যত পরিমাণে আকরিক নিহিত আছে, ইয়ুরোপের অন্য কোন দেশেই তত নাই। আকরিকের উত্তোলনও এ দেশে ইয়ুরোপের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অধিক কৌশলে ও অল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হয়; জর্ম্মনির মধ্যমীয় পর্ব্বতে স্বর্ণ ও রৌপ্য পাওয়া যায়। লৌহ, তাম্র, সীস, দস্তা, সৈন্ধবলবণ নানা

* বনমার্জার জাতীয় শ্বাপদ। ইহার চক্ষু অতিশয় তীক্ষ্ণ। ইয়ুরোপীয়েরা সচরাচর তীক্ষ্ণ দর্শন ব্যক্তিকে লিঙ্কিসদৃষ্টি বলিয়া বর্ণনা করেন।

প্রকার মার্ব্বল ও বহু মূল্য প্রস্তর, নানাস্থানে উত্তো-
লিত হইয়া থাকে। পাথরিয়া কয়লার খনিও এদেশে
অনেক আছে, কিন্তু জ্বালানি কাষ্ঠ অপর্য্যাপ্ত বলিয়া
সেই সকল খনির কয়লা প্রায়ই উত্তোলিত হয় না।

জর্ম্মনিতে বিদ্যা শিক্ষার অসাধারণ সুযোগ আছে।
ইহাতে ঊনবিংশতি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রায় প্রত্যেক
প্রধান নগরে এক এক প্রধান বিদ্যালয় সংস্থাপিত
আছে। তদ্ব্যতিরেকে অল্পপাঠী বালকদিগের অধ্য-
য়নের নিমিত্ত সামান্য বিদ্যালয় দ্বারে দ্বারে আছে
বলিলেই হয়। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের ব্যয় অল্প;
নিতান্ত জড়বুদ্ধি অথবা চিরকাল মূর্খ থাকিব বলিয়া দৃঢ়-
প্রতিজ্ঞ না হইলে সকলেই অনায়াসে অন্ততঃ লিখন,
পঠন ও অঙ্ক শিক্ষা করিতে পারে। সমুদায় নিয়মিত
বিদ্যালয় ব্যতিরেকে জর্ম্মনির স্থানে স্থানে বহুসঙ্খ্যক
বিদ্যাবিষয়িণী সভা সংস্থাপিত আছে; তথায় পণ্ডি-
তেরা বিবিধ বিদ্যার আলোচনা করিয়া থাকেন।

জর্ম্মনির অধিবাসীদিগকে জর্ম্মন কহে। জর্ম্মনেরা
সুশ্রী ও দীর্ঘাকার। সারল্য, মিতব্যয়, আতিথেয়তা,
প্রগাঢ় পরিশ্রম ও অবিচলিত অধ্যবসায় ইহাদের চরি-
ত্রের প্রধান লক্ষণ। দোষের মধ্যে ইহারা বিজাতীয়
কুলাভিমানী। বিবিধ শিল্প কর্ম্মে ইহাদের বিশেষ
নৈপুণ্য। বাণিজ্যে ইহারা তাদৃশ শ্রেষ্ঠ নহে।

জর্ম্মনির শাসন প্রণালী অতিশয় জটিল। এই দেশ
স্ব স্ব প্রধান চত্বারিংশৎ রাজ্যে বিভক্ত, সেই সমুদায়
রাজ্য পরস্পরের রক্ষা ও সহায়তার নিমিত্ত সন্ধিসূত্রে
বদ্ধ। তাহারা সকলে মিলিত হইয়া একটী সভা সংস্থা-

পিত করিয়াছে, ঐ সভাকে ডায়ট কহে। তথায় সমুদায় রাজ্য হইতে প্রতিনিধি আসিয়া সমাবিষ্ট হয়। অষ্ট্রিয়ার অধিপতির প্রতিনিধি এই সভার অধ্যক্ষ। যাহাতে সমুদায় মিলিত রাজ্যে কুশল ও পরস্পরের ঐক্য থাকে, এই সভায় তৎসম্পর্কীয় বিষয় সকলেরপর্য্যালোচনা হইয়া থাকে; তাহাতে যাহা সিদ্ধান্ত হয় সকল রাজ্যকেই তদনুরূপ কার্য্য করিতে হয়।

সম্মিলিত রাজ্য সকলের রাজকার্য্য দুই প্রকারে সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক রাজ্য আপন আপন আইন ও শাসন প্রণালীর অনুবর্ত্তী হইয়া আপন প্রজা ও রাজস্ব সম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয় নিষ্পন্ন করে। অবশিষ্ট সমুদায় বিষয়ে ডায়টের আজ্ঞামত চলিতে হয়। বাস্তবিক ডায়ট সভা সম্রাট স্বরূপ; আর মিলিত রাজ্যগুলি সম্রাটের অধীন স্ব স্ব প্রধান সামন্তরাজ্যের ন্যায়। ইহারা কেবল আত্মসম্পর্কীয় বিষয় সকলে আপন আপন মতানুযায়ী কার্য্য করিতে পারে। আত্মসীমাবহির্গত কোন বিষয়ে ডায়টের অমতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। সেই সকল বিষয়ে ডায়টের সম্পূর্ণ প্রভুতা।

সম্মিলিত রাজ্য সকলের মধ্যে কতকগুলি রাজ্যের রাজাদিগের সমগ্র অধিকার জর্ম্মনির অন্তর্ব্বর্ত্তী নহে। সুতরাং সমুদায় অধিকার ডায়টেরও অধীন নয়। কিন্তু জর্ম্মনিতে তাঁহাদের যে সকল অধিকার আছে সেই সকল অধিকারের রাজা বলিয়া তাঁহারা জর্ম্মনির রাজাবলীর মধ্যে গণিত ও ডায়টে প্রতিনিধি পাঠাইবার যোগ্য। জর্ম্মনির সীমার বাহিরে তাঁহাদের যে সকল অধিকার আছে জার্ম্মনিক ডায়টের সহিত সেই সকল অধিকা-

য়ের কোন সংস্রব নাই। হলণ্ড, অস্ত্রিয়া ও প্রসিয়ার অধিপতিরা এইরূপে জর্ম্মনির রাজাবলীর মধ্যে পরিগণিত। এই তিন নরপতির মধ্যে প্রভেদ এই যে হলণ্ড জর্ম্মনির অন্তর্বর্ত্তী নহে, কিন্তু এই দেশের রাজা জর্ম্মনির অন্তর্গত লক্সেম্বর্গ নামক একটী প্রদেশ অধিকার করিয়াছেন। অস্ত্রিয়া ও প্রসিয়া উভয়ই জর্ম্মনির অন্তর্গত, কিন্তু এই উভয় দেশের রাজারাই জর্ম্মনির সীমা অতিক্রম করিয়া বিদেশে রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন।

জর্ম্মনির অন্তর্গত যে সকল রাজ্য অস্ত্রিয়া ও প্রসিয়ার অধীন, অস্ত্রিয়া ও প্রসিয়া প্রকরণে তাহাদের উল্লেখ হইবে। অবশিষ্ট রাজ্য সকলের মধ্যে যে গুলি অপেক্ষাকৃত অধিক প্রসিদ্ধ নিম্নে তাহাদের উল্লেখ করা যাইতেছে।

রাজ্যের নাম।	প্রধান নগরের নাম।
বাবেরিয়া	মিয়ুনিক ও ব্লেন্‌হিম্‌।
হানোবর	হানোবর ও গটিঞ্জেন।
ওয়ার্টেম্বর্গ	ষ্টট্‌গার্ট।
সাক্সনী	ড্রেস্‌ডেন ও লিপ্‌জিগ।
হেসিকাসেল	কাসেল।
বেডিন	কারল্‌স্রু।

হম্‌বর্গ, লুবেক, ব্রিমেন ও ফ্রাঙ্কফোর্ট এই চারি নগর চারি স্বাধীন সাধারণতন্ত্র এবং বহুবিধ বাণিজ্যের স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। ফ্রাঙ্কফোর্ট নগরে জর্ম্মনির ডায়ট সংস্থাপিত আছে।

প্রসিয়া।

কতকগুলি বিচ্ছিন্ন জনপদ লইয়া প্রসিয়া রাজ্য পরিগণিত। এই রাজ্য দুই প্রধান খণ্ডে বিভক্ত, পূর্ব্ব প্রসিয়া ও পশ্চিম প্রসিয়া। পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রসিয়ার মধ্যস্থলে, প্রসিয়াপতির অধীন নয় এমন কতকগুলি জার্ম্মনিক রাজ্য থাকাতে প্রসিয়া রাজ্যের এই দুই ভাগ পরস্পর বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে; পূর্ব্ব প্রসিয়া রুসিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সমীপবর্ত্তী। নিজ প্রসিয়া, প্রাচীন পোলণ্ড রাজ্যের পোসেন নামক প্রদেশ, ব্রাণ্ডেনবর্গ পোমেরেনিয়া, সিলিসিয়া ও সাক্সনির কিয়দংশ, এই সমুদায় পূর্ব্ব প্রসিয়ার অন্তর্গত। এই সকলের মধ্যে পোসেন ভিন্ন, অবশিষ্ট সমুদায়ই জর্ম্মনির উত্তর ভাগের অন্তর্ব্বর্ত্তী, সুতরাং জর্ম্মনি দেশের বিবরণেই ইহাদের বিবরণ সম্পন্ন হইয়াছে।

পশ্চিম প্রসিয়া-হলণ্ড, বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের সমীপবর্ত্তী। ওয়েষ্টফেলিয়া ও রাইনিক প্রসিয়া* এই খণ্ডের প্রধান প্রদেশ। এখানে রাইন নদী প্রবাহিত। ঐ নদীর উভয় তীর দেখিতে অতিশয় মনোহর। প্রসিয়ার শীতাতপ ও উদ্ভিদাদি জর্ম্মনি দেশের তত্তৎ সমুদায় হইতে কিছুই বিভিন্ন নহে। এজন্য তাহাদের পৃথক বিবরণ লেখা গেল না।

প্রসিয়া রাজ্যে শিক্ষাকার্য্যে যত যত্ন ও অনুরাগ, পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই তত দেখা যায় না। রাজ-

---

* রাইন নদীর তীরবর্ত্তী বলিয়া পশ্চিম প্রসিয়ার দক্ষিণ দিককে রাইনিক প্রসিয়া কহা যায়।

নিয়ম অনুসারে সকল প্রজাকেই আপন সন্তানগণকে যথাকালে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে হয়, অথবা এরূপ প্রমাণ করিতে হয় যে, তাহারা আপন গৃহেই উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে। দরিদ্র সন্তানেরা, পঠদ্দশার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে গবর্ণমেণ্ট হইতে আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই রাজ্যে সাতটী বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিদ্যালয় অনেক আছে।

প্রসিয়া রাজ্যের রাজধানী বর্লিন, ব্রাণ্ডেনবর্গ প্রদেশে স্প্রিনামক ক্ষুদ্র নদীর তটে অবস্থিত। ব্রেস্‌ল, কলোন, কোনিংসবর্গ, মাগ্‌ডিবর্গ, ইউটেন্‌বর্গ, ডানজিগ ও আয়লাসাপল ইহার আর কয়েকটী প্রধান নগর।

অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য।

জর্ম্মনির অভ্যন্তরে, বাবেরিয়ার পূর্ব্বদিকে, অস্ট্রিয়া নামে প্রদেশ আছে। সেই প্রদেশের অধিপতিরা কালসহকারে ক্রমে ক্রমে জর্ম্মনির ভিতরে ও তাহার বাহিরে অনেক স্থান হস্তগত করিয়া সম্রাট্ নামে খ্যাত হইয়াছেন। তাঁহাদের সাম্রাজ্যকে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য কহে। এই সাম্রাজ্যের উত্তর সীমা রুসিয়া, প্রসিয়া সাক্সনী ও বাবেরিয়া; পূর্ব্ব সীমা রুসিয়া ও তুরুষ্ক; দক্ষিণ সীমা তুরুষ্ক, বিনিস উপসাগর ও ইটালির স্বাধীনভাগ; পশ্চিম সীমা ইটালি রাজ্য, সুইজর্লণ্ড ও বাবেরিয়া। এই সাম্রাজ্যের পরিমাণফল প্রায় ৬৪,৫০০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৪,০০,০০,০০০।

এই সাম্রাজ্য চারি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত; নিম্নে

সেই সকল অঞ্চলের ও তাহাদের অন্তর্গত প্রধান প্রধান প্রদেশের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। জর্ম্মনি অঞ্চল—অষ্ট্রিয়া, বোহিমিয়া, মরেবিয়া, সিলিসিয়া, ষ্টিরিয়া, ইলিরিয়া, টিরল।

২। পোলণ্ড অঞ্চল—গালিসিয়া।

৩। হঙ্গেরি অঞ্চল—হঙ্গেরি, ট্রান্সিলবেনিয়া, বানাট, স্কালাবোনিয়া, ক্রোসিয়া ও ডাল্‌মেসিয়া।

৪। ইটালি অঞ্চল—বিনিসিয়া।

এই বিশাল সাম্রাজ্যের প্রদেশ বিশেষে পর্ব্বতাকীর্ণ ভূতল ও গিরি আদি শূন্য সমতল ক্ষেত্র নিরীক্ষিত হয়। টিরল, ষ্টিরিয়া, ইলিরিয়া ও ট্রান্সিল্‌বেনিয়া এই কয় প্রদেশ অতিশয় পর্ব্বতময়, কিন্তু হঙ্গেরি ও ইটালিক প্রদেশ সকলে দূরবিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র অনেক নেত্র-গোচর হয়। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্য দেখিতে যেরূপ অসমাকার, ইহাতে প্রদেশ বিশেষে শীতাতপেরও তদনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাব। নিম্ন অষ্ট্রিয়ার বায়ু স্বাস্থ্যকর ও নাতিশীতোষ্ণ; দাক্ষিণাত্য প্রদেশ সকল অপেক্ষাকৃত উষ্ণপ্রধান; এ দিকে আল্প পর্ব্বত ও তদুপকণ্ঠে অতিশয় শীত। হঙ্গেরি অঞ্চলে সর্ব্বদাই ঝটিকা, ভূমিকম্প ও অতিশয় অনাবৃষ্টি ঘটিয়া থাকে। আল্পীয় প্রদেশে ইয়ুরোপের অন্যান্য সমুদায় স্থান অপেক্ষা অধিক বৃষ্টি পতিত হয়।

অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের দক্ষিণ ভাগের ভূমি উর্ব্বরা। তথায় যথেষ্ট শস্য জন্মে। উত্তর ভাগ তাদৃশ উর্ব্বর নহে। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্য আকরিক সম্পত্তির নিমিত্ত অতিশয় প্রসিদ্ধ। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও পারদ প্রচুর

পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানকার লৌহ অতিশয় উৎকৃষ্ট এবং সাম্রাজ্যের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে নিহিত। এখানে পাথরিয়া কয়লা, সৈন্ধবলবণ ও নানাবিধ বহুমূল্য প্রস্তরের আকর আছে। এ সমুদায় ভিন্ন অন্যান্য প্রকার আকরিকও অল্প বা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

জর্ম্মনিতে যে সকল জন্তু পাওয়া যায় অষ্ট্রিয়াতেও সেই সমুদায় পাওয়া গিয়া থাকে।

অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে নানা জাতীয় লোকের বাস। তাহাদের ভাষা ও আচার ব্যবহার পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন। এদেশের সমুদায় বিচারালয়ে ও চতুষ্পাঠিতে জর্ম্মন ভাষা প্রচলিত। এই সাম্রাজ্যের প্রায় সর্ব্বত্রই, অল্পপাঠী বালকদিগের নিমিত্ত, সামান্য পাঠশালা সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু যত পাঠশালার প্রয়োজন হঙ্গেরি প্রভৃতি দূরতর প্রদেশে অদ্যাপি তত সংস্থাপিত হয় নাই। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে এমন কোন লিখিত নিয়ম নাই যে বালকমাত্রকেই পাঠশালায় প্রবিষ্ট হইতে হইবে, কিন্তু লেখা পড়া না শিখিলে কেহই কোনরূপ বিষয়কর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না ও দারপরিগ্রহ করিতে পায় না, সুতরাং প্রাগুক্ত নিয়ম নাই বলিয়া কেহই বিদ্যানুশীলনে ঔদাসীন্য করিতে পারে না। সামান্য স্কুল ও নয়টী বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতিরেকে এখানে আরও অনেক প্রধান বিদ্যালয় আছে।

অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালীতে রাজকার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহার অন্তর্গত সমুদায় সামন্ত-রাজ্যে এক এক সভা সংস্থাপিত আছে। সেই সেই সভার উদ্দেশ্য

এই যে সম্রাট্ কোনরূপ অত্যাচার করিলে তাহার নিবারণ করে। কিন্তু কার্য্যকালে এই উদ্দেশ্যের অণুমাত্রও সম্পন্ন হয় না। সম্রাটের যাহা ইচ্ছা হয় তিনি তাহাই করেন, কোন সভাই তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে না।

অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের রাজধানী বিয়েনা, নিজ অষ্ট্রিয়ার অভ্যন্তরে ডানিয়ুব নদীর তীরে অবস্থিত। সাম্রাজ্যের অন্যান্য কতিপয় প্রধান নগর—জর্ম্মনি অঞ্চলে বোহিমিয়ার রাজধানী প্রেগ। ইটালী অঞ্চলে—বিনিস উপসাগরের তীরবর্ত্তী সুবিখ্যাত বিনিস, এবং মিলান ও মান্টুয়া। হঙ্গেরি অঞ্চলে-বুডা, প্রেসবর্গ ও টোকে, ডানিয়ুব নদীর তীরে অবস্থিত। পোলণ্ড অঞ্চলে লেম্বর্গ ও, বিস্টুলা নদীর তীরবর্ত্তী, ক্রাকো।

ইটালি।

ইটালির উত্তর সীমা আল্প পর্ব্বত; পূর্ব্বসীমা বিনিস উপসাগর; দক্ষিণ সীমা ভূমধ্যসাগর; পশ্চিম সীমা ভূমধ্যসাগর ও ফ্রান্স। ইটালির পরিমাণফল প্রায় ৩০,০০০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সঙ্খ্যা প্রায় ২৬,০০,০০০।

ইটালি গিরি ও অন্তর্দ্দেশে সমাকীর্ণ, অতি সুদৃশ্য দেশ। ইহার সমুদায় উত্তর প্রান্ত ব্যাপিয়া তুষারধবলিত আল্প গিরি বৃত্তাকারে বিস্তৃত রহিয়াছে; অভ্যন্তরে আপিনাইন পর্ব্বত ইহাকে দ্বিধা বিভক্ত করিতেছে। উত্তর ভাগে আল্প ও আপিনাইনের মধ্যবর্ত্তী লম্বার্ডি প্রভৃতি প্রদেশ বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র। আপিনাইন পর্ব্বতের উভয় পার্শ্বে ও অনেক সমতল ও

উন্নতানত ক্ষেত্র নিরীক্ষিত হয়। ইটালির উপকূল ভাগে অনেক উপসাগর প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে বিসুবিয়স্ ও ইহার সমীপবর্ত্তী সিসিলি দ্বীপে এটনা নামে আগ্নেয় পর্ব্বত আছে। অনেক বার সেই সকল পর্ব্বত হইতে অতি ভয়ানক অগ্ন্যুদ্গম হইয়া গিয়াছে।

শীতাতপবিষয়ে ভারতবর্ষে কাশ্মীর যেরূপ মনোহর, ইয়ুরোপের মধ্যে ইটালিও সেই রূপ। কিন্তু ইটালি চিরকাল সমান মনোহর থাকে না। জ্যৈষ্ঠাদি চারি মাস অতিশয় গ্রীষ্ম; বিন্দুমাত্রও বৃষ্টি পতিত হয় না, সূর্য্যের প্রখরকিরণে পৃথিবী লোহিতবর্ণ ও বৃক্ষলতাদি শুষ্কপ্রায় হইয়া উঠে; মধ্যে মধ্যে আফ্রিকা হইতে সিরাকো নামে এক প্রকার ভয়ানক বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহার স্পর্শে বৃক্ষ লতাদি হততেজ এবং মনুষ্যের শরীর অবসন্ন ও স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া উঠে। ইটালির অনেক প্রদেশে পূতিবাষ্প উত্থিত হওয়াতে বায়ু কলুষিত ও অস্বাস্থ্যকর থাকে।

ইটালির ভূমি উর্ব্বরা। রাই, মটর ও অন্যান্য প্রকার শস্য এবং পীচ, আঙ্গুর, দাড়িম, বাদাম, খেজুর, জিৎফল, আকরট, কমলালেবু প্রভৃতি ফল অনেক পাওয়া যায়। ইক্ষুও এ দেশে জন্মিয়া থাকে। তুতগাছ এখানে অনেক, তাহাতে বিস্তর রেশম প্রস্তুত হয়। এখানকার জিৎফল হইতে অতি উৎকৃষ্ট তৈল নিষ্পীড়িত হইয়া থাকে।

নেকড়ে ও বন্যবরাহ ইটালির প্রধান আরণ্য জন্তু। ইহাতে পক্ষী ও পতঙ্গ অনেক প্রকার আছে। তৃণাদি যথেষ্ট পাওয়া যায় না বলিয়া গ্রাম্যজন্তু অধিক নাই।

ইটালি দেশে লৌহ ভিন্ন অন্য প্রকার ধাতু অতিশয় বিরল ; এখানে অতি উৎকৃষ্ট মার্ব্বল ও অন্যান্য প্রকার প্রস্তর যথেষ্ট পাওয়া যায়।

ইটালির অধিবাসীরা সুশ্রী, সুবুদ্ধি, প্রফুল্লচিত্ত ও বিদেশীয় লোকের প্রতি অতিশয় শিষ্টাচারী। কিন্তু ইহারা শঠ ও আত্মম্ভরি ; নরহত্যা ও দস্যুবৃত্তি ইহাদের দেশে অনুক্ষণ ঘটিয়া থাকে। শিল্পকর্ম্মে ইহাদের অসাধারণ যত্ন ও নৈপুণ্য ; বিশেষতঃ চিত্র, সঙ্গীত, ভাস্কর ও স্থপতি বিদ্যায় ইহারা অতিশয় পারদর্শী।

ইটালির শিক্ষাপ্রণালী উৎকৃষ্ট নহে ; সামান্য লোকেরা কিছুই শিখিতে পায় না, আর বড় লোকেরাও ইয়ুরোপের অন্যান্য দেশের বড় লোকদিগের ন্যায় উত্তমরূপে শিক্ষিত হয় না। কিন্তু শিক্ষাপ্রণালী অপ্রশস্ত বলিয়া ইটালি পণ্ডিতশূন্য নহে। বিদ্যোপার্জ্জনে আন্তরিক যত্ন থাকাতে আপনাপনি অধ্যয়ন করিয়া অনেকে বিবিধ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন।

রোম নগর ও তৎসন্নিহিত প্রদেশে সংঘটিত পোপের রাজ্য এবং অস্ট্রিয়ার অধিকৃত বিনিস্ ভিন্ন অবশিষ্ট সমুদায় ইটালি, সার্ডিনিয়া ও সিসিলি দ্বীপ সমেত, এক রাজার অধীন হইয়াছে, এবং "ইটালি রাজ্য" এই নামধারণ করিয়াছে। বৃটন রাজ্যের রাজকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত পার্লিমেণ্ট* নামে যেরূপ মহতী সভা আছে, ইটালি রাজ্যেও সেইরূপ সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। ফলতঃ ইটালি রাজ্যে বৃটন রাজ্যে-

---

* ইংলণ্ড প্রকরণে পার্লিমেণ্টের বিবরণ দেখ।

রই সম্পূর্ণ অনুরূপ শাসনপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে। পোপের রাজ্যে অদ্যাপি নিয়মতন্ত্র প্রণালীতে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। ইটালির লোকের যেরূপ উদ্যম ও অভিলাষ দৃষ্ট হইতেছে তাহাতে বোধ হয় অনতিদীর্ঘ কাল মধ্যেই পোপের রাজ্যও ইটালি রাজ্যের অন্তর্নিবেশিত হইয়া উঠিবে।

ইটালির প্রধান প্রধান নগর।

রোম—পোপের রাজ্যের রাজধানী। প্রাচীন কালে রোমনগরী ইয়ুরোপীয়দিগের তৎকাল-পরিচিত যাবতীয় পৃথিবীর রাজধানী ছিল। তখন ইহার অতিশয় শোভা ও সমৃদ্ধি ছিল। অদ্যাপিও ইহাতে বহুসংখ্যক পরম রম্য অট্টালিকা রহিয়াছে। ফ্লরেন্স—ইটালি রাজ্যের রাজধানী, পো নদীর তীরে অবস্থিত। নীচ, জেনোয়া, কাগ্লিয়ারি, টুরিন, লেগহরন, পাইসা, লুক্কা, নেপল্‌স ও পালামো ইটালির আর কয়েকটী প্রধান নগর।

সুইজর্লণ্ড।

সুইজর্লণ্ডের উত্তর সীমা জর্ম্মনি; পূর্ব্ব সীমা অষ্ট্রিয়া; দক্ষিণ সীমা ইটালি; পশ্চিম সীমা ফ্রান্স। সুইজর্লণ্ডের পরিমাণফল প্রায় ৩,৯১৫ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৫,০০,০০০।

সুইজর্লণ্ড অতিশয় পর্ব্বতময়। আল্প পর্ব্বত পূর্ব্ব ও দক্ষিণ উভয় প্রান্ত বেষ্টন করিয়া অভ্যন্তরেও অনেক স্থান আকীর্ণ করিয়া রহিয়াছে, এদেশে স্থানভেদে

প্রকৃতি, ভীষণ ও মোহন উভয় বেশই ধারণ করিয়াছে। ঊর্দ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করিলে চিরহিমানীবিরাজিত আল্প শিখর, স্খলনোন্মুখ নিস্তল নগপ্রপাত, সমূলোৎপাটিত পর্ব্বত প্রায় বরফরাশির * পতন, তীব্রবেগ জলপ্রপাত এবং ভীমনাদ তরঙ্গ এই সকল ভয়ানক ব্যাপার দৃষ্ট হয়, কিন্তু নিম্নে নয়ন নিক্ষেপ করিলে রমণীয় নিকুঞ্জ বন, শ্যামল শস্যক্ষেত্র, আনন্দপূরিত পর্ণকুটীর, কাচস্বচ্ছ সরসী ইত্যাদি দেখিয়া মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হয়। সুইজর্লণ্ডের সমুদায় হ্রদও অতিশয় সুদৃশ্য, ইয়ুরোপের কতিপয় প্রধান প্রধান নদী এই দেশ হইতে নির্গত হইয়াছে। সুইজর্লণ্ডে প্রদেশভেদে শীতাতপের অতিশয় তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে কোন স্থানে লাপলণ্ড দেশীয় ভীষণ শীত ও স্থানান্তরে ইটালিদেশীয় উত্তাপ অনুভূত হয়।

কৃষিকর্ম্মের পক্ষে সুইজর্লণ্ডের ভূমি অনুকূল নহে; এখানকার কৃষকেরা অপরিমিত পরিশ্রম করে তথাপি মৃত্তিকার দোষে যথেষ্ট শস্য লাভ করিতে পারে না। এদেশের গিরিতটে অনেক প্রকার গঠনকাষ্ঠ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভল্লুক, স্যামইজ[১], মার্ম্মট[২] ও পাহাড়ে ছাগল এদেশের প্রধান আরণ্য জন্তু। গ্রাম্য জন্তুর মধ্যে এখানকার কুক্কুর অতিশয় প্রসিদ্ধ।

---

* এই সকল বরফরাশির দ্বারা কখন কখন গৃহাদি, কখন বা গ্রামকে গ্রাম, ঢাকিয়া যায়।

১ ছাগ জাতীয় এক প্রকার চতুষ্পদ।

২ খরগস জাতীয় এক প্রকার জন্তু।

এদেশের পর্ব্বত দেখিয়া আপাততঃ ইহাকে নানাবিধ বহুমূল্য ধাতুর আকর বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। লৌহের খনিই অধিক; আর রৌপ্য, তাম্র ও সীসকও স্থানে স্থানে পাওয়া যায়।

সুইজর্লণ্ডবাসীদিগকে সুইস কহে। ইহারা সাহসী, মিতব্যয়ী, পরিশ্রমী, স্বদেশপ্রিয় ও প্রবঞ্চনাশূন্য। ইহারা নানা প্রকার শিল্পকর্ম্ম করিয়া থাকে, তন্মধ্যে ঘটিকাযন্ত্র নির্ম্মাণে বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করে। জেনিবা নগরের ক্ষুদ্র ঘড়ী অতিশয় প্রসিদ্ধ। বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে সুইসদিগের অত্যন্ত মনোযোগ। এদেশে দুই বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিদ্যালয় অনেক আছে।

সুইজর্লণ্ড দ্বাবিংশতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগকে এক এক কান্টন কহে। প্রত্যেক কান্টন এক এক স্ব স্ব প্রধান সাধারণতন্ত্র। সেই সমুদায় সাধারণতন্ত্র মিলিত হইয়া এক সভা সংস্থাপিত করিয়াছে। ঐ সভাকে ডায়ট কহে। তথায় সমুদায় সাধারণতন্ত্র হইতে প্রতিনিধি আসিয়া সমাবিষ্ট হয়। সুইজর্লণ্ডের যাবতীয় সাধারণ বিষয় ও বিদেশীয় রাজাদিগের সহিত সন্ধি বিগ্রহাদি যাবতীয় কার্য্য সেই সভার আজ্ঞানুসারে হইয়া থাকে।

সুইজর্লণ্ডে বড় বা অধিক নগর নাই। লোক পল্লীগ্রামে বাস করিতেই অধিক অনুরক্ত। বরন, জেনিবা ও বেল এই তিনটীমাত্র নগরে বিংশতি সহস্রের অধিক লোক বসতি করে। বরন নগরে সুইজর্লণ্ডের ডায়ট সমাবিষ্ট ও জেনিবায় নানা প্রকার বিদ্যার আলোচনা হয়। বেল নগর সুইজর্লণ্ডের প্রধান বাণিজ্য স্থান।

ফ্রান্স।

ফ্রান্সের উত্তর সীমা ইংলিস সাগর ও বেলজিয়ম : পূর্ব্ব সীমা জর্ম্মনি, সুইজলণ্ড ও ইটালি ; দক্ষিণ সীমা ভূমধ্যসাগর ও পিরিনিস পর্ব্বত ; পশ্চিম সীমা আট্‌লান্টিক মহাসাগর। ফ্রান্সের পরিমাণফল প্রায় ৫০,০০০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৩,৬০,০০,০০০।

ফ্রান্সের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্ত পর্ব্বতে আচ্ছন্ন ; অভ্যন্তরভাগ, অবরণ ও লাঙ্গুডক নামে দুই প্রদেশ ব্যতিরেকে, আর সর্ব্বত্র সমতল। পূর্ব্বপ্রান্তে আল্পস পর্ব্বত অর্দ্ধেকেরও অধিক ভাগ আচ্ছন্ন করিয়া আছে এবং আল্পের কতিপয় প্রত্যন্ত গিরি ডফেন ও প্রবেন্স নামক দুই প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়াছে। দক্ষিণ প্রান্তে পিরিনিস গিরি ফ্রান্স দেশকে স্পেন হইতে পৃথক্ করিতেছে এবং পিরিনিসের কতিপয় প্রত্যন্ত শৈল গাস্কইন ও রজিলিন নামে দুই প্রদেশ আকীর্ণ করিয়া আছে। পূর্ব্বদিকে যেখানে রাইন নদী ফ্রান্সের প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, সেই খানে বসজেস ও আর আর কতিপয় পর্ব্বত আছে।

ফ্রান্সে প্রদেশভেদে শীতাতপের ভিন্ন ভিন্ন ভাব। উত্তরভাগে বৃষ্টি প্রায় সর্ব্বদা পতিত হয়, বায়ু সজল ও অনচ্ছ থাকে ; মধ্যভাগে শীতের প্রভাব অপেক্ষাকৃত অল্প ; তথাকার বায়ু সচরাচর অতিশয় সুখস্পর্শ। দক্ষিণভাগ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ও ইটালি প্রভৃতি দেশের সদৃশ। মধ্যভাগে মধ্যে মধ্যে প্রচণ্ড ঝটিকা ও শিলাবৃষ্টি হইয়া থাকে, দক্ষিণ ভাগে সময়ে সময়ে অনাবৃষ্টি হেতু শস্যাদি নষ্ট হইয়া যায়।

স্থানে স্থানে কতিপয় বিচ্ছিন্ন প্রদেশ ভিন্ন ফ্রান্সের ভূমি সর্ব্বত্রই উর্ব্বরা, শস্য নানাপ্রকার ও অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে। এদেশে স্থান বিশেষে দ্রাক্ষা, ভূট্টা, জিৎফল ও কমলালেবু উৎপন্ন হয়। ফ্রান্সে মদিরা অপর্য্যাপ্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে। মদ্যপায়ীরা ফ্রান্সের কয়েক প্রকার সুরার অতিশয় প্রশংসা করে। ফ্রান্সে অরণ্য অনেক দেখিতে পাওয়া যায়; অন্যান্য দেশে যেমন পাথরিয়া কয়লা দ্বারা ইন্ধনের কার্য্য সম্পন্ন হয় এদেশে সেরূপ নয়, এখানে কাষ্ঠই গৃহস্থদিগের প্রধান ইন্ধন বলিয়া সেই সকল অরণ্য হইতে বর্ষে বর্ষে অনেক টাকা উৎপন্ন হয়।

ফ্রান্সে সামান্য গ্রাম্য জন্তু প্রায় সকল প্রকারই পাওয়া যায়। আরণ্য জন্তুর মধ্যে নেকড়ে, লিঙ্কস্, উল্‌কামুখী ও বন্যবরাহ প্রধান।

এদেশে আকরিকের মধ্যে পাথরিয়া কয়লা, লোহা ও লবণ অতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। গৃহনির্ম্মাণোপযোগী মার্ব্বল আদি নানাপ্রকার প্রস্তরও যথেষ্ট পাওয়া যায়।

ফ্রান্সের অধিবাসীদিগকে ফরাসি কহে। ফরাসিরা সুবুদ্ধি, উদ্যোগী, বিচক্ষণ, প্রফুল্লচিত্ত, মিষ্টভাষী ও অতিশয় শিষ্টাচারী। নীতি বিষয়ে কেহ কেহ ইহাদিগের অযশ করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই অযশের বিশেষ হেতু দৃষ্ট হয় না। নগরবাসী ফরাসীরা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ কলঙ্কস্পর্শশূন্য নহে সত্য বটে, কিন্তু কোন দেশেই নাগরিকদিগকে সর্ব্বথা শুদ্ধসত্ত্ব দেখা যায় না। নগরে প্রলোভন অনেক, তাহা

নিবারণ করিতে না পারিয়া অনেকেই পাপপঙ্কে মগ্ন হয়। এজন্য কোন জাতির চরিত্র বিচার করিতে হইলে প্রদেশবাসীদিগের চরিত্রই অগ্রে ধরিতে হয়। ফ্রান্সের প্রদেশবাসীদিগের চরিত্র অন্ততঃ তাহাদের প্রতিবেশী জাতিদিগের হইতে অণুমাত্রও অপবিত্র নহে। সুতরাং তাহাদিগের দৃষ্টান্ত ধরিলে ইহারা নিন্দনীয় হইতে পারে না। ফরাসিরা নানা প্রকার শিল্পকর্ম্মে বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে। এদেশীয় মদিরা, পট্ট ও কার্পাস বস্ত্র, লৌহ দ্রব্য, কাচ ও কাগজ অতি উৎকৃষ্ট। বিদেশ হইতে এখানে যে সকল পণ্য দ্রব্য আনীত হয় তন্মধ্যে নীল, তুলা, কাফি, পাট, তামাক, রেশম, পশম, নানা প্রকার ধাতু ও পাথরিয়া কয়লা প্রধান। আর মদিরা, নানা প্রকার বস্ত্র ও আভরণ, বিবিধ বিলাস দ্রব্য, কাগজ, ঘড়ি, ও কাচের বাসন এখান হইতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে।

ফ্রান্সের শিক্ষাপ্রণালী অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে ষড়্‌বিংশতি প্রধান বিদ্যালয় আছে, তদ্ভিন্ন সামান্য বিদ্যালয়ও অনেক। ফ্রান্সে বিবিধশাস্ত্রবিশারদ অতি প্রধান পণ্ডিত অনেক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। প্রথিত আছে এ দেশে বর্ষে বর্ষে পুস্তক ও সংবাদপত্র ২৪,০০,০০,০০০ মুদ্রিত হইয়া থাকে।

ফ্রান্স দেশে খ্রীষ্টিয় ১৭৮৯ সাল হইতে উপর্য্যুপরি কয়েকবার রাজবিপ্লব ও আত্মবিগ্রহ * উপস্থিত হও-

---

* কোন দেশীয় প্রজারা আপনাপনির মধ্যে যুদ্ধ করিলে সেই যুদ্ধকে আত্মবিগ্রহ কহা যায়।

য়াতে শাসন প্রণালীর বারম্বার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অধুনা সুবিখ্যাত নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র, "তৃতীয় নেপোলিয়ন" সম্রাট্ এই উপাধি গ্রহণ করিয়া ফ্রান্সের সিংহাসনে রাজত্ব করিতেছেন। তাঁহার শাসন নামে প্রজাতন্ত্র, কিন্তু কার্য্যে যথেচ্ছাচার। ফ্রান্সের রাজধানী পারিস। এই নগর সীন নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। ইহাতে অগণ্য সুরম্য অট্টালিকা ও বিবিধ বিদ্যাগার দৃষ্ট হয়। বিস্তারে এই নগর অনুমান ৩॥০ বর্গক্রোশ। বরসেল, লিয়োঁ, বোর্দো, রুয়েন, টুলো, নান্টস, লীল, ষ্ট্রাসবর্গ, ক্যালে, হেবর ও মার্সীল ফ্রান্সের আর কয়েকটী প্রধান নগর।

ফ্রান্সের প্রধান প্রধান বিদেশীয় অধিকার।

আফ্রিকায়—আল্জিরিয়া ও সেনিগাল।

ভারতমহাসাগরে—বোর্বোঁ দ্বীপ।

ভারতবর্ষে—ফরাসিডাঙ্গা, পটুচেরী, কারিকোল।

দক্ষিণ আমেরিকায়—গায়েনার কিয়দংশ।

কারিবসাগরে—গোয়াডিলোপ, মার্টিনিক, সেন্টমার্টিন ও মেরিয়াগালান্টি দ্বীপ।

প্রশান্ত মহাসাগরে—মার্কোয়েসস, টাহিটি।

স্পেন ও পর্টুগাল।

এই দুই দেশ স্ব স্ব প্রধান রাজার অধীন; কিন্তু ইহাদের আকারাদি ভূগোলিক বিষয় সকল পরস্পর সমান, এজন্য প্রথমতঃ সেই সকল বিষয় একত্র বর্ণনের পর আর আর বিষয় সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিয়া লিখিত হইবেক।

স্পেন ও পর্টুগাল এই উভয় দেশ একত্রে একটী বিস্তীর্ণ উপদ্বীপ। এই উপদ্বীপের অভ্যন্তর ভাগ অতি উন্নত ও বিস্তৃত অধিত্যকা। সেই অধিত্যকার চতুঃপার্শ্বিক ভূমি নিম্ন, ক্রমশঃ ঢালু এবং গিরি ও অন্তর্দ্দেশে বিচ্ছিন্ন। অধিত্যকার উপরে অনেক পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল পর্ব্বত পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত ও পরস্পর শ্রেণীবদ্ধ। উহাদের অন্তর্দ্দেশ সকল অতিশয় দীর্ঘ ও সুদৃশ্য এবং প্রায় সকল অন্ত-র্দ্দেশেই একটী প্রধান নদী ও বহুল শাখানদী প্রবাহিত।

স্পেন ও পর্টুগাল উপদ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শীতাতপের ভিন্ন ভিন্ন ভাব। অধিত্যকা প্রদেশে ঋতুভেদে শীত গ্রীষ্ম উভয়েরই আতিশয্য হইয়া থাকে। সমুদ্রের সমীপস্থ প্রদেশ সকলে কিছুরই তাদৃশ আতিশয্য হয় না। এখানে মধ্যে মধ্যে অগ্নি-কোণ হইতে সোলান নামে একপ্রকার বায়ু প্রবাহিত হয়। ঐ বায়ু ইটালি দেশীয় সিরাকো বায়ুর ন্যায় অনিষ্টকর।

এই উপদ্বীপের অধিকাংশ ভূমি উর্ব্বরা। ধান, গোম, যব, ভুট্টা, পাট, শণ ও জিৎফল যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং কমলালেবু, আঙ্গুর, প্রভৃতি সুখাদ্য ফলও অপর্য্যাপ্ত জন্মে। কোন কোন প্রদেশে ইক্ষুও উৎপন্ন হয়। এই ভূভাগে অরণ্য অধিক নাই। লোকের মনে বড় গাছের প্রতি কেমন একপ্রকার বিদ্বেষ আছে, গাছ বাড়িতে না বাড়িতেই কাটিয়া নিপাত করে।

স্পেন রাজ্য।

উপদ্বীপের অধিকাংশই স্পেন রাজ্য। এই রাজ্যের উত্তর সীমা পিরিনিস পর্ব্বত ও বিস্কে সাগর; পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমা ভূমধ্যসাগর; পশ্চিম সীমা আটলান্টিক মহাসাগর ও পর্টুগাল। ইহার পরিমাণফল প্রায় ৪৫,৬৫০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সঙ্খ্যা প্রায় ১,২৩,০০,০০০।

এই রাজ্যের অধিবাসীদিগকে স্পানিয়ার্ড কহে। তাহাদের আচার, ব্যবহার, ভাষা ও চরিত্র সকল স্থানে সমান নহে; বাসস্থান ভেদে অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয়। সামান্যতঃ ইহারা মিতভোজী, গম্ভীরপ্রকৃতি ও অতিশয় অলস।

স্পেনে উৎকৃষ্টরূপে বিদ্যার চর্চ্চা হয় না। ইতর লোকেরা প্রায়ই শিক্ষা পায় না। বিদ্যালয়ের অভাব বা শিক্ষা বিষয়ক ব্যয়ের অপ্রতুল যে এই দুর্দ্দশার কারণ এমন নহে। প্রত্যুত এখানকার অধ্যাপনীয় সংস্থান ইয়ুরোপের আর আর সকল দেশের অপেক্ষা অধিক ছিল। কিন্তু সমুদায়ই অপব্যয়ে গ্রাসিত হইয়াছে। প্রকৃত কার্য্যে কিছুই নিয়োজিত হয় নাই। অতীত কালের স্পানিয়ার্ডেরা অনেকে বিদ্যাবিষয়ে খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

গত পঞ্চাশ ষাটি বৎসরের মধ্যে স্পেনের শাসন-প্রণালী বারংবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই দেশে প্রজাতন্ত্র প্রণালীতে রাজকার্য্য সম্পন্ন হয়।

স্পেনের রাজধানী মেড্রিড, মাঞ্জানারিস নাম্নী ক্ষুদ্র নদীর তটে অবস্থিত। অন্যান্য প্রধান নগরের মধ্যে সারেগসা, বালাডোলিড, সালেমাঙ্কা, বর্গস, টলিডো,

গ্রানাডা, সেবিল, বার্সিলোনা, বেলিন্সিয়া, কেডিজ্‌, জিরিস ও করুনা এই কয়েকটী অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ।

স্পেন এক সময়ে অতিশয় পরাক্রান্ত ছিল ও বহু জনপদের উপরে কর্তৃত্ব করিত। কিন্তু ইহার সে দিন অতীত হইয়াছে। অধুনা পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী ইহার প্রধান বিদেশীয় অধিকার।

উত্তর আফ্রিকায়—সিউটা, জিব্রাল্টরের সম্মুখবর্ত্তী ও আর কতিপয় ক্ষুদ্র স্থান।

আটলান্টিক মহাসাগরে—কানেরিপুঞ্জ।

গিনি উপসাগরে—ফর্ণাণ্ডপো ও আনবন।

প্রশান্ত মহাসাগরে—ফিলিপাইনপুঞ্জ ও লাড্রোন-পুঞ্জ।

কারিব সাগরে—কিউবা; পোর্টরিকো ও আর কতিপয় দ্বীপ।

পর্টুগাল রাজ্য।

পর্টুগালরাজ্যের উত্তর ও পূর্ব্ব সীমা স্পেন; দক্ষিণ সীমা ভূমধ্যসাগর; পশ্চিম সীমা আটলান্টিক মহা-সাগর। ইহার পরিমাণফল প্রায় ৯১২৫ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৩৫,৫০,০০০।

পর্টুগালের অধিবাসীদিগকে পর্টুগিজ কহে। ইহারা ও স্পানিয়ার্ডেরা উভয়েই এক বংশোদ্ভব। ইহাদের উভয়ের ভাষারও পরস্পর অনেক সাদৃশ্য আছে; কিন্তু ইহারা পরস্পরের অত্যন্ত বিদ্বেষী। পর্টুগিজেরা সচরাচর সবলশরীর, অধ্যবসায়শালী ও অতিশয় সহিষ্ণু। ইহারা স্বদেশ প্রচলিত ধর্ম্ম ও

আচার ব্যবহারের অত্যন্ত অনুরক্ত। সুনীতি বিষয়ে ইহাদের অবস্থা অতীব নিকৃষ্ট।

পর্টুগালে বিদ্যালয় অধিক নাই। যে গুলি আছে সে গুলিও সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন নহে, কিন্তু রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান নগরে অনেক সুবিস্তৃত পুস্তকাগার, একটী পর্য্যবেক্ষণিকা * ও সাহিত্য পদার্থাদি শিখিবার উপযুক্ত কতকগুলি বিদ্যালয় আছে।

পর্টুগালের রাজধানী লিস্‌বন, টেগস নদীর তীরে অবস্থিত। অপর্টো, কোইম্বরা ও ব্রাগাঞ্জা ইহার আর তিনটী প্রধান নগর।

পর্টুগালের ইদানীন্তন বিদেশীয় অধিকারের মধ্যে পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী প্রধান।

আটলাণ্টিক মহাসাগরে—আজোরপুঞ্জ, মদিরাপুঞ্জ কেপবর্ডপুঞ্জ ও সেণ্টটামস।

আফ্রিকায়—আঙ্গোলা ও বেঙ্গুলা, পশ্চিম আফ্রিকার অন্তর্গত; মোজাম্বিক, পূর্ব্ব আফ্রিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী।

আসিয়ায়—গোয়া, ভারতবর্ষের অন্তর্গত; মেকেয়ো দ্বীপ, কান্টনের নিকটবর্ত্তী।

ইয়ুরোপের প্রধান প্রধান দ্বীপ।

বৃটন সাম্রাজ্য।

ফ্রান্সের উত্তর পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগরের গর্ভে বৃটন নামে দ্বীপ আছে। সেই দ্বীপ ও তাহার পশ্চিমে আয়র্লণ্ড এবং সমীপবর্ত্তী সমুদায় ক্ষুদ্র দ্বীপ

* গ্রহ নক্ষত্রাদি পর্য্যবেক্ষণের গৃহকে পর্য্যবেক্ষণিকা কহা যায়।

এক রাজার অধীন। তাঁহার রাজ্যকে গ্রেটব্রিটন ও আয়র্লণ্ডের সংযুক্ত রাজ্য অথবা সঙ্ক্ষেপে বৃটন সাম্রাজ্য কহে। অস্মদ্দেশে এই রাজ্য সচরাচর বিলাত নামে পরিচিত। ক্রমান্বয়ে বৃটন ও আয়র্লণ্ডের বিবরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

বৃটন।

বৃটনদ্বীপ তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত; ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড ও ওয়েল্‌স। তন্মধ্যে স্কট্‌লণ্ড সর্ব্বোত্তর, তাহার দক্ষিণে ইংলণ্ড, ইংলণ্ডের পশ্চিমে ওয়েল্‌স। এই তিন ভাগ আবার অনেক ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত। সেই সমুদায় ক্ষুদ্র ভাগকে শায়র অথবা কাউন্টি কহে। ইংলণ্ড(১) চল্লিশ, ওয়েল্‌স বার (২) ও স্কট্‌লণ্ড (৩) তেত্রিশ শায়রে

---

(১) ইংলণ্ডের কাউন্টি সকলের নাম। নর্থম্বরলণ্ড, ডর্‌হাম্‌, ইয়র্ক, ডর্‌বি, ষ্টাফোর্ড, লেস্‌টর, নটিঙ্‌হাম্‌, লিঙ্কলন, রুটলণ্ড, নর্থাম্‌টন, বেডফোর্ড, হণ্টিঙ্‌ডন, কেম্ব্রিজ, নর্ফোক, সফোক, এসেক্স, মিডিল্‌সেক্স, হর্টফোর্ড, বকিঙ্‌হাম্‌, অক্সফোর্ড, বর্ক-শায়র, সরে, কেণ্ট, সসেক্স, হাম্‌পশায়র, উইল্টশায়র, ডর্সেট-শায়র, ডিবন, কর্ণোয়াল, সমরসেট, গ্লষ্টর, ওয়ার্শ্বেষ্টর, ওয়ারিক, স্রপশায়র, হর্টফোর্ড, মন্মথ, চেশায়র, লাঙ্কেশায়র, ওয়েষ্টমোর্লাণ্ড ও কম্বর্লণ্ড।

(২) ওয়েল্‌সের কাউন্টি সকলের নাম। ফ্লিণ্টশায়র, ডেন্‌বি, কা-র্ণারবন, আঙ্গেল্‌সি, মেরিওনেথ, মন্টগমরী, কার্ডিগান, পেম্ব্রো-ক, কেরমার্থন, গ্লামর্গান, ব্রেকনক ও রাডনর।

(৩) স্কট্‌লণ্ডের কাউন্টি সকলের নাম। বর্‌উইক, রক্সবর, সেল্‌কার্ক, পিবেল্‌স, হাডিঙ্টন, এডিনবর, লিন্‌লিথগো, ষ্টা-র্লিঙ, ক্লাকমানন, কিন্‌রস, ফাইফ, পর্থশায়র, ফরফার, কিঙ-কার্ডিন, আবর্ডিন, বাম্ফ, এল্‌গিন বা মরে, নেয়ার্ন, ইনবর-নেস, রস, ক্রোমার্টি, সদর্লণ্ড, কেথনেস, আর্কনি ও সেটলণ্ড, আ-র্জিল, বিউট, ডম্বার্টন, লানার্ক, রেনফ্রিউ, আয়র, উইগটন, কর্কুডব্রিজ ও ডম্ফ্রিজ।

বিভক্ত। ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড ও ওয়েল্‌স এই তিনের মধ্যে ইংলণ্ড সর্ব্বপ্রধান, স্কট্‌লণ্ড তদপেক্ষা ন্যূন, ওয়েল্‌স সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন। ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের পরস্পর অধিক প্রভেদ নাই; এজন্য তাহাদের স্বতন্ত্র বিবরণ লেখা গেল না। ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স উভয়েরই ইংলণ্ড নামে পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

ইংলণ্ড।

ইংলণ্ডের উত্তর সীমা স্কট্‌লণ্ড; পূর্ব্ব সীমা জর্ম্মন মহাসাগর; দক্ষিণ সীমা ইংলিস সাগর; পশ্চিম সীমা সেণ্টজর্জ্জ প্রণালী ও আইরিস সাগর। ইংলণ্ডের পরিমাণফল প্রায় ১৪,৫৩৮ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সঙ্খ্যা প্রায় ১,৮০,০০,০০০।

ইংলণ্ডের পূর্ব্ব উপকূল নিম্নভূতল, পশ্চিম উপকূল দার্ষদ * ও স্থানে স্থানে সাগরশাখার প্রবেশ নিবন্ধন ক্রকচপ্রান্তের ন্যায় বিচ্ছিন্ন। দেশের অগ্নিকোণ পললময় † সমতল ক্ষেত্র, মধ্য স্থলে ভূমি ভঙ্গিমতী, পশ্চিম ও উত্তর ভাগ কতিপয় অনতি উচ্চ পর্ব্বতে আকীর্ণ। এদেশের সমুদায় সমতল ক্ষেত্র তৃণ শস্যের হরিত শোভায় মণ্ডিত, পার্ব্বতীয় প্রদেশে বন্ধুর শিলাতল, সঙ্কীর্ণ অন্তর্দ্দেশ ও বেগবান্ নির্ঝর দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে বন্ধুর পঙ্কিল ভূমি ও গুল্মপূর্ণ পতিত ক্ষেত্রও অনেক আছে।

পৃথিবীর যে স্থানে ইংলণ্ডের অবস্থান তদনুসারে ইহা-

---

* দৃষদ্ শব্দে প্রস্তর, দার্ষদ প্রস্তরনির্ম্মিত।

† নদীর পলিকে পলল কহে, পলিবিশিষ্ট হইলে পললময় বলা যায়।

তে শীতাতপের যতদূর আতিশয্য সম্ভব, চারিদিক জলে বেষ্টিত বলিয়া, ততদূর হইতে পায় না। ভারতবর্ষের সহিত তুলনা করিলে এখানে শীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। এখানকার বায়ু সজল, অনচ্ছ ও ক্ষণে উষ্ণ ক্ষণে শীতল; স্বাস্থ্যের পক্ষে উহা অত্যন্তউপকারী এবং উহার এই একর্ণবিশেষ গুণ যে অঙ্গে লাগিলে নিরবচ্ছিন্ন অলস থাকিতে কষ্ট বোধ হয়। ইংলণ্ডের পশ্চিম ভাগে প্রায় সর্ব্বদাই বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। পূর্ব্বভাগ অপেক্ষাকৃত নির্বৃষ্ট। তথায় মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বদিক হইতে অত্যন্ত শীতল সুতরাং অতি অসুখস্পর্শ বায়ু প্রবাহিত হয়।

ইংলণ্ডের সমুদায় সমতল ভূমি উর্ব্বরা, আবাদ করিলে বিবিধ শস্য উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু গবাদি তৃণজীবী পশু চরিবে বলিয়া উহার অর্দ্ধেক ভাগ অকৃষ্ট পড়িয়া থাকে। পূর্ব্বে ইংলণ্ডে বিস্তর অরণ্য ছিল কিন্তু কৃষির চালনা ও বাহাদুরী কাষ্ঠের প্রয়োজন হেতু ক্রমশঃ তাহার অধিকাংশ অন্তর্হিত হইয়াছে। এখানকার আরণ্য তরুর মধ্যে ওক, ভূর্জ্জ, এলম, আস ও দেবদারু এই কয় প্রকার প্রধান। শস্যের মধ্যে গোম, যব ও ওট অপেক্ষাকৃত প্রচুর, সুখাদ্য ফলের মধ্যে কুল, আতা, চেরি, আকরট ও পেয়ার উল্লেখের যোগ্য।

ইংলণ্ডের আরণ্য জন্তুর মধ্যে হরিণ ও বন্য-বৃষ অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ। গ্রাম্য জন্তুর মধ্যে অশ্ব, মেষ ও গাভী প্রধান। ইংলণ্ডে অপর্য্যাপ্ত পাথরিয়া কয়লা ও লোহা পাওয়া যায়। তামা, সীসা ও দস্তাও যথেষ্ট উৎপন্ন হয়।

ইংলণ্ডের অধিবাসীদিগকে ইঙ্গরেজ কহে। ইঙ্গ-

রেজেরা সবলশরীর, সাহসী, তেজীয়ান; পরিশ্রমী, অধ্যবসায়শালী, সুবুদ্ধি, চতুর, ও সংগ্রামনিপুণ। ইহারা সতত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং বাসস্থান পরম রমণীয় করে। ইংরেজেরা বাক্যে ধর্ম্মের অতিশয় গৌরব করে, কিন্তু কার্য্যকালে ইহাদিগকে সর্ব্বদা সেরূপ ধর্ম্মভীরু দেখা যায় না। ইঙ্গরেজী অনেক পুস্তকে উল্লেখ আছে ইহারা ধর্ম্মিষ্ঠ, সরল, বদান্য, ও পরহিতকারী, কিন্তু সকল স্থলেই সেই পরিচয় সমূলক বোধ হয় না। অনেকেই নিঃসন্দেহ প্রচুর পরিমাণে ঐ সকল সদ্গুণে অলঙ্কৃত, কিন্তু ইংলণ্ডবাসী ধবলবর্ণ পুরুষ মাত্রেই শুক্লকর্ম্মা এমন কথা বলা যায় না।

ইংলণ্ডীয়দের শিল্পকার্য্য অতীব বিস্তৃত ও অর্থকর; অন্য কোন জাতিই ইহাদিগকে শিল্পে পরাস্ত করিতে পারে না। ইহাদের শিল্পদ্রব্যের মধ্যে কার্পাস ও পট্টবস্ত্র এবং ধাতু ও কাচনির্ম্মিত নানা প্রকার দ্রব্য অতিশয় উৎকৃষ্ট। এই সকল দ্রব্য প্রায় ইংলণ্ড হইতেই পৃথিবীর আর আর সর্ব্বত্র নীত হয়। উপরি উক্ত কয়েক প্রকার শিল্পদ্রব্য ব্যতিরেকে অপরাপর শিল্প দ্রব্যও তাহারা এত প্রস্তুত করে যে সেই সকল এই স্বল্পায়ত পুস্তকে লিখিয়া শেষ করা যায় না।

শিল্পকার্য্যে ইংলণ্ড যেরূপ শ্রেষ্ঠ, বাণিজ্যে তদপেক্ষাও অধিক। এদেশীয় অন্তর্ব্বাণিজ্যে* কত টাকা ও কত লোক নিযুক্ত আছে গণিয়া শেষ করা সহজ নহে,

* কোন দেশের অধিবাসীরা আপনাদিগের মধ্যে যে ক্রয় বিক্রয় করে তাহাকে অন্তর্ব্বাণিজ্য, আর বিদেশে যে সকল ক্রয় বিক্রয় করে তাহাকে বহির্ব্বাণিজ্য কহা যায়।

আর বহির্ব্বাণিজ্য এরূপ বিস্তৃত যে ধরাতলে মনুষ্যের গম্য এমন স্থান অপ্রসিদ্ধ যেখানে ইঙ্গরেজ বণিক-দিগের গতিবিধি নাই। ইংলণ্ডের বহির্ব্বাণিজ্যে ৩৬,-০০০ অর্ণবযান ও অন্যূন ২,২০,০০০ লোক নিযুক্ত আছে। যে সকল দ্রব্য ইংলণ্ডে উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে যে যে দ্রব্য বিদেশে বিক্রীত হইবার সম্ভাবনা, তৎসমুদায় প্রকারই বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে এবং তাহার বিনিময়ে হয় নগদ টাকা নয় কোন প্রকার পণ্য প্রতি-গৃহীত হয়। বাণিজ্যের নিরন্তর অনুশীলনে ইঙ্গরেজ-দিগের সৌভাগ্যের সীমা নাই। জলনিধি সর্ব্বত্র ইহা-দের পদানত রহিয়াছে এবং বাণিজ্যের অনুসরণক্রমে আসিয়া ইহারা ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভূভাগে আধিপত্য সংস্থাপিত করিয়াছে। আহা! ভারতবর্ষীয়েরা বাণিজ্য বিষয়ে কত দিনে ইঙ্গরেজ বণিকদিগের পদবীতে পদার্পণ করিবেন? বিধাতা তাঁহাদের আবাস ভূমি অতীব ফলবতী করিয়াছেন, কিন্তু সেই ফলবতী বসুমতী দীর্ঘকাল পরভোগ্যা রহি-য়াছে। বিদেশীয় বণিকেরা তদুৎপন্ন দ্রব্যে ধনরাশি সঞ্চয় করে, ভারতবর্ষীয়েরা কেবল সেই সকল বণিক-দিগের দপ্তরে লেখনী চালন ও সভয় অন্তরে প্রভুর মুখে রোষ তোষের লক্ষণ অবলোকনে জীবন ক্ষেপণ করিয়া থাকেন। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই বচন আবার কত দিনে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইবে বলা যায় না।

ইংলণ্ডে সামান্য লোকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত ইংল-ণ্ডীয় গবর্ণমেন্টের অনধীন দুইটী শিক্ষাসমাজ আছে।

সেই দুই সমাজের অধীনে অনেক প্রাত্যহিক পাঠ-শালা ও স্থানে স্থানে রবিবারিক পাঠশালা সংস্থাপিত আছে, সেই সমুদায় পাঠশালায় দুঃখী লোকের সন্তা-নেরা পড়া শুনা করে। কয়েক বৎসর অতীত হইল গবর্ণমেন্ট হইতে নিয়ম হইয়াছে যে, সামান্য লোক-দিগের শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্য গবর্ণমেন্টসমীপে আবেদন করিলে আনুকূল্য প্রদত্ত হইবে। ইংলণ্ডীয় প্রধান ও মধ্যম অবস্থার লোক-দিগের শিক্ষোপযোগী বিদ্যালয় প্রায় সকল নগরেই সংস্থাপিত আছে, সেই সমুদায় নগরীয় পাঠশালায় ও ইটন প্রভৃতি কতিপয় প্রধান বিদ্যালয়ে ভদ্র সন্তানেরা বিবিধ বিদ্যায় শিক্ষিত হন। তদনন্তর বিশ্ববিদ্যা-লয়ে প্রবেশ করিবার যোগ্য হইলে, তথায় যাইয়া অধ্যয়ন করেন। ইংলণ্ডে অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, লণ্ডন ও ডর্হাম এই চারি স্থানে চারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তন্মধ্যে প্রথম দুইটী অতিশয় প্রসিদ্ধ। ইঙ্গরেজেরা সাহিত্য, পদার্থ, গণিতাদি বিবিধ বিদ্যায় অতিশয় পারদর্শী। তাহাদের কোন কোন গ্রন্থকর্ত্তা ঐ সকল বিষয়ে এরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাদের কীর্ত্তি কখনই বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

ইংলণ্ডের ভাষাকে ইঙ্গরেজী ভাষা কহে। যাবতীয় ব্রটন রাজ্যে এই ভাষায় সমুদায় পুস্তকাদি লিখিত হয়, কিন্তু ওয়েল্‌স, স্কট্‌লণ্ডের উত্তর ভাগ ও আয়র্লণ্ডের পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগের লোকেরা এই ভাষায় সচরাচর কথা বার্ত্তা কহে না। স্কট্‌লণ্ডের উত্তর ভাগ ও আয়-র্লণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগের প্রচলিত ভাষা উভয়ই

প্রায় এক, উহাকে গেলিক কহে; ওয়েল্‌স্‌বাসীদিগের ভাষা স্বতন্ত্র।

ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালী অতি উৎকৃষ্ট। এখানকার রাজপদ পুরুষানুক্রমিক অর্থাৎ এক রাজার মৃত্যু হইলে পর, তাঁহার উত্তরাধিকারী, পুরুষ হউন, বা স্ত্রী হউন, সিংহাসনে আরোহণ করেন। অধুনা ইংলণ্ডে এক জন স্ত্রী রাজপদে অভিষিক্ত আছেন। তাঁহাকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া কহে। মহারাণী ও তদীয় মন্ত্রিগণ যাহাতে যাবতীয় আইনের যথাবিহিত কার্য্য হয় তদবলোকন করেন। কিন্তু তাঁহাদের আইন প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা নাই। ইংলণ্ডে পার্লিমেণ্ট নামে সভা আছে, সেই সভায় যাবতীয় আইন প্রস্তুত হয়। পার্লিমেণ্ট দুই সমাজে বিভক্ত। ইংলণ্ডের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত লোক ও প্রধান প্রধান যাজক এবং স্কট্‌লণ্ড ও আয়র্লণ্ড প্রেরিত কতিপয় সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও প্রধান যাজক এক সমাজের সভ্য। এই সমাজকে হাউস্‌ অব লর্ড্‌স্‌ অর্থাৎ সম্ভ্রান্তদিগের সমাজ কহে। অন্য সমাজে বৃটনরাজ্যবাসী অবশিষ্ট যাবতীয় প্রজার প্রতিনিধি স্বরূপ কতকগুলি সভ্য উপস্থিত থাকেন। এই সমাজকে হাউস্‌ অব কমন্স অর্থাৎ সামান্য লোকদিগের সমাজ কহে। এই দুই সমাজের মধ্যে সামান্য লোকদিগের সমাজ অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষমতাপন্ন। ইহার আদেশ ব্যতিরেকে গবর্ণমেণ্ট কোন প্রকার নূতন শুল্কের সৃষ্টি করিতে পারেন না এবং রাজ্যসংক্রান্ত কোন অসাধারণ ব্যয় উপস্থিত হইলে যাবৎ এই সমাজ সেই ব্যয়ে স্বীকৃত না হয়, তাবৎ গবর্ণমেণ্ট উহা আদায় করিতে

পারেন না। শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে কোনরূপ অন্যায়াচরণ হইলে রাজমন্ত্রিদিগকে পার্লিমেন্টের নিকট দায়ী হইতে হয় এবং বিচারে দোষী স্থির হইলে পার্লিমেন্ট তাঁহাদিগের দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। পার্লিমেন্ট হইতে যাবতীয় আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়া সম্মতির নিমিত্ত মহারাণীর নিকট প্রেরিত হয়। তাঁহার সম্মতি হইলে উহা সমুদায় রাজ্যের অখণ্ডনীয় আইন হইয়া উঠে। কতিপয় নির্দ্ধারিত বিষয়ে মহারাণী পার্লিমেন্টের বিনা সম্মতিতে কার্য্য করিতে পারেন। সেই ক্ষমতাকে রাজকীয় বিশেষ ক্ষমতা (রয়েল প্রিরগেটিব) কহে। তদ্ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে তিনি পার্লিমেন্টের অনভিমতে কিছুই করিতে পারেন না।

ইংলণ্ডে নগর অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদায় নগরের অধিকাংশ বাটী ইষ্টক নির্ম্মিত কিন্তু সর্ব্বত্রই পাষাণময় গির্জা ও প্রস্তরনির্ম্মিত অন্যান্য সাধারণ নিবাস অনেক দৃষ্ট হইয়া থাকে। সমুদায় নগর হইতেই সতত রাশি রাশি ধূম উত্থিত হয়, তজ্জন্য সকল নগরই দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। ইংলণ্ডের নগর সকল সচরাচর অতিশয় সম্পত্তিশালী। ইংলণ্ডীয় নগর সমুদায়ের মধ্যে লণ্ডন, লিবরপুল, ব্রিষ্টল, হল, মাঞ্চেষ্টর, বর্ম্মিঙহম, ইয়র্ক, ইপ্‌সিউইচ, লিড্‌স, প্লিমথ, নরুইচ, সেফিল্‌ড, নটিঙহম, কান্টরবরী, ডোবর, উইঞ্চেষ্টর, প্লাইমথ, সৌদাম্পটন, ও পোর্টস্মথ এই কয়েকটী অপেক্ষাকৃত অধিক প্রসিদ্ধ।

লণ্ডন, ইংলণ্ডের রাজধানী ও সমুদায় পৃথিবীর

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণিজ্য স্থান, সমুদ্রতট হইতে প্রায় ২৮ ক্রোশ অন্তরে, টেম্‌স নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই নগর অপেক্ষাকৃত অল্পায়ত ছিল, কালক্রমে যাবতীয় প্রত্যন্ত নগর ও পল্লীগ্রাম ইহার সহিত সম্মিলিত হওয়াতে অধুনা এই নগর বিস্তারে অন্যূন ৮৫০ বর্গ ক্রোশ। ইহাতে অন্যূন ২৫,০০,০০০ লোকের বাস। ইহার এক এক পল্লী এক এক স্বতন্ত্র নগর স্বরূপ। মধ্যস্থলে বণিকদিগের আপণশ্রেণী, তাহার পশ্চাতে সম্ভ্রান্ত পুরুষদিগের সৌধমালা এবং তথা হইতে কিঞ্চিৎ অন্তরে নির্দ্ধনদিগের নিবাস। ইহার কোন পল্লী বন্দর, অনবরত নাবিক-কুলের কোলাহলে প্রতিধ্বনিত; কোন পল্লী শিল্পশালায় পরিপূর্ণ। তথাকার সমুদায় রাজমার্গ অপেক্ষাকৃত কোলাহলশূন্য। অধিবাসীরা স্ব স্ব গৃহে থাকিয়া আপন আপন কর্ম্ম করে। প্রতি গৃহেই নিরন্তর মাকুর ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। তথা হইতে আর এক পল্লীতে গমন করিলে রাজবাটীর মনোহর শোভা নিরীক্ষিত হয়। নগরের উপকণ্ঠে যে দিকে চাও অগণ্য উদ্যান দৃষ্ট হইয়া থাকে। রাজবাটীর পল্লী ভিন্ন লণ্ডনের আর কোন ভাগই দেখিতে সুন্দর নহে। এখানকার অধিকাংশ অট্টালিকা ত্রিতল; কিন্তু সকলই প্রায় একাকৃতি এজন্য দেখিতে তাদৃশ মনোহর নহে। ফলতঃ লণ্ডনের যেরূপ নাম ও বিভব ইহাতে তদনুরূপ রম্য হর্ম্ম্য বা কীর্ত্তিস্তম্ভ অধিক নাই। কিন্তু নগরবাসীদিগের সুখসচ্ছন্দতা সম্পাদন ও যাবতীয় আবশ্যক দ্রব্যের আয়োজন জন্য এখানে যেরূপ উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় পৃথিবীর অন্য

কোন নগরেই সেরূপ দেখা যায় না। সমুদায় রাজপথ অতিশয় পরিচ্ছন্ন এবং রাত্রিকালে গ্যাসের উজ্জ্বল আলোকে প্রদীপ্ত। নগর পরিষ্কার করণের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা থাকাতে পুতিগন্ধ প্রায়ই অনুভূত হয় না এবং অসংখ্য নলদ্বারা প্রবাহিত হইয়া প্রতিদিন অতি নির্ম্মল জল আসিয়া নগরবাসীদিগের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হয়।

লণ্ডনের অট্টালিকাসমূহের মধ্যে সেন্টপালের গির্জ্জা, লণ্ডনমনুমেন্ট, ওয়েষ্ট্‌মিনষ্টর আবি *, লণ্ডনটাওয়ার †, এই চারিটী অপেক্ষাকৃত অধিক প্রসিদ্ধ। লণ্ডনে টেম্‌স নদীর উপরে ছয়টী উৎকৃষ্ট সেতু সংঘটিত আছে। সেই সমুদায় সেতুর অপেক্ষাও টেম্‌স নদীর তলবর্ত্ম ‡ অধিক আশ্চর্য্য। এই তলবর্ত্ম টেম্‌স নদীর জলপ্রবাহের তল দিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। সুতরাং নদীর তল দিয়া লোকের সচ্ছন্দে যাতায়াত সম্পন্ন হইতেছে।

স্কট্‌লণ্ড।

স্কট্‌লণ্ডের উত্তর ও পূর্ব্ব সীমা জর্ম্মন মহাসাগর; দক্ষিণ সীমা ইংলণ্ড ও আইরিস সাগর; পশ্চিম সীমা আটলান্টিক মহাসাগর। স্কট্‌লণ্ডের পরিমাণফল প্রায় ৮,০৪২ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৩০,০০,০০০।

স্কট্‌লণ্ডে সমতল ক্ষেত্র অতিশয় বিরল, গিরি ও অন্ত-

---

* এখানে ইংলণ্ডের মহোদয়েরা সমাহিত হন।

† এখানে প্রধান বংশোদ্ভব পুরুষেরা দুষ্কর্ম্ম করিলে নিরুদ্ধ থাকেন।

‡ এই তলবর্ত্মকে ইঙ্গরেজী ভাষায় টেমস্‌টনেল কহে।

র্দ্ধেশই অধিক। আকারের স্বাভাবিক বৈলক্ষণ্য হেতু স্কট্‌লণ্ড দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত, উন্নত ও নিম্ন অঞ্চল। উত্তরপশ্চিম, পশ্চিম ও মধ্যভাগকে উন্নত অঞ্চল কহে, তথাকার ভূমি অতিশয় বন্ধুর ও পর্ব্বতময়। অবশিষ্ট ভাগকে নিম্ন অঞ্চল কহে, তথায় অপেক্ষাকৃত অধিক সমতল ক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়। স্কট্‌লণ্ডে হ্রদ অনেক, তন্মধ্যে কতকগুলি দেখিতে অতিশয় রম্য।

স্কট্‌লণ্ড ইংলণ্ডের অপেক্ষা শীতল দেশ; ইহার বায়ুও তথাকার বায়ু অপেক্ষা অধিক সজল।

এই দেশ অতীব বন্ধুর ও অনুর্ব্বর, ভূমির তৃতীয়াংশও চাসের যোগ্য হয় কি না সন্দেহ। এখানকার চাসারা কৃষিকর্ম্মে নিপুণ; কিন্তু মৃত্তিকার দোষে তাহাদের সেই নৈপুণ্যের যথোচিত পুরস্কার হয় না। ইংলণ্ডে যে যে প্রকার শস্য ও ফল জন্মে এখানেও প্রায় সেই সকল প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়।

স্কট্‌লণ্ডের জন্তুবর্গ ইংলণ্ডীয় জন্তুবর্গ হইতে অধিক ভিন্ন নহে, এজন্য স্বতন্ত্র উল্লেখ করা গেল না। এই দেশে অপর্য্যাপ্ত পাথরিয়া কয়লা ও লোহা উৎপন্ন হয়। সীসা ও গৃহনির্ম্মাণোপযোগী নানা প্রকার প্রস্তরও পাওয়া গিয়া থাকে।

স্কট্‌লণ্ডের অধিবাসীদিগকে স্কচ্ বলে। ইহারা আহার, ব্যবহার ও পরিচ্ছদে ইঙ্গরেজদিগের হইতে অধিক ভিন্ন নহে। ইহারা অতিশয় পরিশ্রমী, কষ্টসহ, সাহসী, মিতব্যয়ী, সতর্ক ও বিচক্ষণ; বিবিধশিল্পকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তন্মধ্যে নানা প্রকার কার্পাস ও পট্টবস্ত্র এবং বিবিধ লৌহদ্রব্য অতিশয়

প্রসিদ্ধ। কলও এদেশে নানা প্রকার প্রস্তুত হয়। বাণিজ্য বিষয়ে স্কচেরা ইঙ্গরেজদিগের অযোগ্য প্রতিবেশী নহে।

স্কটলণ্ডে এডিনবরা, গ্লাসগো, আবর্ডিন ও সেন্ট-আণ্ড্রুস এই চারি নগরে চারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে; তদ্ব্যতিরেকে অন্যান্য চতুষ্পাঠী অনেক। সর্ব্বসাধারণ লোকে অতি উৎকৃষ্টরূপে শিক্ষা পাইয়া থাকে।

প্রাচীনকালে স্কট্লণ্ড স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল, পরে ১৭০৭ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, তদবধি এখানে আর স্বতন্ত্র গবর্ণমেন্ট নাই। কিন্তু এই দেশের আইন অদ্যাপি ইংলণ্ডপ্রচলিত আইন হইতে স্বতন্ত্র।

স্কট্লণ্ডের রাজধানী এডিন্বরা। পূর্ব্বে স্কটলণ্ডের রাজারা এই নগরে বসতি করিতেন, এক্ষণে এদেশস্থ সমুদায় প্রধান বিচারালয় এই নগরে সংস্থাপিত। ইহাতে প্রায় ১,৬০,০০০ লোকের বাস। গ্লাস্গো, আবর্ডিন, ডণ্ডি, পেজ্লী, গ্রিণক, লিথ ও পর্ত্ত ইহার আর কয়েকটী প্রধান নগর।

আয়র্লণ্ড।

আয়র্লণ্ডের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমা আট্লান্টিক মহাসাগর; পূর্ব্বসীমা আইরিস সাগর ও সেন্টজর্জ্জ প্রণালী। আয়র্লণ্ডের পরিমাণফল কিঞ্চিদূন ৭,৯৭০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সঙ্খ্যা প্রায় ৬৫,০০,০০০।

আয়র্লণ্ডের পূর্ব্ব উপকূল অভঙ্গিমান্, পশ্চিম ও উত্তর উপকূল দার্ষদ ও ক্রকচ-প্রান্তাকার, অভ্যন্তর-ভাগ পাহাড় ও সমভূমির পর্য্যায়হেতু বিলক্ষণ উন্নতা-

নত। আয়র্লণ্ড নাতিশীতোষ্ণ দেশ, ইহাতে ইংলণ্ডের অপেক্ষা শীত উত্তাপ উভয়েরই অল্প প্রাদুর্ভাব, কিন্তু ইহার বায়ু ইংলণ্ডের বায়ু অপেক্ষা অধিক সজল।

আয়র্লণ্ডের ভূমি স্বভাবতঃ উর্ব্বরা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশোৎপন্ন সমুদায় শস্য অপর্য্যাপ্ত জন্মে। কিন্তু কৃষি-কর্ম্মের প্রণালী অতিশয় কদর্য্য। এখানকার জন্তুবর্গ ইংলণ্ডের জন্তুবর্গ হইতে অধিক বিশেষ নহে। এই দ্বীপে কোন প্রকার সর্পই নাই।

আয়র্লণ্ডে তাম্র, লৌহ, সীস এবং অল্প পরিমাণে সুবর্ণ ও রৌপ্যও পাওয়া যায়। পাথরিয়া কয়লা ও গৃহ-নির্ম্মাণোপযোগী নানা প্রকার প্রস্তরও এখানে যথেষ্ট উৎপন্ন হয়।

আয়র্লণ্ডের অধিবাসীদিগকে আইরিস্ কহে। ইহারা আহার, ব্যবহার ও পরিচ্ছদে ইঙ্গরেজদিগের হইতে নির্ব্বিভেদ। ইহারা প্রফুল্লচিত্ত, স্বভাবতঃ সদ্বক্তা, কষ্টসহ, নির্ভীক এবং অনুরাগ বিষয়ে অতিশয় এ-কাগ্র। এখানকার ইতর লোকেরা সুশিক্ষিত নহে; তাহাদের অনেকের অবস্থা অতিশয় নিকৃষ্ট। শিল্প বা বাণিজ্য বিষয়ে আইরিস্দিগের বিশেষ প্রাধান্য নাই।

আয়র্লণ্ডে, ডব্লিন নগরে একটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে; তদ্ভিন্ন অন্যান্য বিদ্যালয় অনেক।

আয়র্লণ্ডের শাসনের নিমিত্ত তদ্দেশে ইংলণ্ডেশ্বরীর একজন প্রতিনিধি* অবস্থিতি করেন। আয়র্লণ্ড ও ইংলণ্ড এই দুই দেশের আইন-পরম্পরার অধিক প্র-ভেদ নাই।

* এই প্রতিনিধিকে ইঙ্গরেজী ভাষায় লর্ডলেপটনেন্ট কহে।

আয়র্লণ্ডের রাজধানী ডব্‌লিন। এই নগর লিফি নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। লর্ড লেফ্‌টনেন্ট বাহা-দুর এই নগরে অবস্থিতি করেন। ইহাতে প্রায় দুই লক্ষ ষাটি হাজার লোকের বাস। কর্ক, বেল্‌ফাষ্ট, লিমরিক, গলোয়ে, ওয়াটর্‌ফোর্ড ও লণ্ডণ্ডেরী আয়-র্লণ্ডের আর কয়েকটী প্রধান নগর।

বৃটন সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান বিদেশীয় অধিকার।

ইয়ুরোপে—হেলিগোলণ্ড; জিবরল্টর; মাল্টা ও গজো। আয়োনিয়ান দ্বীপশ্রেণী বৃটনের আশ্রিত।

আফ্রিকায়—সিরালিয়োন; কেপ্‌কোষ্ট; গাম্বিয়া; কেপ্‌কলনি; সেন্টহেলেনা দ্বীপ; আসেন্সন দ্বীপ; মরিসস্‌ দ্বীপ ও আর কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান।

আসিয়ায়—এডেন; ভারতবর্ষের প্রায় সমুদায়; লঙ্কা; পিনাঙ, সিঙ্গাপুর ও হঙ্কঙ।

সামুদ্রিকায়—অষ্ট্রেলিয়া; বাণ্ডিমন্‌লণ্ড; নবজিলণ্ড ও আর কতিপয় ক্ষুদ্র দ্বীপ।

উত্তর আমেরিকায়—কানেডা; নবস্কোসিয়া; নিউ-ব্রন্‌সুইক; কেপ্‌বৃটন; প্রিন্সএডোয়ার্ড দ্বীপ; নিউ-ফৌণ্ডলণ্ড ও হণ্ডুরাস।

কারিব সাগরীয় দ্বীপশ্রেণীর মধ্যে—জামেকা; বার্বেডোস; ট্রিনিডাড ইত্যাদি।

দক্ষিণ আমেরিকায়—গায়েনার কিয়দংশ ও ফক্লণ্ড দ্বীপপুঞ্জ।

আফ্রিকা।

এই মহাদেশের উত্তর সীমা ভূমধ্যসাগর ; পূর্ব্বসীমা সুয়েজ যোজক, লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগর ; দক্ষিণসীমা দক্ষিণ মহাসাগর; পশ্চিমসীমা আটলান্টিক মহাসাগর। আফ্রিকার পরিমাণফল প্রায় ২৯,৫০,০০০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৭,০০,০০,০০০।

আফ্রিকায় নিম্নলিখিত কয়েকটী দেশ আছে।

উত্তর আফ্রিকা, পূর্ব্ব আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, পশ্চিম আফ্রিকা। মধ্য আফ্রিকা।

আফ্রিকার প্রধান প্রধান দ্বীপ।

ভারত মহাসাগরে—মাডেগস্কর, বোর্‌বোঁ, মরিসস্, সকোট্রা। আটলান্টিক মহাসাগরে—আজোরপুঞ্জ, কানেরিপুঞ্জ, কেপ্‌বর্ডপুঞ্জ, আসেন্সন, সেন্টহেলেনা। গিনি উপসাগরে—ফর্ণাণ্ডপো, সেন্টটামস।

অন্তরীপ।

বন—সিসিলির সন্নিহিত আফ্রিকা খণ্ডে। ব্লাঙ্কো—আফ্রিকার উত্তরপশ্চিম। বর্ড—সেনিগাল নদীর মোহানার নিকটবর্ত্তী। উত্তমাশা—আফ্রিকার দক্ষিণ। গার্ডাফিউ—আফ্রিকার উত্তরপূর্ব্ব।

পর্ব্বত।

আট্‌লাস—আফ্রিকার উত্তর ভাগে। কং ও চন্দ্রগিরি—আফ্রিকার মধ্য ভাগে, সিরালিয়োন হইতে আবিসিনিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত। লাপিয়ুটা—আফ্রিকার পূর্ব্বভাগে। টেনিরিফ—কানেরিপুঞ্জের অন্তর্গত।

উপসাগর।

সাইড্রা ও আবুকর—আফ্রিকার উত্তর। গিনি উপ-সাগর—পশ্চিম আফ্রিকার পশ্চিম। ডালাগোয়া ও সোফালা—মাডেগস্কর দ্বীপের পশ্চিম।

প্রণালী।

মোজাম্বিক—মাডেগস্কর ও আফ্রিকার মধ্যস্থিত।

আফ্রিকার প্রধান প্রধান নদী।

নীল, নীজর বা কোআরা, সেনিগাল, গাম্বিয়া রাইওগ্রাণ্ডি, অরেঞ্জ, ফিস ও কঙ্গো।

হ্রদ।

চাদ—মধ্য আফ্রিকার অন্তর্গত। ডেম্বিয়া—আবিসিনিয়ার অন্তর্গত। মরাবি—লাপিয়ুটা পর্ব্বতের পশ্চিম, মধ্য আফ্রিকার অন্তর্গত।

আফ্রিকার প্রধান প্রধান ধর্ম্ম।

ধর্ম্মের নাম। যে স্থানে প্রচলিত তাহার নাম।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম—পূর্ব্ব আফ্রিকার অন্তর্গত আবিসিনিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত কেপ্‌কলনি।

মুসলমান ধর্ম্ম—সমুদায় উত্তর আফ্রিকা; পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকারও অধিকাংশ।

জড়োপাসনা—আফ্রিকার অনেক স্থানে প্রচলিত।

শাসন প্রণালী।

আফ্রিকার সর্ব্বত্রই যথেষ্টাচার প্রণালীতে রাজকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

দেশের বিবরণ।

আফ্রিকা—নদীমাতৃক।

আফ্রিকার ঈশান কোণে ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ ও লোহিত সাগরের পশ্চিম তীরে যে সমুদায় দেশ দৃষ্ট হয় তৎসমুদায়ের যাবতীয় কৃষিকর্ম্ম নীল নদীর বাৎসরিক পরীবাহ দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। এজন্য আফ্রিকার সেই ভাগকে নদীমাতৃক কহা যায়। এই ভূভাগ দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭৭৭ ক্রোশ, আর বিস্তারে, দক্ষিণ প্রান্তে প্রায় ৪৪৪ ক্রোশ, পরে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া উত্তর প্রান্তে ৫৭ ক্রোশের অপেক্ষাও অল্প হইয়াছে। ভূগোলবেত্তারা এই ভূভাগ সচরাচর তিন দেশে বিভক্ত করিয়া থাকেন; মিসর*, নিউবিয়া ও আবিসিনিয়া। ইহার অধিকাংশ মিসরের পাসার অধীন।

মিসর।

মিসরের উত্তর সীমা ভূমধ্যসাগর; পূর্ব্ব সীমা সুয়েজ যোজক ও লোহিত সাগর; দক্ষিণ সীমা নিউবিয়া; পশ্চিম সীমা লিবিয়া মরু ও বার্কা। ইহার পরিমাণফল প্রায় ৩,৭৫,০০০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১৯,৯৭,০০০।

মিসর প্রকরণে সর্ব্বাগ্রে নীল নদীর বিবরণ করা আবশ্যক। দুই স্রোতস্বতীর সংযোগে নীলের উৎপত্তি;

* এই দেশকে ইঙ্গরেজী ভাষায় ঈজিপ্ট কহে।

একের নাম বহর এল অবিয়দ *, অন্যের নাম বহর এল অজরেক †। এতকালের পর সম্প্রতি বহর এল অবিয়দের উৎপত্তি স্থান নির্ণীত হইয়াছে। স্পিকি নামে এক জন ইঙ্গরেজ ভ্রমণকারী আবিষ্কার করিয়াছেন যে পূর্ব্ব আফ্রিকার অন্তর্গত নায়ন্জা হ্রদ হইতে এই প্রবাহ নিঃসৃত হইতেছে। বহর এল অজরেক আবিসিনিয়ার অন্তর্গত পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন। উভয়ের মিলিত প্রবাহকে ভূগোলবেত্তারা নীল কহিয়া থাকেন। এই নদী, পথি মধ্যে কয়েক বার এ দিক্ ও দিক্ বাঁকিয়া সামান্যতঃ উত্তরাভিমুখে, নিউবিয়া ও মিসরের মধ্য দিয়া, প্রবাহিত হইয়াছে। কায়রো নগরের কিয়দ্দুর উত্তরে আসিয়া ইহার জলরাশি দুই প্রধান ও অপরাপর বহুপ্রবাহে বিভক্ত হইয়া ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রধান প্রবাহ দুইটীকে স্ব স্ব মোহানাস্থিত নগরের নামানুসারে ডামিয়েটা ও রসেটা প্রবাহ কহে। এই দুই প্রবাহের অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগ একটী স্বল্পায়ত দ্বীপ। সেই দ্বীপ দেখিতে মাত্রাশূন্য বকারের ন্যায় (ব), এজন্য উহাকে নীলনদীর বদ্বীপ ‡ বলিয়া আখ্যাত করা যাইতে পারে।

---

* শ্বেতনদী   † নীলনদী।

‡ অন্যান্য যে যে নদীর মোহানায় এই আকারের দ্বীপ দৃষ্ট হয়, সেই সেই নদীর নামোল্লেখ করিয়া অমুক নদীর বদ্বীপ কহা যায়। যথা গঙ্গার মোহানায় গঙ্গার বদ্বীপ, বল্গার মোহানায় বল্গার বদ্বীপ ইত্যাদি। ইঙ্গরেজী ভাষায় বদ্বীপকে ডেল্টা কহে। গ্রীক ভাষার বর্ণমালায় ডেলটা নামে এক অক্ষর আছে, সেই অক্ষরের আকার মাত্রাশূন্য বকারের ন্যায়, উহা হইতেই ইঙ্গরেজেরা নদীর মোহানাস্থিত বদ্বীপকে ডেলটা কহে।

নীল অববাহিকা* পূর্ব্ব পশ্চিম দুইদিকেই, নদীর খাত হইতে, অনতিদূর অন্তরে, পর্ব্বতে নিরুদ্ধ। নিরোধক পর্ব্বত দুইটী নিউবিয়া দেশের অভ্যন্তর হইতে নীলের প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত ধাবমান হইয়া কায়রো নগরের অনতিদূর দক্ষিণে আসিয়া পরস্পর অন্তরিত হইয়াছে। পশ্চিমের পর্ব্বত পশ্চিম উত্তরে ধাবিত হইয়া স্কেন্দ্রিয়া নগরের সমীপে উপস্থিত হইয়াছে, আর পূর্ব্বের পর্ব্বত পূর্ব্ব দিকে যাইয়া লোহিত সাগরের উত্তর উপকূলে বিস্তৃত রহিয়াছে। দুই পর্ব্বতের উচ্চতায় কুত্রাপি ১,৩০০ হস্তের অধিক নহে, প্রত্যুত স্থানে স্থানে ইহাদের শিখর নিতান্ত নিম্ন। ইহাদের পরস্পর অন্তর গড়ে আড়াই ক্রোশের অধিক নহে। কায়রো নগরের প্রায় ২৭ ক্রোশ দক্ষিণে পাশ্চাত্য পর্ব্বতে একটা ফাটল দৃষ্ট হয়। সেই ফাটলমুখে নীলের এক শাখা প্রবিষ্ট হইয়া ফেয়াম নামক প্রদেশে প্রবেশ করিয়া উহাকে বৃক্ষ লতাদিতে বিভূষিত করিয়াছে। নীলের উভয় তীরে অগণ্য শস্যক্ষেত্র ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালী-নিকুঞ্জ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক নিকুঞ্জে এক এক ক্ষুদ্র গ্রাম প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

নীলের বদ্বীপের ভূমি নিম্ন, সমতল ও পললময়। উহার উপরিভাগ বহুল কৃত্রিম নদীতে বিচ্ছিন্ন ও নানা প্রকার বৃক্ষ ওষধিতে পরিশোভিত। বদ্বীপের উভয় পার্শ্বের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ভূমিও সমতল, পললময় ও

* কোন নদীর উভয় দিকের যত দূরের জল আসিয়া সেই নদীতে পড়ে তত দূরের ভূমিকে সেই নদীর অববাহিকা কহা যায়।

উর্ব্বরা। নীলের মোহানায় অনেক লবণাম্ব হ্রদ ও ঝিল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নীলের পাশ্চাত্য পর্ব্বতের পশ্চিমের ভূমি সর্ব্বত্রই মরু, কেবল মধ্যে মধ্যে কতিপয় বিচ্ছিন্ন উর্ব্বর ভূমি-খণ্ড দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই সকল উর্ব্বর খণ্ডকে ওয়েসিস্ কহে। উহারা দেখিতে সাগরান্তর্গত দ্বীপের ন্যায়, বিশেষ এই যে, দ্বীপ চতুর্দ্দিকস্থ জলের অপেক্ষা উন্নত, কিন্তু ওয়েসিস্ চতুর্দ্দিকস্থ বালুকাস্তরের অপেক্ষা মগ্ন। ঐ সকল ওয়েসিসের মধ্যে সিওয়া নামে একটী অতিশয় প্রসিদ্ধ। ঐ ওয়েসিস্ নীলতীরস্থিত বেনিসা-উয়েফ নামক নগর হইতে ১৩৮ ক্রোশ ঠিক পশ্চিম। ওখানে সুবিখ্যাত জুপিটর আমনের মন্দির ছিল।

প্রাচ্য পর্ব্বতের পূর্ব্ব ও লোহিত সাগরের পশ্চিমে ভূমি প্রায়ই পর্ব্বতময় ও অনুর্ব্বরা। কিন্তু মধ্যে মধ্যে উর্ব্বর ও জলপূর্ণ ক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল উর্ব্বর স্থান দিয়া সার্থবাহকেরা সচরাচর কায়রো নগর হইতে সুয়েজ নগরে গমনাগমন করে।

মিসর গ্রীষ্মপ্রধান দেশ; বায়ু অতিশয় পরিশুষ্ক, বৃষ্টি প্রায়ই হয় না। কিন্তু গ্রীষ্মের আতিশয্যে লোকের অতিশয় কষ্ট অনুভবও হয় না; উত্তর দিক্ হইতে সচরাচর অতি সুখস্পর্শ বায়ু প্রবাহিত হইয়া আতপ-তাপের প্রখরতা বিনষ্ট করে। এ দিকে মিসরের দক্ষিণ ভাগে শীতকালে রাত্রি অতিশয় শীতল; দিনমানেও ছায়াতে অতিশয় শীত; সর্ব্বদা গাত্রে গরম কাপড় না পরিলে নানা প্রকার উৎকট পীড়া জন্মে। চৈত্র মাসের প্রথম পক্ষে এ দেশে দক্ষিণ দিক্ হইতে খসিম নামে

অত্যন্ত উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়। ঐ বায়ু প্রায় পঞ্চাশ দিন প্রবল থাকে, তখন লোকের অত্যন্ত ক্লেশ। ভয়ঙ্কর সমুম বায়ুও সময়ে সময়ে প্রবাহিত হয়।

জ্যৈষ্ঠ যায় আষাঢ় আইসে এমন সময় নীল নদী স্ফীত হইতে আরম্ভ হয়। আশ্বিন মাসে স্ফাতির চরম সীমা। পরে কয়েক দিন সমভাবে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে জল সরিতে আরম্ভ হয়। অগ্রহায়ণের প্রথমার্দ্ধে সমুদায় জল সরিয়া পুনর্ব্বার খাতমধ্যে নিরুদ্ধ হয়। নীলের পরীবাহে বদ্বীপ ও অববাহিকা জলমগ্ন হইয়া যায়। তত্রত্য গ্রাম সকল সাগরান্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। উৎকট বন্যা হইলে সমুদায় মগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে একমাত্র বিস্তীর্ণ বারিরাশি দৃষ্ট হইতে থাকে। অল্প বন্যা হইলে সে বার প্রায়ই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ফলতঃ নাত্যল্প বন্যাই এদেশের সৌভাগ্য। তদ্দ্বারা সমুদায় বদ্বীপ ও অববাহিকা অভিনব পললস্তরে আচ্ছন্ন হওয়াতে বীজ ছড়াইবার ক্লেশমাত্র স্বীকার করিলেই প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। নীলের জল শস্য উৎপাদন বিষয়ে এত অনুকূল যে তাহার উর্ব্বরতাগুণের প্রশংসা করিয়া উঠা যায় না।

মিসর দেশে ভারতবর্ষীয় প্রায় সমুদায় শস্য উৎপন্ন হয়। তদ্ব্যতিরেকে ডরা নামে সর্ষপাকার এক প্রকার শস্য জন্মে, ভারতবর্ষে উহা পাওয়া যায় না। ফলের মধ্যে কমলা ও অন্যান্য প্রকার লেবু, কলা, দাড়িম, খেজূর ও আকরট অতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। মিসরে কুত্রাপি অরণ্য দেখা যায় না।

মিসরে ভয়ঙ্কর জন্তুর মধ্যে কুম্ভীর ও তরক্ষু প্রধান।

নীল নদীতে জলহস্তীও অনেক পাওয়া যায়। গ্রাম্য জন্তুর মধ্যে বৃষ, অশ্ব, উষ্ট্র, মহিষ ও অশ্বতর শ্রেষ্ঠ। এখানকার গর্দ্দভ এরূপ চতুর যে অমুক ব্যক্তি গাধা বলিলে তাহার গালি হয় না। এই দেশে নকুল জাতীয় এক প্রকার জন্তু পাওয়া যায়। সেই জন্তু সতত কুম্ভীরের অণ্ড নষ্ট করিয়া থাকে। এজন্য উহাকে কুম্ভীরারি বলিয়া আখ্যাত করা যাইতে পারে। ইঙ্গরেজীতে উহার নাম ইক্‌নোমন্। মিসর ভিন্ন অন্য কোন দেশেই কুম্ভীরারিকে দেখা যায় না। এ দেশের চাসারা মধুমক্ষিকা ও নানা প্রকার পক্ষী পালন করে। তাহারা কৃত্রিম উত্তাপ দ্বারা পাখীর ডিম ফুটাইয়া থাকে।

মিসর দেশে নানা জাতীয় লোকের বাস। তন্মধ্যে আরব, কপ্‌ট, তুরুষ্ক ও য়িহুদি ইহারাই প্রকৃত অধিবাসী। আর আর সকলে কোন না কোন কর্ম্মোপলক্ষে অবস্থিতি করে, কর্ম্ম সমাধা হইলে স্ব স্ব দেশে চলিয়া যায়। সেই সমুদায় অবস্থায়ীদিগের মধ্যে ফরাসি, ইঙ্গরেজ, জর্ম্মন প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় জাতিই অধিক।

মিসরবাসী আরবদিগের অবয়ব প্রকৃত আরবের অধিবাসীদিগের হইতে অধিক ভিন্ন নহে। উভয়ের গঠনেই অনেক সাদৃশ্য নিরীক্ষিত হয়। মৈসর আরবেরা, স্ত্রীপুরুষ উভয় জাতিই, অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত পুরুষেরা কোন নগরে গমন করিলে প্রায়ই বেশ্যাদিগের মন্দির দর্শন না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। এ দিকে স্ত্রীগণ স্ববশ হইলেই সতীত্ব বিসর্জ্জন করে।

কপ্‌টেরা মিসরের আদিম অধিবাসী, কিন্তু অধুনা

অন্যান্য জাতির সহিত সম্পূর্ণ অমিশ্রিত আছে এমন বোধ হয় না। লাম্পট্য ইহাদেরও প্রতি মুহূর্তের কলঙ্ক। মৈসর য়িহুদিরা চরিত্র বিষয়ে অন্যান্য দেশীয় য়িহুদিদিগের মত। বিশেষ এই যে, ইহারা অতিশয় দরিদ্র এবং কদর্য্য খায়, কদর্য্য পরে ও কদর্য্য স্থানে থাকে বলিয়া দেখিতে অতিশয় কদর্য্য।

নীলতীরবর্ত্তী মৈসরদিগের বংশবৃদ্ধি এত অধিক যে উহা উপমাস্পদীভূত হইয়াছে। তথায় এমন বয়স্থা স্ত্রী নাই যাহার ক্রোড়ে সন্তান দৃষ্ট না হইয়া থাকে। মৈসর চাসাদিগের অবস্থা অতিশয় নিকৃষ্ট। এ দেশে চাসাদিগকে ফেলা কহে। ফেলারা সকলেই এক ধাতু ও এক ছাঁচের মানুষ; ইহারা অতি অপরিষ্কৃত ও হতশ্রী কুটিরে বাস করে, তথায় গৃহসজ্জার মধ্যে একটা মাদুর, কয়েকখান মাটীর বাসন ও শস্য রাখিবার জন্য একটা বড় জালা এই মাত্র দেখা যায়। পরিচ্ছদের মধ্যে কটিতটে এক খণ্ড শতগ্রন্থি গলিত বস্ত্র জড়াইয়া কোন রূপে লজ্জা রক্ষা করে। জরার রুটি ও পলাণ্ডু ইহাদের সাধারণ আহার, যে দিন দুই চারিটা অণ্ড বা এক খণ্ড কদর্য্য মহিষমাংস যুটে সে দিন ভারি ঘটা হয়। দারিদ্র্য নিবন্ধন ইহারা চিরকাল পরাধীন, সুতরাং সচরাচর অতিশয় ভীরু, মূর্খ ও তোষামোদী; মনের ভাব মনেই রাখে, ব্যক্ত করিতে পারে না; যাহা বল তাহাতেই বিশ্বাস, ধর্ম্ম নামে যাহা শুনিয়াছে তাহাতেই ভক্তি; কাহারও এমন বুদ্ধি নাই যে, প্রতি অক্ষরে অসম্বদ্ধ হইলেও, ধর্ম্মকাহিনীর বিন্দুবিসর্গও অমূলক জ্ঞান করে। ধর্ম্ম, নীতি ও আচার ব্যবহারে পুত্র চিরকাল পিতৃ-

মতের অনুসরণ করে, ক্ষণমাত্রও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিচার বা অনুসন্ধান করে না। ফেলাদিগের সন্তানেরা বয়ঃসন্ধি পর্য্যন্ত উলঙ্গ বেড়ায়, পরে পিতার নিকট হইতে এক-থান নেকড়া পায় ও মজুরী করিতে আরম্ভ করে। দুই চারি টাকা হাতে হইলেই বিবাহ করে, কিন্তু প্রকৃত দাম্পত্যপ্রীতি কাহাকে বলে স্বপ্নেও জানে না; কেবল ইন্দ্রিয়তুষ্টিই বিবাহের উদ্দেশ্য, সুতরাং সং-সারে রুটি ও ভাত যেরূপ আবশ্যক ইহাদের মতে স্ত্রীও সেইরূপ মাত্র। এ দেশীয় রাজপুরুষেরা এরূপ ধনশোষক যে তাহারা ফেলাদিগের উপরে অহরহ ডাকাইতি করে বলিলেই হয়।

মিসর দেশে প্রাথমিক পাঠশালা, দ্বৈতীয়িক পাঠ-শালা ও বিশেষ পাঠশালা এই তিন প্রকার বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। রাজাজ্ঞানুসারে দেশের প্রত্যেক ভাগ হইতে তৎসমুদায়ে কতকগুলি নিয়মিত সঙ্খ্যক ছাত্র প্রেরিত হয়। ছাত্রেরা গ্রাসাচ্ছাদন ও আর আর সমস্ত ব্যয় সরকার হইতে পাইয়া থাকে। প্রথমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম পাঠ্য বিষয় সকল অধ্যয়ন করে, পরে দ্বৈতীয়িক বিদ্যালয়ে যাইয়া বিশেষ বিদ্যা-লয়ে প্রবেশের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে থাকে। তথায় প্রবেশ করিয়া উত্তরকালে যাহাতে আরবী, তুরুস্ক ও ফরাসি ভাষা হইতে অনুবাদ করিবার ক্ষমতা জন্মে তদুপযুক্ত অধ্যয়ন করে। উপরি উক্ত তিন প্রকার বিদ্যালয় ব্যতিরেকে যুদ্ধবিদ্যা, স্থপতিশাস্ত্র ইত্যাদি শিক্ষা করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয় আছে। কিন্তু সুশিক্ষক ও সুপুস্তকের অসদ্ভাবে এই সকল বিদ্যালয়ের

যথোচিত উন্নতি হইতে পায় না। অধিকন্তু মুসলমানেরা স্বভাবতই বিদ্যার বিশেষ আদর করে না। তাহাদের মতে কোরান পড়াই বিদ্যার সার। কোন কোন বিজ্ঞচূড়ামণি ইহাও কহিয়া থাকেন যে, "কোরানই সকল বিদ্যার সার, কোরানবহির্ভূত সমুদায়ই অকর্ম্মণ্য। অতএব কোরান পড়িলেই সমুদায় সার বিষয় পড়া হয়, আর কোরানবহির্ভূত যে কিছু তত্তাবৎই নিতান্ত অসার, সুতরাং পড়িবার প্রয়োজন নাই।" এরূপ লোকের মধ্যে বিদ্যার সঞ্চার সহসা হয় না।

মিসরের শাসনকর্ত্তাকে পাসা কহে। তিনি নামে তুরুষ্কপতির অধীন, কার্য্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাঁহার শাসনে নানা প্রকারে মিসরের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু তথাপি তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি যথেচ্ছাচারী কহিতে হয়। তিনি বহুসঙ্খ্যক সেনা ও রণতরি সংগ্রহ করিয়া মিসরের পরাক্রম বৃদ্ধি করিয়াছেন, স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া রাজ্যের ভবিষ্যৎ সভ্যতার বীজ বপন করিয়াছেন, সুবুদ্ধি ও কর্ম্মদক্ষ বিদেশীয়দিগকে বিধিমতে উৎসাহ দিয়া স্বরাজ্যে রাখিয়া থাকেন এবং অপেক্ষাকৃত সুবুদ্ধি প্রজাদিগের মধ্যে অনেককে বিদ্যাবিশারদ করিবার মানসে সুশিক্ষার্থে ফ্রান্সদেশে প্রেরণ করিয়াছেন। পরন্তু তাঁহার অনুমতি বিনা প্রজারা নিশ্বাস ফেলিতে পায় না বলিলেই হয়। তিনি যে মজুরী নির্দ্ধারিত করেন তাহাতেই খাটিতে হয়, যাহাকে যে ব্যবসায় অবলম্বন করিতে কহেন তাহাকে তাহাই করিতে হয় এবং যেখানে যে প্রকার শস্য রোপণ করিতে আদেশ করেন, কাহার সাধ্য

তাহার অন্যথা করে। শিল্পকর্ম্মও তিনি যেরূপ বলেন তদ্বিরুদ্ধ বা বহির্ভূত করিবার যো নাই। শিল্পকরেরা, যাহাদের ইচ্ছা, আপনাদের দ্রব্য বিক্রয় করিতে পায় না, সমুদায়ই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট মূল্যে তাঁহারই পাইকেরদিগের নিকট বিক্রয় করিতে হয়। রাজ্য মধ্যে তিনিই একমাত্র ভূম্যধিকারী, অর্থাৎ প্রজাদের কাহারই নির্দ্দিষ্ট ভূসম্পত্তি নাই; চাসাদের নিকট এত পরিমাণে শস্য লইব অবধারিত করিয়া তাহাদিগকে আপন ভূমি চাস করিতে দিয়া থাকেন। মিসরের নৌকা, উষ্ট্র, অশ্ব প্রভৃতি যাবতীয় যানের অর্দ্ধেক তাঁহার এবং সমুদায় ঘরট্টের মধ্যে এক খানিও অন্যের নাই। মিসরে অনেক প্রকার বাণিজ্য ব্যবসায় সম্পন্ন হয় কিন্তু সকলই তাঁহার হস্ত দিয়া হইয়া থাকে।

প্রথিত আছে মিসর দেশেই বিদ্যা ও শিল্পকর্ম্মের প্রথম সৃষ্টি হইয়া কালক্রমে তথা হইতেই ঐ সকল অন্যান্য দেশে বিকীর্ণ হইয়াছে। এই প্রবাদ সম্পূর্ণ সত্যমূলক হউক বা না হউক তথাচ মিসর দেশ যে অতি প্রাচীন কালেই বিলক্ষণ সভ্য হইয়াছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই। অদ্যাপি সেই প্রাচীন সভ্যতার ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। মিসর দেশে যে সকল স্তম্ভ ও সৌধ রহিয়াছে তৎসমুদায়ে পুরাকালের মৈসরদিগের বিভব ও শিল্পনৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাহুল্য বিবরণ এই পুস্তকের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত এজন্য এস্থলে তৎসমুদায়ের উল্লেখ করা গেল না; কেবল পিরামিড নামক জগদ্বিখ্যাত কতিপয় স্তম্ভের স্থূলমাত্র নিম্নে লিখিত হইতেছে।

এই সমুদায় স্তম্ভ ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, অথবা তদধিক কোণ মেজের উপরে তাম্বূর আকারে গ্রথিত. অর্থাৎ ইহাদের তলা বিস্তৃত, অবয়ব ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ এবং শিখরদেশ সূচ্যগ্রবৎ সূক্ষ্ম। বৃহৎ বৃহৎ উপলখণ্ড উপর্য্যুপরি সংযোজিত করিয়া ইহারা গ্রথিত হইয়াছে। শিখরদেশে উঠিতে হইলে ক্রমান্বয়ে সেই সমুদায় উপলখণ্ডে পদ নিক্ষেপ করিয়া উঠিতে হয়। এই সকল স্তম্ভ অতিশয় উচ্চ। তিন সহস্র বৎসর হইল ইহারা গ্রথিত হইয়াছে। এপর্য্যন্ত কীর্ত্তিবিলোপী কাল ইহাদের কিছুই করিতে পারে নাই। কিন্তু এই সকল আশ্চর্য্য স্তম্ভ কে নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং কি উদ্দেশেই বা ইহাদের নির্ম্মাণ হইয়াছে তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিবার উপায় নাই।

মিসরের রাজধানী কেয়রো, নীল নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। এই নগর আফ্রিকার আর আর সমুদায় নগর অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত। অন্যান্য প্রধান নগরের মধ্যে স্কেন্দ্রিয়া, ডামিয়েটা, রসেটা ও সুয়েজ অধিক প্রসিদ্ধ। স্কেন্দ্রিয়া মিসরের প্রধান বন্দর; সুয়েজ দিয়া ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডের ডাক চলিয়া থাকে। নীল নদীর তীরে কেয়রো ব্যতীত সাউট, গেনে, এস্নে ও আস্যুয়ান আরো এই চারি নগর আছে। পূর্ব্বকালে এই দেশে থিবস্ ও মেম্‌ফিস নামে দুই প্রসিদ্ধ নগর ছিল।

নিউবিয়া।

মিসরের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে আবিসিনিয়া পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগকে ইয়ুরোপীয় ভূগোলবেত্তারা নিউবিয়া

করিয়া থাকেন। মিসর দেশের ন্যায় এই বহুবিস্তৃত ভূভাগেও নীল অববাহিকার উভয়দিকই পর্ব্বতে নিরুদ্ধ। নীলের তীর ও সেই সকল পর্ব্বতের মধ্যের ভূমি কিয়দ্দূর উর্ব্বরা কিন্তু পর্ব্বতের ওদিকে সর্ব্বত্রই মরু। এই দেশে গ্রীষ্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব, দিবাভাগে সচরাচর অগ্নিকণার ন্যায় উত্তপ্ত বালুকা উড্ডীন হয়। রাত্রি ভিন্ন ভ্রমণ করা দুঃসাধ্য। ইহার কোন কোন অংশ পৃথিবীস্থ আর আর যাবতীয় উষ্ণ দেশের অপেক্ষাও অধিক উত্তপ্ত। এখানকার ক্ষেত্রোৎপন্ন সমুদায় দ্রব্য মিসর দেশীয় উদ্ভিদের ন্যায়। কৃষিকর্ম্ম অপেক্ষাকৃত কদর্য্য। এই দেশের দক্ষিণভাগে স্থানে স্থানে অতি সতেজ গুল্মাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু সেই সকল স্থান এরূপ অস্বাস্থ্যকর যে প্রায় সর্ব্বত্র নির্ম্মনুষ্য। কোন প্রকার গ্রাম্য জন্তুও তৎসমুদায়ে তিষ্ঠিতে পারে না। তথায় জলে জলহস্তী ও অতি ভয়ঙ্কর কুম্ভীর এবং স্থলে সিংহ, গণ্ডার ও জিরাফ * দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নিউবিয়ার অধিবাসীরা তিন প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত; আরব, কাফ্রি ও আদিম নিউবীয়। আদিম নিউবীয়েরা প্রাচীন মৈসরদিগের বংশ। ইহারা কপ্‌টদিগের অপেক্ষা অধিক অমিশ্রিত রহিয়াছে।

---

* এক প্রকার চতুষ্পদ। ইহার স্কন্ধদেশ ও সম্মুখের পদদ্বয় অতীব উচ্চ, নিতম্ব ও পশ্চাতের পদদ্বয় অপেক্ষাকৃত অনেক নিম্ন, গ্রীবা দীর্ঘ মস্তক ক্ষুদ্র, মুখ উষ্ট্রের ন্যায় এবং শরীর পিঙ্গল ও মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ ছাবে অঙ্কিত। এই জন্তুর প্রকৃতি অতিশয় ধীর। কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট করে না। ভয় পাইলে পলাইয়া যায়। কিন্তু একান্তই শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইলে আত্মরক্ষার নিমিত্ত পদাঘাত করিয়া থাকে।

এদেশে লেখা পড়ার চর্চ্চা অধিক নাই, কৃষিকর্ম্ম ও নিকটবর্ত্তী দেশ সকলের সহিত বাণিজ্যই লোকের প্রধান উপজীবিকা। পূর্ব্বে নিউবিয়ায় অনেক স্ব স্ব প্রধান রাজা ছিল। অধুনা প্রায় সমুদায় দেশই মিসরের পাসার অধীন।

প্রাচীনকালে এই দেশ অতিশয় বিভবশালী ছিল। বহুল পিরামিড ও ভগ্নাবশিষ্ট মন্দির ইহার অতীত প্রাধান্যের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। ইয়ুরোপের প্রাচীন ভূগোলবেত্তারা নিউবিয়া আবিসিনিয়া এই উভয় দেশকে ইথিয়োপিয়া কহিতেন। নিউবিয়ার রাজধানী খার্টুম। সেণ্ডি, ইপ্সাম্বুল, সেনার, এলওরিয়দ, মাসাউ ও সুয়েকিন আর কয়েকটী প্রধান নগর।

আবিসিনিয়া।

আবিসিনিয়া নিউবিয়ার দক্ষিণ ও লোহিত সাগরের দক্ষিণ পশ্চিম; ইহার সমুদায় চতুঃসীমা সম্যক্ রূপে পরিজ্ঞাত নহে। আবিসিনিয়াবাসীরা আপনাদের দেশকে সচরাচর আথেজি কহে; কখন কখন ইটোপিয়াও বলিয়া থাকে। আরবেরা এই দেশকে হাবেশ কহে; তাহা হইতেই ইয়ুরোপীয়েরা আবিসিনিয়া নাম নিষ্পন্ন করিয়াছেন। হাবেশের অর্থ বর্ণসঙ্কর, আবিসিনিয়াবাসীরা অত্যন্ত অবজ্ঞাসূচক বলিয়া ঐ নাম স্বীকার করে না।

আবিসিনিয়া একটী বিস্তীর্ণ অধিত্যকা। এই অধিত্যকা নিউবিয়ার প্রান্ত, লোহিত সাগরের কূল ও দক্ষিণ

আফ্রিকা এই তিন দিকেই ক্রমশঃ ঢালু। এখানে অনেক উচ্চ পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়। হ্রদও অনেক। তন্মধ্যে বহুর জানা বা ডেম্বিয়া হ্রদ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। এখানকার অনেক অন্তর্দ্দেশ উর্ব্বর ও পার্ব্বতীয় সরিতে পরিষিক্ত। সামান্যতঃ কহিলে আবিসিনিয়া, নিউবিয়া ও মিসর অপেক্ষা অল্প উষ্ণ ও পরিশুষ্ক। কিন্তু সমুদায় নিম্নপ্রদেশ ও উপকূল ভাগ অতিশয় গ্রীষ্মপ্রধান। এ দেশে বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত কয়েক মাস বর্ষা, তখন নিয়ত বৃষ্টি হয়। সেই বৃষ্টির জলই নীলের স্ফাতির প্রধান হেতু।

এদেশে বর্ষে দুইবার শস্য জন্মে। শস্যের মধ্যে গোম, যব, ভূট্টা ও টেফ প্রধান। শেষোক্ত শস্য সর্ষপের অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। উহাতে সুস্বাদ রুটি প্রস্তুত হয়। সেই রুটিই এদেশীয় সামান্য লোকদিগের প্রধান অবলম্বন। আবিসিনিয়ায় প্রায় সর্ব্বত্র নানা প্রকার সুরভি কুসুম প্রস্ফুটিত হয়; তৎসমুদায়ের সুগন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত থাকে। আবিসিনিয়ায় অনেক স্থানে লৌহ, তাম্র, সীস ও গন্ধক পাওয়া যায়। রৌপ্য ও অতি উৎকৃষ্ট সুবর্ণও পাওয়া যায় বলিয়া খ্যাতি আছে। দেশের বায়ু কোণে টাজির নামক প্রদেশে একটী বিস্তীর্ণ লবণক্ষেত্র আছে। তাহাতে অপর্য্যাপ্ত লবণ উৎপন্ন হয়।

আবিসিনিয়ার গ্রাম্য জন্তুর মধ্যে বৃষ, অশ্ব, গর্দ্দভ ও অশ্বতর প্রধান। গ্রাম্যেতর জন্তুর মধ্যে সিংহ, দ্বীপী, কুম্ভীর, বন্যমহিষ, বন্যশূকর, দ্বিখড়্গ গণ্ডার, জলহস্তী, জিরাফ ও গেজেল* প্রসিদ্ধ। এদেশে নানা প্রকার

* কৃষ্ণসার জাতীয় চতুষ্পদ।

বিরক্তিকর পতঙ্গ উৎপন্ন হয়। তাহারা যৎপরোনাস্তি উৎপাত করে। সেই সমুদায় পতঙ্গের মধ্যে সান্টসাল্য নামক পতঙ্গ অতিশয় বিরক্তিকর, উহার জ্বালায় সিংহ-কেও অস্থির হইয়া পলায়ন করিতে হয়। এই পতঙ্গের অবয়ব মৌমাছির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়। ডানা অতি-পরিষ্কৃত গাজের মত, মাতা ডাগর এবং মুখে শূক-রের সটার ন্যায় তিন গাছা অতি শক্ত শুঁয়া দেখিতে পাওয়া যায়। গাভি সকল যে মাত্র ইহাকে দৃষ্টি করে কিম্বা ইহার বজ্ বজ ধ্বনি শুনিতে পায় তৎক্ষণাৎ মুখের কবল পরিত্যাগ করিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়া দৌড়িতে আরম্ভ করে এবং ভয়ে, পথিশ্রমে ও অনাহারে অভি-ভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে এক একটী করিয়া মরিতে থাকে। আবিসিনিয়ার উত্তর পূর্ব্বের অধিবাসীদিগকে ইহা-দের দৌরাত্ম্যে প্রতি বৎসর এক এক বার বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে পলাইতে হয়। শস্য-নাশক পতঙ্গপালও এখানে অতিশয় উপদ্রব করে।

আবিসিনিয়ার আদিমনিবাসীদিগের শরীরের গঠন ইয়ুরোপীয়দিগের শরীরের ন্যায়, কাফ্রি ও আরব-দিগের সহিত অণুমাত্রও সাদৃশ্য নাই। ইহাদের বর্ণ, পাণ্ডুমসীর ন্যায়, এরূপ অদ্ভুত যে অন্য কোন জাতির বর্ণের সহিত তুলনা হয় না। নর-বংশবিদ্ পণ্ডিতেরা কহেন ইহাদের আদি পুরুষেরা পারস উপসাগরের সমীপ হইতে আসিয়া আবিসিনিয়ায় জনস্থান সংস্থা-পন করিয়াছিল। প্রথিত আছে পূর্ব্বকালে আবিসি-নিয়া আফ্রিকার অন্যান্য সমুদায় দেশ অপেক্ষা অধিক সভ্য হইয়াছিল, প্রাচীন মিসরেরাও এই দেশ হইতেই

সভ্যতাজ্যোতিঃ লইয়া আপনাদের দেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। অধুনা সেই সভ্যতার সূর্য্য একেবারেই অস্তগত হইয়াছে এবং অসভ্যতার ঘোর অন্ধকার আবিসিনীয়দিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। কনষ্টান্টাইন সম্রাটের সময়ে আবিসিনীয়েরা খ্রীষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। অদ্যাপিও ইহারা নামে তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত রহিয়াছে। আদিম আবিসিনীয় ভিন্ন অধুনা অনেক মুসলমান ও য়িহুদি আবিসিনিয়ায় বসতি করিতেছে। এই দেশে বাবেল্মণ্ডেব প্রণালীর উত্তরে এক অতি ভয়ঙ্কর জাতি বসতি করে। খর্ব্বশরীর, গাঢ়কপিশবর্ণ ও সুদীর্ঘকেশ এই তিন লক্ষণ দ্বারা ইহাদিগকে দেখিবামাত্র কাফ্রিজাতি হইতে প্রভেদ করিতে পারা যায়। ইহারা আম মাংস ভক্ষণ ও মুখে, তৈলের ন্যায়, শত্রুর শোণিত মর্দ্দন করে এবং কেশে ও গলদেশে, মালার ন্যায়, অরাতিশিরা জড়াইয়া থাকে। ফলতঃ ইহারা এরূপ ভীষণ যে সেই ভীষণতার সম্পূর্ণ বিবরণ করিয়া উঠা যায় না।

পূর্ব্বকালে সমুদায় আবিসিনিয়া এক চক্রবর্ত্তীর অধীন ছিল; ইদানীং বহুসঙ্খ্যা স্ব স্ব প্রধান রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছে। সেই সমুদায় রাজ্যের মধ্যে আমহরা, টাইজির ও সোওয়া এই তিনটী অপেক্ষাকৃত প্রধান। আমহরা আবিসিনিয়ার মধ্যস্থলবর্ত্তী, প্রধান নগর গণ্ডের। উত্তর পশ্চিম ভাগে টাইজির, প্রধান নগর আন্টালো বা আডোয়া। এই রাজ্যের অন্তর্গত অক্সুম নগর পূর্ব্বকালে অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। তথায় অতীতকালের প্রাচীন হর্ম্ম্যাদির অনেক প্রকাণ্ড

প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। দক্ষিণভাগে সোওয়া রাজ্য, প্রধান নগর আঙ্কবর।

বার্ব্বরি।

ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণে, আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্ব্বতীর হইতে মিসরের পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত, সমুদায় ভূভাগের সাধারণ নাম বার্ব্বরি। দক্ষিণ দিকে, সাহারা মরুর অভিমুখে কতদূর পর্য্যন্ত ভূভাগ বার্ব্বরির অন্তর্গত অদ্যাপি তাহার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিবরণ পাওয়া যায় নাই। আরবেরা বার্ব্বরি এবং তাহার দক্ষিণে সাহারা ও সূদন এই সমুদায়কে মগ্রেব অর্থাৎ পশ্চিম রাজ্য কহে এবং ইহাদের অধিবাসীদিগকে মগ্রেবিন অর্থাৎ পশ্চিমে বলে।

বার্ব্বরির অভ্যন্তরে আটলাস গিরিই তত্রত্য ভূতল সম্পর্কীয় প্রধান দৃশ্য। এই পর্ব্বতের নাম হইতেই আটলান্টিক মহাসাগরের নামকরণ হইয়াছে এবং ইহারই নামানুসারে কোন কোন ভূগোলবেত্তারা সমুদায় বার্ব্বরিকে আটলাস প্রদেশ কহিয়া থাকেন। বার্ব্বরির পশ্চিমভাগ কেবল আটলাসের শৃঙ্গ ও অন্তর্দ্দেশ পরম্পরাতেই পরিপূর্ণ। এ দেশে বড় নদী বা হ্রদ কিছুই নাই; ইহার পূর্ব্বাঞ্চলে ট্রিপলি নামক প্রদেশে সাহারা মরু প্রায় সাগরের তীর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে; অতি সঙ্কীর্ণ এক ফালি ভূখণ্ড মাত্র সেতু স্বরূপ হইয়া সাহারা মরু ও ভূমধ্য সাগরকে পরস্পর ব্যবহিত করিতেছে। ট্রিপলি হইতে পূর্ব্বমুখে গমন করিলে

মিসর পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বত্রই অনুর্ব্বরা ভূমি দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

বার্ব্বরির যে সকল প্রদেশ ভূমধ্য সাগরের সমীপ-বর্ত্তী ও যেখানে আটলাস পর্ব্বত ব্যবধান থাকাতে সাহারা মরুর উষ্ণ ঝঞ্ঝাবাত প্রবেশ করিতে পারে না তৎসমুদায় প্রদেশ সচরাচর নাতিশীতোষ্ণ। পূর্ব্বভাগে ব্যবধান নাই, তথায় দিবসে অতিশয় গ্রীষ্ম, রাত্রিতে তদনুরূপ দুরন্ত শীত।

বার্ব্বরির মধ্যে আটলাস পর্ব্বতের যে সকল অন্ত-র্দ্দেশে জলকষ্ট নাই তৎসমুদায়ের ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা অল্প শ্রমে অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন হয়। রোম সাম্রা-জ্যের অভ্যুদয় সময়ে আফ্রিকার এই ভাগ অখিল জগন্মণ্ডলের শস্যভাণ্ডার বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। অধুনা এখানকার কৃষিকর্ম্ম অতি অপকৃষ্ট প্রণালীতে সম্পন্ন হয়, তথাপি পশ্চিম ভাগ হইতে স্পেন দেশে শস্য প্রেরিত হইয়া থাকে। এখানকার শস্য ইয়ুরো-পের দাক্ষিণাত্য দেশ সকল ও লিবান্ট সাগরের উপ-কূল সমুদায়ের শস্য হইতে ভিন্ন জাতীয় নহে; এজন্য সবিশেষ উল্লেখ করা গেল না। বার্ব্বরিতে অনেক প্রকার আরণ্য তরু ও সুগন্ধি বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বার্ব্বরিতে আটলাস পর্ব্বতে সিংহ, তরক্ষু প্রভৃতি হিংস্র শ্বাপদ বিচরণ করে, গ্রাম্য জন্তুর মধ্যে অশ্ব, গাভি, মেষ ও ছাগ প্রধান। এখানকার অশ্ব বহুকালা-বধি প্রসিদ্ধ, গাভি অল্প দুগ্ধবতী, সেই দুগ্ধও স্বাদু নহে, মেষের লোম অতি উৎকৃষ্ট, ছাগের চর্ম্ম মোরক্কো চর্ম্ম বলিয়া, ইয়ুরোপে অতিশয় প্রসিদ্ধ। এদেশে

পতঙ্গপাল অতি বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এই পতঙ্গ জাতির বংশবৃদ্ধির কথা শুনিলে সগরপত্নীর ষষ্টি সহস্র পুত্র প্রসবের কথা কোথায় থাকে। যাহারা না জানে তাহারা শুনিলে কোন রূপেই সহসা বিশ্বাস করিতে পারেনা। প্রথিত আছে একটা পতঙ্গী এক-বারে ৭,০০,০০০ ডিম্ব প্রসব করে। অনতিকাল মধ্যে সেই সকল ডিম্ব ভেদ করিয়া শাবক নির্গত হয়।

বার্ব্বরি দেশে তাম্র, সীস, লৌহ, রসাঞ্জন ও সৈন্ধ-বলবণ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে হীরকেরও খনি আছে, সেই সকল খনি হইতে অধিক হীরক উত্তোলিত হয় না। উপকূল ভাগে অতি উৎ-কৃষ্ট স্পঞ্জ ও প্রবাল ধৃত হয়।

বার্ব্বরির অধিবাসীরা ছয় প্রধান জাতিতে বিভক্ত, বার্ব্বর, মুর, আরব, য়িহুদি, তুরুষ্ক ও কাফ্রি। বার্ব্ব-রেরা বার্ব্বরির আদিম অধিবাসী। ইহারা দেখিতে আফ্রিকার অন্যান্য জাতির মত কৃষ্ণকায় ও বিশ্রী নহে, প্রত্যুত ইহাদের কোন কোন সম্প্রদায় বিলক্ষণ সুগঠন ও প্রায়ই ইয়ুরোপীয়দিগের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। মুরেরা দীর্ঘাকৃতি, দৃঢ়কায় ও গম্ভীরমূর্ত্তি। ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণ, মুখ বাটার মত, নাক গোল, চক্ষু বিস্তৃত কিন্তু নি-স্তেজ। পুরুষেরা প্রায়ই স্থূলকায়; আর শরীরের পুষ্টি স্ত্রীজাতির সৌন্দর্য্যের প্রধান লক্ষণ এরূপ বোধ থাকাতে স্ত্রীগণও সাধ্যানুসারে পুষ্ট হইতে চেষ্টা পায়। মুরেরা অল্পায়াসসাধ্য বিবিধ ব্যবসায়ের অনুষ্ঠান করে কিন্তু যে সকল ব্যবসায়ে অধিক আয়াস লাগে তৎসমুদায়ের নিকটেও যায় না। ইহারা অশ্বা-

রোহণে অতিশয় আসক্ত। কোন আপ্ত ভ্রমণকারী মুরদিগের চরিত্র প্রসঙ্গে কহিয়াছেন "আমি ধর্ম্মপ্রমাণ বলিতে পারি যে মনুষ্যের অন্তঃকরণের যাবতীয় নীচ-প্রবৃত্তি একত্র করিয়া এই আফ্রিকীয়দিগের চরিত্র সঙ্ঘটিত হইয়াছে। ইহারা নিষ্ঠুর, চপল, বিশ্বাসঘাতক এবং কি ভয়, কি দয়া, কিছুরই বশ নহে," ইহারা সকলেই গোঁড়া মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী গোঁড়াদিগের মত কহে "সুনীতি বিষয়ে সহস্র দোষ থাকুক, পিতৃপিতামহের ধর্ম্মশাস্ত্র মানিলেই তৎসমুদায়ের যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত হয়, কিন্তু যাহারা পৈতৃক-ধর্ম্মশাস্ত্রে অশ্রদ্ধা করে, তাঁহাদের তুল্য ঘোর পাষণ্ড ভূমণ্ডলে নাই। তাহারা সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ন্যায়বান্, দয়াবান্, যে কিছু হউক না কেন সমুদায়ই ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপের ন্যায় বৃথা হয়।"

বার্ব্বরির আরবেরা আফ্রিকার অন্যান্য ভাগের আরবদিগের হইতে অধিক ভিন্ন নহে। এখানকার তুরুষ্কেরা সমুদায় প্রধান প্রধান বিষয়েই আসিয়িক তুরুষ্কদিগের মত। য়িহুদিরাও অন্যান্য স্থানের য়িহুদিদিগের সদৃশ। কাফ্রিদিগের বিবরণ অগ্রে সুদন প্রকরণে করা যাইবেক। অতি প্রাচীন কাল অবধি বার্ব্বরি রাজ্যে সুদন দেশ হইতে কাফ্রিজাতীয় দাস আনীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। নিতান্ত নিরন্ন ব্যক্তি ব্যতিরেকে এখানকার সমুদায় মুরেরাই কাফ্রিদাস রাখিয়া থাকে। যে সকল দাস নিয়মিত প্রথা অনুসারে দাসত্ব হইতে মুক্ত হয় তাহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বার্ব্বরির অধিবাসীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

এই প্রকারে এই দেশে কাফ্রিদিগের বসতি হইয়াছে।

বার্ব্বরি চারি স্ব স্ব প্রধান রাজ্যে বিভক্ত; মোরক্কো, আল্‌জিরিয়া, টুনিস ও ট্রিপলি।

মোরক্কো—বার্ব্বরির পশ্চিম প্রান্ত। এই রাজ্য বার্ব্বরির আর আর সমুদায় রাজ্য অপেক্ষা অধিক উর্ব্বর ও জনাকীর্ণ। ইহার রাজা অতীব যথেচ্ছাচারী। তাঁহার উপাধি সুলতান। প্রজাদিগের ধন প্রাণ সকলই তাঁহার হস্তগত। কিন্তু রাজ্যের অভ্যন্ত দূরতর প্রদেশ সকলে তাঁহার তাদৃশ প্রভুতা নাই, তৎসমুদায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিপতিরা স্ব স্ব চত্বরে একাধিপত্য করে, কেবল সুলতানের কোষে নিয়মিত রাজস্ব মাত্র প্রেরণ করিয়া তদীয় বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকে। উত্তর আফ্রিকার অধিকাংশে মোরক্কোর সুলতান মর্ত্ত্যলোকে মহম্মদের প্রকৃত প্রতিনিধি বলিয়া অঙ্গীকৃত, সুতরাং মুসলমান ধর্ম্মের সর্ব্ব প্রধান উপদেষ্টা বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকেন।

মোরক্কো রাজ্যে নানা প্রকার শিল্প ব্যবসায় সম্পন্ন হয়। তন্মধ্যে ছাগচর্ম্মের সংস্করণ অতিশয় প্রসিদ্ধ। ঐ চর্ম্মকে রাজ্যের নামানুসারে মোরক্কোচর্ম্ম কহে। উহার বর্ণ রক্ত ও পীত এরূপ উৎকৃষ্ট যে ইয়ুরোপীয়েরাও অননুকরণীয় জ্ঞান করিয়া থাকে। বৃটন ও অন্যান্য রাজ্যের সহিত মোরক্কো রাজ্যের সচরাচর সামুদ্রিক বাণিজ্য হইয়া থাকে। স্থলপথেও সাহারা মরুর উপর দিয়া ইহাতে বহুসংখ্যক বণিকেরা গতায়াত করে। স্থলপথিক বণিকেরা অনেকে মিলিয়া দলবদ্ধ হইয়া একত্র চলে। কোন কোন দল সাহারা পার হইয়া সূদন দেশে যায়। অন্যান্য দল উত্তর আফ্রিকা পর্য্যটন করিয়া

সুপ্রসিদ্ধ মক্কাধামে উত্তীর্ণ হইয়া পণ্য বিক্রয় ও তীর্থ দর্শন একেবারে দুই কর্ম্ম সম্পন্ন করে। মোরক্কো রাজ্যের সমুদায় প্রধান প্রধান নগরে মাদ্রাসা সংস্থাপিত আছে, কিন্তু এখানে বিদ্যার অবস্থা অতিশয় হীন। এই রাজ্যের রাজধানী মোরক্কো। অন্যান্য নগরের মধ্যে ফেজ, মেকুইনেজ, টাঞ্জিয়র ও মোগাডর প্রধান।

আল্‌জিরিয়া—মোরক্কোর পূর্ব্ব। পূর্ব্বতন সময়ে এই রাজ্যকে নিউমিডিয়া কহিত। অধুনা ফরাসিরা এই রাজ্য অধিকার করিয়াছে। ইহার প্রধান প্রধান নগর আল্‌জিয়র্স, ওরান, ট্রিমিজেন, বন ও কন্সটান্সিয়া। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে এই রাজ্য তুরুস্কীয় সুলতানের অধীন হইয়া তন্নিযুক্ত এক জন পাসার দ্বারা শাসিত হইতে আরম্ভ হয়। কালক্রমে এখানকার পাসারা সেনাসহায় করিয়া সুলতানের বশ্যতা অস্বীকার করে। অতীত তিন শত বৎসর কাল আল্‌জিরিয়াবাসীরা আপনাদের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে নিয়ত দস্যুবৃত্তি করিত। ইহাদের প্রতাপে ইয়ুরোপীয় অনেক অনেক চক্রবর্ত্তীকে স্ব স্ব রাজ্যের বণিকপোত সকলের রক্ষার নিমিত্ত ইহাদিগকে কর প্রদান করিতে হইত। ইহাদের দমনের নিমিত্ত বারংবার যত্ন হয় কিন্তু তত্তাবৎই বিফল হইয়া যায়। পরে ১৮১৬ খ্রীঃ অব্দে এক দল ইঙ্গরেজ সেনা ইহাদের প্রধান নগর অবরোধ করে এবং ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দে ফরাসিরা কোন অবমাননার প্রতিফল দিবার জন্য আল্‌জিরিয়ায় একদল সৈন্য প্রেরণ করে। সেনা যাইয়া রাজধানী আক্রমণ ও হস্তগত করাতে সমুদায় রাজ্য ফ্রান্সের অধিকার মধ্যে ভুক্ত হইয়া আসিয়াছে।

টুনিস—আল্‌জিরিয়ার পূর্ব্ব। এই রাজ্য একটী সুদীর্ঘ উপদ্বীপ। ইহার সর্ব্বোত্তর প্রান্ত, 'বন' অন্তরীপ, সিসিলি দ্বীপ হইতে পঁয়তাল্লিশ ক্রোশের অপেক্ষাও অল্প অন্তর। এই রাজ্যও পূর্ব্বে তুরুস্কের অধীন ছিল এবং একজন পাসার দ্বারা শাসিত হইত; অধুনা স্বাধীন হইয়াছে। ইহার রাজাকে বে কহে। তিনি আপন প্রজাদিগের প্রতি অতীব যথেচ্ছাচারী কিন্তু ইয়ুরোপীয় খ্রীষ্টান চক্রবর্ত্তীদিগের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করেন। এই রাজ্যে বিবিধ বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। ইহার রাজধানী টুনিস। মুসা, কেবিস ও কোরোয়াল ইহার আর তিনটী প্রধান নগর। শেষোক্ত নগর মুসলমানদিগের এক মহাতীর্থ। এখানে এক অতি উৎকৃষ্ট মসিদ আছে, উত্তর আফ্রিকার আর কুত্রাপি সেরূপ উৎকৃষ্ট মসিদ নাই। এই রাজ্যে, টুনিস নগর ও বন অন্তরীপের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে, সুবিখ্যাত কার্থেজ নগর অবস্থিত ছিল। অধুনা তথায় কেবল কতকগুলি প্রস্তর রাশি ও অন্যান্য ভগ্নাবশেষ পতিত রহিয়াছে। আফ্রিকার এই ভাগে প্রাচীন রোমকদিগের বহুল সৌধের বিনাশাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

ট্রিপলি—টুনিসের পূর্ব্ব। এখানকার ভূমি কৃষির পক্ষে নিতান্ত প্রতিকূল। এই রাজ্য তুরুস্কপতির অধীন। তাঁহার নিযুক্ত এক জন পাসা ইহার শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইহার রাজধানী ট্রিপলি। এই নগর দিয়া বিস্তর বণিক্‌দল মধ্য আফ্রিকায় গমনাগমন করিয়া থাকে।

ট্রিপলির পূর্ব্বদিকে বার্কা প্রদেশ। পূর্ব্বে এই প্রদেশ এক স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। অধুনা ট্রিপলির অধীন।

সাহারা মরু।

সাহারার উত্তর সীমা বার্ব্বরি; পূর্ব্ব সীমা নীল অববাহিকার পাশ্চাত্য পর্ব্বত; দক্ষিণ সীমা মধ্যআফ্রিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী সুদন; পশ্চিম সীমা আটলাণ্টিক মহাসাগর। এই মরু পৃথিবীর আর সমুদায় মরুর অপেক্ষা বৃহৎ, এজন্য ইহাকে সচরাচর মহামরু কহিয়া থাকে। এখানে বসুমতীর আকার নিতান্ত অপ্রীতিকর; যে দিকে নেত্রপাত কর একমাত্র অসীমবৎ বালুকারাশি সর্ব্বত্র ধূ ধূ করিতেছে, কেবল স্থানে স্থানে অনাচ্ছন্ন পাহাড, উদ্ভিজ্জশূন্য কঠিন কর্দ্দম, সোডাপূর্ণ জলাশয় ও পরস্পর বহুদূর ব্যবহিত এক এক খণ্ড ফলবান্ ক্ষেত্র—এই সকলে কথঞ্চিৎ দৃশ্যের প্রকারান্তরতা সম্পাদন করে। এই মরু দিবসে সতত প্রখর রৌদ্রে দগ্ধ ও রাত্রিকালে সময়ে সময়ে দুরন্ত শীতে উপদ্রুত হইয়া থাকে। বৎসরের মধ্যে নয় মাস বায়ু পূর্ব্ব দিক্ হইতে প্রবাহিত হয় এবং সূর্য্যের অয়ন পরিবর্ত্তন সময়ে ভয়ঙ্কর বেগে আসিয়া ঘোর প্রলয় উপস্থিত করে; চতুর্দ্দিকে বালুকাকণা উত্থিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত করে ও মধ্যাহ্ন সময়ও তামসীর অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়ে, সেই বালুকায় সার্থবাহেরা দলে দলেএককালে জন্মের মত নিহিত হয়। এখানকার পরিশুষ্ক উত্তপ্ত বায়ু অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় গাত্রদহন করে ও সময়ে সময়ে তদীয় ঝঞ্ঝা স্পর্শমাত্রপ্রাণনাশক হইয়া উঠে; আর অস্তগমন সময়ে সূর্য্য, এক ভয়ানক অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় দৃষ্ট হয়। ফলতঃ এই ভয়ঙ্কর ভূভাগের ভয়ানকত্বের সম্পূর্ণ বর্ণন করা লেখনীর সাধ্য নহে। ইহার অধিকাংশে জল, তৃণ বা তৃণের চিহ্নও

দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ওয়েসিস্ সকলে উৎকৃষ্ট জলপূর্ণ কূপ ও উষ্ণদেশীয় বিবিধ উদ্ভিদ্ দেখিতে পাওয়া যায়। সাহারার মধ্যভাগে ট্রিপলির দক্ষিণেই ওয়েসিসের সঙ্খ্যা অধিক, সুতরাং সেই ভাগেই ভ্রমণকারীরা অধিক চলে। সেই সকল ওয়েসিসের পূর্ব্ব দিকস্থ সাহারা খণ্ডকে সচরাচর লিবিয়া মরু কহিয়া থাকে।

সাহারার পশ্চিম ভাগে বসুমতীর আকার অপেক্ষাকৃত অধিক ভয়াবহ, জল পাইবার স্থান সকল পরস্পর অত্যন্ত দূরবর্ত্তী এবং উদ্ভিদ্ অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। তথাকার কূপ সকল অনুক্ষণ শুষ্ক হইয়া যায়, তখন যেরূপ শোচনীয় ব্যাপার ঘটে কাহার সাধ্য তাহার আংশিকও বর্ণন করে; জলপানে বঞ্চিত হইয়া মনুষ্য ও উষ্ট্র শত শত ও সহস্র সহস্র মরিতে থাকে। এই ভাগে বালুকার উপদ্রবও অপেক্ষাকৃত অধিক। এখানে জীব জন্তু কিছুই নাই বলিলেই হয়। সাহারার অধিকাংশ জলশূন্য বলিয়া কেবল যে সঙ্কীর্ণ ভাগে সার্থবাহেরা সচরাচর গমনাগমন করে সেই খানেই যে লোকজন দৃষ্ট হয় তদ্ব্যতিরেকে অন্যান্য ভাগে প্রায়ই মনুষ্যের গতিবিধি নাই।

উপরে উক্ত হইয়াছে যে, সাহারার স্থানে স্থানে ওয়েসিস্ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল ওয়েসিসের মধ্যে কতকগুলি মিসরের সন্নিহিত ও মিসরপতির অধীন। অন্যান্য স্থানবর্ত্তী ওয়েসিস্ সমুদায়ের মধ্যে ফেজান অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ। এই ওয়েসিস্ ট্রিপলির অব্যবহিত দক্ষিণ। ইহার উপর দিয়া সার্থবাহেরা সচরাচর গতায়াত করে, এজন্য ইহাতে অনেক বাণিজ্য

ব্যবসায় সম্পন্ন হয়। এই ওয়েসিস্ টি পলির করদ এক জন ভূপতির অধীন।

সাহারার বালুকার উপরে স্থানে স্থানে তৃণ ও কয়েক প্রকার কণ্টকাকীর্ণ গুল্ম দেখিতে পাওয়া যায়। ওয়েসিস সকলে খর্জ্জূর বৃক্ষের চাস হইয়া থাকে। উহারই ফল সাহারীয়দিগের প্রধান আহার। অন্যান্য কয়েক প্রকার ফল ও ভক্ষ্য মূলও পাওয়া যায়, কিন্তু ধান্যাদি কোন শস্য কুত্রাপি জন্মে না।

সাহারার চতুঃপ্রান্তে ও প্রধান প্রধান ওয়েসিস্ সকলে সিংহ, চিত্রশার্দ্দূল, জিরাফ, কৃষ্ণসার, জেব্রা* গেজেল, উটপক্ষী† ও নানা প্রকার অজগর সর্প বিচরণ করে।

---

* অশ্বজাতীয় চতুষ্পদ। এই জন্তু বন্য, দ্রুতগামী ও হিংস্র। ইহার গাত্র অতি সুদৃশ্য ডোরা ডোরা দাগে অঙ্কিত, কেশর ছোট, কাণ খাড়া ও লাঙ্গুল গর্দ্দভের লাঙ্গুলের ন্যায়।

† বৃহদাকৃতি ও অসামান্যপ্রকৃতি পক্ষীর নাম। আসিয়া ও ইয়ুরোপ খণ্ড এই পক্ষীর মাতৃভূমি নহে. আমেরিকা খণ্ডে ইহাকে জঙ্গলা অবস্থায় দেখা যায় বটে, কিন্তু তথায় ইহার অবয়ব অপেক্ষ কৃত ক্ষুদ্র ও পক্ষ হীনসৌন্দর্য্য। আফ্রিকাই এই শকুন্তের বাসস্থান এবং অফ্রিকার সমুদায় পক্ষীর মধ্যে ইহাই অধিক প্রসিদ্ধ। ইংরেজীতে ইহাকে অষ্ট্রিচ কহে। আফ্রিকীয় উটপক্ষীর আপাদমস্তক দৈর্ঘ্য সচরাচর পাঁচ হাতের অধিক। তন্মধ্যে ইহার কণ্ঠই অধিক লম্বা। ইহার পার্শ্বে ও উরুদেশে পক্ষ নাই, ডানা এরূপ ক্ষুদ্র যে উড়িতে পারে না। কিন্তু পদদ্বয় এরূপ দ্রুতগতি যে, দৌড়িতে আরম্ভ করিলে, অতিশয় বেগবান্ অশ্বও সঙ্গে চলিতে পারে না। ইহার অপত্যস্নেহ অতিশয় গাঢ়। এই পক্ষী অল্প সময়ের মধ্যে এত বিস্তর আহার দ্রব্য জীর্ণ করিতে পারে যে শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইহার পক্ষ অতিশয় সুন্দর ও মহামূল্য. ইয়ুরোপীয় বণিকমণ্ডলে তাহার অত্যন্ত গৌরব।

সাহারার পশ্চিম অঞ্চলে আরব ও বার্ব্বর বংশীয় মনুষ্যেরাই প্রধান অধিবাসী। আরবেরা নিরাশ্রমী; পশুপালন, বাণিজ্য ও দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বার্ব্বরেরা আশ্রমী ও আরবদিগের বশীভূত। ইহারা কৃষি ও শিল্প দ্বারা সংসার চালায়। সাহারার মধ্যভাগে টুয়ারিক নামক জাতির বসতি। ইহারা দীর্ঘ ও উন্নত শরীর এবং দেখিতে সুশ্রী; অন্যান্য আফ্রিকীয়দিগের মত কৃষ্ণবর্ণ নহে; ইহারা গৃহী ও কৃষিজীবীদিগকে অতিশয় অবজ্ঞা করে; পাশুপাল্য, বাণিজ্য ও দস্যুবৃত্তি এই তিন ইহাদের উপজীবিকা। ইহারা সতত সুদন দেশে যাইয়া তত্রত্য ব্যক্তিগণের মধ্যে যত জনকে পারে ধরিয়া আনে। পরে সেই সকল হতভাগ্যদিগকে বার্ব্বরদেশে দাসরূপে বিক্রয় করিয়া আইসে। সুদনের দক্ষিণ প্রান্ত ইহাদের ভয়ে সতত কম্পিত। কিন্তু আপন আপন আশ্রমে ইহারা তাদৃশ ভীষণ নহে; প্রত্যুত সভ্যতা, ঔদার্য্য ও আতিথেয়তা প্রদর্শন করিয়া থাকে। স্ত্রীজাতির প্রতি প্রগাঢ় সম্মান ও আর আর অনেক সামাজিক ব্যবহারে ইহারা ইয়ু-রোপীয়দিগের সদৃশ। সাহারার পূর্ব্বভাগে টিবু নামক জাতির বাস। ইহারা কাফ্রিদিগের ন্যায় কৃষ্ণকায় কিন্তু ইহাদের মুখের গঠন তাহাদের মুখের সদৃশ নহে। ইহারা উক্তি,তুচ্ছ ও অতি অল্প পরিমাণে লব্ধ ফল মূল খাইয়া জীবন ধারণ করে। বাণিজ্যও করিয়া থাকে এবং সুযোগ পাইলে সার্থবাহদিগের দ্রব্যাদিও লুট করিয়া লয়, কিন্তু ইহাদের পাপের ধন অনেক বারই প্রায়শ্চিত্তে যায়। টুয়ারিকেরা বৎসরের মধ্যে

অন্ততঃ একবার আসিয়া ইহাদিগকে আক্রমণ ও সর্ব্বস্ব হরণ করে। আক্রমণ কালে ভয়ব্যাকুলচিত্তে ইহারা স্বদেশের দুরাক্রম্য স্থান সকলে পলায়ন করে। ইহারা সতত চিন্তাশূন্য, প্রফুল্লচিত্ত ও নৃত্যগীতে অতিশয় আসক্ত। সাহারার উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে আরবদিগের পরিচ্ছদ ও আরবী ভাষা প্রচলিত। বার্ব্বর, টুয়ারিক ও টিবুদিগের ভাষা ও পরিচ্ছদ পরস্পর স্বতন্ত্র। সাহারার সর্ব্বত্রই মুসলমান ধর্ম্ম প্রচলিত।

পূর্ব্ব আফ্রিকা।

পূর্ব্ব আফ্রিকার উপকূলভাগমাত্র যথাকথঞ্চিৎ পরিজ্ঞাত হইয়াছে। সেই উপকূল প্রথমতঃ বাবেল্মাণ্ডেব প্রণালীর তীর হইতে প্রধাবিত হইয়া দক্ষিণ পূর্ব্ব মুখে আসিয়া গার্ডাফিউ অন্তরীপে সমাগত হইয়াছে। পরে তথা হইতে দক্ষিণ পশ্চিম মুখে যাইয়া ও স্থানে স্থানে ভঙ্গিমান্ হইয়া ডেলাগোয়া সাগরের উত্তরকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। গার্ডাফিউ অন্তরীপের সমীপবর্ত্তী উপকূলভাগে সোমালিস নামে এক জাতীয় লোক বসতি করে এবং তাহাদের নামানুসারে ঐ উপকূল খণ্ডকে বরসোমালিস অর্থাৎ সোমালিসদিগের দেশ কহে। বরসোমালিস দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত, এডেল ও আজান। এডেল গার্ডাফিউ অন্তরীপের পশ্চিম উত্তর; আজান ঐ অন্তরীপের দক্ষিণ পশ্চিম। এডেলে বর্ব্বরা নামে একটী নগর আছে। তথায় বর্ষে বর্ষে মেলা হইয়া থাকে। সেই মেলায় কখন কখন ন্যূনাধিক দশ সহস্র লোক সমাগত হয় এবং আরবদেশীয় দ্রব্য সক-

লের বিনিময়ে পূর্ব্ব অফ্রিকার উৎপন্ন পণ্য সকল প্রদত্ত হইয়া থাকে। সেই সকল পণ্যের মধ্যে ঘৃত, কাফি, মুসব্বর, উটপক্ষীর পালক, স্বর্ণরেণু, চামড়া, ও দাস প্রধান। এখানকার অধিবাসী সোমালিসেরা শান্তস্বভাব ও পশুপালক। ইহারা সমুদ্র তীরস্থিত স্থান সকলে বসতি করে। অভ্যন্তরে ভীষণ-প্রকৃতি গালাদিগের বাস।

আজানের দক্ষিণে পূর্ব্ব আফ্রিকা ক্রমান্বয়ে জাঞ্জিবর, মোজাম্বিক, সোফালা ও মোকারঙ্গা এই চারি প্রধান প্রদেশে বিভক্ত। তৎসমুদায়ে কাফ্রি-বংশীয় অতি অসভ্য লোকেরা বসতি করে। তথায় সাগরের তীর-বর্ত্তী ভাগ সকলে আরবেরাও অনেক উপনিবেশ সং-স্থাপিত করিয়াছে। গার্ডাকিউ অন্তরীপ হইতে ডেল্-গেডো অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমুদায় উপকূল মসকাটের সুলতানের অধিকৃত। ডেল্গেডো অন্তরীপের দক্ষিণ হইতে ডেলাগোয়া উপসাগর পর্য্যন্ত সমুদায় উপকূল-ভাগ পর্টুগিজেরা আপনাদের অধিকার বলিয়া দাওয়া করে, কিন্তু বস্তুতঃ সেনা নামক রাজ্য মাত্র তাহাদের হস্তগত। এই রাজ্য সোফালা উপসাগরে মিলিত জাম্বেজি নদীর তীরবর্ত্তী। পর্টুগিজেরা অদ্যাপি বিস্তর দাস বিক্রয় করিয়া থাকে। পাছে অন্য লোক তাহাদের এই নীতিবহির্ভূত ব্যবসায় জানিতে পারে এই আশঙ্কায় তাহারা বিদেশীয়দিগকে আপনাদের রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিতে ভালবাসে না।

পূর্ব্ব আফ্রিকার ভূমি প্রায় সর্ব্বত্রই উর্ব্বরা, কিন্তু জল বায়ু তাদৃশ স্বাস্থ্যকর নহে। এখানকার অর্থকর পণ্যের

মধ্যে স্বর্ণরেণু, হস্তিদন্ত, মধু, মোম, নানাপ্রকার নির্য্যাস এবং সোনামুখী ও অন্যান্য গাছড়া প্রধান। প্রথিত আছে জাম্বেজি নদীর জলে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণরেণু ভাসিয়া আইসে।

দক্ষিণ আফ্রিকা।

আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত হইতে, পশ্চিম উপকূল ধরিয়া ন্যূনাধিক ৩২০ ক্রোশ গমন করিলে একটী উপসাগর দৃষ্ট হয়। সেই উপসাগরকে ভেলিস উপসাগর কহে। পশ্চিম উপকূলে ভেলিস উপসাগর ও পূর্ব্ব উপকূলে ডেলাগোয়া উপসাগর এই উভয়কে একটী কল্পিত রেখা দ্বারা সংযোজিত করিয়া ভূগোলবেত্তারা ঐ রেখাকে দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তর সীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে কেপ্‌কলনি, কাফ্রিরিয়া ও নেটালবন্দর এই তিনটী প্রদেশ অপেক্ষাকৃত অধিক প্রসিদ্ধ। ক্রমান্বয়ে ইহাদের বিবরণ লিখিত হইতেছে।

কেপ্‌কলনি বা অন্তরীপ-উপনিবেশ অরেঞ্জ নদীর দক্ষিণ হইতে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কোন দেশ হইতে কতকগুলি লোক দলবদ্ধ হইয়া ভিন্ন দেশে যাইয়া বসতি করিলে শেষোক্ত দেশকে উপনিবেশ কহে। কোন কোন ইয়ুরোপীয় জাতি সেইরূপে আসিয়া আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তে বসতি করিয়াছে সুতরাং তৎপ্রদেশ উপনিবেশ পদে বাচ্য হইয়াছে। আর সুপ্রসিদ্ধ উত্তমাশা অন্তরীপ সেই উপনিবেশের অন্তর্গত বলিয়া উহার নাম কেপ্‌কলনি অর্থাৎ অন্ত-

দ্বীপ উপনিবেশ হইয়া আসিয়াছে। এই উপনিবেশ দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৭০ ক্রোশ ও বিস্তারে কিঞ্চিদধিক শত ক্রোশ। ইহাতে প্রায় ১,৮০,০০০ লোকের বাস।

এই দেশের উপকূলভাগ নিম্ন ও সমতল, অভ্যন্তর ভাগ তিন সারি সারি সুদূর-বিস্তৃত-পর্ব্বত-পরম্পরায় সমাকীর্ণ, তাহাদের অন্তর্দ্দেশ সকল শিঁড়ির ধাপের ন্যায় ক্রমে উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। উপকূল ভাগের ভূমি উর্ব্বরা ও বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র নদীতে পরিষিক্ত। অভ্যন্তরের প্রথম ধাপের ভূমিও অতিশয় উর্ব্বরা কিন্তু স্থানে স্থানে অত্যন্ত কঠিন ও পরিশুষ্ক। সেই সকল কঠিন পরিশুষ্ক ভূখণ্ডকে কারু কহে। দ্বিতীয় ধাপের সমুদায় ভূমিই ঐরূপ অনুর্ব্বরা এজন্য উহাকে মহাকারু বলে। তথায় কোন প্রকার উদ্ভিদই জন্মে না; কিন্তু বর্ষার অব্যবহিত পরে কিছু দিন উহা মনোহর পুষ্প-কাননে সুশোভিত ও তদীয় সুরভি গন্ধে আমোদিত হয়। এ দেশে নদী অনেক, কিন্তু তৎসমুদায়ের কোনটীই প্রায় সুনাব্য নহে। উহাদের বেগ অতিশয় তীব্র এবং গ্রীষ্মকালে প্রায় সমুদায় শুকাইয়া যায়। এখানকার সমুদ্রতট উচ্চ ও স্থানে স্থানে উপসাগরে বিচ্ছিন্ন।

এদেশের বায়ু অতিশয় পরিশুষ্ক, বৃষ্টি প্রচুর পরিমাণে হয় না, যাহা হয় তাহারও কোন কাল অবধারিত নাই। স্বাস্থ্যের পক্ষে বায়ু উপকারী, এখানে অন্যান্য দেশে পরিচিত বিবিধ রোগের নামও নাই। তথাপি অত্যন্ত দীর্ঘজীবী ব্যক্তি অতিশয় বিরল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় নানাবিধ ও অতি সুদৃশ্য উদ্ভিদ

দৃষ্ট হয়, সুখাদ্য ফল ও বিবিধ শস্য অতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আফ্রিকার এই ভাগে আরণ্য জন্তু নানাপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে হস্তী, জিরাফ, জেব্রা, সিংহ, ব্যাঘ্র, নানাপ্রকার দ্বীপী, দ্বিখড়্গ গণ্ডার ও অতি ভীষণপ্রকৃতি মহিষ প্রধান। এখানকার সিংহ দুই প্রকার; একপ্রকার সিংহ পীতবর্ণ, অন্য প্রকার কৃষ্ণকায়। কৃষ্ণকায় সিংহ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও বীর্য্যবান্। বিড়াল যেরূপে অনায়াসে ইন্দুর লইয়া যায়, এই সিংহও সেইরূপে অনায়াসে বৃহৎকায় ষাঁড় ও ঘোড়া লইয়া যাইতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকায় জলহস্তী অনেক। এখানকার লোকে উহার মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। এদেশে উটপাখী ও অন্যান্য নানা প্রকার পক্ষী দেখা যায়। তন্মধ্যে একজাতীয় পক্ষী সর্পের বিষম শত্রু, আর এক জাতীয় পক্ষী পতঙ্গপালের যম, অপর এক জাতীয় পক্ষী বন্যমধু প্রদর্শন করার জন্য অতিশয় প্রসিদ্ধ। যেখানে মধু থাকিবার সম্ভাবনা মধুপ্রয়াসী ব্যক্তিরা তথায় যাইয়া এক প্রকার শিশ দেয়। যদি সেখানে বস্তুতই মধু থাকে ঐ পক্ষীও তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অবশ্যই থাকে এবং শিশ শুনিবামাত্র আসিয়া উপস্থিত হয় ও মৌচাক কোথায় আছে দেখাইয়া দেয়।

এখানে ঔপনিবেশিকেরা সকল প্রকার ইয়ুরোপীয় গ্রাম্য জন্তুই আনয়ন করিয়াছে। এদেশীয় আদিম গ্রাম্য জন্তুর মধ্যে অশ্ব, ষণ্ড ও মেষ প্রধান। মেষের পুচ্ছে ও নিতম্বে চর্ব্বি জন্মে, পুচ্ছ সচরাচর তিন সের

হইতে ছয় সের ভারী হইয়া থাকে, গলাইলে তৈলবৎ এক প্রকার স্নেহদ্রব্য নির্গত হয়। ওলন্দাজেরা তদ্দ্বারা নবনীতের কার্য্য নির্ব্বাহ করে এবং ইঙ্গরেজেরা সাবান প্রস্তুত করিয়া থাকে।

এখানকার আকরিকের মধ্যে তাম্র ও লবণ প্রধান। অরেঞ্জ নদীর মোহানায় তাম্র প্রাপ্ত হওয়া যায়; হ্রদ ও পুষ্করিণীর জলে লবণ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ওলন্দাজেরা আসিয়া এই দেশে জনস্থান সংস্থাপিত করে। ঐ শতাব্দীর শেষভাগে বহুসংখ্যক ফরাসিরা আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হয়। পরে ১৮০৬ সালে ইঙ্গরেজেরা এই দেশ অধিকার করিয়া অনেকে ইহাতে অবস্থিতি করিয়াছে। এখানকার ওলন্দাজেরা দেখিতে সুশ্রী ও কেহ কেহ অতিশয় দীর্ঘাকৃতি ও অত্যন্ত শক্তিশালী। এদেশের আদিম নিবাসীদিগকে হটেন্টট কহে। ঔপনিবেশিকদিগের নিয়ত দৌরাত্ম্যে অধুনা হটেন্টট্‌দের সংখ্যার অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। হটেন্টট্‌দের বর্ণ কৃষ্ণ, শরীরের গঠন চীনদিগের সদৃশ। অবয়বের সাদৃশ্যহেতু কেহ কেহ উহাদিগকে চীনবংশীয় বলিয়া বিবেচনা করেন। উহারা নিতান্ত মূর্খ ও অলস এবং সতত অতিশয় অপরিষ্কৃত থাকে। মেষচর্ম্ম পরিধান, ঝুল ও চর্ব্বি একত্র মিশ্রিত করিয়া গাত্রে লেপন এবং কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণে মুখ রঞ্জন করে, আর স্নেহ-দ্রব্য দ্বারা চুলে পেটে পাড়িয়া থাকে। কৃষিকর্ম্মের বিন্দুবিসর্গও জানে না, কিন্তু ধনুর্ব্বাণ নির্ম্মাণ, চর্ম্মসংস্করণ, মাদুর বয়ন ইত্যাদি সামান্য সামান্য শিল্পকর্ম্ম করিতে পারে

এবং মৃগয়া ও গাড়োয়ানি কর্ম্মে বিলক্ষণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহারা কেরাল আখ্যাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে রথাকৃতি কুটীরে বসতি করে। প্রত্যেক কেরালে গৃগল আখ্যাধারী এক এক সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি কর্ত্তৃত্ব করে। ইহাদের প্রতি ভদ্রাচরণ করিলে ইহারাও বিলক্ষণ ভদ্রতা ও প্রভুপরায়ণতা প্রকাশ করিয়া থাকে।

উপনিবেশের রাজকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত তথায় ইংলণ্ড হইতে এক জন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত আছেন। তিনি ও তাঁহার সহকারী কৌন্সিলরেরা সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

অন্তরীপ-উপনিবেশের মধ্যে একটীমাত্র নগর উল্লেখের যোগ্য। উহাকে কেপ্‌টাউন কহে। তাহাতে প্রায় ২০,০০০ লোকের বসতি। তন্মধ্যে ইয়ুরোপ-সংক্রান্ত ১০,০০০, অবশিষ্ট কাফ্রি ও হটেণ্টট্‌।

কাফ্রিরিয়া ও নেটালবন্দর।

অন্তরীপ উপনিবেশের উত্তরে বুসম্যান নামক জাতির বসতি। ইহারা হটেণ্টট্‌ বংশ কিন্তু তাহাদের অপেক্ষাও অসভ্য ও হতভাগ্য। শীতকালে একখান পশুচর্ম্ম পরিধান করে ও দুইটা খোটা পুতিয়া তাহার উপর একটা মাদুর ফেলিয়া বাসগৃহ প্রস্তুত করিয়া থাকে; অন্যান্য সময়ে উলঙ্গগাত্রে অনাচ্ছন্ন ক্ষেত্রে পড়িয়া থাকে। ইহাদের অস্ত্র বিষাক্ত তীর, যাহার গাত্রে লাগে অনতিকাল মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়। ইহারা গোমেষাদি পশু চুরি করিতে অত্যন্ত নিপুণ;

এজন্য ওলন্দাজেরা ইহাদের অনেককে বন্যপশুর ন্যায় নিপাত করিয়াছে।

উপনিবেশের পূর্ব্বদিকে কাফরদিগের বসতি। তাহাদের দেশকে কাফ্রিরিয়া কহে। কেহ কেহ বিবেচনা করেন কাফরেরা আরবদিগের বংশ, কিন্তু তাহাদের আদি বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় না। ইহাদের কেশ কাফ্রি ও হটেন্টটদিগের কেশের ন্যায়; কিন্তু তদ্ব্যতিরেকে তাহাদের সহিত ইহাদের অন্য কোন প্রকার সাদৃশ্য নাই। ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণ; মুখাদির গঠন আসিয়িকদিগের মত। ইহারা অতিশয় সরল, প্রফুল্লচিত্ত ও বিদেশীয়দিগের প্রতি সদয়।

অল্প দিন হইল ইঙ্গরেজেরা কাফ্রিরিয়ার উপকূলভাগে একটী জনস্থান সংস্থাপিত করিয়াছেন। সেই জনস্থানকে নেটালবন্দর ও কেহ কেহ বিক্টোরিয়া-জনস্থান কহে। এখানকার ভূমি উর্ব্বরা, জল উত্তম। এখানে কাষ্ঠ, পাথরিয়া কয়লা ও কয়েক প্রকার ধাতু পাওয়া যায়। এক্ষণে যেরূপ আকার দৃষ্ট হইতেছে তাহাতে বোধ হয় কালে এই জনস্থান বিলক্ষণ সৌভাগ্যশালী হইবে।

উপরে যে সকল আফ্রিক জাতির উল্লেখ করা হইল তদ্ব্যতিরেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় আরও অনেক জাতি বসতি করে, কিন্তু তাহাদের বিবরণ বিশিষ্টরূপে পরিজ্ঞাত নহে। যাহা কিছু জানা গিয়াছে তাহা লিখিলে বিশেষ ফল লাভ হইবে না বিবেচনায় তাহাদের বিষয় কিছুই লিখিত হইল না।

পশ্চিম আফ্রিকা।

সাহারা মরুর বায়ু কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া গুয়া-লিন্‌স উপসাগরের প্রায় এক শত সোত্তর ক্রোশ উত্তর পর্য্যন্ত আটলান্টিক মহাসাগরের সমুদায় উপকূল ভাগকে পশ্চিম আফ্রিকা কহে। সেনিগাম্বিয়া অর্থাৎ যে দেশে সেনিগাল ও গাম্বিয়া নদী প্রবাহিত, এবং গিনি, এই দুইটীই পশ্চিম আফ্রিকার প্রধান ভাগ। সেনিগাম্বিয়ার দক্ষিণে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল প্রথমতঃ পূর্ব্বাস্যে অভ্যন্তরাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে, পরে গিনি উপসাগর বেষ্টন করিয়া সাগরাভিমুখে ও পথি-মধ্যে কয়েকবার অহিলাঙ্গুলবৎ বক্র হইয়া ক্রমাগত দক্ষিণাস্যে চলিয়া গিয়াছে। যতদূর পর্য্যন্ত উপকূল পূর্ব্বমুখে ধাবিত, ততদূর পর্য্যন্তকে উত্তরগিনি, অবশিষ্ট সমুদায় উপকূলভাগকে দক্ষিণ গিনি কহে। উত্তর গিনি সিরালিয়োন, শস্যোপকূল*, হস্তিদন্তোপকূল, স্বর্ণোপ-কূল, দাসোপকূল, আসান্টি, ডেহমি, বেনিন ওবায়েফ্রা এবং দক্ষিণ গিনি লোয়াঙ্গো, কঙ্গো, আঙ্গোলা ও বেঙ্গুলা এই কয়েক ভাগে বিভক্ত।

সেনিগাম্বিয়ার অধিকাংশই নিম্নভূতল এবং হয় পরিশুষ্ক ও বালুকাময়, নয় পঙ্কিল ও কদর্য্য উদ্ভিদে আচ্ছন্ন। গিনির ভূতল তাদৃশ বালুকাময় নহে, তথায় বিশাল তরু ও ঘন গুল্মপূর্ণ নিবিড় অরণ্যই অধিক।

পশ্চিম আফ্রিকায় গ্রী[illegible]র অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ও

---

* এইটী ও পরবর্ত্তী তিনটী প্রদেশ স্ব স্ব পণ্যের নামানুসারে খ্যাত হইয়াছে।

বায়ু সতত সজল। এই উভয় কারণে এই ভূভাগ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর।

আফ্রিকার এই ভাগে মনুষ্যের আহারোপযোগী উদ্ভিদ্ প্রায় সকল প্রকারই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বনে নারিকেল, আম্র, কমলালেবু, কলম্বালেবু ও তেঁতুল যথেষ্ট পাওয়া যায়। সিয়া নামে একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে তাহার নির্য্যাসে নবনীত প্রস্তুত হয়, বেয়বেব নামে আর এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে অদ্যাপি তাহার অপেক্ষা বড় বৃক্ষ দৃষ্ট হয় নাই। ইহার গুঁড়ির বেড় সচরাচর যাটি পঁয়ষট্টি হাত হইয়া থাকে কিন্তু কাষ্ঠ অতিশয় অসার। বেয়বেবের ফল কাফ্রিদিগের এক প্রধান জীবনোপায়। এদেশীয় এক প্রকার বৃক্ষের নির্য্যাস অত্যন্ত বহুমূল্য এবং তালজাতীয় আর এক প্রকার বৃক্ষের ফলে তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেই তৈল বর্ষে বর্ষে অতি প্রচুর পরিমাণে ইয়ুরোপে প্রেরিত হয়। তাহাকে তালীতৈল বলা যাইতে পারে। এখানকার কার্পাস অতি উৎকৃষ্ট। পুষ্পও নানাপ্রকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আফ্রিকার অন্যান্য ভাগে যে সমুদায় প্রধান প্রধান জন্তুর উল্লেখ করা গিয়াছে এখানেও সেই সমুদায়ই আছে। এখানে হস্তী অনেক, এজন্য হস্তিদন্ত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানকার অনেক সরীসৃপ অত্যন্ত ভয়ানক ও পতঙ্গ অতিশয় বিরক্তিকর।

পশ্চিম আফ্রিকায় নদীর বালুকায় সুবর্ণ পাওয়া যায়, অন্যান্য ধাতুর বিষয় অদ্যাপি বিশিষ্টরূপে জানা যায় নাই।

এখানকার অধিবাসীরা কাফ্রিবংশীয়, আচার ব্যবহারে মধ্য আফ্রিকানিবাসী কাফ্রিদিগের হইতে অধিক ভিন্ন নহে। ইহারা অত্যন্ত অধিক বিবাহ করে। স্ত্রীরা এক এক জন এক এক ভিন্ন ভিন্ন বাটীতে থাকে ও আপন আপন সন্তানদিগের প্রতিপালন করে। কোন কোন রাজা চারি সহস্রেরও অধিক বিবাহ করিয়া থাকেন। আফ্রিকার এই ভাগে পূর্ব্বে সহস্র সহস্র ব্যক্তি দাসরূপে বিক্রীত হইত, অধুনা দাস বিক্রয় নিষিদ্ধ হইয়াছে বটে তথাপি অনেক অর্থপিশাচ অদ্যাপি এই বিগর্হিত ব্যবসায়ে গুপ্তভাবে লিপ্ত রহিয়াছে।

ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যে প্রথমে পর্টুগিজেরা পশ্চিম আফ্রিকায় জনস্থান সংস্থাপিত করে। দক্ষিণ গিনির রাজাদিগের নিকটে ইহাদের অতিশয় প্রতিপত্তি। সেনিগাম্বিয়া দেশে ও উত্তরগিনির শস্যোপকূলেও ইহাদের জনস্থান আছে। ইহাদের পরে ফরাসিরা সেনিগাল নদীর মোহানায় সেন্টলুয়িস নামে দুর্গ এবং ইঙ্গরেজেরা গাম্বিয়া নদীর তীরবর্ত্তী বাথরষ্ট ও আর আর কতিপয় ক্ষুদ্র স্থানে জনস্থান সংস্থাপিত করিয়াছে। স্বর্ণোপকূলেরও অধিকাংশ ইঙ্গরেজদের অধিকৃত। ওলন্দাজদিগেরও এখানে এল্মিনা নামে একটী জনস্থান আছে। উপরি উক্ত বাণিজ্যোদ্দেশী জনস্থান সমুদায় ব্যতিরেকে আফ্রিকার এই ভাগে নিরবচ্ছিন্ন পরোপকার-সঙ্কল্পে দুইটী জনস্থান সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের উদ্দেশ্য এই যে আফ্রিকায় সভ্যতা বিস্তার ও দাসত্ববিনির্ম্মুক্ত কাফ্রিদিগকে যথাযোগ্য স্থানে সংস্থাপন করে। ইহাদের একটীর নাম সিরালিয়ন, (রাজধানী

ফ্রিটৌন) ইঙ্গরেজদের সংস্থাপিত; অন্যটীর নাম লিব্রিয়া, সিরালিয়নের দক্ষিণ, আমেরিকদের সংস্থাপিত। অধুনা লিব্রিয়া একটী স্বাধীন সাধারণতন্ত্র। ইহার রাজধানী মন্‌রোবিয়া।

পশ্চিম আফ্রিকায় বহুসংখ্যক স্ব স্ব প্রধান রাজারা রাজত্ব করে, ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই নিতান্ত যথেচ্ছাচারী।

মধ্য আফ্রিকা—সূদন।

সূদনের উত্তর সীমা সাহারা; পূর্ব্বসীমা মিসরাদি নদীমাতৃক দেশ; দক্ষিণ সীমা চন্দ্রগিরি; পশ্চিম সীমা সেনিগাম্বিয়া ও উত্তর গিনি। সূদনের অধিবাসীরা আপনাদের দেশকে সূদন বলে না তাহারা ইহাকে টক্রর কহে। ইয়ুরোপীয়েরা ইহাকে কখন সূদন ও কখন নিগ্রিসিয়া বলেন।

সূদনের ভূতলবিবরণ বিশিষ্টরূপে পাওয়া যায় নাই, যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে একটী বৃহৎ নদী *, একটী বৃহৎ হ্রদ † ও একটী বৃহৎ পর্ব্বত ‡ এই তিনটী মাত্র প্রধান দৃশ্য। সূদনের পশ্চিম ভাগে নীজর নদী প্রবাহিত। পশ্চিম ও দক্ষিণদিকে পর্ব্বত, উত্তরে সাহারা এবং পূর্ব্বদিকে কতিপয় পাহাড় ও উন্নত ভূখণ্ড অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া নীজর অববাহিকাকে চাদ অববাহিকা হইতে পৃথক্ করিতেছে। চাদ হ্রদ কেজানের সমসূত্রপাতে অবস্থিত। উহার দৈর্ঘ্য প্রায় শত ক্রোশ, বিস্তার

---

* নীজর। † চাদ। ‡ চন্দ্রগিরি।

প্রায় সোত্তর ক্রোশ। ইহার অববাহিকার ভূমি বিলক্ষণ উচ্চ।

সূদনের উদ্ভিদ্‌, ধাতু ও জন্তুবর্গ সমুদায়ই পশ্চিম আফ্রিকার সমজাতীয়। এজন্য বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা গেল না।

সূদন কাফ্রিজাতির বসতি। কাফ্রিদের বর্ণ কৃষ্ণ, মস্তক ক্ষুদ্র ও সঙ্কুচিত, ললাট স্ফীত, গণ্ডের অস্থি উচ্চ, নাসিকারন্ধ্র বিস্তৃত, মুখ সঙ্কুচিত ও অধোভাগে উচ্চ, নাসিকার দুই পার্শ্ব স্ফীত ও গণ্ড দেশের সহিত প্রায় সমতল। ইহাদের চুল ঊর্ণার ন্যায়, ঠোঁট অত্যন্ত পুরু। ইহারাই আফ্রিকার আদিম মনুষ্য। ইহারা অতিশয় অসভ্য, অতি সামান্য দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া কোন রূপে দিনপাত করে, কিন্তু ইহাদের অর্থলোভ অত্যন্ত প্রবল; লাভের সম্ভাবনা থাকিলে নানাপ্রকার কষ্ট সহ্য করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। দুঃখ-কালে অত্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকে। ইহারা স্বভাবতঃ সদ্বক্তা ও সঙ্গীতপ্রিয়। ইহাদের স্ত্রী জাতি অতিশয় পরিশ্রমী ও বহু সন্তানবতী। ইহাদের অর্দ্ধেক ভাগ মুসলমান-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, অন্যার্দ্ধ বিবিধ জড় পদার্থের আরাধনা করে। ইহারা অতি সামান্য সামান্য কয়েক প্রকার শিল্পকর্ম্ম করিয়া থাকে।

সূদন বহুসংখ্যক স্ব স্ব প্রধান রাজ্যে বিভক্ত। তন্মধ্যে নীজর অববাহিকার অন্তর্গত হুসা, বাম্বারা, টিম্বক্টু ও বর্ণু; চাদ অববাহিকার অন্তর্গত বর্ণু ও বার্ঘার্ম্মি এবং নিউবিয়ার সমীপবর্ত্তী ডার্ফর এই কয়েকটী অপেক্ষাকৃত অধিক পরাক্রান্ত। সূদনের সমুদয় রাজা

অতীব যথেচ্ছাচারী, প্রজাদিগের প্রতি সচরাচর অত্যন্ত ক্রূরাচার করিয়া থাকে।

বহুকালাবধি আফ্রিকার এই ভাগে দাস বিক্রয় হইয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ এই ভূভাগই বহু প্রসিদ্ধ হত-ভাগ্য কাফ্রিদাসদিগের আকর-স্থান। এখানকার রাজারা বন্দী পাইবার ও পরে সেই সকল বন্দীদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিবার প্রয়াসে অনুক্ষণ পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। কয়েক দল দস্যুও আছে, মনুষ্য অপহরণ করাই তাহাদের ব্যবসায়। যুদ্ধে বন্দী-কৃত অথবা দস্যুদলে অপহৃত ব্যক্তিরা স্বর্ণরেণু, হাতীর দাঁত, উটপাখীর পালক ও অন্যান্য পণ্যের সহিত সার্থবাহদিগের দ্বারা উত্তর আফ্রিকায় নীত ও তথায় লবণ, শস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রীত হয়।

সূদনের নগরের মধ্যে সাকাটু, টিম্বক্টু, কণ্ডা, বুসা কোনা, কুকা ও সিগো এই কয়েকটি অপেক্ষাকৃত প্রধান। সাকাটু ও কোনা হসার অন্তর্গত। টিম্বক্টু, টিম্বক্টুর প্রধান নগর; এই স্থান দিয়া বহুসংখ্যক সার্থবাহেরা গতায়াত করে। উত্তর আফ্রিকা হইতে এই নগর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র মরুভূমি। কণ্ডা নগর চাদ হ্রদে মিলিত একটী ক্ষুদ্র নদীর তটে অবস্থিত; সিগো বাম্বারা রাজ্যের অন্তর্গত। বুসা বর্ণূর রাজধানী। এখানে সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাট্ পার্কের মৃত্যু ঘটে। কুকা বর্ণূর রাজধানী।

চন্দ্রগিরির দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার উদীচ্য সীমা পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগ অ-দ্যাপি সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে।

আফ্রিকার সমীপবর্ত্তী প্রধান প্রধান দ্বীপ।

আফ্রিকার সমুদায় দ্বীপই ক্ষুদ্র; কেবল মাডাগাস্কর দৈর্ঘ্যে ৪৫০ ক্রোশ ও বিস্তারে ১৭৫ ক্রোশ। এই দ্বীপের ভূমি উর্ব্বরা। এখানে অনেক প্রকার ধাতু পাওয়া যায়। ইহার আদিম লোকেরা কাফ্রিবংশোদ্ভব; অধুনা ইহাতে আরব ও মলয় বংশীয় অনেক লোক বসতি করিয়াছে। তাহারা সকলেই অসভ্য। প্রধান নগর টানানারিবো ও টামাটো।

বোর্‌বোঁ—ফরাসিদিগের অধিকৃত। ইহাতে একটী অগ্নেয়গিরি আছে, তাহাতে প্রায় সর্ব্বদাই অগ্ন্যুৎপাত হইয়া থাকে।

মরিসস—ইঙ্গরেজদের অধিকৃত। ইহার ভূমি অতি বন্ধুর ও পর্ব্বতাকীর্ণ। ইহাতে আবলুস প্রভৃতি অনেক প্রকার বহুমূল্য কাষ্ঠ উৎপন্ন হয়।

সেণ্টহেলেনা—অতি ক্ষুদ্র ও পাহাড়ময় দ্বীপ। ইয়ুরোপের জাহাজাদি আসিয়ায় আসিবার সময় এই দ্বীপ হইতে জল ও খাদ্য দ্রব্য তুলিয়া লয়। এই দ্বীপে সুপ্রসিদ্ধ নেপোলিয়ান কারারুদ্ধ ছিলেন।

কেপ্‌বর্ডপুঞ্জ পর্টুগালের অধিকৃত। ইহার ভূমি অনুর্ব্বরা ও জল বায়ু অস্বাস্থ্যকর। এখান হইতে অনেক লবণ ও ছাগচর্ম্ম অন্যান্য দেশে নীত হইয়া থাকে।

কানেরিপুঞ্জ—স্পেনের অধিকৃত। ইহাতে যে মদিরা প্রস্তুত হয় মদ্যপায়ীরা তাহার অত্যন্ত প্রশংসা করে। এখানে নানা প্রকার অতি সুশ্রী পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। এই দ্বীপপুঞ্জে টেনেরিফ নামে

একটী উন্নত পর্ব্বত আছে, নাবিকেরা অনেক দূর হই-তে উহার চূড়া দেখিতে পায়। রাজধানী সান্টাক্রুজ।

মেডিরাপুঞ্জ—পর্টুগালের অধিকৃত। এখানকার জল বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর, ইংলণ্ড হইতে অনেক পীড়িত ব্যক্তি শরীর শোধনের নিমিত্ত এই স্থানে আসিয়া থাকে। এখানকার মদিরাও সুরাপায়ীরা প্রশংসা করে। এখানকার প্রধান নগর ফঞ্চাল।

আজোরপুঞ্জ—ইহার ভূমি উর্ব্বরা, নানাপ্রকার শস্য ও সুরস ফল উৎপন্ন হয়। ইহার প্রধান নগর আঙ্গোরা।

আমেরিকা।

এই মহাদেশের উত্তর সীমা উত্তর মহাসাগর; পূর্ব্ব সীমা আট্লান্টিক মহাসাগর; দক্ষিণ সীমা দক্ষিণ মহা-সাগর; পশ্চিম সীমা প্রশান্ত মহাসাগর। আমেরিকার পরিমাণফল প্রায় ৩৫,০০,০০০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা ৪,৪০,০০,০০০।

আমেরিকা দুই ভাগে বিভক্ত, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা। এই দুই ভাগের মধ্যস্থিত যোজ-ককে পানেমা যোজক বলে।

উত্তর আমেরিকা।

উত্তর আমেরিকার উত্তর সীমা উত্তর মহাসাগর; পশ্চিম সীমা প্রশান্ত মহাসাগর; দক্ষিণ সীমা প্রশান্ত মহাসাগর, পানেমা যোজক ও মেক্সিকো উপসাগর; পূর্ব্ব সীমা আট্লান্টিক মহাসাগর।

উত্তর আমেরিকায় নিম্নলিখিত কয়েকটী দেশ আছে।

বৃটন আমেরিকা, রুসিয়ীয় আমেরিকা, ইয়ুনাইটেড্‌ষ্টেট, মেক্সিকো, গোয়াটিমালা।

উত্তর আমেরিকার প্রধান প্রধান দ্বীপ।

আট্‌লান্টিক মহাসাগরে—নিউফৌণ্ডলণ্ড; কেপ্‌-বৃটন, প্রিন্স্‌ এড়োয়ার্ড। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী কারিব সাগরে যে সমুদায় দ্বীপ আছে তাহা-দিগকে কারিব সাগরীয় দ্বীপশ্রেণী বলা যায়। প্রশান্ত মহাসাগরে—কুয়িনসারল্টপুঞ্জ, বঙ্কুবরপুঞ্জ। উত্তর মহাসাগরে—পারিপুঞ্জ। উত্তর মহাসাগর ও বেফিন উপসাগরের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে—গ্রিন্‌লণ্ড।

উপদ্বীপ।

নবস্কোসিয়া—বৃটন আমেরিকার পূর্ব্ব দক্ষিণ। ফ্লরি-ডা—ইয়ুনাইটেড্‌ষ্টেটের দক্ষিণপূর্ব্ব। ইয়ুকেটন—মেক্সিকোর দক্ষিণ। কালিফর্ণিয়া—মেক্সিকোর পশ্চিম। আলেস্কা—রুসিয়ীয় আমেরিকার দক্ষিণপশ্চিম।

অন্তরীপ।

ফেয়ারোয়েল—গ্রিন্‌লণ্ডের দক্ষিণ। চার্ল্‌স, সে-বেল্‌—বৃটন আমেরিকার অন্তর্গত। কড্‌, হাটারস,

টাঙ্কা—ইয়ুনাইটেড্‌ষ্টেটের অন্তর্গত। সেন্টলুকাস—কালিফর্ণিয়ার দক্ষিণ।

পর্ব্বত।

আলিগেনি, রকি—ইয়ুনাইটেড্‌ষ্টেটের অন্তর্গত। ইলিয়াস, ফেয়ার ওয়েদর—রুসিয়ীয় আমেরিকার অন্তর্গত।

হ্রদ।

সুপীরিয়র, হিয়ুরন্‌, ইরাই, মিসিগেন, আন্টেরিয়ো—বৃটন আমেরিকার দক্ষিণ ভাগে। বৃহৎবেয়ার, বৃহৎস্লেব—বৃটন আমেরিকার উত্তর পশ্চিম অংশে। উয়িনিনিপেগ—সুপীরিয়র হ্রদের উত্তর পশ্চিম। চাম্পলেন—ইয়ুনাইটেড্‌ষ্টেটের অন্তর্গত।

সাগর ও উপসাগর।

বেফিন ও হড্‌সন উপসাগর—উত্তর আমেরিকার উত্তর-পূর্ব্ব। মেক্সিকো উপসাগর—মেক্সিকো ও ফ্লরিডার মধ্যবর্ত্তী। সেন্টলরেন্স উপসাগর—নিউফোণ্ডলও দ্বীপ ও আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী। ফণ্ডী উপসাগর—ইয়ুনাইটেড্‌ষ্টেট ও নবস্কোসিয়ার মধ্যবর্ত্তী। কালিফর্ণিয়া উপসাগর—কালিফর্ণিয়ার পূর্ব্ব। মুট্‌কা উপসাগর—বঙ্কুবর দ্বীপের সন্নিহিত। কারিব সাগর—উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী।

প্রণালী।

ডেবিস্‌প্রণালী—বেফিন্ উপসাগরের মোহানা।
হডসন্‌প্রণালী—হডসন্ উপসাগরের মোহানা।
বেরিংপ্রণালী—আমেরিকা ও আসিয়ার মধ্যবর্ত্তী।

উত্তর আমেরিকার প্রধান প্রধান নদী।

নদীর নাম।	যে দেশ দিয়া বহিতেছে।	যে সাগরে মিলিতেছে।
মিসিসিপি	ইয়ুনাইটেড্‌ষ্টেট	মেক্সিকো উপসাগর।
হড্‌সন	ইয়ুনাইটেড্‌ষ্টেট	আট্‌লান্টিক মহাসাগর।
কলম্বিয়া	ইয়ুনাইটেড্‌ষ্টেট	প্রশান্ত মহাসাগর।
সেন্টলরেন্স	বৃটনআমেরিকা	সেন্টলরেন্স উপসাগব।
মেকেঞ্জি	বৃটনআমেরিকা	উত্তর মহাসাগর।
রাইয়োডেল্‌নর্ট	মেক্সিকো	মেক্সিকো উপসাগর।
রাইয়োক্লারেডো	মেক্সিকো	কালিফর্ণিয়া উপসাগর।

দক্ষিণ আমেরিকা।

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরসীমা কারিব সাগর; পশ্চিম সীমা প্রশান্ত মহাসাগর; দক্ষিণ সীমা দক্ষিণমহাসাগব; পূর্ব্ব সীমা আট্‌লান্টিক মহাসাগর।

দক্ষিণ আমেরিকায় নিম্নলিখিত কয়েকটী দেশ আছে।

কলম্বিয়া, পেরু, বলিবিয়া, চিলি, পেটাগোনিয়া, লাপ্লাটা আদি ইয়ুনাইটেড্ প্রদেশ, ব্রাজিল, গায়েনা।

দক্ষিণ আমেরিকার প্রধান প্রধান দ্বীপ।

কারিব সাগরে—মার্গারিটা। পানেমা উপসাগরে—পারল্‌পুঞ্জ। প্রশান্ত মহাসাগরে—গালেপেগাস, জোয়ান্ কর্ণাণ্ডেজ, চিলো। আট্‌লান্টিক মহাসাগরে—টেরাডেলফিয়ুগো, ষ্টেটন, ফক্লণ্ডপুঞ্জ, নূতন সেট্‌লণ্ডপুঞ্জ, নূতন অর্কনিপুঞ্জ।

অন্তরীপ।

সেন্টরোক, ফ্রাইয়ো—ব্রাজিলের পূর্ব্ব ও পূর্ব্বদক্ষিণ। হরণ—দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্ত।

পর্ব্বত।

আণ্ডিস—দক্ষিণ আমেরিকার সমুদয় পশ্চিম পার্শ্ব ব্যাপিয়া আছে। পারিম—কলম্বিয়া ও গায়েনার অন্তর্গত। ব্রাজিলগিরি—ব্রাজিলের অন্তর্গত।

হ্রদ।

মেরেকাইবো—কলম্বিয়ার অন্তর্গত। টিটিকাকা—পেরু ও বলিবিয়ার মধ্যবর্ত্তী।

উপসাগর।

মেরেকাইবো, ডেরিয়ান, পানেমা—কলম্বিয়ার উত্তর।

প্রণালী।

মাগেলন—টেরাডেলফিয়ুগো ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী।

দক্ষিণ আমেরিকার প্রধান প্রধান নদী।

নদীর নাম।	যে দেশ দিয়া বহিতেছে।	যে সাগরে মিলিতেছে।
আমেজন	ব্রাজিল	আটলান্টিক মহাসাগর
লাপ্লাটা	ব্রাজিল	আটলান্টিক মহাসাগর
পারা	ব্রাজিল	আটলান্টিক মহাসাগর
সানফ্রাণসিস্কো	ব্রাজিল	আটলান্টিক মহাসাগর
কলারেডো	লাপ্লাটা	আটলান্টিক মহাসাগর
ওরিনকো	কলম্বিয়া	আটলান্টিক মহাসাগর
মাগ্ডেলেনা	কলম্বিয়া	কারিব সাগর।

আমেরিকার প্রধান প্রধান ধর্ম্ম।

আমেরিকার প্রায় সর্ব্বত্রই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচলিত।

শাসন প্রণালী।

ব্রাজিল দেশে নিয়মতন্ত্র প্রণালীতে রাজকার্য্য সম্পন্ন হয়, অবশিষ্ট প্রায় সর্ব্বত্রই সাধারণতন্ত্র প্রণালী প্রচলিত।

আমেরিকা।

আবিষ্ক্রিয়া বিবরণ।

১৪৯২ খৃঃ অব্দের পুর্ব্বে প্রাচীন মহাদ্বীপের অধিবাসীরা আমেরিকার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও অবগত ছিলেন না। ঐ বৎসর ইয়ুরোপের সুপ্রসিদ্ধ নাবিক কলম্বস উহার আবিষ্ক্রিয়ার সূত্রপাত করেন। ইটালির অন্তর্গত জেনোয়া নগরে কলম্বসের জন্ম হয়, কালক্রমে তিনি পর্টুগালে আসিয়া অবস্থিতি করেন। তাঁহার সময়ে পর্টুগিজেরা ইয়ুরোপীয়দিগের তৎকালাপরিচিত ভূভাগ সকলের আবিষ্ক্রিয়ায় মনোনিবেশ করিয়াছিল; বিশেষতঃ সমুদ্র দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার পথ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়াছিল। বহুকালাবধি ভারতবর্ষ ও তন্নিকটবর্ত্তী দেশ ও দ্বীপ সমূহের পণ্য দ্রব্য ইয়ুরোপে নীত ও মহামূল্যে বিক্রীত হইত। সেই সকল পণ্য আরব ও লোহিত সাগর দিয়া মিসরে যাইত; তথা হইতে নীলনদী দ্বারা ভূমধ্যসাগরে প্রবিষ্ট হইয়া ইয়ুরোপের বিপণি সমূহে উপস্থিত হইত। বিনিস নগরীয় বণিকেরাই উহাদিগকে মিসর হইতে ইয়ুরোপে আনয়ন করিত, তাহাতে তাহাদের বিপুল অর্থাগম হইত। সেই বহু অর্থকর ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য আপনাদের হস্তগত করাই পর্টুগিজদের প্রধান সংকল্প হইয়াছিল; তাহাদের এই সিদ্ধান্ত স্থির ছিল যে স্বদেশ হইতে দক্ষিণাস্যে গমন করিয়া আফ্রি-

কার দক্ষিণ প্রান্ত বেষ্টন পুরঃসর পূর্ব্বমুখে গমন করিলে ভারতবর্ষে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। পথের যথার্থ স্থিরতা ছিল বটে কিন্তু তদানীন্তন ইয়ুরোপীয় পোতবাহীরা কখন উহার চতুর্থাংশেও যায় নাই। কোথায় আফ্রি-কার দক্ষিণ প্রান্ত তাহার কিছুই জানিত না। পোত-বাহন কার্য্যেও তাহাদের বিশিষ্টরূপ নৈপুণ্য ছিল না। এই সকল কারণে পর্টুগিজদিগের সঙ্কল্পসাধনে বিস্তর বিলম্ব হইয়াছিল। অবশেষে বহুকাল পরে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত আবিষ্কৃত হইল। তখনও উহা চক্ষের দেখামাত্র হইয়াছিল; কারণ যে জাহাজ তন্নিকটবর্ত্তী সমুদ্রভাগে প্রথম উপস্থিত হইয়াছিল উহা দুরন্ত ঝটি-কায় আক্রান্ত হওয়াতে তীরস্থ হইতে পারে নাই, কেবল দূর হইতে একটী অন্তরীপের অগ্রভাগমাত্র নিরীক্ষণ করিয়া প্রত্যাগত হইয়াছিল। তথায় দুর্জ্জয় ঝটিকায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া জাহাজের কাপ্তেন, বার্থলমিউ ডায়েজ, নবদৃষ্ট অন্তরীপকে "ঝ-টিকা অন্তরীপ" এই নাম প্রদান করেন। কিন্তু স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে তাঁহার নিযোগ্য ভূপতি, এত দিনে ভারতবর্ষের পথ-প্রাপ্তির চিরকালের আশা সফল হইবার সুবিধা হইল মনে করিয়া, উহার নাম উত্ত-মাশা রাখিলেন।

উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কৃত হইল বটে, কিন্তু অতি দীর্ঘকালে হইল। অবশিষ্ট পথ আবিষ্কৃত হইতে আরও কত কাল লাগিবে তাহার স্থিরতা ছিল না। অধিকন্তু তৎকালে সমুদ্রযাত্রা যেরূপ দীর্ঘকাল-সাধ্য ছিল তাহাতে পর্টুগাল হইতে উত্তমাশায় উত্তীর্ণ

হইতে বিস্তর দিন লাগিত। সুতরাং ভারতবর্ষের সমুদায় পথ আবিষ্কৃত হইলেও অতি দীর্ঘকাল ব্যতিরেকে তথায় গমনাগমন সম্পন্নের সম্ভাবনা ছিল না। এই সকল বিবেচনা করিয়া মহানুভব ও তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পোতবাহী কলম্বসের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইল যে আফ্রিকা বেষ্টন না করিয়া অন্য কোন সহজ পথে ভারতবর্ষে যাওয়া ঘটিতে পারে কি না? অনেক চিন্তা ও অনুসন্ধানের পর তাঁহার এই প্রতীতি জন্মিল যে, ইয়ুরোপ হইতে ক্রমাগত পশ্চিম মুখে গমন করিলে অবশেষে আটলান্টিক মহাসাগরের পারে এমন কোন দেশ অবশ্যই পাওয়া যাইবেক যাহার সহিত বহ্বায়ত ভারতবর্ষ সংযোজিত আছে। কাল সহকারে এই সিদ্ধান্ত মনোমধ্যে বদ্ধমূল হইলে তিনি প্রথমতঃ জন্মভূমি জেনোয়ার ও তদনন্তর পর্টুগালের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের নিকট আপন মত ব্যক্ত করিয়া প্রার্থনা করিলেন "যদি কৃপা করিয়া সমুদ্র গমনের সমুদায় উপকরণ প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি আটলান্টিক অতিক্রমণ দ্বারা ভারতবর্ষে যাইবার এক নূতন পথ প্রকাশ করিয়া দি"। ক্রমান্বয়ে উভয় স্থানেই তাঁহার প্রার্থনা নিষ্ফল হইল। তখন, ১৪৮৪ খৃঃ অব্দে, স্পেন দেশে আসিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত নর্ম্মে তত্রত্য রাজার সমীপে আবেদন করিলেন। এখানেও পাছে প্রার্থনা বিফল হয় এই আশঙ্কা করিয়া আপনার এক শ্যালককে ইংলণ্ডীয় রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার অশ্রুতপূর্ব্ব মত প্রচারিত হইলে অনেকে অনেক প্রকার কহিতে লাগিল। কেহ তাঁহাকে বাতুল ও

কেহ প্রতারক বলিল; ভ্রান্ত মতাবলম্বী অল্পমতি পণ্ডিতাভিমানী মহাশয়েরা, স্বমতবিরুদ্ধ কোন নূতন প্রসঙ্গ শুনিলে সচরাচর যেমন করিয়া থাকেন তদনুসারে, চীৎকার করিয়া উঠিলেন "পূর্ব্বে কেহ কখন ভূগোলও পড়ে নাই, সমুদ্রেও যায় নাই, তাই আজি কলম্বস পণ্ডিত হইয়া শিখাইতে আসিয়াছেন আট্‌লান্টিকের অপর পারে দেশ আছে। অরে মূর্খ! আট্‌লান্টিকের যে পারই নাই"। এদিকে ধর্ম্মশাস্ত্রজীবী গোঁড়ারা বাইবলের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন কলম্বসের মত ধর্ম্মশাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত; অতএব সে নাস্তিক ও পাষণ্ড। পুরাবৃত্তের প্রথম কাল হইতেই দৃষ্ট হইতেছে যে, যে কোন সময়ে যে কোন মহানুভব পুরুষ মনুষ্যমণ্ডলীর চিরসেবিত ভ্রান্তির উচ্ছেদ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন তাঁহাকেই আদৌ বিবিধ তিরস্কার ও নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছে। অতএব কলম্বসই কেন সেই সামান্য বিধির অধীন না হইবেন। সে যাহা হউক, তিনি যে সকল নিগ্রহে পতিত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার চিত্ত অণুমাত্রও বিচলিত হয় নাই।

স্পেনে কলম্বস অষ্ট বর্ষ প্রতীক্ষা করেন। সেই দীর্ঘকালের মধ্যে কখন কখন প্রার্থনাসিদ্ধির কিঞ্চিৎ সম্ভাবনা দেখেন, কিন্তু কিছুকাল পরেই তাহার আর কিছুই থাকে না। এইরূপে অতিশয় বিরক্ত হইয়া স্পেন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইংলণ্ডে যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন এমন সময়ে স্পেনের সুবিখ্যাত রাজমহিষী ইজাবেলা কলম্বসের কতিপয় শুভাকাঙ্ক্ষীর অনুনয়পরবশ হইয়া তাঁহার প্রতি সদয় হইলেন। তাঁহার

আদেশে ১৪৯২ খৃঃ অব্দে তিনখানি ক্ষুদ্র জাহাজ তাঁহার সমুদ্র-যাত্রার নিমিত্ত প্রস্তুত হইল। তিনি সেই তিন খানি পোত লইয়া আট্লান্টিক মহাসাগরে যাত্রা করিলেন এবং ইয়ুরোপীয়দিগের উক্ত মহাসাগরের তৎকাল-পরিচিত সীমা অতিক্রমণের দ্বাত্রিংশৎ দিবস পরে আমেরিকার সন্নিহিত কারিবসাগরীয় গোয়ানাহানি দ্বীপে উত্তীর্ণ হইলেন। প্রত্যাগমন সময়ে কিউবা ও হাটি দ্বীপ আবিষ্কৃত হইল। দ্বিতীয়বার যাইয়া জামেকা দ্বীপ প্রকাশ করিলেন; তৃতীয়বারে ট্রিনিডাড দ্বীপ ও ওরিনকো নদীর সমীপবর্ত্তী প্রদেশ এবং পরিশেষে চতুর্থবারে মেক্সিকো উপসাগরের উপকূল ভাগের কিয়দংশ দেখিয়া আসিলেন। কলম্বস স্বাবিষ্কৃত মহাদেশ ও স্পেনে যাতায়াত করিতেছিলেন ইত্যবসরে অন্যান্য ইয়ুরোপীয় সমুদ্রযাত্রিকেরা তাঁহার প্রদর্শিত পথে তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১৪৯৯ খৃঃ অব্দে আমেরিগো বেচ্পুচি নামক এক ব্যক্তি ঐ নবাবিষ্কৃত ভূভাগে গমন করিয়াছিলেন। তিনি আপনার সমুদ্রযাত্রার বিবরণ লিখিয়া একখানি পুস্তক প্রচারিত করেন। সেই পুস্তকে ঐ নবাবিষ্কৃত ভূভাগকে আপনার নামানুসারে আমেরিকা বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিলেন। তদবধি উহার নাম আমেরিকা হইয়াছে। নূতন প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া উহাকে নূতন মহাদ্বীপও কহে। আর প্রাচীন মহাদ্বীপের পশ্চিমে বলিয়া তাহাকে কখনকখন পশ্চিম মহাদ্বীপও কহিয়া থাকে।

আমেরিকার আদিম নিবাসীরা প্রায় সকলেই তাম্রবর্ণ, দীর্ঘকেশ, হীনশ্মশ্রু, ও দেখিতে বিশ্রী। কলম্বসের

সময়ে মেক্সিকীয়, পেরুব ও চিলীয়েরা ভিন্ন অবশিষ্ট সমুদায় আমেরিকেরা নিতান্ত মূর্খ ও অসভ্য ছিল। আমেরিকার কোন জাতিই এমন পরাক্রান্ত ছিল না যে ইয়ুরোপের সৈনিকেরা আক্রমণ করিলে দিনৈকের নিমিত্তও আত্মরক্ষা করিতে পারিত। এই বিবরণ সম্বলিত আমেরিকার বিপুল বিভবের কথা ইয়ুরোপে প্রচারিত হইলে তত্রত্য ভিন্ন ভিন্ন জাতিরা, শবদর্শী গৃধ্রযূথের ন্যায়, সত্বর হইয়া তথায় ধাবমান হইতে লাগিল এবং শত বর্ষের মধ্যে তৎকালপরিচিত সমুদায় আমেরিকা আপনারা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া লইল। স্পেনিয়ার্ডরা মেক্সিকো, পানামা যোজক, পেরু ও কারিবসাগরীয় প্রধান প্রধান দ্বীপ অধিকার করিল; ওরিনকো নদী হইতে লাপ্লাটা নদী পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগ পর্টুগিজদের নিজস্ব হইল; ফরাসিরা সেন্টলরেন্স উপসাগরের তীরে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া কালসহকারে সমুদায় নিম্নকানেডা আত্মসাৎ করিল এবং ইঙ্গরেজেরা বর্জিনিয়া নামক প্রদেশে জনস্থানের সূত্রপাত করিয়া ক্রমে ক্রমে যে সমুদায় ভূভাগে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল সেই সকল ভূভাগ এক্ষণে ইয়ুনাইটেড্ ষ্টেট বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আমেরিকার আদিম নিবাসীরা ইয়ুরোপীয়দিগকে প্রথম দেখিয়া মূর্খতানিবন্ধন মনে করিয়াছিল বুঝি স্বর্গীয় পুরুষেরাই মর্ত্ত্যলোক দর্শন-কৌতুকে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু পরিণামে দেখিল তাহাদের সর্ব্বনাশ করিবার নিমিত্ত নরশোণিতলোলুপ দানবেরাই তাহাদের দেশে উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের অপরাধ এই যে তাহা-

দের দেশের ভূমি উর্ব্বরা ও হীরক সুবর্ণাদি বহুমূল্য দ্রব্যে সম্পন্ন, আর তাহারা আপনারা মূর্খ ও দুর্ব্বল। এই ঘোর অপরাধে খ্রীষ্টশিষ্যেরা তাহাদিগকে বন্য পশুর ন্যায় পালে পালে নিপাত করিয়া নিঃশেষপ্রায় করিয়াছে। সেই নরহত্যা ব্যাপার বহুকাল হইল ক্ষান্ত পাইয়াছে বটে তথাপি একণে আদিম আমেরিকদের সংখ্যা এক কোটির অধিক নহে। আদিম নিবাসীদিগের বলিদানের পর শুক্লবর্ণ খ্রীষ্টশিষ্যেরা, আমেরিকার কৃষি নির্ব্বাহ ও আকরিক উত্তোলনের নিমিত্ত, আফ্রিকার উপকূলভাগ হইতে দলে দলে কাফ্রি দাস ক্রয় করিয়া আনয়ন করে। এইরূপে এক মহাদেশীয় লোকের শিরশ্ছেদ ও অন্য মহাদেশীয় লোকের শিরে দাসত্ব চাপাইয়া ইয়ুরোপীয়েরা আমেরিকা অধিকার করেন। অধুনা আমেরিকার অধিবাসীদিগের মধ্যে ইয়ুরোপীয়দিগের সন্ততিই অধিক। আমেরিকায় ইয়ুরোপীয়, আদিম আমেরিক ও কাফ্রি-দাসদিগের পরস্পর সংশ্রবে অনেক সঙ্কর জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় অধিবাসীদিগের বর্ত্তমান সংখ্যা এই,—

আমেরিক ইয়ুরোপীয়	৩,২০,০০,০০০
আমেরিক কাফ্রি	৮০,০০,০০০
আদিম আমেরিক	১,০০,০০,০০০
সঙ্কর জাতি	১,০০,০০,০০০
	৬,০০,০০,০০০

দেশের বিবরণ।

রুসিয়ীয় আমেরিকা।

উত্তর আমেরিকার উত্তর পশ্চিম প্রান্তে, বেরিং প্রণালী হইতে সেন্ট ইলিয়াস পর্ব্বত পর্য্যন্ত, সমুদায় ভূভাগ রুসিয়ীয়দিগের অধিকৃত ও রুসিয়ীয় আমেরিকা নামে খ্যাত। সেন্ট ইলিয়াস পর্ব্বতের দক্ষিণ পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল ভাগেরও কিয়দ্দূর রুসিয়ীয় আমেরিকার অন্তর্গত। এখানকার ভূমি নিতান্ত অনুর্ব্বরা; আদিম অধিবাসীরা অসভ্য ও অনেকে অত্যন্ত ভীষণপ্রকৃতি। বীবর আদি পশুর লোম ও তিমি মৎস্য এখানকার পণ্য ও তজ্জন্যই ইহার যে কিছু গুমর। এই দেশের রাজকার্য্য, একটী কোম্পানির হস্তগত। সেই কোম্পানিকে রুসিয়ীয় আমেরিক কোম্পানি কহে।

বৃটন আমেরিকা।

বৃটন আমেরিকার উত্তর সীমা উত্তর মহাসাগর ও বেফিন উপসাগর; পূর্ব্বসীমা আট্‌লান্টিক মহাসাগর; দক্ষিণসীমা ইয়ুনাইটেড্ ষ্টেট; পশ্চিম সীমা প্রশান্ত মহাসাগর ও রুসিয়ীয় আমেরিকা। এই প্রকাণ্ড ভূভাগ কানেডা, নূতন ব্রন্সিক, নবস্কোসিয়া ও হডসন্ বে কোম্পানির অধিকার এই চারি প্রধান খণ্ডে বিভক্ত। এই চারি খণ্ডের বিবরণ নিম্নে ক্রমে ক্রমে লিখিত হইতেছে।

কানেডা।

কানেডা, সুপীরিয়র আদি পঞ্চ হ্রদের সমীপ হইতে সেন্টলরেন্স নদীর মোহানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার

পরিমাণফল প্রায় ৮৭,৫০০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১৯,০০,০০০।

কানেডার কুত্রাপি উচ্চ পর্ব্বত নাই এবং সেন্টলরেন্স ও অটোয়া ভিন্ন বড় নদীও আর দেখা যায় না; কিন্তু অনতিউচ্চ পাহাড় ও ক্ষুদ্র সরিৎ যে কত আছে গণিয়া সংখ্যা করা যায় না। সেই সকল সরিৎ, সুপীরিয়র আদি পঞ্চ প্রধান হ্রদ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র হ্রদ এবং বহুল কৃত্রিম নদীতে দেশের সকল ভাগই নির্ভিন্ন; এজন্য জলপথে গমনাগমনের অত্যন্ত সুবিধা। কানেডায় পর্য্যায়ক্রমে শীত ও গ্রীষ্মের আতিশয্য হইয়া থাকে। বস্তুতঃ শীত ও গ্রীষ্ম ভিন্ন অন্য কোন ঋতু নাই বলিলেই হয়। সে যাহা হউক, এখানকার আকাশ অতিশয় স্বচ্ছ ও বায়ু স্বাস্থ্যকর।

ইয়ুরোপীয়দের আগমনের পূর্ব্বে কানেডা সর্ব্বত্রই নিবিড় অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল। তাহারা আসিয়া অবধি বন পরিষ্কারের জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছে। তথাপি অদ্যাপিও দেশের বিস্তর স্থান গহন কাননে আবৃত রহিয়াছে। সেই সকল অরণ্যে হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণোপযোগী নানাপ্রকার কাষ্ঠ উৎপন্ন হয়। পরিষ্কৃত প্রদেশ সকলে বিবিধ শস্য পাওয়া যায়। ফলও নানাপ্রকার জন্মে। আকরিকের মধ্যে তাম্রই প্রধান। বৃক, ভল্লূক, বীবরাদি লোমশ পশু, নানা জাতীয় হরিণ ও বনমার্জ্জার প্রধান আরণ্য জন্তু। সামান্য গ্রাম্য জন্তু প্রায় সকল প্রকারই পাওয়া যায়।

অটোয়া নদী কানেডাকে, পূর্ব্ব কানেডা ও পশ্চিম কানেডা, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে। ইহা-

দিগকে সচরাচর নিম্ন ও উচ্চ কানেডা কহিয়া থাকে। নিম্ন কানেডার অধিকাংশই ফরাসিদিগের কর্ত্তৃক উপনিবেশিত। এখানকার ফরাসিরা অদ্যাপিও প্রায় সকল বিষয়েই প্রাচীন কালের ফরাসিদিগের সদৃশ রহিয়াছে, ইহারা অত্যন্ত পরিশ্রমী কিন্তু লেখা পড়া প্রায় কেহই জানে না। উচ্চ কানেডা ইঙ্গরেজদের উপনিবেশিত। কানেডার কোন ভাগেই আদিম আমেরিক অধিক নাই। যে অল্প আছে তাহারও অধিক ভাগ নিরাশ্রমী, মৃগয়া দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিয়া বেড়ায়। বন্যবৃক্ষচ্ছেদন ও বিক্রয়ার্থ তাহার কাষ্ঠ বিদেশে প্রেরণ, ক্ষার প্রস্তুত করণ এবং ইদানীং ভূমির কর্ষণ এই কয় প্রকারই কানেডীয়দিগের প্রধান ব্যবসায়। কানেডা হইতে বর্ষে বর্ষে বাহাদুরি কাষ্ঠ, ক্ষার, শস্য, মৎস্য, তৈল ও বীবরাদি পশুর লোমে অন্যূন ১,০০,০০,০০০ টাকার পণ্য বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে নিম্ন কানেডা ফরাসিদিগের অধিকৃত ছিল, ১৭৫৯ খৃঃ অব্দের যুদ্ধে ইঙ্গরেজদের বশীভূত হইয়াছে। ১৮৪০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত নিম্ন ও উচ্চ কানেডার শাসনতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ছিল। পর বৎসর একত্রীভূত হইয়াছে। তদবধি এক জন শাসনকর্ত্তা, একটী ব্যবস্থাপক সমাজ ও একটী প্রতিনিধি সমাজ এই তিনে ইহার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে।

বৃটন আমেরিকার সর্ব্বপ্রধান নগর কুইবেক। এই নগর নিম্ন কানেডায়, সেন্টলরেন্স নদীর তটে, অবস্থিত। টরেন্টো; অন্টেরিয় হ্রদের তীরে অবস্থিত, এখানে কানেডার শাসনকর্ত্তা অবস্থিতি করেন। মন্ট্রিল সেন্ট-

লরেন্সের তীরে অবস্থিত, এবং কানেডার সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য-স্থান। কিংসটন্, হামিল্টন, কোবর্গ, লণ্ডন ও নায়েগরা আর কয়েকটী প্রধান নগর। নায়েগরা নগরের অনতিদূরে প্রসিদ্ধ নায়েগরা প্রপাত।

নূতন ব্রন্সিক।

নূতন ব্রন্সিকের উত্তরসীমা কানেডা; পূর্ব্বসীমা সেন্ট-লরেন্স উপসাগর; দক্ষিণসীমা ফণ্ডী উপসাগর; পশ্চিম সীমা ইয়ুনাইটেড্‌ষ্টেট ও কানেডা। এখানে নদী অনেক, সেই সকল নদী প্রায়ই সুনাব্যা। শীতাতপে এই উপনিবেশ কানেডার সদৃশ। ইহার ভূমি উর্ব্বরা কিন্তু কৃষিকর্ম্মে লোকের তাদৃশ মনোযোগ নাই, বাহাদুরি কাষ্ঠের বাণিজ্যেই তাহারা একান্ত নিবিষ্টচিত্ত। এদেশ হইতে মৎস্য অনেক রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানে ফরাসি ও ইঙ্গরেজ বংশীয় ব্যক্তিই অধিক, আদিম আমেরিক প্রায় নাই।

পূর্ব্বে এই উপনিবেশ নবস্কোসিয়ার শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভূত ছিল। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দ হইতে ইহার শাসনতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়াছে। ইহার রাজধানী ফ্রেডরিক্টন; সেন্টজন নগর প্রধান বাণিজ্য-স্থান।

নবস্কোসিয়া।

নবস্কোসিয়া উপদ্বীপ চিগ্নেক্টো নামক যোজক দ্বারা নূতন ব্রন্সিকের ঈশান কোণে সংযোজিত। ইহার সমীপে ও ইহারই শাসনকর্ত্তার অধিকারে কেপ্-ব্রটন নামে একটী দ্বীপ আছে। নবস্কোসিয়া ও কেপ্-

ব্রটনের পরিমাণ ফল প্রায় ৩,৪০০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২,০০,০০০।

এখানকার ভূমি প্রায় সর্ব্বত্রই ভঙ্গিমতী, কেবল আট্‌লান্টিক মহাসাগরের উপকূলভাগে কতিপয় উচ্চ উচ্চ শিলোচ্চয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। নদী ও হ্রদ অনেক থাকাতে নবস্কোসিয়ার কোন স্থানই কোন না কোন নাব্য নদী হইতে চতুর্দ্দশ ক্রোশের অধিক অন্তরে নাই। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ উপকূলভাগ গাঢ় কুজ্‌ঝটিকায় আচ্ছন্ন থাকে। শীতও এখানে প্রচণ্ড ও দীর্ঘকালস্থায়ী। সে যাহা হউক, ইহার জল বায়ু সচরাচর অতিশয় স্বাস্থ্যকর। কৃষিকর্ম্মের পক্ষে এই উপনিবেশ বিলক্ষণ অনুকূল, নানাপ্রকার ফল ও শস্য উৎপন্ন হয়। তৃণ প্রচুর জন্মে বলিয়া বিবিধ গব্য দ্রব্য অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায়। বিক্রয়ার্থ এই সকল গব্য দ্রব্য ইয়ুনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌ ও অন্যান্য স্থানে প্রচুর পরিমাণে প্রেরিত হইয়া থাকে।

নবস্কোসিয়ায় অনেক প্রকার আকরিক যথেষ্ট পাওয়া যায়। বিশেষতঃ পাথরিয়া কয়লা অত্যন্ত অধিক উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই কয়লা ইয়ুনাইটেড্‌ ষ্টেটে বিক্রীত হয়। যে সকল বাষ্পীয় জাহাজ ইংলণ্ড ও আমেরিকায় গমনাগমন করে এই দেশোৎপন্ন কয়লাতেই তাহাদের সমুদায় প্রয়োজন নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এখানে বর্ষে বর্ষে বিস্তর টাকার মৎস্য ধৃত হয়।

ফরাসি, ইঙ্গরেজ ও জর্ম্মন এই তিন ইয়ুরোপ বংশীয় লোকেরাই এখানকার প্রধান অধিবাসী। এখানে কতিপয় কাফ্রি ও আদিম আমেরিক বংশীয় লোকেরাও বসতি করে। এই পাঁচমিশিলি সমাজের লোকেরা

পরস্পর বিলক্ষণ সামঞ্জস্যে আছে। ইহারা অনেকেই সুবুদ্ধি ও সচ্চরিত্র; বাহাদুরি কাষ্ঠের বাণিজ্য, আকরিকের উত্তোলন, মৎস্য আহরণ ও কৃষিকর্ম্ম এই চারি প্রকারই ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। এখান হইতে বর্ষে বর্ষে প্রায় ৫৫,০০,০০০ টাকার পণ্য বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে।

নবস্কোসিয়ার রাজধানী হালিফাক্স। আনাপোলিস নগরে পূর্ব্বে রাজধানী ছিল। ইয়রমথ, পিক্টো, লিবরপুল ও লুনেনবর্গ ইহার আর কয়েকটী প্রধান নগর।

হড্‌সন্ বে কোম্পানির অধিকার।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি যেরূপ ছিল, বৃটন আমেরিকায় হড্‌সন্‌বে নামক সেইরূপ এক কোম্পানি আছে। কানেডা, নূতন ব্রন্সিক ও নবস্কোসিয়া এই তিন প্রাগ্‌বর্ণিত প্রদেশ বর্জ্জন করিয়া অবশিষ্ট সমুদায় বৃটন আমেরিকা সেই কোম্পানির অধীন এবং হড্‌সন্‌বে কোম্পানির অধিকার বলিয়া খ্যাত; এই অধিকার উত্তর দক্ষিণে, উত্তর মহাসাগর হইতে ইয়ুনাইটেড্‌ষ্টেট্‌ এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে, আট্‌লান্টিক মহাসাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, বঙ্কুবর ও কুয়িন সারলট প্রভৃতি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপও ইহার অন্তর্গত। এই বিশাল ভূভাগ বৃক, হরিণ, মহিষ, ভল্লুক, উল্‌কামুখী ও বীবরাদি শ্বাপদ সমাকীর্ণ এক বিস্তীর্ণ মৃগয়াক্ষেত্র। এখানে কৃষ্টভূমি প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। ইহার অনেক স্থানে আকরিক আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু, উত্তোলন ও তদনন্তর অন্যত্র প্রেরণের সুবিধা

নাই বলিয়া অকর্ম্মণ্য দ্রব্যের ন্যায় ভূগর্ভেই পতিত রহিয়াছে। এখানে বীবরাদির লোমে যে কিছু অর্থ উৎপন্ন হয় তদ্ব্যতিরেকে অর্থাগমের দ্বিতীয় উপায় নাই।

হড্‌সন্‌বে কোম্পানির অধিকারে প্রায় ১,৪০,০০০ আদিম লোক বসতি করে। তন্মধ্যে কিয়দংশ স্কুইমো-বংশীয়*, অবশিষ্ট আদিম আমেরিক। স্কুইমো বংশীয়েরা উপকূলভাগেই অধিক থাকে, আর আদিম আমেরিকেরা অভ্যন্তরে পর্য্যটন করিয়া বেড়ায়। সকলেই নিভান্ত মূর্খ ও অসভ্য; কোন কোন সম্প্রদায় এরূপ ভীষণপ্রকৃতি যে অতিদুর্ব্বৃত্ত বন্যপশুরাও তাহাদের অপেক্ষা শান্ত ও সুশীল। হড্‌সন্‌বে কোম্পানির অধিকারে রাজকার্য্য ও বাণিজ্যের অনুরোধে প্রায় ১,০০০ ইয়ুরোপীয় লোক অবস্থিতি করে। ইহারা ইতস্ততঃ সংস্থাপিত কুঠি ও দুর্গে থাকে। আদিম অধিবাসীদিগের উপরে হড্‌সন্‌বে কোম্পানির অণুমাত্রও কর্ত্তৃত্ব নাই। বন্দুক, বারুদ, ছুরি ইত্যাদি দ্রব্য দিয়া উহাদের নিকট হইতে বীবরাদির লোম গ্রহণ করে এই মাত্র সম্পর্ক।

ইয়ুনাইটেড্ ষ্টেট্।

উত্তরে বৃটন আমেরিকা; পূর্ব্বে নূতন ব্রন্সিক ও আটলান্টিক মহাসাগর; দক্ষিণে মেক্সিকো উপসাগর ও মেক্সিকো এবং পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর, এই চতুঃসীমান্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগ আটত্রিশটী স্ব স্ব প্রধান

---

* ইহাদের বিবরণ অগ্রে গ্রিন্‌লণ্ড প্রকরণে লিখিত হইবেক।

সাধারণ-তন্ত্রে বিভক্ত*। সেই সমুদায় সাধারণতন্ত্র পরস্পরের হিতের নিমিত্ত একত্র মিলিত হইয়াছে†। ইহাদিগকে ইয়ুনাইটেড ষ্টেট্ অর্থাৎ মিলিত প্রদেশ কহে। ইয়ুনাইটেড্ ষ্টেটের পরিমাণফল প্রায় ৭,৫০,০০০০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২,০০,০০,০০০।

ইয়ুনাইটেড্ ষ্টেটের পূর্ব্ব পশ্চিম দুই দিকে, আলিগানি ও রকি নামে, উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত, দুই পর্ব্বত আছে। সেই দুই পর্ব্বত ইহাকে পূর্ব্ব, মধ্য ও পশ্চিম এই তিন প্রধান খণ্ডে বিভক্ত করিতেছে। আলিগানির পূর্ব্ব হইতে আটলান্টিক মহাসাগরের তীর পর্য্যন্ত পূর্ব্ব খণ্ড; আলিগানি ও রকি পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ মধ্যখণ্ড; রকি পর্ব্বতের পশ্চিম হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত পশ্চিম খণ্ড। এই তিনের মধ্যে মধ্য-

---

* তাহাদের নাম এই—; মেন, নিউহামসায়র, বরমন্ট, মাসাচুষ্টেস্ রোড আইলণ্ড, কনেটিকট, পেন্‌সিলবেনিযা, ওহিও, ইণ্ডিযানা। ইলিনয়, মিসিগান, উইসকঁন্সিন্, ইওয়, মিনেসোটা, কালিফর্ণিযা, নিউ মেক্‌সিকো, অটা, অরিগন ও ওয়াসিঙটন। এই কযেকটিকে উত্তর বিভাগ বলে। এই সকলে দাস রাখিবার প্রথা উঠিয়া গিয়াছে।

নিউজর্সি, ডিলাওয়ার, মেরিলণ্ড, বর্জিনিয়া, উত্তরকারোলিনা, দক্ষিণ কারোলিনা, জর্জ্জিযা, ফ্লরিডা, আলবামা, মিসিসিপি, লুইসিয়ানা, টেক্‌সস, কেণ্টকী, টেনেসি, আর্কানজাস, মিসৌরি, কানজাস ও নেব্রাস্ক। এই কয়েকটীকে দক্ষিণ বিভাগ বলে; এই সকলে দাস রাখিবার প্রথা আছে।

† সম্প্রতি ইয়নাইটেড্‌ষ্টেটে দারুণ অন্তর্ব্বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। সেই বিবাদের কিরূপ পরিণাম হইবে অধুনা তাহা অবধারণ করিবার উপায় নাই। এজন্য আমরা এবারে এদেশের বিবরণে কোন পরিবর্ত্ত করিলাম ন, পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেমন ছিল তাহাই রাখিলাম।

খণ্ডই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত, তথায় মিসিসিপি নদী প্রবাহিত। এই নদী, ইহার প্রধান শাখা মিসরির মূল হইতে ধরিলে, দৈর্ঘ্যে পৃথিবীর সমুদায় নদীর অপেক্ষা বড়। মিসরি ভিন্ন ইহার আর অনেক শাখা আছে। তন্মধ্যে পশ্চিম দিকে রক্ক, অর্কান্সাস, প্লাট ও ইয়লোষ্টন; পূর্ব্ব দিকে টৈনিসি, ওহিয়ো, ওয়াবাস ও ইলিনইজ এই কয়েকটী প্রধান। ইয়ুনাইটেড্ ষ্টেটের পশ্চিম খণ্ডের প্রধান নদী কলম্বিয়া ও ক্লারেডো: পূর্ব্ব খণ্ডে বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত আছে। পূর্ব্বে এই দেশ নিতান্ত অরণ্যময় ছিল, ইয়ুরোপীয়েরা আসিয়া অনেক পরিষ্কার করিয়াছে; তথাপি অদ্যাপিও পূর্ব্ব ও মধ্যভাগে এত নিবিড় অরণ্য দৃষ্ট হয় যে তাহাতে আপাততঃ সমুদায় দেশকেই বিস্তীর্ণ জঙ্গল বলিয়া ভ্রম জন্মে। ইয়ুনাইটেড্ ষ্টেটে নিবিড় তৃণপূর্ণ অতি ব্যায়ত ক্ষেত্রও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল ক্ষেত্রকে প্রেরি কহে। এদেশের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ উপকূল, উপদ্বীপ ও উপসাগরে সমাকীর্ণ, পশ্চিম উপকূলে তৎসমুদায় তত দেখা যায় না। এ দেশে প্রায় সর্ব্বত্রই রেলরোড ও কৃত্রিম নদী প্রস্তুত হইয়াছে।

ইয়ুনাইটেড্ ষ্টেটে শীত গ্রীষ্মের ভাব সকল স্থানে সমান নহে। সামান্যতঃ শীত ও গ্রীষ্ম, বৃষ্টি ও শুষ্কতার স্বভাব অত্যন্ত চঞ্চল। দুরন্ত শীতান্তে সহসা অসহ্য গ্রীষ্ম অনুভূত হয়; এবং মুসলধারে বৃষ্টির অনতিবিলম্বেই বিপর্য্যয় শুষ্কতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন হেতু লোকে সচরাচর সর্দ্দি, বাত,

পালাজ্বর ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়। বিশেষতঃ পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী স্থান সকল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর।

ইয়ুনাইটেড্ ষ্টেটের ভূমি স্থান ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। স্থূল ধরিলে, ওহিয়ো ও মিসিসিপি অববাহিকার ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা; পূর্ব্ব খণ্ডের ভূমি তদপেক্ষা বিস্তর নিকৃষ্ট। এখানকার কৃষিজাত দ্রব্য সকল সর্ব্বত্র সমান নহে। উত্তরাঞ্চলের উৎপন্ন ইয়ুরোপ ও কানেডার উৎপন্ন হইতে প্রায়ই নির্ব্বিশেষ। বায়ুকোণে অপর্য্যাপ্ত তৃণ ও তজ্জন্য নানাপ্রকার গব্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দক্ষিণ ভাগে ধান্য, কার্পাস, তামাক, ভূট্টা, ইক্ষু উৎপন্ন হয়। এখানকার চাউল, তুলা ও তামাক অতিশয় উৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ তুলার বাণিজ্য অত্যন্ত বিস্তৃত। ইয়ুরোপীয় কাপড়ের কল সকলের তুলার অধিকাংশ এই দেশ হইতেই গিয়া থাকে। এখানকার কার্পাসের বীজে এক প্রকার বহুমূল্য তৈল প্রস্তুত হয়। সেই তৈলকে কার্পাসতৈল বলা যাইতে পারে। এখানে আরণ্য তরু নানাপ্রকার জন্মে, তন্মধ্যে অনেকের ফল ফুল অতিশয় সুদৃশ্য।

এদেশীয় আরণ্য জন্তুর মধ্যে বৃক, বীসন, অপসম *, ভল্লুক, রাকুন †, উল্কামুখী, নানা জাতীয় হরিণ ও

---

* এক প্রকার চতুষ্পদের নাম। এই চতুষ্পদ গর্ত্তে ও বনে থাকে। ইহার স্ত্রীজাতির তলপেটে একটা ঝুলি আছে। সেই ঝুলির এরূপ আশ্চর্য্য গঠন যে মাতার নিকটে চরিতে চরিতে শাবকেরা কোন কারণে ভয় পাইলে তাহার মধ্যে লুক্কায়িত হয়। মাতা তাহাদিগকে তদবস্থায় লইয়া পলায়ন করে।

† বীবরাকৃতি চতুষ্পদ বিশেষ। ইহার লোম ও মস্তক উল্কামুখীর ন্যায়। কাণ ছোট, গোলাকার ও লোমশূন্য। গাত্র অপেক্ষা

বিড়াল জাতীয় কয়েক প্রকার হিংস্র শ্বাপদ প্রধান। এখানে ইয়ুরোপ মহাদেশীয় অধিকাংশ গ্রাম্য জন্তুই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। সর্প প্রায় চল্লিশ প্রকার পাওয়া যায়। তন্মধ্যে রাটল নামক সর্প অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। এখানকার বিহগকুল অতিশয় সুদৃশ্য কিন্তু তাহাদের স্বর সচরাচর তাদৃশ মধুর নহে। একপ্রকার পক্ষী পাওয়া যায় সেই পক্ষী অন্য যে পক্ষীর ডাক শুনে অবিকল তাহারই অনুকরণ করিতে পারে। এজন্য উহাকে হর্বোলা পাখী বলিলে বলা যায়। আর এক প্রকার পক্ষী আছে তাহার অবয়ব অত্যন্ত ক্ষুদ্র কিন্তু পক্ষের শোভা অতিশয় আশ্চর্য্য। ইঙ্গরেজীতে উহাকে হমিং বর্ড বলে। ইয়ুনাইটেড্ ষ্টেটের উপকূল ভাগে নানাপ্রকার মৎস্য ও উভচর দেখিতে পাওয়া যায়। উভচর সমূহের মধ্যে উদ্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। উহার চর্ম্মের বাণিজ্য অতিশয় অর্থকর।

ইয়ুনাইটেড্ ষ্টেটে লোহা, সীসা, দস্তা, তামা, লবণ, পাথরিয়া কয়লা প্রভৃতি সতত প্রয়োজনীয় আকরিক প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এই দেশের অন্তর্গত নর্থকারোলিনা প্রদেশের সুবর্ণখনি অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু অধুনা উত্তর কালিফর্ণিয়া প্রদেশে বিস্তীর্ণ স্বর্ণক্ষেত্র আবিষ্কৃত হওয়াতে পুরাতন খনি হতাদর হইয়াছে। * কালিফর্ণিয়ায় অপর্য্যাপ্ত সুবর্ণ উৎপন্ন

লাঙ্গূল বড়। সেই লাঙ্গুল দেখিতে বিড়ালের লাঙ্গুলের ন্যায়। এই জন্তু বৃক্ষকোটরে থাকে ও তৃণাদি দ্বারা জীবনধারণ করে। ইহার লোম বহুমূল্য, মাংস বিস্বাদ নহে।

হয়। তল্লোতে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বাংশ হইতেই সুবর্ণ-প্রয়াসীরা তথায় আকৃষ্ট হইয়াছে।

ইয়ুনাইটেড্ ষ্টেটের অধিবাসীরা, শরীরের বর্ণভেদে শুক্ল, কৃষ্ণ ও তাম্র এই তিন প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে শুক্লবর্ণদিগের সংখ্যাই অধিক এবং ইহারাই তথাকার বর্দ্ধিষ্ণু ও গণ্য লোক। শুক্লবর্ণেরা অধিকাংশই বৃটন ও আয়র্লণ্ডীয় ঔপনিবেশিকদিগের সন্ততি, অবশিষ্টভাগ ফরাসি, জর্ম্মন, সুইস্ ও পাশ্চাত্য ইয়ুরোপবাসী আর আর জাতির বংশে উৎপন্ন। ইহারা সকলেই প্রায় ইঙ্গরেজী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে ও বিদ্যা শিক্ষা করে; ইহাদের আহার, ব্যবহার ও পরিচ্ছদ সকলই ইঙ্গরেজদের হইতে নির্ব্বিশেষ। এখানে অসঙ্খ্য বৃহৎ বৃহৎ ভূখণ্ড অদ্যাপি অনধিকৃত রহিয়াছে। সেই সকল ভূখণ্ড দিন দিন হলতলে আনীত হইতেছে। তৎসমুদায়ের উৎপন্নে দেশীয় লোকদিগের আহার সুখে নির্ব্বাহ হইয়া বিস্তর উদ্বৃত্ত হয়। সেই সমুদায় শস্য বণিক্‌দিগের যত্ন ও পরিশ্রমে ভূমণ্ডলের প্রায় সর্ব্বত্র নীত হইয়া বিনিময়ে বিপুল অর্থ আনয়ন করে। এখানকার অধিবাসীরা শিল্পকর্ম্মে অদ্যাপি তাদৃশ মনোনিবেশ করে নাই, কেবল কয়েক প্রকার কার্পাস-বস্ত্রমাত্র বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। সেই সকল বস্ত্রকে ভারতবর্ষে মার্কিন থান কহে। কৃষিজাত বিবিধ দ্রব্য, বাহাদুরি কাষ্ঠ ও মার্কিন থান এদেশের প্রধান রপ্তানি। আমদানির মধ্যে শিল্পজাত নানা-প্রকার দ্রব্য, চিনি, কাফি, চা, চামড়া, মদিরা ইত্যাদি প্রধান।

ইয়ুনাইটেড্ ষ্টেটবাসী সমুদায় কাফ্রি এবং কাফ্রি ও শুক্লবর্ণদের সংস্রবজাত যাবতীয় সঙ্কর জাতি, কৃষ্ণবর্ণ শ্রেণীতে পরিগণিত। ইহাদের সঙ্খ্যা প্রায় ৩৪,০০,০০০। তন্মধ্যে কিয়দংশ দাসত্ববিমুক্ত, অবশিষ্ট সমুদায় দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ। বিগতদাসত্ব কৃষ্ণবর্ণেরাও আইন অনুসারে শুক্লবর্ণদিগের সমকক্ষ নহে। তাহারা শুক্লবর্ণ-দিগের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কোন কোন প্রদেশের ধর্ম্মাধিকরণে সেই সাক্ষ্য পর্য্যন্তও গ্রাহ্য হয় না। অবীত-দাসত্ব কৃষ্ণবর্ণদিগকে যে কত নিগ্রহ সহ্য করিতে হয় তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

তাম্রবর্ণদিগের সঙ্খ্যার ক্রমশই হ্রাস হইয়া আসিতেছে, অধুনা সর্ব্বসমেত ত্রিশ লক্ষের অধিক পাওয়া যায় না। এই হতভাগ্যেরাই এই দেশের আদিম মনুষ্য; শুক্ল-বর্ণদিগের আগমনের পূর্ব্বে কটিদেশে এক খণ্ড চর্ম্ম জড়াইয়া ধনুর্ব্বাণ-হস্তে অকুতোভয়ে বনে বনে মৃগের অন্বেষণে বিচরণ করিত। একবার স্বপ্নেও ভাবে নাই যে সাগর লঙ্ঘন করিয়া কতকগুলি বজ্রবিদ্যুৎপাণি* অর্দ্ধপশু অর্দ্ধনর ধবলাঙ্গ বৈদেশীরা আসিয়া তাহা-দিগকে বন্যপশুর ন্যায় বিনাশ ও উৎপীড়ন করিবে।

ইয়ুনাইটেড্ ষ্টেটে বিদ্যার বিলক্ষণ চর্চ্চা হইয়া থাকে, এখানে এক শত বিংশতি কালেজ ও অল্পপাঠি বালক-দিগের শিক্ষার নিমিত্ত অগণ্য সামান্য বিদ্যালয় সংস্থা-

* আদিম আমেরিকেরা অশ্বারোহী পুরুষ ও কামান কাহাকে বলে জানিত না। যখন ইউরোপীয়দিগের আগমনে প্রথম দেখিল তখন তাহারা অশ্বারোহীদিগকে বিকট কিংপুরুষ, কামা-নের শব্দকে বজ্রধ্বনি, উহার শিখাকে বিদ্যুৎ ভাবিয়াছিল।

পিত আছে। এখানকার কতিপয় মহোদয় অতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। আক্ষেপের বিষয় এই যে, হতভাগ্য দাসেরা কিছুমাত্র শিক্ষা করিতে পায় না। এমন কি কেহ যদি তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে যত্ন করে তাহা হইলে দেশীয় রাজনিয়ম অনুসারে শিক্ষাদাতাকে অতি কঠিন দণ্ডভাগী হইতে হয়। মন্দের ভাল এই যে, এক্ষণে অধিকাংশ প্রদেশের দাসেরাই মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং আফ্রিকা হইতে নূতন দাস আনয়ন অথবা আমেরিকার দাসদিগকে বিদেশীয়দিগের নিকট বিক্রয় করার প্রথাও প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।

১৬০৭ খ্রীঃ অব্দে ইয়ুনাইটেড্‌ষ্টেটের বর্জিনিয়া নামক প্রদেশে শুক্লবর্ণদিগের উপনিবেশের সূত্রপাত হইয়া কাল-সহকারে অন্যান্য দ্বাদশ প্রদেশ উপনিবেশিত হয়। সেই সকল উপনিবেশ পরস্পর স্বতন্ত্র থাকিয়া ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের অধীন ছিল। ইতিপূর্ব্বে ১৭৬৪ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডের পার্লিমেন্টের আদেশ হয় যে, অমুক অমুক বিষয়ে শুল্ক প্রদান করিতে হইবে। ইহারা সেই সকল আজ্ঞা অন্যায় জ্ঞান করিয়া শুল্ক প্রদানে অস্বীকৃত হইয়া বারম্বার পার্লিমেন্টে আবেদন করে। কিন্তু তত্তাবৎই নিষ্ফল হয়। তখন ১৭৭৬ খ্রীঃ অব্দে, সকলে একমিল হইয়া আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া প্রচার করে। ইহাতে ইংলণ্ডের সহিত ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। পরিশেষে ইংলণ্ড ইহাদিগকে, আর দমন করা অসাধ্য দেখিয়া, ১৭৮৩ খ্রীঃ অব্দে, অগত্যা স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করে। স্বাধীন হওয়ার সময়ে তেরটী মাত্র প্রদেশ সম্মিলিত ছিল।

পরে যুদ্ধাদি বিবিধ উপায়ে নূতন নূতন জনপদের সংযোগ দ্বারা এক্ষণে ইয়ুনাইটেড্ ষ্টেট চৌত্রিশ প্রদেশে পরিগণিত হইয়াছে।

প্রত্যেক প্রদেশের আভ্যন্তরিক শাসনতন্ত্র পরস্পর স্বতন্ত্র অর্থাৎ প্রত্যেক প্রদেশের আইন প্রস্তুত করণ আদি যাবতীয় শাসন-কার্য্য সেই প্রদেশেই সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক প্রদেশে তত্রত্য অধিবাসীদিগের মনোনীত এক এক জন শাসনকর্ত্তা ও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা-বিশিষ্ট দুইটী প্রতিনিধি-সমাজ সংস্থাপিত আছে। তথায় তাহারাই সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করে। সকল প্রদেশে এই সকল শাসনকর্ত্তা ও প্রতিনিধি সমাজের সদস্য-দিগের পদের স্থায়িত্বের কাল সমান নহে। কিন্তু কোন প্রদেশেই এক বৎসরের ন্যূন ও ছয় বৎসরের অধিক হয় না।

সমুদায় প্রদেশীয় শাসনতন্ত্রের উপরে কঙ্গ্রেস নামে এক সর্ব্বপ্রধান সমাজ সংস্থাপিত আছে। সাধারণের মঙ্গল বর্দ্ধন করা কঙ্গ্রেসের উদ্দেশ্য। কঙ্গ্রেসে একজন সভাপতি নিযুক্ত আছেন, তাঁহাকে প্রেসিডেন্ট কহে। চারি বৎসর অন্তর প্রেসিডেন্টের পরিবর্ত্তন হয়। কঙ্গ্রেসের সদস্যেরা দুই সভাতে বিভক্ত, এক সভাকে সেনেট, আর সভাকে হাউস অব রেপ্রেজেন্টিটিব কহে। যাঁহারা সেনেটে বসেন তাঁহারা প্রত্যেক প্রদেশীয় ব্যবস্থাপক-মণ্ডলী হইতে দুই দুই জন করিয়া ছয় বৎসরের নিমিত্ত মনোনীত হইয়া আইসেন। আর যাঁহারা হাউস্ অব রেপ্রেজেন্টিটিবে বসেন তাঁহারা প্রত্যেক প্রদেশের ৭০,৬৮০ জন অধিবাসীর হিসাবে এক এক জন মনো-

নীত হইয়া দুই বৎসরের নিমিত্ত আসিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের নিয়মিত কাল পূর্ণ হইলে নূতন লোক নিযুক্ত হয়। কঙ্গ্রেসের প্রেসিডেন্ট ইয়ুনাইটেড্ ষ্টেটের সমুদায় সৈন্যের অধ্যক্ষ এবং সেনেটের সহিত একমত হইয়া, সন্ধিবিগ্রহাদি যাবতীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ এবং দূত ও জজ প্রভৃতি কর্ম্মচারীদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন। কঙ্গ্রেসের উভয় সভার অধিকাংশ সভ্যের ও প্রেসিডেন্টের অমতে কোন আইন প্রচলিত হইতে পারে না। যদি প্রেসিডেন্টের মত না হয় অথচ উভয় সভার প্রায় এগার আনা সভ্যের সম্মতি হয় সে স্থলে প্রেসিডেন্টের অপেক্ষা না করিয়া নূতন আইন প্রচলিত হইতে পারে।

ইয়ুনাইটেডষ্টেটের রাজধানী ওয়াসিংটন। এই নগর পটোমাক নামক নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে কঙ্গ্রেসমণ্ডপ সংস্থাপিত। এই মণ্ডপ দেখিতে অতিশয় সুদৃশ্য। ওয়াসিংটনের পত্তন অতি বহ্বাড়ম্বর, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার নির্ম্মাণের কিয়দংশ মাত্র সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। সমুদায় সাঙ্গ হইলে এই নগর ভূমণ্ডলের অগ্রগণ্য মহানগরী সমূহের মধ্যে পরিগণিত হইবে। নবইয়র্ক—এখানকার সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য-স্থান ও আমেরিকার সমুদায় নগরের মধ্যে বৃহৎ। এই নগর হড্‌সন নদীর মোহানায় অবস্থিত। ইহার বাণিজ্য অতি বিস্তৃত। ফিলেডেলফিয়া—দেলেওয়ার নদীর তীরে অবস্থিত। তাহার অধিবাসীরা অতিশয় বিভবশালী। এখানকার সমুদায় সাধারণগৃহ অতিশয় রম্য। নগর—সুবিখ্যাত ফ্রাঙ্কলিনের জন্মভূমি এবং ইয়ুনাইটেড্ ষ্টেটের মধ্যে

বিদ্যালোচনার সর্ব্বপ্রধান স্থান। নবইয়র্কের পরই ইহার বাণিজ্য অত্যন্ত বিস্তৃত। নবঅর্লিন্স—মিসিসিপির মোহানা হইতে সাতচল্লিশ ক্রোশ অন্তরে ঐ নদীর পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত। ইহার বাণিজ্য অতি বিস্তৃত, পরন্তু জল বায়ু অতিশয় কদর্য্য। আর আর নগরের মধ্যে দক্ষিণ কারোলিনার রাজধানী চার্লস্টন, কালিফর্ণিয়ার রাজধানী সান্‌ফ্রান্সিস্কো, লাউএল, মোবাইল ও রিসমণ্ড অপেক্ষাকৃত অধিক প্রসিদ্ধ।

মেক্সিকো।

মেক্সিকোর উত্তর সীমা টেক্সস ও উত্তর-কালিফর্ণিয়া, উভয়ই ইয়ুনাইটেড্‌ষ্টেটের অন্তর্গত; পূর্ব্বসীমা মেক্সিকো উপসাগর ও ইয়ুকেটন উপদ্বীপ; দক্ষিণপূর্ব্ব সীমা গোয়াটিমালা; পশ্চিম সীমা প্রশান্ত মহাসাগর। ইহার পরিমাণফল প্রায় ৩,২৫,০০০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৮০,০০,০০০।

মেক্সিকোর ভূতল অত্যন্ত অসমাকৃতি; দক্ষিণ আমেরিকা হইতে, গোয়াটিমালা ভেদ করিয়া, আণ্ডিস গিরি ইহার মধ্যভাগে ধাবমান ও তথায় দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া Y আকারে দুই উপকূলের পার্শ্ব ধরিয়া, চলিয়া গিয়াছে। পশ্চিমের শাখা ক্রমাগত যাইয়া অবশেষে রকি পর্ব্বতে মিলিত হইয়াছে, পূর্ব্বের শাখা টেক্সস প্রদেশে প্রবেশ করিয়া পরে অন্তর্হিত হইয়াছে। এই দুই শাখার অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগ একটী অতি উচ্চ অধিত্যকা; উহার উচ্ছ্রায় সাগর পৃষ্ঠ হইতে ৪,০০০ হস্তের ন্যূন নহে। তথাকার অত্যুন্নত স্থান সকলে দণ্ডায়মান

হইলে প্রশান্ত ও আটলান্টিক উভয় মহাসাগরই এককালে দর্শন করিতে পারা যায়। এই অধিত্যকায় ভূকম্পের ভয়ঙ্কর প্রতাপে ও আগ্নেয় গিরির ভীম গর্জ্জনে ভৌমাগ্নির পুনঃ পুনঃ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে অন্তর্দ্দেশে মেক্সিকো নগর অবস্থিত সেই অন্তর্দ্দেশ অতিশয় প্রসিদ্ধ। উহার দৈর্ঘ্য প্রায় পঁচিশ ক্রোশ, বিস্তার ষোল ক্রোশ। উহার চতুর্দ্দিক আগ্নেয় গিরি-পরম্পরায় পরিবেষ্টিত। সেই সকল আগ্নেয় গিরি প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ আকীর্ণ করিয়া রহিয়াছে। তৎসমুদায়ের সর্ব্বপ্রধানের নাম পপকাটাপেটল। উহার উৎসেধ কিঞ্চিৎ অধিক ১১,০০০ হস্ত; শিরোভাগ চিরকাল তুষারে আচ্ছন্ন। মেক্সিকো অধিত্যকার অন্যান্য ভাগস্থ আগ্নেয় গিরি সমূহের মধ্যে জরুলো গিরি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। এক্ষণে যে স্থানে সেই গিরি দৃষ্ট হইতেছে শতবর্ষ পূর্ব্বে সেই স্থান সমতল ছিল। ১৭৫৯ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এক রাত্রিতে সহসা সেই ভূমি মোচাগ্র * আকারে প্রায় ৩৪০ হস্ত স্ফীত হইয়া উঠে, তাহাতেই জরুলো গিরির উৎপত্তি হইয়াছে। মেক্সিকো দেশে অত্যন্ত জলকষ্ট। উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তস্থিত রায়োডেলনর্ট ভিন্ন ইহাতে বড় নদী আর নাই। কিন্তু অধিত্যকা প্রদেশে

---

* মোচা ফুটিবার সময়ে উহার অগ্রভাগ ছেদন করিয়া ফেলে। সেই অগ্রভাগের তলা গোলাকার ও বিস্তৃত, শিরোভাগ সূচ্যগ্রবৎ সূক্ষ্ম। তলা হইতে আগার দিকে যত উঠে ক্রমশঃ ততই অল্প পরিসর হয়। জরুলো পর্ব্বতও সেইরূপ করিয়া উঠে। এই আকারের পর্ব্বত সকলকে মোচাগ্র পর্ব্বত বলা যাইতে পারে।

হ্রদ অনেক দৃষ্ট হইয়া থাকে। মেক্সিকোর উপকূল-ভাগ অত্যন্ত ভঙ্গিমান্।

এদেশে শীত গ্রীষ্মের ভাব সর্ব্বত্র সমান নহে। যে স্থান যত উচ্চ তথায় গ্রীষ্মের তত অল্প প্রাদুর্ভাব। এ নিমিত্ত এই দেশ গ্রীষ্ম-প্রধান, নাতিশীতোষ্ণ ও শীত-প্রধান এই তিন অঞ্চলে বিভক্ত। প্রশান্ত ও আট্‌লান্টিক মহাসাগরের উপকূলভাগ নিম্নভূতল; সুতরাং তথায় অত্যন্ত গ্রীষ্ম; সেই গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের ভূমি স্থানে স্থানে বালুকাময় ও স্থানে স্থানে উর্ব্বরা। তথায় ইক্ষু, নীল, ভুট্টা, কার্পাস প্রভৃতি উষ্ণ দেশীয় যাবতীয় উদ্ভিদ্ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুগন্ধি ও সুন্দর পুষ্পগুল্ম এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরুও বিস্তর উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই সকল স্থানে গ্রীষ্ম ও বর্ষা অতিশয় প্রবল; সুতরাং কদর্য্য তৃণ গুল্মাদি পচিয়া অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। এদেশের যে সকল প্রদেশ সাগরপৃষ্ঠ হইতে ১,৭০০ হস্তের অধিক অথচ ৪,০০০ হস্তের অপেক্ষা অল্প উচ্চ তৎসমুদায়ে শীত গ্রীষ্মের আতিশয্য নাই। এজন্য উহাদিগকে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল কহে। তথায় ইয়ুরোপ মহাদেশীয় বিবিধ উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হয় এবং লোকে বিলক্ষণ সুস্থ শরীরে বসতি করে। যে সকল স্থান ৪,০০০ হস্তের অপেক্ষাও অধিক উচ্চ তৎসমুদায়ে শীতের দুরন্ত প্রভাব, এজন্য উহাদিগকে শীতপ্রধান অঞ্চল্ কহে।

এ দেশীয় প্রায় সমুদায় ব্যবহার্য্য জন্তুই ইয়ুরোপ হইতে আনীত। এখানকার আদিম জন্তুর মধ্যে আপক্‌স নামক হরিণ ও কচিনেল নামক কীট অত্যন্ত

প্রসিদ্ধ। কচিনেল কীটে অতি উৎকৃষ্ট লাল রঙ্ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মেক্সিকোর আকরিক সম্পত্তি অত্যন্ত অধিক। ১৮২১ খৃঃ অব্দের রাজবিপ্লবের পূর্ব্বে বর্ষে বর্ষে ৪,৫০০,০০,০০০ টাকার সুবর্ণ ও রৌপ্য উৎখাত হইত। এক্ষণে শাসনতন্ত্রের বিশৃঙ্খলা হেতু তদপেক্ষা অনেক অল্প উত্তোলিত হইতেছে। তাম্র, লৌহ, সীস ও দস্তারও খনি অনেক আছে।

এখানকার অধিবাসীরা পরস্পর অত্যন্ত বিসদৃশ, ফলতঃ এখানে সম্প্রদায়ভেদে যেরূপ ইতরবিশেষ দৃষ্ট হয় অন্য কোন এক দেশের অধিবাসিগণের মধ্যে তত ইতরবিশেষ দেখা যায় না। ইহারা ইয়ুরোপীয়, ক্রিয়োল *, কাফ্রি, আদিম আমেরিক ও সঙ্করজাতি এই পাঁচ সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ইয়ুরোপীয়দিগের সংখ্যা ও বিক্রম অতিশয় অল্প। ক্রিয়োলেরাই এ দেশের আঢ্য ও পরাক্রমশালী অধিবাসী। কাফ্রিরা দাসত্ব হইতে বিনির্মুক্ত কিন্তু ইহাদের সংখ্যার দিন দিন হ্রাস হইয়া আসিতেছে। আদিম আমেরিকেরাই এখানকার প্রধান শ্রমজীবী। সঙ্কর জাতিরা ইয়ুরোপীয়, কাফ্রি ও আদিম আমেরিকদের পরস্পর সংস্রবে উৎপন্ন। ব্যক্তিগণের বর্ণ ও জাতিভেদে আইনের কোন প্রভেদ নাই। এখানে কৃষি, বাণিজ্য ও বিদ্যাভ্যাস এ সকলেরই অত্যন্ত হীন অবস্থা। ইহার এক প্রধান কারণ এই যে ভূমির উর্ব্বরতাগুণে অত্যল্পায়াসেই জীবিকা নি-

---

* ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদিগের সন্ততি।

র্ব্বাহ হয়, সুতরাং পরিশ্রম করিবার বিশেষ উত্তেজনা না থাকাতে লোকে সচরাচর আলস্যে কাল যাপন করে।

১৬০০ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্পানিয়ার্ডরা এই দেশ আবিষ্কার ও অধিকার করে। তখন ইহার অধিবাসীরা অনেকাংশে সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অধিকারের পর অবধি ১৮২০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই দেশ স্পেনের অধীন ছিল। তখন ইহার শাসনকার্য্য অতি জঘন্যরূপে সম্পন্ন হইত। ১৮২১ খৃঃ অব্দে মেক্সিকো স্পেনের দাসত্বশৃঙ্খল বিচ্ছেদ করিয়া স্বাধীন হয়। স্বাধীন হওয়ার পর অবধি এ পর্য্যন্ত কেবল গোলযোগ ও রাজবিপ্লবের ধারা চলিয়াছে। সম্প্রতি এক রাজবিপ্লবের সুযোগে ফ্রান্সদেশীয় একজন অতি সম্ভ্রান্ত অভিজাত পুরুষ এখানকার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন।

মেক্সিকোর রাজধানী মেক্সিকো। এই নগর অতিশয় সুদৃশ্য; পিটর্সবর্গ, বর্লিন, লণ্ডন ও ফিলেডেল্‌ফিয়া ভিন্ন ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নগর ভূমণ্ডলে আর দেখা যায় না। এই নগর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪,৭০০ হস্তেরও অধিক উচ্চ; ইহার চতুর্দ্দিকে নির্ম্মল জলপূর্ণ হ্রদ ও তুষারমণ্ডিত গিরিমালা বসুমতীকে অতিশয় শোভিত করিয়া রাখিয়াছে। এই নগরের সমুদায় রাজপথ বিস্তৃত ও অবক্কুর, হর্ম্ম্য সকল অতিশয় সুদৃশ্য; কিন্তু ভূমিকম্পে উৎপাটিত হইবার আশঙ্কায় তাদৃশ উচ্চ নহে। এখানকার সর্ব্বপ্রধান গিরিজাঘর ও অন্যান্য গিরিজাঘরে হীরকাদি খচিত ও স্বর্ণরৌপ্যে নির্ম্মিত বিবিধ গৃহসজ্জা দৃষ্ট হইয়া থাকে। নগরবাসীদিগের সংখ্যা প্রায় ১,৫০,০০০।

অন্যান্য নগরের মধ্যে ভিরাক্রুজ, আকাপল্‌ক, গোয়া-নাহাটা ও পিউয়েব্লা প্রধান। ভিরাক্রুজ ও আকাপল্‌ক দুইটীই প্রধান বন্দর। প্রথমটী মেক্সিকো উপসাগরের, দ্বিতীয়টী প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত। গোয়ানাহাটার সমীপবর্ত্তী প্রদেশে বিস্তর আকরিক উৎপন্ন হয়। পিউয়েব্লা মেক্সিকোর প্রধান শিল্পস্থান।

ইয়ুকেটন—পূর্ব্বে এই উপদ্বীপ মেক্‌সিকো সাধারণ-তন্ত্রের অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিল, পরে ১৮৪৬ খৃঃ অব্দ হইতে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছে। ইহার ভূমির অধিকাংশই অত্যুচ্চ বন্য বৃক্ষে আচ্ছন্ন। এখানে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব বটে, কিন্তু বায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রতিকূল নহে। ইহার কোন কোন অঞ্চলে ধান্য, ইক্ষু, জুটা, কার্পাস, মরীচ, তামাক ইত্যাদি উৎপন্ন হয়; কিন্তু সামান্যতঃ ভূমি নিতান্ত নীরস বলিয়া কৃষিকর্ম্মের সুবিধা নাই। কোন কোন বৎসর একেবারেই শস্য জন্মে না, লোকে অন্য খাদ্যের অভাবে বন্য বৃক্ষের মূলমাত্র অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করে। এখানকার অধিবাসীদিগের অধি-কাংশই শুক্লবর্ণ। ইয়ুকেটনের রাজধানী মেরিডা। এই নগর দেখিতে বিলক্ষণ সুশ্রী। এখানকার আর একটী প্রধান নগরের নাম কাম্পেচি। এই নগর হইতে রঙ্‌ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত এক প্রকার কাষ্ঠ অন্যান্য দেশে নীত হয়। সেই কাষ্ঠকে কাম্পেচিদারু কহে।

গোয়াটিমালা।

উত্তরে মেক্‌সিকো; দক্ষিণে পানেমা যোজক; পূর্ব্বে কারিবসাগর এবং পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর; এই চতুঃ

সীমান্তর্ব্বর্ত্তী অনতিবিস্তৃত ভূভাগ কখন গোয়াটিমালা সাধারণতন্ত্র, এবং কখন বা মধ্যআমেরিকা সম্মিলিত প্রদেশ বলিয়া পরিচিত। ইহার পরিমাণ-ফল প্রায় ৪৯,০০০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সঙ্খ্যা প্রায় ২০,০০,০০০।

এই দেশ, মেক্সিকোর ন্যায়, উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত পর্ব্বতে নির্ভিন্ন, ইহারও মধ্যভাগ একটী উন্নত অধিত্যকা। এখানকার পর্ব্বতের অধিকাংশই আগ্নেয়। তন্নিমিত্ত অনুক্ষণ ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়া থাকে। এই দেশে নিকারাগোয়া নামে একটী হ্রদ আছে। সেই হ্রদ দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬৭ ক্রোশ ও বিস্তারে ২৩ ক্রোশ। তাহার উপর দিয়া বৃহৎ বৃহৎ জাহাজ সকল গতায়াত করিতে পারে। নিকারাগোয়া হ্রদ হইতে সাঞ্জোয়ান নামে একটী নদী বহির্গত হইয়া আট্লান্টিক মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। অতি অল্প দূর কৃত্রিম নদী খনন করিতে পারিলেই নিকারাগোয়া হ্রদ ও সাঞ্জোয়ান নদী দ্বারা প্রশান্ত ও আট্লান্টিক মহাসাগর পরস্পর সংযোজিত হইতে পারে।

গোয়াটিমালার উপকূলভাগের সমুদায় নিম্ন প্রদেশ অত্যন্ত উষ্ণপ্রধান ও অস্বাস্থ্যকর, মধ্য ভাগ নাতিশীতোষ্ণ ও স্থানে স্থানে চিরবসন্তবিরাজিত। কার্ত্তিক হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত কয়েক মাস অবগ্রহ, পরে বর্ষার আবির্ভাব হয়। বর্ষার সময়েও বৃষ্টি প্রায় রাত্রিকালেই হয়, দিবাভাগ সচরাচর নির্ম্মেঘ ও রৌদ্রময় থাকে। এখানকার ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা, শস্য ও অন্যান্য উদ্ভিদ্ নানাপ্রকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। গো, অশ্ব, মেষ, ছাগ,

বরাহ প্রভৃতি গ্রাম্য জন্তু অপরিমিত জন্মে। বিহঙ্গকুল অতিশয় সুদৃশ্য। এ দেশের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রভাগ মুক্তা, কচ্ছপ ও নানাবিধ মৎস্যে পরিপূর্ণ। পতঙ্গের মধ্যে কচিনেল, এবং পাটল ও সবুজ বর্ণ পতঙ্গপাল প্রসিদ্ধ। এখানে স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনি আছে। তৎসমুদায়ের উৎপন্ন উত্তরোত্তর ক্রমশই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

এখানকার অধিবাসীরা, আদিম আমেরিক, শুক্লবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও সঙ্করবর্ণ এই চারি প্রধান জাতিতে বিভক্ত। আইনমতে ইহারা সকলেই সমান, জাতিভেদে কিছু-মাত্র লাঘব গৌরব নাই। কৃষি ও পাশুপাল্যই ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। ইহারা শিল্প ও বাণিজ্যেরও যৎ-সামান্য আলোচনা করিয়া থাকে, কিন্তু ভাল লোকের হস্তে পড়িলে এ দেশে যেরূপ বাণিজ্য ও শিল্পকার্য্য হওয়া সম্ভব তদনুরূপ কিছুই হয় না। এখানে স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে; যাহার ইচ্ছা হয় অধ্যয়ন করিতে পারে।

গোয়াটিমালায় প্রাচীন নগর, মন্দির প্রভৃতির অনেক ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে বোধ হয়, স্পানিয়ার্ডদের আগমনের পূর্ব্বে এই ভূভাগ অনে-কাংশে সভ্য হইয়াছিল। স্পানিয়ার্ডেরা জয় করার পর অবধি ১৮২১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই দেশ মেক্সিকো দেশের মধ্যেই পরিগণিত হইত, কিন্তু ঐ বৎসর স্বাধীন হইয়া স্বতন্ত্র সাধারণতন্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অধুনা এই ভূভাগ অষ্ট প্রদেশে বিভক্ত। তন্মধ্যে ছয়টী প্রদেশ একত্র মিলিত ও ইয়ুনাইটেড্ ষ্টেটের প্রণালী অনুসারে শাসিত। অবশিষ্ট দুইটী প্রদেশের নাম

বালীজ ও মস্কিটো রাজ্য। ইহাদের শাসনতন্ত্র স্বতন্ত্র; নিম্নে ইহাদের বিবরণ লিখিত হইতেছে।

বালীজ—ইহাকে বৃটিস হণ্ডুরাসও কহিয়া থাকে। এই রাজ্য ইয়ুকেটনের দক্ষিণে হণ্ডুরাস উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় শত ক্রোশ, বিস্তার গড়ে বত্রিশ ক্রোশ। এই ভূভাগ ইঙ্গরেজদের অধিকৃত এবং ইংলণ্ডেশ্বরীর নিযুক্ত একজন সুপ্রিন্টেণ্ডেন্ট দ্বারা শাসিত। এখানে নানাপ্রকার বাহাদুরি কাষ্ঠ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল কাষ্ঠ ছেদন ও বিক্রয় করাই অত্রত্য অধিবাসীদিগের একমাত্র ব্যবসায়। এখানকার প্রধান নগর বালীজ।

মস্কিটো রাজ্য—কারিব সাগরের উপকূলে অবস্থিত। ইহার পশ্চিমে, গোয়াটিমালা সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ব্বর্ত্তী হণ্ডুরাস ও নিকারাগোয়া প্রদেশ। ইহার বিস্তার অতিশয় সঙ্কীর্ণ। এই ভূভাগ ইঙ্গরেজদের আশ্রিত একজন আদিম আমেরিক-বংশীয় ক্ষুদ্র রাজার অধিকৃত। এখানকার অধিবাসীরা অতিশয় অসভ্য ও ভীষণপ্রকৃতি। ইহার প্রধান নগর ব্লুফিল্ডস ও সাঙ্গোয়ান।

গোয়াটিমালা সাধারণতন্ত্রের রাজধানী কোময়াগুয়া। সানসালবেডর, গোয়াটিমালা, নিকারাগোয়া ও লিয়ো ইহার আর চারিটী প্রধান নগর। গোয়াটিমালা নগর অতি সুদৃশ্য স্থানে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই নামধারী দুইটী নগর ক্রমান্বয়ে ভূমিকম্পের উপদ্রবে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহাদের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি পতিত রহিয়াছে।

দক্ষিণ আমেরিকা।

কলম্বিয়া।

কলম্বিয়া দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। ইহার উত্তর সীমা কারিব সাগর; পূর্ব্ব সীমা গায়েনা ও ব্রাজিল; দক্ষিণ সীমা পেরু; পশ্চিম সীমা প্রশান্ত মহাসাগর। ইহার পরিমাণফল প্রায় ২,৭৫,০০০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৩০,০০,০০০।

আণ্ডিস শৈল এই দেশকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম, এই দুই খণ্ডে বিভক্ত করিতেছে। এখানে আণ্ডিসের উৎসেধ অত্যন্ত অধিক। হিমালয়ের কতিপয় অত্যুন্নত শৃঙ্গ ভিন্ন এদেশীয় আণ্ডিসের অপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বত পৃথিবীতে আর নাই। মূল আণ্ডিস হইতে এক শাখা-পর্ব্বত বহির্গত হইয়া উত্তরপূর্ব্ব মুখে আসিয়া কারিব সাগরের তীর পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা মাগ্‌ডেলেনা নদীর অববাহিকা, ওরিনকো ও আমেজনের অববাহিকা হইতে পৃথক্ হইয়াছে। ওরিনকো ও আমেজন অববাহিকার অভ্যন্তরেও কতিপয় পর্ব্বত দৃষ্ট হইয়া থাকে। এদেশের পর্ব্বত সমূহের অনেক শৃঙ্গ আগ্নেয়। তন্মধ্যে কটোপাক্সি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। এই পর্ব্বতের আকার মোচাগ্র। কটোপাক্সি চিরকাল বরফে আচ্ছন্ন থাকে, অগ্ন্যুদ্‌গমের প্রাক্কালে সেই বরফরাশি কিয়ৎ পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। অগ্ন্যুদ্‌গম আরম্ভ হইলে প্রায় ২৪০ ক্রোশ অন্তর হইতে উহার ভীম গর্জ্জন শ্রুত হইয়া থাকে। তখন

পর্ব্বত গর্ত্ত হইতে রাশি রাশি কর্দ্দম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য উদ্‌গীর্ণ হয়; এপর্য্যন্ত কখন অন্য কোন প্রকার দ্রব্য বহির্গত হইতে দেখা যায় নাই। শ্রুত হওয়া গিয়াছে ১৭৯৭ খৃঃ অব্দের অগ্ন্যুদ্‌গমে পর্ব্বতের গাত্র বহিয়া স্রোত আসিয়া সমুদায় ভূমি বিলীন ও প্রায় ৪০,০০০ লোকের প্রাণ সংহার করে। কলম্বিয়ার দক্ষিণপূর্ব্ব অঞ্চলে অতিশয় বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে যে গুলি ওরিনকো নদীর সমীপবর্ত্তী তৎসমুদায়ে কৃষিকর্ম্ম সম্পন্ন হয়। অবশিষ্ট সমুদায় দীর্ঘ তৃণে নিবিড় আচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে পথপ্রদর্শক স্বরূপ দুই একটী তালজাতীয় বৃক্ষমাত্র কথঞ্চিৎ দৃশ্যের প্রকারান্তরতা সম্পাদন করে। সেই সকল তৃণক্ষেত্রকে লেলেনস্ কহে।

এখানকার যাবতীয় নিম্ন অন্তর্দ্দেশ ও উপকূলভাগ অত্যন্ত উষ্ণপ্রধান ও অস্বাস্থ্যকর। মধ্যমীয় প্রদেশ সকলে উচ্ছ্রায়ভেদে শীতাতপের বিস্তর ভিন্ন ভিন্ন ক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখানকার ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে কাকোয়া*, কাফি, নীল, চিনি, তুলা, তামাক ও পৈরব বল্‌কল † প্রধান। এখানে গবাদি জন্তু অনেক পাওয়া যায়, তৎসমুদায়ের চর্ম্ম এদেশের এক প্রধান

---

* অণ্ডাকৃতি দৈর্ঘ্যে জিৎফলের ন্যায় একজাতীয় ফল, তাহাতে পুষ্টিবর্দ্ধক একপ্রকার পানীয় প্রস্তুত হয়।

† দক্ষিণ আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিশেষতঃ পেরুদেশে সিঙ্কোনা নামে এক জাতীয় বৃক্ষ জন্মে। তাহার বল্কলে সুপ্রসিদ্ধ কুইনিন ঔষধ প্রস্তুত হয়, পেরুদেশে ঐ বল্কল অধিক পাওয়া যায় বলিয়া উহাকে তদ্দেশের নামানুসারে পৈরব বল্কল কহা যায়।

পণ্য। আকরিক সম্পত্তির মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনম্ ও হীরকাদি বহুমূল্য প্রস্তর প্রধান।

এদেশের অধিবাসীদিগের অধিকাংশই কৃষি ও পাশু-পাল্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, শিল্পকর্ম্মের আলোচনা প্রায়ই নাই। এখানে শকট বা নৌকাদি যান অধিক দেখা যায় না। লোকে সচরাচর অশ্বতর পৃষ্ঠে ভ্রমণ করে। বাণিজ্যের পণ্য সকলও তদ্দ্বারা বাহিত হয়। স্পানিয়ার্ডদের রাজত্ব সময়ে লেখা পড়ার অবস্থা অতিশয় হীন ছিল, অধুনা ক্রমশঃ তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এখানে রোমান কাথলিক ধর্ম্ম প্রচলিত, ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে লোকে অতিশয় আড়ম্বর করে। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের উপরে অতিশয় উৎপীড়ন নাই বটে, কিন্তু তাহারা প্রকাশ্যভাবে স্ব স্ব মতানুযায়ী অর্চ্চনাদি করিতে পায় না।

কলম্বিয়া দেশ নবগ্রানাডা, বেনিজুয়েলা ও ইকোয়েডর এই তিন স্ব স্ব প্রধান সাধারণতন্ত্রে বিভক্ত। নবগ্রানাডা বায়ুকোণে, বেনিজুয়েলা ঈশানকোণে, ইকোয়েডর দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত। ইহাদের শাসন-প্রণালী উত্তর আমেরিকার সাধারণতন্ত্র সমুদায়ের শাসন-প্রণালী হইতে অধিক ভিন্ন নহে। এই তিন সাধারণতন্ত্র পরস্পরের রক্ষার নিমিত্ত সন্ধিবদ্ধ। পূর্ব্বে সমুদায় কলম্বিয়া স্পেনের অধীন ছিল।

কলম্বিয়ার প্রধান নগর বগোটা, কীটো ও কারাকাস। বগোটা নবগ্রানাডার অন্তর্গত। ইহাকে কখন কখন সান্টাফি ও কখন সান্টাফিডি বগোটাও কহিয়া থাকে। এই নগর অত্যন্ত উন্নত প্রদেশে অবস্থিত, ইহার জল-

বায়ু উৎকৃষ্ট। বাহির হইতে দেখিলে ইহাকে অতিশয় সুন্দর দেখায়। ইহার প্রায় অর্দ্ধভাগ দেবালয়ে পরিপূর্ণ। এই নগরের সমীপবর্ত্তী টিকোয়েণ্ডমা-জলপ্রপাত অতিশয় সুদৃশ্য। নবগ্রানাডার প্রধান বন্দর কার্টেজিনা ও সেন্টমার্টা।

কীটো ইকোয়েডরের অন্তর্গত। এই নগরও অতিশয় উন্নত প্রদেশে অবস্থিত। এখানে বসন্তকাল চিরকাল বিরাজ করিতেছে, কিন্তু ভূমিকম্প অনুক্ষণ ঘটিয়া থাকে। এজন্য সমুদায় বাটী অনতিউচ্চ ও স্বল্পভার ছাদে আবৃত। গোয়াকুইন নগর ইকোয়েডরের প্রধান বন্দর।

কারাকাস বেনিজুয়েলার অন্তর্গত। এই নগর এক অতি সুদৃশ্য অন্তর্দ্দেশে অবস্থিত এবং সাগরপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ২২০ হস্ত উচ্চ। ১৮১২ খৃঃ অব্দে ভূমিকম্প হওয়াতে প্রায় সমুদায় নগর বিনষ্ট হইয়াছিল। অদ্যাপি সেই ক্ষতি পরিপূরিত হয় নাই। এই নগরে বহুবিধ বাণিজ্য হইয়া থাকে। বেনিজুয়েলার প্রধান বন্দর কুমানা, গয়রা, মেরেকাইবো, মেরিডা ও বেলেনসিয়া।

পেরু।

পেরুর উত্তরসীমা ইকোয়েডর ও ব্রাজিল; পূর্ব্বসীমা ব্রাজিল ও বলিবিয়া; দক্ষিণ সীমা বলিবিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর; পশ্চিমসীমা প্রশান্ত মহাসাগর। ইহার

পরিমাণফল প্রায় ১,৬৫,০০০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২০,০০,০০০।

পেরুতে আণ্ডিস গিরি দুই সারিতে বিভক্ত হইয়া অগ্নিবায়ু কোণে বিস্তৃত থাকাতে এই দেশ পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব্ব এই তিন প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত হইয়াছে। পশ্চিমের ভাগ পূর্ব্বদিকে পর্ব্বতে ও পশ্চিমদিকে সাগরে নিরুদ্ধ। এই অঞ্চল অত্যন্ত শুষ্ক, বৃষ্টিশূন্য ও প্রায়ই মরুভূমি; শিশির, কুজ্‌ঝটিকা ও সেচা জলে যে কিছু উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। মধ্য অঞ্চল পূর্ব্ব পশ্চিম উভয় দিকে পর্ব্বতে নিরুদ্ধ এবং সাগরপৃষ্ঠ হইতে গড়ে ৮,০০০ হস্ত উচ্চ। এথানে হ্রদ ও জলা অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। তৎসমুদায়ে বিস্তর হিংস্র সরীসৃপ অবস্থিতি করে। পূর্ব্ব অঞ্চল অতি বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র এবং অসীমবৎ নিবিড় অরণ্যে আচ্ছন্ন। সেই সকল অরণ্যানী নির্ভেদ করিয়া আমেজনের অনেক শাখাসরিৎ প্রবাহিত হইতেছে। এই ভাগ অদ্যাপি বিশিষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হয় নাই।

পেরুদেশে সকল স্থানে শীতাতপ সমান নহে। যে সকল স্থান নিম্ন, তৎসমুদায়ে গ্রীষ্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। অপরাপর স্থানে উচ্ছ্রায়ভেদে কোথাও শীতাতপ উভয়েরই মৃদুভাব, কোথাও বা বিপর্যায় শীত দেখিতে পাওয়া যায়।

পেরুদেশে মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী যে সমুদায় উদ্ভিদ পাওয়া যায় তন্মধ্যে গোলআলু, কাফেয়, ইক্ষু, কদলী, হরিদ্রা, জায়ফল, আনারস, বাদাম, সিঙ্কোনা ও অন্যান্য প্রকার ঔষধের গাছড়া প্রধান। এ দেশীয়

আদিম জন্তুর মধ্যে লামা*, পিকেরি, টেপির† শ্লথ (১) ও এক জাতীয় হরিণ প্রধান। কণ্ডর ও টুগন নামক পক্ষী অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। কণ্ডর গৃধ্রজাতীয়, ইহার অবয়ব অত্যন্ত বড়, দুই পক্ষ বিস্তৃত করিলে পরিমাণে আট দশ হাত হইয়া থাকে। পক্ষী এবং মেষ ও ছাগশাবক ইহার প্রধান আহার। ইহার সামর্থ্য এত অধিক যে চঞ্চুপুটে একটা গোবৎস লইয়া যাইতে পারে। এই পক্ষী আণ্ডিসের অত্যন্ত উন্নত শিখর সকলে অবস্থিতি করে। টুগন এমন সুন্দর বিহঙ্গম যে লেখনী বা তুলিকায় কিছুতেই তাহার যথাযথ বিবরণ করা যায় না। ফলতঃ ইহার তুল্য সুদৃশ্য শকুন্ত আর নাই। ইহার অধিকাংশ পক্ষই বোধ হয় যেন সুমার্জ্জিত সুবর্ণে নির্ম্মিত হইয়াছে।

পেরুদেশে অতি প্রচুর পরিমাণে রৌপ্য পাওয়া যায় এবং উহাই এখানকার প্রধান সম্পত্তি। সোণা, পারা, লোহা, তামা, টিন ও পাথরিয়া কয়লাও প্রচুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানকার যে সমুদায় আকর খাত হইয়া থাকে তাহাদের সংখ্যা সহস্রেরও অধিক। পূর্ব্বকালে পেরুর আদিম অধিবাসীরা অনেক পরি-

* উষ্ট্রজাতীয় কিন্তু তদপেক্ষা খর্ব্বাকার এক প্রকার জন্তুর নাম। এই জন্তু পেরুর প্রধান ধুর্য্য পশু। টেপরেরা ইহার মাংসভক্ষণ ও উর্ণায় বস্ত্র বয়ন করে।

† পিকেরি ও টেপির উভয়ই শূকরজাতীয় চতুষ্পাদ।

(১) দক্ষিণ আমেরিকীয় চতুষ্পাদ বিশেষ। ইহার গতি অত্যন্ত মৃদু, এজন্য অতিশয় অলস ব্যক্তিরা সচরাচর ইহার সহিত উপমিত হইয়া থাকে। কিন্তু বৃক্ষে উঠিবার সময়ে ইহার তাদৃশ মৃদুগতি থাকে না।

মাণে সভ্য হইয়াছিল। এখানকার প্রাচীন রাজাদি-গকে ইঙ্কা কহিত। তাহারা সূর্য্যতনয় বলিয়া রাজ্য-মধ্যে পরিচিত ছিল। সূর্য্য পৈরবদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা, সুতরাং রাজারা তাঁহার তনয় বলিয়া প্রজা-দিগের নিকট অপরিমিত ভক্তি প্রাপ্ত হইত। কজ্‌কো নগরে সূর্য্যদেবের এক বৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠাপিত ছিল। সেই মন্দিরের অভ্যন্তর সুবর্ণ আস্তরণে মণ্ডিত ছিল। তন্মধ্যে সূর্য্যের এক প্রকাণ্ড কাঞ্চনময়ী প্রতিমূর্ত্তি ও তাহার উভয় পার্শ্বে বহুসংখ্যক সুবর্ণ সিংহাসন স্থাপিত ছিল। সেই সকল সিংহাসনে ইঙ্কাদিগের মৃতকায় শবরক্ষণৌষধলিপ্ত হইয়া রক্ষিত হইত। মন্দি-রের সহিত সংযোজিত একটী প্রকোষ্ঠে চন্দ্রের স্ত্রীমুখ বিশিষ্ট রজতময়ী এক প্রতিমূর্ত্তি ও তাহার উভয় পার্শ্বে অনেক রজত-সিংহাসন স্থাপিত ছিল। সেই সকল সিংহাসনে রাজ্ঞীদিগের মৃতকায় স্থাপিত হইত। মন্দিরের পৌরোহিত্যের নিমিত্ত রাজকুলোদ্ভবা কত-কগুলি কুমারী নিযুক্ত ছিল। তাহারা যাবজ্জীবন পুরুষ সংসর্গ করিতে পারিত না। তাহাদিগকে সূর্য্যকুমারী কহিত।

ইঙ্কারা অপরিমিত ক্ষমতাশালী ছিল, এবং তাহা-দের শাসন এরূপ উৎকৃষ্ট ছিল যে প্রজারা জ্ঞান ও সামাজিক ধর্ম্ম সমূহের বিলক্ষণ আলোচনা করিতে পারিত। অদ্যাপি ইঙ্কাদিগের নির্ম্মিত পথ, জল-প্রণালী ও বিবিধ সৌধের বিনাশাবশেষ বিজ্ঞাপন করি-তেছে যে তাহারা রাজ্যের উন্নতি সাধনে পরাঙ্মুখ ছিল না। ১৫৩০ খৃঃ অব্দে গর্ব্বিত অর্থপিশাচ ও

পাষণ্ডহৃদয় স্পানিয়ার্ডরা ইন্কাদিগের রাজ্যে প্রবেশ ও অনধিক কালমধ্যে সমুদায় অধিকার করে। সেই অবধি ১৮২০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পেরু দেশ স্পেনের অধীন থাকে। পর বৎসর সেই ক্লেশকর অধীনতা-শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন হয়। স্বাধীন হওয়ার পরে ইয়ুনাইটেড্‌ষ্টেটের অনুরূপ শাসনপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে।

এদেশের অনেক স্থান অদ্যাপি আদিম আমেরিকদের হস্তগত রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত অসভ্য, অবশিষ্ট কৃষি ও সামান্য শিল্পকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এখানকার ক্রিয়োলেরা শিষ্টাচারী, আতিথেয় ও দয়ার্দ্রচিত্ত কিন্তু অলস ও জুয়া খেলায় অত্যন্ত আসক্ত।

লিমা নগর এখানকার রাজধানী। পেরুর জয়কর্ত্তা স্পেনদেশোদ্ভব সুপ্রসিদ্ধ পিজারো এই নগর সংস্থাপিত করেন; প্রশান্ত মহাসাগরের তীর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ অন্তরে রিমাক নামক ক্ষুদ্র নদীর তটে ইহার অবস্থান। এখানে ভূমিকম্পের অত্যন্ত দৌরাত্ম্য। প্রতি বৎসর গড়ে পঁয়তাল্লিশ বার সামান্যরূপে কম্প হইয়া থাকে এবং প্রতি শতাব্দীতে দুইবার অতি দুরন্ত রূপে হইয়া ঘোর প্রলয় উপস্থিত করে। কজ্‌কো এদেশের প্রাচীন রাজধানী। এই নগর সাগরপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৭,৫০০ হস্ত ঊর্দ্ধে এক পার্ব্বতীয় প্রদেশে অবস্থিত। এখানে প্রাচীন ইন্কাদিগের অনেক সৌধের বিনাশাবশেষ পতিত রহিয়াছে। টুক্সিলো নগর পেরুর প্রধান অর্ণববন্দর। পেরুর আর দুই প্রধান নগরের নাম আরিকুইপা ও আরিকা।

বলিবিয়া।

বলিবিয়ার উত্তর সীমা পেরু ও ব্রাজিল; পূর্ব্ব সীমা ব্রাজিল ও পারাগোয়া; দক্ষিণ সীমা লাপ্লাটা ও চিলি; পশ্চিম সীমা প্রশান্ত মহাসাগর ও পেরু। ইহার পরিমাণফল প্রায় ৮০,০০০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১০,০০,০০০।

বলিবিয়ার পশ্চিম ভাগ মরুভূমি; মধ্যস্থল পর্ব্বতময়, তথায় সাগরপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৯,০০০ হস্ত উচ্চ ও ২,০০০০ বর্গ ক্রোশের অপেক্ষাও অধিক আয়ত একটী অধিত্যকা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই অধিত্যকাকে ডেসাগোয়াডেরো কহে। তাহার অভ্যন্তরে টিটিকাকা হ্রদ। আদিম পেরব ও বলিবীয়েরা এই হ্রদকে অতিশয় পবিত্র জ্ঞান করে। ইহার অন্তর্গত টিটিকাকা দ্বীপে সূর্য্য দেবের এক মন্দির ছিল। ঐ মন্দির সুবর্ণ-পত্রে মণ্ডিত ছিল। তথায় নানা দিগ্দেশ হইতে যাত্রীরা আসিয়া রাশি রাশি সুবর্ণ ও হীরকাদি মণি অর্পণ করিত। প্রথিত আছে স্পানিয়ার্ডরা আগমন করিলে সেই সমুদায় হ্রদের জলে নিক্ষিপ্ত হয়। বলিবিয়ার পূর্ব্বভাগ সমতল ও অরণ্যময়। পশ্চিম প্রান্ত অনেক দূর লইয়া প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্ত্তী; তথাপি এদেশে বাণিজ্য দ্রব্য বহন করা এরূপ দুষ্কর যে ভূমণ্ডলের প্রায় অন্য কোন দেশেই সেরূপ নহে; কারণ এই যে, উপকূলভাগ ও তাহার সমীপবর্ত্তী অনেক দূর ভূভাগ নিতান্ত মরুভূমি, মুষ্টিমাত্র তৃণও পাওয়া যায় না, এবং সেই মরুদেশ অতিক্রম করিয়াই উন্নত পর্ব্বতে উঠিতে হয়।

যতদূর পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত হইয়াছে তাহাতে বলিবিয়া, শীতাতপ, জন্তু ও উদ্ভিদাদি যাবতীয় বিষয়ে পেরুর এরূপ সদৃশ যে, স্বতন্ত্র বিবরণের প্রয়োজন নাই। বলিবিয়ার অধিবাসীদিগের মধ্যে আদিম আমেরিকদের ভাগ বার আনা, ক্রিয়োল ও সঙ্কর জাতি সিকি। ক্রিয়োলেরা অধিকাংশই ডেসাগোয়াডেরোয় বসতি করে; আদিম আমেরিকেরা অন্যান্য স্থানে থাকে, ইহারা অনেকে অদ্যাপি স্বাধীন আছে।

বলিবিয়া পেরুর সহিত একযোগে স্পেনের অধীনতা বিচ্ছেদ করিয়া অল্পকাল একত্র থাকে। পরে স্বতন্ত্র সাধারণতন্ত্র হইয়াছে। পূর্ব্বে এই দেশকে উন্নত পেরু কহিত। স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনের প্রাক্কালে ইহার প্রসিদ্ধ সেনানী বলিবারের নামানুসারে ইহার নাম বলিবিয়া হইয়াছে।

বলিবিয়ার রাজধানী চকুইশাখা। এই নগর সাগরপৃষ্ঠ হইতে ৬,২০০ হস্ত উর্দ্ধে অবস্থিত। পূর্ব্বে বলিবিয়ায় পোটোসী নামে এক বহুজনাকীর্ণ ও অতিসমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। তাহার নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে অপর্য্যাপ্ত রৌপ্য উৎপন্ন হইত, এজন্য ঐ পর্ব্বতকে সচরাচর রজতগিরি কহে। অধুনা পোটোসীর ভগ্নদশা উপস্থিত। কোচাবাম্বা ও লাপাজ এদেশের আর দুই প্রধান নগর।

চিলি।

চিলির উত্তর সীমা বলিবিয়া; পূর্ব্ব সীমা আণ্ডিস পর্ব্বত; দক্ষিণ সীমা চিলো দ্বীপের সমীপবর্ত্তী আঙ্কড উপসাগর; পশ্চিম সীমা প্রশান্ত মহাসাগর। ইহার

পরিমাণফল প্রায় ৪৪,০০০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১৫,০০,০০০।

এই দেশ দৈর্ঘ্যে বৃহৎ, বিস্তারে সঙ্কীর্ণ। ইহার ভূমি বন্ধুর ও পর্ব্বতাকীর্ণ। উপকূলভাগ দীর্ঘ; এজন্য বাণিজ্য কার্য্যের পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধাকর। এখানে আণ্ডিস পর্ব্বত পঞ্চাশ ক্রোশেরও অধিক বিস্তৃত ও স্থানে স্থানে অতিশয় উন্নত। তাহার অন্তর্গত কোন কোন অন্তর্দ্দেশ অতিশয় সুদৃশ্য। চিলি দেশে আগ্নেয় গিরি অনেক, কিন্তু তৎসমুদায় ক্রমশঃই বীতাগ্নি হইয়া আসিতেছে। এখানে অনুক্ষণ ভূমিকম্প উপস্থিত হয় কিন্তু সচরাচর তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট ঘটে না। এদেশে নদী অনেক দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু দুইটী ভিন্ন অবশিষ্ট সমুদায়ে নৌকাদি চলে না; কারণ এই যে, গ্রীষ্মকালে জল অতি অল্প থাকে। পরে বরফ গলিতে আরম্ভ হইলে অতি প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হয়।

শীতাতপে চিলি দেশ আমেরিকার কাশ্মীর স্বরূপ। ইহার বায়ু অত্যন্ত সুখস্পর্শ ও স্বাস্থ্যকর। এদেশের উত্তর ভাগে বৃষ্টি প্রায় হয় না এবং আণ্ডিস পর্ব্বত ভিন্ন আর কুত্রাপি বজ্রধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় না।

চিলির উত্তর ভাগ অনুর্ব্বর, দক্ষিণের ভূমি অতিশয় উৎকৃষ্ট। আণ্ডিসের অন্তর্গত অন্তর্দ্দেশ সকলে এরূপ দীর্ঘ তৃণ উৎপন্ন হয় যে তথায় যে সকল মেষ বিচরণ করে তাহারা একবারেই আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

শস্যের মধ্যে যব ও গোধূম প্রধান, তৎসমুদায় অনেক পরিমাণে বিদেশে নীত হয়। ফল এত জন্মে যে মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয় না। কিন্তু কৃষি এদেশীয়-

দিগের প্রধান ব্যবসায় নহে, পাশুপাল্যেই তাহাদের অধিক মনোযোগ। এখানকার কোন কোন খোঁয়াড়ে সচরাচর ১০,০০০ হইতে ১৫,০০০, কোনটায় কোনটায় ২০,০০০ পর্য্যন্তও প্রতিপালিত হয়। অতি ক্ষুদ্রটায়ও ৪,০০০। ৫,০০০ এর ন্যূন নাই। এদেশে সরীসৃপ অত্যন্ত বিরল; সর্প এক জাতীয় মাত্র আছে। তাহাও নিতান্ত নির্ব্বিষ।

চিলির আকরিক সম্পত্তি অত্যন্ত বহুমূল্য। আকরিকের মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র এই তিন প্রকারই প্রধান। তন্মধ্যে তাম্রই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তোলিত হয়।

পেরু দেশে [illegible]য়ের অনতিদীর্ঘকাল পরে স্পানিয়ার্ডরা চিলির নিতান্ত দক্ষিণভাগ আর্কেনিয়া ভিন্ন আর সমুদায় অধিকার করে। তদবধি ১৮১৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই দেশ স্পেনের অধীন ছিল। পর বৎসর স্বাধীন হয়। দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে এই দেশ সর্ব্বাপেক্ষা সুশাসিত ও অভ্যুদয়ান্বিত। ইহার উত্তরভাগে ক্রিয়োল ও দক্ষিণে আদিম আমেরিকেরা বসতি করে। তাহাদের মধ্যে আর্কেনীয়েরা কোন কালেই স্পানিয়ার্ডদের অধীনতা স্বীকার করে নাই। চিলীয়দিগের বাণিজ্য উত্তরোত্তর ক্রমশই প্রচীয়মান হইতেছে। পূর্ব্বে এখানকার ক্রিয়োলেরা মূর্খতায় মগ্ন ছিল, অধুনা বিদ্যার চর্চ্চা করিতেছে। তন্নিবন্ধন তাহাদের চরিত্র ক্রমশঃ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে।

চিলির রাজধানী সান্টিয়াগো। এই নগরের জল বায়ু অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে অনেক সুদৃশ্য অট্টালিকা

দৃষ্ট হয়। বাল্পেরেসো ও ককুইম্বো চিলির দুইটী প্রধান অর্ণববন্দর। আর আর নগরের মধ্যে কন্সেপ্সন ও বাল্ডিবিয়া প্রধান।

পেটাগোনিয়া।

দক্ষিণ আমেরিকার সর্ব্ব দক্ষিণ ভাগকে পেটাগোনিয়া কহে। এই দেশ পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই দুই অঞ্চলে বিভক্ত। পূর্ব্ব অঞ্চলের উপকূলভাগ নিম্ন, অভ্যন্তরের ভূমি ভঙ্গিমতী ও লাপ্লাটা দেশে বর্ণিত পাম্পা পরম্পরায় সমাকীর্ণ। সেই সকল পাম্পায় নানাপ্রকার বন্য জন্তু ও বহুসংখ্যক অষ্ট্রিচ পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। পেটাগোনিয়ার এই অংশের অধিবাসীদিগের মত দীর্ঘাকৃতি মনুষ্য পৃথিবীর কোন দেশেই দেখা যায় না। ইহারা মৃগয়ায় অতিশয় নিপুণ এবং তদ্দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

পশ্চিম অঞ্চলে সাগরকূল হইতে অনতিদূরে আণ্ডিস গিরি উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত রহিয়াছে। উপকূলের সন্নিহিত সাগরভাগে বিস্তর দ্বীপ ও উপদ্বীপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভাগে শীতাতপের আতিশয্য নাই, জল ও কাষ্ঠ সর্ব্বত্রই প্রচুর এবং মৎস্য ও জলচর বিহঙ্গও বিস্তর পাওয়া যায়; কিন্তু আর আর প্রয়োজনীয় দ্রব্যের এরূপ অভাব যে, এখানে সভ্য মনুষ্যদিগের বসতি করা সম্ভব নহে। এখানকার অরণ্য সকল অত্যন্ত গহন ও ভূমি সতত আর্দ্র। পর্ব্বত ও দ্বীপের অধিবাসীরা অতিশয় খর্ব্বাকার ও হীনাবস্থ।

লাপ্লাটার ইয়ুনাইটেড্ প্রদেশ।

এই ভূভাগকে আর্জেন্টিন সাধারণতন্ত্রও কহিয়া থাকে। ইহার উত্তরে বলিবিয়া; ঈশানকোণে পারাগোয়া; পূর্ব্বে ইয়ুরেগোয়া নদী ও আটলান্টিক মহাসাগর; দক্ষিণে পেটাগোনিয়া; পশ্চিমে চিলীয় আণ্ডিস। ইহার পরিমাণফল প্রায় ১,৮০,০০০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৭,০০,০০০।

এই ভূভাগের পশ্চিম প্রান্তে আণ্ডিসের, পূর্ব্ব প্রান্তে ব্রাজিল গিরির, কতিপয় প্রত্যন্ত শৈল প্রবিষ্ট হইয়াছে। অবশিষ্ট সমুদায় ভাগ সর্ব্বত্রই সমতল। সেই বহ্বায়ত সমতল ক্ষেত্রের দক্ষিণ অঞ্চল বহুকাল সঞ্চিত পললে ব্যাপ্ত ও সুদীর্ঘ তৃণে ঘন আচ্ছন্ন; তথায় বৃক্ষ একটীও দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই সকল ক্ষেত্রকে সচরাচর পাম্পা কহে। পাম্পা সকলের উত্তরপশ্চিমে একটী অতি বিস্তৃত বালুকা ক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সেই বালুকা ক্ষেত্রে এক প্রকার উদ্ভিদ জন্মে। তাহার ভস্ম হইতে সোডা প্রস্তুত হয়। এই ভূভাগে অল্পজল হ্রদ অনেক দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এখানকার বায়ু স্বাস্থ্যকর, কিন্তু সজল এবং গ্রীষ্মকালে অতিশয় উষ্ণ। মধ্যে মধ্যে অনাবৃষ্টি হেতু এই দেশে অতিশয় কষ্ট উপস্থিত হয়। পনর বৎসরের মধ্যে একবার অনাবৃষ্টি ঘটিয়া থাকে। তখন গ্রীষ্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হয়, এবং সমুদায় দেশ শুষ্ক হইয়া, দেখিতে ধূলিময় রাজমার্গের ন্যায় হইয়া উঠে। সময়ে সময়ে পাম্পা সকলের উপর দিয়া অতি প্রচণ্ড ঝটিকা

প্রবাহিত হয়, তাহাতে এত বালুকা উত্থিত হয় যে লাপ্লাটা নদীর মোহানাস্থিত বিউএন-আয়ার নগর, মধ্যাহ্ন সময়েও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

এই ভূভাগের দক্ষিণ অঞ্চলে অতি উৎকৃষ্ট গোধূম জন্মে, উত্তর ও মধ্যভাগে উষ্ণদেশীয় যাবতীয় সামান্য উদ্ভিদ উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু কৃষিকর্ম্মে বিশেষ মনোযোগ নাই বলিয়া তাহা হয় না। এই ভূভাগে কুত্রাপি আরণ্য বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না। এদেশে গবাদি পশুই প্রধান সম্পত্তি। পাম্পা সকলে অগণ্য পশু প্রতিপালিত হয়। তাহাদের চর্ম্ম, শৃঙ্গ, লোম ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া বিস্তর টাকা উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই সকল পশু জঙ্গলা ও সমুদায় পাম্পা অস্বামিক ছিল। অধুনা পাম্পা সকল খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত ও এক এক জনকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে। এদেশের পর্ব্বত সকলে বহুমূল্য ও সামান্য উভয় প্রকার ধাতুরই আকর আছে; কিন্তু সচরাচর সেই সকল আকর এত উচ্চ এবং তথায় খাদ্য ও ইন্ধন এরূপ দুষ্প্রাপ্য যে তৎসমুদায়ে প্রায়ই মনুষ্যের হস্তপতিত হয় না। পূর্ব্বে লাপ্লাটা স্পেনের অধীন ছিল। ১৮১০ খ্রীঃ অব্দে অধীনতা বিচ্ছেদ করিয়াছে। এক্ষণে এই দেশ ত্রয়োদশ স্ব স্ব প্রধান সাধারণতন্ত্রে বিভক্ত, কিন্তু সমুদায় সাধারণ বিষয়ে সকলেই একবাক্য। এখানকার সর্ব্বপ্রধান নগর বিউএন-আয়ার। এই নগর লাপ্লাটা নদীর মোহানায় অবস্থিত। ইহাতে প্রায় ৮০,০০০ লোক বসতি করে। তন্মধ্যে প্রায় চতুর্থ ভাগ ইঙ্গরেজ ও ফরাসি। আর আর

নগরের মধ্যে করিএন্টস্, কর্ডোবা, সান্টিয়াগো ও টুকমান প্রধান।

আর্গেন্টিন সাধারণতন্ত্রের পূর্ব্বদিকে ইয়ুরেগোয়া নামে একটি ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র সাধারণতন্ত্র আছে। তাহার উত্তর ও পূর্ব্বদিকে ব্রাজিল; পূর্ব্বদক্ষিণ ও দক্ষিণে আটলান্টিক মহাসাগর; পশ্চিমে ইয়ুরেগোয়া নদী ইহাকে লাপ্লাটা হইতে পৃথক্ করিতেছে। ইহার পরিমাণফল প্রায় ১৯,০০০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১,২০,০০০। ইহার প্রধান নগর মন্টবিডো। এই নগরের বাণিজ্য অত্যন্ত বিস্তৃত। স্পেনের অধীনতা হইতে মুক্ত হইলে পর, ব্রাজিলীয়েরা এই দেশ অধিকার করে। পরে ১৮২৮ খৃঃ অব্দে লাপ্লাটার সাহায্যে পুনর্ব্বার স্বাধীন হইয়াছে।

ইয়ুরেগোয়ার উত্তর পশ্চিমে পারাগোয়া সাধারণতন্ত্র। লাপ্লাটা নদীর দুইটী শাখা পার্ণা ও পারাগোয়া, তাহাদের আকর হইতে বহুদূর প্রবাহিত হইয়া আসিয়া অবশেষে করিএন্টস্ নামক নগরে একত্র মিলিত হইয়াছে। সেই দুই নদীর মধ্যস্থলে পারাগোয়া। উহার উত্তর সীমা ব্রাজিল। উহার পরিমাণফল প্রায় ২০,০০০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২,৫০,০০০। এখানে ইয়র্বমাটি নামে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে। চীনদেশীয় চা ইয়ুরোপে যেরূপ সাদরে ব্যবহৃত, দক্ষিণ আমেরিকায় ইয়র্বমাটির পত্রও সেইরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহাকে সচরাচর পারাগোয়া চা কহে। এখানকার প্রধান নগর আসন্শন। তথায় চামড়া, তামাক, বাহাদুরি কাষ্ঠ, পারাগোয়া চা ও মোম এই কয়েক দ্রব্যে

অতি বিস্তৃত ব্যবসায় হইয়া থাকে। স্বাধীন হওয়া অবধি এই দেশ অতি কদর্য্যরূপে শাসিত হইতেছে। বিদেশীয়েরা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পায় না। সুতরাং বিবরণ বিশিষ্টরূপে পাওয়া যায় নাই।

ব্রাজিল।

পূর্ব্বে, আট্‌লান্টিক মহাসাগরের তীর হইতে অনতিদূর উপকূলভাগকে ব্রাজিল কহিত। অধুনা দক্ষিণ আমেরিকার যতদূর পর্টুগিজদের হস্তগত ততদূর ভূভাগকে ব্রাজিল কহে। এই দেশে বকমজাতীয় এক প্রকার বর্ণদারু* প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার রঙ এরূপ গাঢ় লাল যে তাহাকে জ্বলন্ত অঙ্গারের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। পর্টুগিজ ভাষায় জ্বলন্ত অঙ্গারকে এবং তৎসদৃশ বলিয়া ঐ কাষ্ঠকে ব্রাজা কহে। এই দেশে ব্রাজা কাষ্ঠ পাওয়া যায় বলিয়া ইহার নাম ব্রাজিল হইয়াছে। ব্রাজিলের উত্তর সীমা কলম্বিয়া ও গায়েনা; পূর্ব্বসীমা আট্‌লান্টিক মহাসাগর; দক্ষিণসীমা ইয়ুরেগোয়া, লাপ্লাটা ও পারাগোয়া; পশ্চিমসীমা বলিবিয়া পেরু ও কলম্বিয়া। ইহার পরিমাণফল প্রায় ৬,২৫,০০০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৬০,০০,০০০।

ভূমণ্ডলের মধ্যে ব্রাজিল একটী অতি উৎকৃষ্ট দেশ। ইহার পূর্ব্ব ও দক্ষিণভাগ উন্নত ও পর্ব্বতাকীর্ণ; উত্তর ও পশ্চিমভাগ নিম্ন ও সমতল। নিম্ন ও উন্নত এই দুই

* বকম প্রভৃতি যে সকল কাষ্ঠে রঙ প্রস্তুত হয় তৎসমুদায়কে বর্ণদারু কহা যাইতে পারে।

ঞ্চলের আয়তন প্রায়ই সমান। নিম্ন অঞ্চল মহাসরিৎ আমেজনের শাখা-পরম্পরায় সমাকীর্ণ। এই ভাগে এরূপ বহ্বায়ত নিবিড় অরণ্য দৃষ্ট হয় যে ভূমণ্ডলের আর কুত্রাপি সেরূপ দেখা যায় না। উন্নত অঞ্চলের শৈল সকল উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত এবং সাগরকূল হইতে দূরত্বের আধিক্যানুসারে ক্রমশই অধিক উচ্চ। সেই সকল পর্ব্বতের গর্ভে অনেক উন্নত অধিত্যকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলেও অনেক বৃহৎ বৃহৎ নদী প্রবাহিত, কিন্তু স্থানে স্থানে তৎসমুদায়ের বেগ অতিশয় প্রচণ্ড, এজন্য নৌকাদি চলিবার সুবিধা নাই। ব্রাজিলের দক্ষিণ উপকূলে হ্রদও অনেক। তন্মধ্যে পেটস ও মিরিম এই দুইটীই অপেক্ষাকৃত প্রধান।

ব্রাজিল যেরূপ বহ্বায়ত ও অসমানাকৃতি দেশ তাহাতে ইহার সর্ব্বত্র শীতাতপ সমান হইবার নহে। আমেজন অববাহিকায় উত্তাপের প্রাধান্য; কিন্তু অন্যান্য উষ্ণ দেশের ন্যায় বর্ষা ও অবগ্রহের পৃথক্ পৃথক্ কাল নিরূপিত নাই। মধ্য ও পশ্চিম ভাগে ঋতু-চয়ের কালের অপেক্ষাকৃত অধিক প্রভেদ দেখা যায়। তথায় পর্য্যায়ক্রমে গ্রীষ্ম ও শীতের আতিশয্য হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে বিলক্ষণ অনাবৃষ্টিও দেখিতে পাওয়া যায়। এ দেশের দক্ষিণভাগ বিশেষতঃ তথা-কার উন্নত প্রদেশ সকল নাতিশীতোষ্ণ।

ব্রাজিলে অসংখ্য প্রকার উদ্ভিদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎসমুদায়ের মধ্যে অরণ্যে নানা জাতীয় গঠন কাষ্ঠ, বর্ণদারু ও ঔষধতরু এবং পরিষ্কৃত প্রদেশ সকলে

কাকেয়, মানিয়োক*, ভুট্টা, ইক্ষু, ধান্য, গোধূ
কাফি, তুলা ও তামাক প্রধান। এদেশের অধিকাংশ
ভূমিই অদ্যাপি অকৃষ্ট রহিয়াছে।

এদেশে জন্তুও বিস্তর ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পাওয়া
যায়। বাদুড় ও বানর যে কত আছে তাহার কিছুই
বলা যায় না। হিংস্রশ্বাপদের মধ্যে জাগুআর নামক
শার্দ্দূল জাতীয় চতুষ্পাদ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। সর্পও
অনেক, তন্মধ্যে কোন কোন জাতি অত্যন্ত বিষাক্ত।
এক জন গ্রন্থকার ব্রাজিলের জন্তুমণ্ডলীর এইরূপ বিব-
রণ করিয়াছেন "লোকালয়ের কোলাহল পরিত্যাগ
করিয়া অরণ্য-প্রান্তে কৃশাঙ্গ মৃগ ও কৃষ্ণবর্ণ টেপির
বিচরণ করিতেছে। তাহাদের মস্তকোপরি রক্তশিরস্ক
গৃধিনী গগনসাগরে সন্তরণ দিতেছে; তৃণে লুক্কায়িত
ভীষণ রাটলসর্পের গাত্র-শব্দে চতুর্দ্দিক্ ত্রাসিত হই-
তেছে; আর এক প্রকার অজগর, বৃক্ষশাখায় লাঙ্গূল
বদ্ধ করিয়া অবনত শিরে ভূমি স্পর্শ করত কেলি করি-
তেছে, এবং তড়াগতটে ভীম নক্র তরুস্কন্ধের ন্যায়
পতিত হইয়া সুখে রৌদ্র সেবন করিতেছে। দিবসে
এই সকল দৃষ্ট হয়, নিশাগমে ফড়িঙের ঝিঁঝিঁরব;

---

* এক জাতীয় গুল্মের নাম। উহার মূল মানুষের এক অতি তেজস্কর আহার; কিন্তু আর আর ভাগ অতি প্রখর বিষাক্তরসে পরিপূর্ণ। ধন্য মানুষের বুদ্ধিনৈপুণ্য যে তাঁহারা এরূপ ভয়ঙ্কর উদ্ভিদের মূল হইতে আপনাদের ভক্ষ্য আহরণ করিতেছেন। এই মূলকে আহারোপযোগী করিবার নিমিত্ত উহা প্রথমতঃ বায়ুঘরট্টে পিষ্ট হয়। পরে থলীবদ্ধ হইয়া সেই চূর্ণ অনেক ক্ষণ ভারি দ্রব্যের তলে চাপা থাকে। এইরূপে সমুদায় রস নিষ্কাশিত হইলে শুষ্ক চূর্ণকে কাসাবা কহে, এবং উহাতে রুটি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ছাগচূষের* নিয়ত এক স্বরে ক্রন্দন, মৃগলোলুপ দ্বীপী ও ধূর্ত্ত উল্‌কামুখীর চীৎকার এবং ঔঞ্চের† ভীমনাদ এই সকল আসিয়া কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়।” ব্রাজিলে ইয়ুরোপ হইতে সকল প্রকার ব্যবহার্য্য পশুই নীত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। তৎসমুদায়ে বিস্তর লাভ হইয়া থাকে। এখানে উটপাখীও অনেক।

ব্রাজিলের আকরিক সম্পত্তি অত্যন্ত অধিক। হীরক প্রচুর উৎপন্ন হয়। অন্যান্য প্রকার বহুমূল্য প্রস্তর এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও প্লাটিনমও অনেক পরিমাণে পাওয়া গিয়া থাকে।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্টুগিজেরা ব্রাজিল দেশে ক্রমে ক্রমে উপনিবিষ্ট হয়। তদবধি ১৮২২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই দেশ পর্টুগালের অধীন থাকে, ঐ বৎসর রাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়া সেই দীর্ঘকালের অধীনতা বিচ্ছিন্ন হয়। রাজবিপ্লব সময়ে পর্টুগালের এক জন রাজকুমার ব্রাজিলের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি বিপ্লাবকদিগের সহিত যোগ দিয়া স্বয়ং রাজা হইয়া ব্রাজিলের সিংহাসন অধিকার করেন। স্বাধীন হওয়ার তিন বৎসর পর হইতে প্রজাতন্ত্র প্রণালীতে ব্রাজিলের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। এখানকার অধিবাসীরা শুক্লবর্ণ, কাফ্রি, সঙ্করবর্ণ ও আদিম

---

* এক প্রকার আমেরিকীয় পক্ষী। পূর্ব্বে লোকের সংস্কার ছিল যে, এই পক্ষী ছাগলের স্তনপান করে। এজন্য ইহার নাম ছাগচূষ হইয়াছে।

† চিত্রশার্দ্দূল জাতীয় মাংসভোজী জন্তু। ইহার আকার অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব ও স্বভাব ঈষৎ শান্ত।

আমেরিক এই চারি জাতিতে বিভক্ত; তন্মধ্যে কাফ্রি-দিগের সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেক। এখানে অদ্যাপি বর্ষে বর্ষে আফ্রিকা হইতে প্রায় ৮০,০০০ কাফ্রি দাস আনীত হইয়া থাকে। মন্দের ভাল এই যে, এখানকার দাস-দিগের অবস্থা অন্যান্য দেশীয় দাসদিগের অবস্থা হইতে অনেক উৎকৃষ্ট। এখানকার আদিম আমে-রিকদের কিয়দংশ নিরাশ্রয়ী ও জঙ্গলা, অবশিষ্ট ভাগ গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া সমাজে বসতি করে। শুক্লবর্ণেরা পর্ট্টুগাল দেশীয়দিগের হইতে প্রায়ই নির্ব্বিশেষ। লেখা পড়া বিষয়ে গবর্ণমেন্টের অনুরাগ আছে এবং ক্রমশই তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিতেছে। শিল্প কর্ম্ম অতি সামান্যরূপে হইয়া থাকে; শ্রমসাধ্য যাবতীয় ব্যাপার দাসেরাই সম্পন্ন করে। এখানে বিস্তর বাণিজ্য ব্যবসায় হইয়া থাকে। বাণিজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় রাজনিয়ম অতি উৎকৃষ্ট। এদেশের সুদীর্ঘ উপকূল-ভাগ, সুবিস্তৃত পোতাশ্রয় ও বৃহৎ বৃহৎ সুনাব্য নদী সকলই বাণিজ্যের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। ব্রাজিল প্রকৃতির যেরূপ অনুগৃহীত দেশ, অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিলে, অদ্যাপি ইহার তদনুরূপ বিক্রম হয় নাই। কিন্তু রাজ্যের আয়তনে রুসিয়া ও চীন সাম্রাজ্য ভিন্ন আর কেহই ইহাকে পরাস্ত করিতে পারে না। স্বাধীন হওয়ার পর অবধি ক্রমশই ব্রাজি-লের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে।

ব্রাজিলের রাজধানী রায়ো-জেনিরো। এই নগ-রের সম্পূর্ণ নাম সান সিবাষ্টিয়ো ডো রায়ো ডি জেনিরো। কিন্তু সচরাচর ইহাকে রায়োজেনিরো অথবা

আরও সংক্ষেপে রায়ো মাত্র কহিয়া থাকে। এই নগর আট্লাণ্টিক মহাসাগরের একটী পোতাশ্রয়ের উপকূলে অবস্থিত। সেই পোতাশ্রয় স্থলে এরূপ বেষ্টিত যে তন্মধ্যে জাহাজাদি অতি নিরাপদে থাকে। এই নগরে ইয়ুরোপীয় প্রণালীতে নির্ম্মিত বিস্তর হর্ম্ম্য, একটী সাধারণ পুস্তকাগার, অনেক বিদ্যামন্দির এবং নিঃস্ব ও পীড়িতদিগের আশ্রয়ের নিমিত্ত বহুল স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদায় দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে রায়োর তুল্য বিস্তৃত ও বহুবাণিজ্যকর নগর আর নাই। আর আর নগরের মধ্যে সানসাল্বেডর বা বাহিয়া, পর্ণাম্বিউকো, মারানহেয়ো, পারা, কায়েরা, মাথগ্রসো ও সিওপালো প্রধান।

গায়েনা।

ওরিনকো ও আমেজন নদীর মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত ভূভাগের সাধারণ নাম গায়েনা। অধুনা ইহার অর্দ্ধেকেরও অধিক ব্রাজিলের, ও সিকি বেনিজুয়েলার অন্তর্গত। অবশিষ্ট ভাগ ইঙ্গরেজ, ওলন্দাজ ও ফরাসিদিগের অধিকৃত এবং ইঙ্গরেজগায়েনা, ওলন্দাজগায়েনা ও ফরাসিগায়েনা নামে পরিচিত।

গায়েনার উপকূলভাগ নিম্নভূতল এবং সর্ব্বত্র এরূপ সমান-আকার যে বারম্বার গমনাগমন করিয়াও পোতবাহীরা তত্রত্য স্থান সকল সহজে নির্ণয় করিতে পারে না। সেই ঔপকূলিক নিম্ন ভূমির অভ্যন্তরাভিমুখে বিস্তার কোথাও সতর ক্রোশের ন্যূন বা ছাব্বিশ ক্রোশের অধিক নহে; তৎপরে ভূমি উন্নত। গায়েনার

উপকূলভাগ অস্বাস্থ্যকর, অভ্যন্তর তদপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। ইহার ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা, চিনি, তুলা ও কাফি প্রচুর উৎপন্ন হয়।

ইঙ্গরেজগায়েনা ওরিনকো নদীর মোহানা হইতে করেন্টিন নামক নদীর পশ্চিম তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার পরিমাণফল প্রায় ৩,০০০ বর্গ ক্রোশ। প্রথমে ওলন্দাজেরা এই দেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করে। পরে ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ইঙ্গরেজেরা তাহাদের হইতে জয় করিয়া লয়। এখানকার অধিবাসীরা ইঙ্গরেজ, ওলন্দাজ, বীতদাসত্ব কাফ্রি ও আদিম আমেরিক এই চারি জাতিতে বিভক্ত। ইহার প্রধান নগর জর্জটৌন। এই নগরকে কখন কখন ডিমেরারাও কহিয়া থাকে।

ওলন্দাজগায়েনা ইঙ্গরেজগায়েনার পূর্ব্ব ও ফরাসি-গায়েনার পশ্চিম; প্রথমোক্ত দিকে করেন্টিন ও শেষোক্ত দিকে মারোনী নদী দ্বারা সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। ইহার পরিমাণফল প্রায় ৯,৬০০ বর্গ ক্রোশ। এখানকার অধিবাসীরা ওলন্দাজ, ফরাসি, য়িহুদি, কাফ্রি ও আদিম আমেরিক এই পাঁচ জাতিতে বিভক্ত। ইহার প্রধান নগর সুরিনাম।

ফরাসিগায়েনা মারোনী নদী হইতে ওয়াপক নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার পরিমাণফল প্রায় ৬,৯০০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২২,০০০। এখানে, ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত গায়েনা-দেশীয় সকল প্রকার উদ্ভিদ্ ভিন্ন, লবঙ্গ, পিপ্পল, ও জায়ফল পাওয়া যায়। এখানে একটী মাত্র নগর আছে, উহার নাম কেয়িন।

আমেরিকার সমীপবর্ত্তী প্রধান প্রধান দ্বীপ।

গ্রিন্‌লণ্ড—উত্তর আমেরিকার উত্তরপূর্ব্ব দিকে বেফিন উপসাগরের পূর্ব্ব তীরে গ্রিন্‌লণ্ড দ্বীপ। এই দ্বীপ আয়তনে প্রকাণ্ড, কিন্তু এপর্য্যন্ত উপকূল ভাগমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, অভ্যন্তর সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে। এখানে শীতের দুরন্ত প্রাদুর্ভাব, ভূমি পাহাড়ময়, অনুর্ব্বরা ও প্রায় সর্ব্বত্রই চিরতুহিনে আচ্ছন্ন। বৃক্ষ তৃণাদি কিছুই নাই বলিলেই হয়। লোকে মাংসাদি ভোজন করিয়া দিনপাত করে। ভূচর জন্তুর মধ্যে খরগস, উল্‌কামুখী, বল্‌গাহরিণ, শ্বেতকায় ভল্লূক ও কুক্কুর প্রধান। এখানকার কুক্কুর অতি প্রকাণ্ডশরীর, এবং অশ্বাদির ন্যায় শকট বহন করিয়া থাকে। জলজন্তুর মধ্যে সমুদ্রে বিস্তর তিমি, হেরিং ও টর্ব্বট নামে মৎস্য পাওয়া যায়; কিন্তু সীল নামক মৎস্যই এখানকার অধিবাসীদিগের সর্ব্বস্ব ধন। ইহার মাংসই তাহাদের প্রধান আহার ও চর্ম্মই প্রধান পরিচ্ছদ। ফলতঃ তাহারা ইহাকে এরূপ অবশ্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান করে যে ইহার অভাবে অন্যান্য দেশীয় লোকেরা কিপ্রকারে জীবন ধারণ করে তাহা তাহাদের অনুভবেই আইসে না। গ্রিন্‌লণ্ডের অধিবাসীরা খর্ব্বকায়, পীতবর্ণ ও ক্ষুদ্রাক্ষ। ইহাদিগকে স্কুইমো জাতীয় মনুষ্য কহে। গ্রিন্‌লণ্ড দিনেমারদিগের অধিকৃত।

নিউফৌণ্ডলণ্ড—বৃটন আমেরিকার সন্নিহিত ও ইঙ্গরেজদের অধিকৃত। ইহার ভূমি বন্ধুর, অনুর্ব্বর এবং অনুক্ষণ প্রগাঢ় কুজ্‌ঝটিকায় আচ্ছন্ন থাকে। এখানে

শীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, শস্যাদি কিছুই জন্মে না; কিন্তু সমীপবর্ত্তী সমুদ্রে বিস্তর টাকার মৎস্য ধৃত হয়। মৎস্যের ব্যবসায়ে বার্ষিক উৎপন্ন অন্যূন ৮০,০০,০০০ টাকা। এই দ্বীপের প্রধান নগর সেন্টজান। নিউ-ফৌণ্ডলণ্ডের সমীপে কেপ্‌ব্রটন, প্রিন্সএডোয়ার্ড ও আন্টিকষ্টি দ্বীপ। এই সমুদয়ও ইঙ্গরেজদিগের অধিকৃত।

কারিব সাগরীয় দ্বীপশ্রেণী।

কারিব সাগরের গর্ব্ভে, উত্তর আমেরিকার ফ্লরিডা হইতে দক্ষিণ আমেরিকার গায়েনা পর্য্যন্ত, যে সমুদায় দ্বীপ দেখিতে পাওয়া যায় তৎসমুদায়কে কারিব সাগরীয় দ্বীপশ্রেণী কহা যায়। ইহারা বাহামা ও আন্টিলিস নামে দুই প্রধান পুঞ্জে বিভক্ত। আন্টিলিস পুঞ্জ, আবার দুই পুঞ্জে পৃথগ্‌ভূত, বড় আন্টিলিস ও ছোট আন্টিলিস। কারিব সাগরীয় দ্বীপশ্রেণীর পরিমাণ-ফল প্রায় ২৪,০০০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২৫,০০,০০০।

বাহামাপুঞ্জ—চতুর্দ্দশ প্রধান ও বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র-দ্বীপে পরিগণিত। সেই সমুদায় দ্বীপ ফ্লরিডার অগ্নি-কোণ হইতে দক্ষিণপূর্ব্ব মুখে ৩০০ ক্রোশ ব্যাপিয়া হেটি দ্বীপের সমীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠের নাম নিউপ্রবিডেন্স। আর যে গোয়ানাহানি দ্বীপে কলম্বস প্রথম উত্তীর্ণ হন তাহাও এই পুঞ্জের অন্তর্গত। গোয়ানাহানিকে কেহ কেহ সান্‌সালবেডর কহেন।

বড় আন্টিলিস—কিউবা, জামেকা, হেটি বা সাণ্ডমিঙ্গো ও পোর্টরিকো এই চারি দ্বীপে পরিগণিত। এই সকল দ্বীপে অনেক উন্নত পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়। পোর্টরিকোর সমীপ হইতে যে সকল দ্বীপ বৃত্তাকারে পারিয়া উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং আর যে সমুদায় দ্বীপ বেনিজুয়েলার উত্তরে অবস্থিত সেই সমুদায় লইয়া ছোট আন্টিলিস পরিগণিত। এই সমুদায়ের অধিকাংশই বাড়বসম্ভূত; অদ্যাপি ইহাদের অন্তর্গত অনেক পর্ব্বতে অতীত কালীয় অগ্ন্যুদ্গমের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু বহুকাল হইল সেই সমুদায় অগ্নিগিরি সুস্থির রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ট্রিনিডাড, গোয়াডেলোপ, মার্টিনিক, ডমিনিকো, সেন্টলুসিয়া, সেন্টবিন্সেন্ট, টবোগা, আন্টিয়াগো, ও কিউরেকোয়া প্রধান।

কারিব সাগরীয় দ্বীপশ্রেণীর মধ্যে—হেটি—স্বাধীন। সেন্টবার্থলোমিউ—সুইডেনের অধিকৃত। সান্টাক্রুজ, সেন্টজান, সেন্টটমাস—ডেন্মার্কের অধিকৃত। কিউরেকোয়া, সাবা, সেন্টইয়ুষ্টেসস, সেন্টমার্টিনের দক্ষিণ ভাগ—হলণ্ডের অধিকৃত। গোয়াডেলোপ, ডেসিরেড, মার্টিনিক, মেরিএগালান্ট, সেন্টমার্টিনের উত্তর ভাগ, সেন্টস,—ফ্রান্সের অধিকৃত। কিউবা, পোর্টরিকো—স্পেনের অধিকৃত। অবশিষ্ট সমুদায় ইংলণ্ডের অধিকৃত।

বাহামা পুঞ্জের অন্তর্গত কতিপয় দ্বীপ ভিন্ন কারিব সাগরীয় অবশিষ্ট সমুদায় দ্বীপেই সূর্য্যাতপের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। বৃষ্ট্যাদিতেও ভূমি প্রায় সচরাচর সরস

থাকে। রস ও উত্তাপের সহযোগে এখানকার মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্ব্বরা; বিবিধ শস্য, নানাপ্রকার ফল, ও অন্যান্য উদ্ভিদ অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। এই সকল দ্বীপ হইতে চিনি, কাফি ও তূলা প্রচুর পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন দেশে নীত হইয়া থাকে। এজন্য ইয়ুরোপীয় বণিক্-সমাজে ইহাদের অত্যন্ত গৌরব, কিন্তু মনুষ্যের স্বাস্থ্যের পক্ষে এই সকল দ্বীপ, বিশেষতঃ ইহাদের যাবতীয় নিম্ন প্রদেশ, অনুপকারী এবং বর্ষাকালে বিশেষ অনিষ্টকর। ভাদ্র আশ্বিন মাসে মধ্যে মধ্যে প্রচণ্ড ঝটিকা উত্থিত হওয়াতে লোকের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়া থাকে। ভূমিকম্পও অনুক্ষণ ঘটে। এই সকল দ্বীপে জন্তু অধিক নাই।

ইয়ুরোপীয়েরা আসিয়া কারিব সাগরীয় দ্বীপ সমূহের আদিম অধিবাসীদিগকে সমূলে নির্ম্মূলিত করিয়াছে। কেবল ট্রিনিডাড দ্বীপে দুই চারি শত ভিন্ন আর কুত্রাপি এক জনও আদিম আমেরিক দেখিতে পাওয়া যায় না। এক্ষণে এখানে কৃষ্ণকায় কাফ্রি, ধবলাঙ্গ ইয়ুরোপবংশীয় এবং এই উভয়ের পরস্পর সংস্রবোৎপন্ন নানা বর্ণের সঙ্কর জাতি বসতি করিতেছে। তন্মধ্যে কাফ্রিদিগের সঙ্খ্যাই অধিক, যে সকল কাফ্রি স্পেনের অধিকারে বসতি করে তাহারা অদ্যাপি দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ রহিয়াছে। এই সকল দ্বীপে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মই প্রবল; কেবল ট্রিনিডাড দ্বীপে এক সম্প্রদায় মুসলমান দেখিতে পাওয়া যায়।

বাহামাপুঞ্জের প্রায় ২০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে বর্ম্মুডাস পুঞ্জ। এই পুঞ্জের অন্তর্গত দ্বীপ সকল গণনায় ৩০০।৪০০

কিন্তু কয়েকটী মাত্র মনুষ্যের অধ্যুষিত। এই সকল দ্বীপ ইঙ্গরেজদিগের অধিকৃত। এখানে আটলান্টিক-বাহী জাহাজ সকল মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হয় এবং রাজদণ্ডে নির্ব্বাসিত কোন কোন ইংলণ্ডীয় লোক প্রেরিত হইয়া থাকে।

টেরাডেল্‌ফিউগো—সাতটী প্রধান ও বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র দ্বীপে পরিগণিত। এখানে অনবরত মেঘ, বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝাবাত দেখিতে পাওয়া যায়, পরিষ্কার দিন অত্যন্ত বিরল। এখানকার পর্ব্বত সকল চিরকাল বরফে আচ্ছন্ন; কিন্তু উপকূল ভাগে সেরূপ বরফ দেখা যায় না। এখানে লোক অধিক নাই, যাহারা আছে তাহারাও নিতান্ত হীনাবস্থ।

সম্পূর্ণ।

প্রথম পরিশিষ্ট।

গোলক।

ভূগোলবেত্তারা সচরাচর দারুময় বর্ত্তুলে পৃথিবীর প্রতিরূপ অঙ্কিত করিয়া থাকেন। সেই বর্ত্তুলকে গোলক কহে। পরিমাণ নিরূপণের সুবিধার জন্য তাঁহারা গোলককে তিন শত ষাটি সমান ভাগে বিভক্ত করেন। ঐ প্রত্যেক ভাগকে এক এক অংশ কহে। প্রত্যেক অংশ ষাটি সমান ভাগে বিভক্ত, সেই সকল ভাগকে কলা কহে। প্রত্যেক কলা ষাটি সমান ভাগে বিভক্ত, সেই প্রত্যেক ভাগকে বিকলা কহে। অংশ, কলা ও বিকলা জ্ঞাপক সঙ্কেত এই; অংশ বোধক সংখ্যার উপরে (°) চিহ্ন থাকে, কলাবোধক সংখ্যার উপরে (′) চিহ্ন থাকে, বিকলা বোধক সঙ্খ্যার উপরে (″) চিহ্ন থাকে। যথা, ৮° ৫′ ১৩″ ইহার অর্থ আট অংশ, পাঁচ কলা ও তের বিকলা।

গোলকের উত্তর প্রান্ত হইতে ঠিক মধ্যস্থল নির্ভেদ করিয়া দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত একটী শলাকা প্রবিষ্ট আছে, ভূগোলবেত্তারা এইরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন। সেই শলাকার দুই প্রান্তকে দুই মেরু কহে; উত্তরের প্রান্তকে উত্তরমেরু ও দক্ষিণের প্রান্তকে দক্ষিণমেরু।

গোলকের পৃষ্ঠদেশে কতকগুলি মণ্ডলাকার রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল রেখার মধ্যে প্রধান প্রধান গুলির নাম এই;—

উভয় মেরুর সমদূরবর্ত্তী স্থানে একটী মণ্ডলাকার রেখা পূর্ব্ব পশ্চিমে গোলকের সমন্তাৎ ব্যাপিয়া আছে। সেই রেখাকে কেহ নিরক্ষরেখা, কেহ বিষুবরেখা এবং কেহ নাড়ীমণ্ডল কহেন। নিরক্ষরেখা গোলককে দুই সমান খণ্ডে বিভক্ত করিতেছে। উত্তরের খণ্ডকে উত্তর গোলার্দ্ধ ও দক্ষিণের খণ্ডকে দক্ষিণ গোলার্দ্ধ কহে।

নিরক্ষের উত্তর দক্ষিণ উভয় দিকেই বহুসঙ্খ্যক মণ্ডলাকার রেখা, গোলকের পূর্ব্ব পশ্চিমে ব্যাপিয়া আছে। সেই সকল রেখার যে কোন একটীর সকল স্থানই নিরক্ষ হইতে সমদূরবর্ত্তী অর্থাৎ যে রেখা কোন এক স্থানে নিরক্ষ হইতে ১০ অংশ সেই রেখা আর সকল স্থানেও নিরক্ষ হইতে ১০ অংশ, যেটী নিরক্ষ হইতে কোনএক স্থানে ২৫ অংশ সেইটী আর সর্ব্বত্রই নিরক্ষ হইতে ২৫ অংশ ইত্যাদি। ঐ সকল রেখাকে অক্ষরেখা কহে। গোলকপৃষ্ঠে আর কতগুলি মণ্ডলাকার রেখা দেখা যায়, তাহারা প্রত্যেকে উভয় মেরু নির্ভেদ করিয়া নিরক্ষের উপর দিয়া গোলকের সমন্তাৎ ব্যাপ্ত আছে। তাহাদিগকে দ্রাঘিমা বলে। অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা, ইচ্ছামত গোলকের সকলস্থানেই অঙ্কিত করা যাইতে পারে।

সমুদায় অক্ষরেখার মধ্যে চারিটীর বিশেষ বিশেষ নাম আছে, তাহা এই; কর্কটক্রান্তি, মকরক্রান্তি, উদীচ্যবৃত্ত, উদীচ্যেত্তরবৃত্ত। কর্কটক্রান্তি নিরক্ষ হইতে ২৩॥০ অংশ উত্তর, মকরক্রান্তি ২৩॥০ অংশ দক্ষিণ, উদীচ্যবৃত্ত উত্তর মেরুর ২৩॥০ অংশ দক্ষিণ, উদীচ্যেত্তরবৃত্ত দক্ষিণ মেরুর ২৩॥০ অংশ উত্তর।

কর্কট ও মকরক্রান্তির অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগ নিয়ত সূর্য্যের ঠিক নিম্নে থাকে এবং তথায় সূর্য্যকিরণ সরল-বেগে পতিত হয়। এজন্য সেখানে গ্রীষ্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। এই ভূভাগকে সচরাচর গ্রীষ্মমণ্ডল কহে। গ্রীষ্মমণ্ডলের উত্তর ও দক্ষিণে উদীচ্য ও উদীচ্যেতর বৃত্ত পর্য্যন্ত ভূভাগে সূর্য্যকিরণ তির্য্যগ্‌ভাবে পতিত হয়। তাহাতে গ্রীষ্মের আতিশয্য হইতে পারে না, কিন্তু যাহা পতিত হয় তাহাতে শীতকেও অতিশয় প্রবল হইতে দেয় না। * শীত গ্রীষ্মের সমতা বলিয়া ঐ দুই ভাগকে সমমণ্ডল কহে। উদীচ্য ও উদীচ্যেতর বৃত্ত হইতে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত দুই ভূভাগে সূর্য্যের অপেক্ষাকৃত অত্যন্ত হীন প্রাথর্য্য এবং শীতের দুরন্ত প্রভাব। এজন্য ঐ দুই ভূভাগকে হিমমণ্ডল কহে।

নিরক্ষরেখা হইতে পৃথিবীর কোন এক স্থানের দূরত্বকে নিরক্ষান্তর কহে। ঐ স্থান নিরক্ষের উত্তরে হইলে উত্তর নিরক্ষান্তর এবং দক্ষিণে হইলে দক্ষিণ নিরক্ষান্তর। সকল দেশীয় ভূগোলবেত্তারাই আপন আপন ইচ্ছামত এক একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লই-য়াছেন। সেই নির্দ্দিষ্ট স্থান দিয়া যে দ্রাঘিমা অঙ্কিত থাকে সেই দ্রাঘিমাকে প্রাথমিক দ্রাঘিমা কহে। প্রাথমিক দ্রাঘিমা হইতে অন্যান্য স্থানের দূরত্বকে দ্রাঘিমান্তর বলে। ঐ স্থান প্রাথমিক দ্রাঘি-মার পূর্ব্বে হইলে পূর্ব্ব দ্রাঘিমান্তর এবং পশ্চিমে হইলে পশ্চিম দ্রাঘিমান্তর। নিরক্ষান্তর, দ্রাঘিমান্তর উভয়ই জানিলে গোলকের সকল স্থানই নিরূপণ করা

যায়। যথা, এক স্থানের নিরক্ষান্তর ১৬° উত্তর এবং দ্রাঘিমান্তর ১৮°২০′ পূর্ব্ব; আমরা প্রথমতঃ নিরক্ষের ষোল অংশ উত্তরে অন্বেষণ করি, কিন্তু দেখি অসঙ্খ্য স্থানের নিরক্ষান্তর ষোল অংশ উত্তর হইতে পারে, অর্থাৎ নিরক্ষরেখা হইতে ষোড়শাংশ উত্তরস্থিত অক্ষরেখা যে সকল স্থান দিয়া চলিয়া গিয়াছে তৎসমুদায়ের নিরক্ষান্তর ১৬০ উত্তর। আমরা আবার জানি যে, যে স্থান অন্বেষণ করিতেছি উহার দ্রাঘিমান্তর ১৮°২০′ পূর্ব্ব। আমরা আমাদের প্রাথমিক দ্রাঘিমা হইতে ১৮°২০′ পূর্ব্বে অন্বেষণ করি: কিন্তু এখানেও দেখি যে অসংখ্য স্থানের দ্রাঘিমান্তর ১৮°২০′ অর্থাৎ প্রাথমিক দ্রাঘিমার ১৮°২০′ পূর্ব্বে যে দ্রাঘিমা রেখা অঙ্কিত আছে অথবা অঙ্কিত হইতে পারে সেই দ্রাঘিমা যে যে স্থান দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তৎসমুদায়েরই দ্রাঘিমান্তর ১৮°২০′। কিন্তু যখন নিরক্ষান্তর ও দ্রাঘিমান্তর উভয়ই ধরি তখন দেখি যে, সমুদায় পৃথিবীর মধ্যে একটী মাত্র স্থানে উভয়ই সম্ভব হয়। যেখানে নিরক্ষের ১৬° উত্তরের অক্ষরেখা প্রাথমিক দ্রাঘিমার ১৮°২০′ পূর্ব্বের দ্রাঘিমার সহিত মিলিত হইয়াছে অন্বেষ্য স্থান সেই সন্ধি স্থলেই হইতেছে। কারণ উহার নিরক্ষান্তর ১৬° উত্তর, দ্রাঘিমান্তরও ১৮০২০′ পূর্ব্ব এবং উহা ভিন্ন অন্য কোন স্থানেই উভয়ই ঘটে না।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

পৃথিবীর লোকসঙ্খ্যা ও পরিমাণফল।

বিভাগ	অধিবাসীর সঙ্খ্যা	পরিমাণফল বর্গক্রোশ
আসিয়া	৬০,০০,০০,০০০	৪০,০০,০০০
ইয়ুরোপ	২৪,৪০,০০,০০০	৯,৩০,০০০
আফ্রিকা	৭,০০,০০,০০০	২৯,৫০,০০০
আমেরিকা	৪,৪০,০০,০০০	৩৫,০০,০০০
অষ্ট্রেলেসিয়া পলিনেসিয়া	১,৫০,০০,০০০	৪,০০,০০০
	৯৭,৩০,০০,০০০	১,১৭,৮০,০০০

উপরিউক্ত সর্ব্বসমেত লোকসঙ্খ্যার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সঙ্খ্যা প্রায় এই;

হিন্দু	১২,৪০,০০,০০০
বৌদ্ধ	৩০,০০,০০,০০০
য়িহুদি..	৪০,০০,০০০
খ্রীষ্টান	৩০,০০,০০,০০০
মুসলমান	১০,০০,০০,০০০
জড়োপাসক, নানকপন্থী ইত্যাদি ...	১৪,৫০,০০,০০০
	৯৭,৩০,০০,০০০

তৃতীয় পরিশিষ্ট।

পৃথিবীর প্রসিদ্ধ নদী সকলের দৈর্ঘ্য ও তাহাদের তীরের অদূরবর্ত্তী প্রধান প্রধান নগরের নাম।—

মিসিসিপি (দৈর্ঘ্য ৪০০০ মাইল)—নবঅর্লিন্স, নাচেস, সেন্টলুই। আমেজন (৩৯০০ মাইল)—সান্তারেম, রাইনিগ্র, নৌতা। ইয়ংসিকিয়াং (৩২০০)—নান্কিন। নীল (৩০০০)—স্কেন্দ্রিয়া, রসেটা, ডামিয়েটা, বৌলাক, কেরো, ঘিজে, বেনিসাউএফ, সাইওট, ঘেন্নে, ডেঙুরা, থিব্স, এসনে। ইনিসি (২৯০০)—ইহার একটী শাখার তীরে ইর্থটক্স। হোয়াংহো (২৬০০)। ওবি (২৫০০)—টোবলস্ক ও ওমস্ক, আর্টিস নাম্নী শাখার তীরে। লেনা (২৪০০)—ইয়াথটস্ক। লাপ্লাটা (২৩৫০)—মন্টবিডো, বিউয়েনআয়র, পারানা, করিএন্টস, আসন্সন। নাইজর (২৩০০)—বৌসা, টিম্বকটু, জেন্নে, সিগো। আমুর (২৩০০)—সঘেলিয়ানউলা, নর্টচিনিস্ক। বল্গা (২২০০)—আষ্ট্রাকান, সারাটব, কাজান, নিজনি-নবগরড, কষ্ট্রোমা, জারোস্লাব, বরা। মেকেঞ্জি (২১৬০)—সেন্টলরেন্স (২০০০)—কুইবেক, মন্টরিল। ইয়ুফ্রেটিস (১৭৬০)—বস্রা, হিল্লা; টাইগ্রিসের তীরে বোগ্দাদ, মোসল, ডায়রবেকর। ব্রহ্মপুত্র (১৭৬০)—ডুরঙ, গোহাটি, গোয়ালপাড়া, নসীরাবাদ। সিন্ধু (১৭০০)—করাঞ্চি, হায়দরাবাদ, আটক, লে। ডানিয়ুব (১৬৩০)—বেল্গ্রেড, পেস্থ, বুডা, কোমরন, প্রেস্বর্গ, বায়েনা। সান্ফ্রান্সিস্কো (১৫০০)—। গঙ্গা (১৪৬০)—কলিকাতা, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, হুগলী, ত্রিবেণী, শান্তিপুর, কাল্না, নবদ্বীপ, কাটোঁয়া, মুরশিদাবাদ, রাজমহল, ভাগলপুর,

মুঙ্গের, পাটনা, হাজিপুর, দানাপুর, গাজিপুর, বারাণসী, চুনার, মির্জাপুর, আলাহাবাদ, ফতেপুর, কানপুর, ফতেগড়, হরিদ্বার। ওরিনকো (১২০০)—আঙ্গষ্টুরা। নিপর (১২০০)—চর্সন, কিব, মঘলিব, স্মলেনেস্ক। ডন (১০০০)—টাগানরগ, রষ্টব, চরকাস্ক। অরেঞ্জ (১০০০)। সেনিগাল (৯০০)—সেন্টলুই, পোডর, বাকেল। গোদাবরী (৮৬০)—নাসিক, রাজমহেন্দ্রী, নর্সীপুর। মেগডেলেনা (৮৬০)—কার্টেজিনা, মামপক্স, বগোটা। যমুনা (৮৫০)—কুম্পি, ইটোয়া, মথুরা, আগরা, দিল্লী। নর্ম্মদা (৮০০)—জব্বলপুর, হুসঙ্গাবাদ, বড়োচ। কৃষ্ণা (৮০০)। রাইন (৭৬০)—লিডেন, ইয়ুট্রেক্ট, নাইমজিন, কলোন, মেঞ্জ, ওয়ারমজ, কার্লস, ষ্ট্রাসবর্গ। এল্‌ব (৬৯০)—আল্টোনা, হাম্বর্গ, মাগডিবর্গ, উটেনবর্গ, ড্রেসডন। গাম্বিয়া (৬৫০)—বাথারষ্ট, ফোর্টজেম্‌স, পিসেনিয়া। বিষ্টুলা (৬৩০)—ডান্‌জিগ, এল্‌বিঙ্‌, গ্রডেঞ্জ, থরন, ওয়ার্সা, ক্র্যাকো। লয়ার (৫৭০)—নান্টস, আঙ্গর্স, টুর্স, ব্লয়, অর্লিন্স, নেবর্স। মহানদী (৫২০)—সম্বলপুর, কটক। টেগস (৫১০)—লিসবন, সান্টারেম, আল্‌কান্টারা, টেলাবরা, টলিডো। রোন (৪৯০)—আর্লস, টারাসকন, বোকেয়ার, আবিগ্‌নন, বালেন্স। কাবেরী (৪৭০)—শ্রীরঙ্গপট্টন, ত্রিরুঞ্চিনাপল্লী। পো (৪৫০)—ফেরারা, মাঞ্চুয়া, ক্রিমোনা, পায়েসাঞ্জা, পাবিয়া, কাসেল, টুরিন। তাপ্তী (৪৪১)—বুরানপুর, সুরট। সেন (৪৩০)—হেবর, রুয়েন, পারিস, ফন্টেন্‌ব্লো, ট্রয়িস। টেমস্‌ (২১৫)—সিয়ারনেস, গ্রেবসেণ্ড, উলউইচ, গ্রিনউইচ, ডেটফোর্ড, লণ্ডন, রিসমণ্ড, কিঙসটন, উইণ্ডসর, ইটন, অক্সফোর্ড।